মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌।

বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাতশান্তিপ্রকরণ
ভাষ্যাবলম্বনে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

দ্বিতীয় খণ্ড।

"माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये"
मुक्तिकोपनिषद्।

শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) এম, এ
আলোচিত।

উৎসব আফিস ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮৪০ ; ইং ১৯১৯ ; সাল ১৩২৫ মাঘ মাস,
উত্তরায়ণ।

কলিকাতা,
"নিউ আর্য্যমিশন প্রেস" ৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন
শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

বৈতথ্যাদি প্রকরণের ভূমিকা।

একরূপে বা তথারূপে যাহা না থাকে তাহাই হইল বিতথ। বিগত হইয়াছে তথারূপ যার তাহা বিতথ। তথারূপ নাই এমন কি কিছু দেখিয়াছ ?

এইটি একরূপেই আছে ইহা ত দর্শন শ্রবণাদিবিশিষ্ট জগতে নাই। জগৎ ত কখন একরূপে থাকে না—দেহ ত কখন একরূপে থাকে না, মনও ত কখন একরূপে থাকে না। জগৎ, দেহ, মন এই সমস্তই তবে বিতথ—তথারূপ শূন্য। বিতথের ভাব যাহা তাহাই হইল বৈতথ্য। বৈতথ্য বলে অসত্যত্বকে। বিতথস্য ভাবং বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। ইতি ভাষ্যে। জগৎ, দেহ, মন এই সমস্তই অসত্য, মিথ্যা।

শ্রীমৎ গৌড়পাদাচার্য্য বৈতথ্যপ্রকরণে দেখাইতেছেন জগৎ মিথ্যা কিরূপে। শ্রুতি "প্রপঞ্চোপশমং" ইত্যাদি বিশেষণে বলিতেছেন—জগৎপ্রপঞ্চ উপশম না হইলে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইবে না। শ্রুতির অন্য নাম আগম। শ্রুতিবাক্যগুলি প্রভু-সম্মিত। ভৃত্য যখন প্রভুকে ভালবাসে, প্রভুকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে তখন প্রভুর আজ্ঞা ভাল কি মন্দ এ বিচার তার হয় না। ভাল মন্দ জানি না—তুমি যাহা বলিয়াছ তাই আমার শিরোধার্য্য। বেদ যখন জীবের কাছে প্রভু থাকেন তখন বেদবাক্য শিরোধার্য্য হয়; বেদবাক্য মত কার্য্য হয়। বেদবাক্য মত কার্য্য হইলে কি সত্য কি অসত্য আপনা হইতে মনে ভাসে।

কাল-ধর্ম্মে যখন বৈদিক কর্ম্মে আলস্য আইসে, বৈদিক কর্ম্ম করিলে কি হয় এই সংশয় মানুষের মনকে অধিকার করে, তখন মানুষ তেমন কর্ম্ম করিতে চায় যে কর্ম্মে প্রত্যক্ষ ফল পায়। মানুষ তখন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রভুসম্মিত বাক্যে সন্দেহ করে। এই সময়ে শ্রুতিবাক্যগুলিকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে হয়।

জগৎ মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, মন মিথ্যা—বৈতথ্য প্রকরণে ইহা যুক্তি দিয়া বুঝান হইয়াছে।

প্রভুসম্মিত বাক্য বুঝিতেও যেমন যুক্তির আবশ্যকতা আছে সেইরূপ আগম প্রকরণের পরেও বৈতথ্যাদি প্রকরণের আবশ্যকতা আছে। এই কথা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে।

বিদ্যাভ্যাসে সদা যত্ন করিবে—এই উপদেশ সর্ববাদিসম্মত। যাঁহারা এই বিধান করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, ইয়ুনিভার্সিটির বিদ্যাভ্যাসকে বিদ্যাভ্যাস বলেন না।

নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন "আমি দেহ নই" "আমি চিদাত্মা" এই যে বুদ্ধি ইহার নাম বিদ্যা। আর "আমি দেহ" এই যে বুদ্ধি ইহার নাম অবিদ্যা। "আমি দেহ নই" "আমি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা ইহার অভ্যাসের নাম বিদ্যাভ্যাস। শুধু মুখে ইহা আবৃত্তি করিলে বিদ্যাভ্যাস হইবে না। "শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ" অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানটা শ্রেয়। গৌড়পাদাচার্য্য বৈতথ্যপ্রকরণে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইলে কি জানা চাই তাহা স্পষ্ট করিতেছেন। শুধু বিলাপ করিবে ঠাকুর কবে আমি আমার আমিত্ব হারাইয়া দেখিব তোমার আমি এই দেহ মন জগৎ চালাইতেছে? শুধু বিলাপে ফল নাই। শুধু প্রার্থনাতে কিছু হয় না। তোমার পুরুষার্থ পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিয়া প্রার্থনা কর তবে কার্য্য হইবে।

পূর্ণভাবে পুরুষার্থ কি লইয়া করিতে হইবে আচার্য্যগণ তাহা বলিয়া দিয়াছেন—তুমি সেই মত কার্য্য করিবে বলিয়া। তাঁহাদের কথা লইয়া গান বাঁধিয়া তুমি একতারা লইয়া ঘাড় মাথা নাড়িয়া ক্ষণিক চিত্তবিনোদন অভ্যাস করিবে—চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং এটা কি ঘাড়মাথা নাড়িয়া একতারায় গাহিবার বস্তু? প্রাণপণ করিলে ইহার অভ্যাস হয়। কর আপনিই বুঝিবে তুমি কি হইয়া যাও।

"আমি দেহ নই" "আমি আত্মা" এই বিদ্যার অভ্যাস করিতে হইলে "আমি দেহ কেন নই" আবার কোন্ কোন্ লক্ষণ আমিতে আছে যদ্দ্বারা আমি আত্মা ইহা জানা যায় এই দুইটির আলোচনাই আবশ্যক।

মাণ্ডূক্য শ্রুতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ" ইহা

দেখাইয়াছেন। আত্মার সম্বন্ধে এই শ্রুতি সমস্ত সংবাদ দিয়াছেন। তথাপি আমাদের জ্ঞান হয় না কেন ?

হইবে কিরূপে ? "আমি দেহ" এই বুদ্ধি—এই অবিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানকে যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তবেই ত প্রয়োজন হইতেছে অবিদ্যার নাশ। আমি দেহ এই অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য বুদ্ধিকে দেখাইতে হইবে, বুদ্ধি ! তুমি যে দেহকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ এইটি তোমার মূর্খতা, এইটি তোমার মূঢ়তা। তুমি মূর্খতা মূঢ়তা অবিচার ছাড়িয়া বিচার কর দেখি—অসত্য দেহ, মিথ্যা দেহ কখন সত্য আমি হইতে পারে না। তোমার আমির দেহ যেমন তোমার স্থূল দেহ, ও সূক্ষ্ম দেহ রূপ এই মন, ব্রহ্ম আমির দেহ হইতেছে স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগৎরূপী বিরাট মন।

এখন বিচার কর দেহ, মন, জগৎ ইহারা অসত্য কিরূপে ? যাহা অসত্য তাহা ত্যাগ কর তাহাতে অনাস্থা কর তবে শ্রুতিকথিত সত্য বস্তু যে আত্মা, তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং আত্মা লইয়া থাকিতে পারিবে। সমকালে এই দুই অভ্যাস করিতেই শ্রুতি আজ্ঞা করিতেছেন। কর দেখিবে তোমার আমিটি তখন জগদাত্মরূপ আমি হইয়া গিয়াছে।

আগম প্রকরণের পরে বৈতথ্য প্রকরণ ইহারই জন্য। উপসংহারে আমরা আজকালকার জগতে বিদ্যা সম্বন্ধে যে সমস্ত মতামত চলিতেছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

আমরা দেখি বিদ্যা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা সভ্য জগতের পণ্ডিতগণের মধ্যে থাকিলেও বিদ্যাভ্যাস কিরূপে হইবে বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা কিরূপে হইতে পারে ইহা আধুনিক জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। দুই এক স্থানে প্রার্থনা ও অতি সামান্যভাবে যোগাভ্যাসকে বিদ্যাভ্যাসের স্থানে বসাইতে দেখা যায় কিন্তু ইহা বালকের খেলা মাত্র। আমি দেহ নই এই সম্বন্ধে মতামত।

(১) "আমি" এবং "দেহ" সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। দেহের সুখ

দুঃখে যে আমি সুখী দুঃখী হই অথবা "আমি" চঞ্চল হইলে যে দেহে তাহার কার্য্য প্রকাশ হয় ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হয়। কিন্তু "আমির ও "দেহের" যোগ ত সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। প্রতি ঘটনায় কি তবে ঈশ্বর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীব দেহে ও মনে হস্তক্ষেপ করিতেছেন? কেহ বলেন হাঁ। আবার কেহ বলেন ইহা বিচার সঙ্গত হয় না কিন্তু ইহা বলা যায় যে প্রথম হইতে ঈশ্বর সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই মতটি আজকালকার বিদেশীয় কোন পণ্ডিত গ্রহণ করেন না।

(২) "আমি" ও "দেহ" বিভিন্ন পদার্থ নহে একই পদার্থ। কিন্তু কেহ বলিতেছেন "দেহ"টিই বস্তু "আমি"টি দেহেরই ধর্ম্ম আবার আর একদল বলিতেছেন "আমিই" প্রধান; দেহটা আমির সূক্ষ্ম অবস্থার স্থূলাবস্থা মাত্র। এই দুই মতের নাম হইতেছে জড়বিজ্ঞানবাদ ও বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানবাদ।

জড়বিজ্ঞানবাদ বলিতেছেন দেহকে যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখা যায় তবে আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি অণুর মিশ্রণে ইহা গঠিত। এই অণু সমূহে দ্বিবিধ শক্তি দেখা যায় (১) আকর্ষণ, (২) বিপ্রকর্ষণ। এই দুই শক্তি দ্বারা অণু সমূহ পরস্পর মিলিত হইতেছে ও বিশ্লিষ্ট হইতেছে ইহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে আবার নাশ হইতেছে। জগতের সমস্ত কার্য্য এই অণু সমূহের যোগ বিয়োগে হইতেছে।

যাঁহারা এই মতের বিরুদ্ধে, তাঁহারা বলেন জগতে বা দেহে যে বিচিত্র শৃঙ্খলা দেখা যায় তাহা আসিল কোথা হইতে? অণু পরমাণুর বিশ্লেষণ কর কোথাও কি তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাও? তাহা পাও না। যাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার কোন চিহ্ন নাই যাহারা নিজে অন্ধ তাহারা নিয়ম-বদ্ধ শৃঙ্খলা-বদ্ধ জগৎ গড়িবে কিরূপে? নিয়ম বা শৃঙ্খলা বুদ্ধির পরিচায়ক। অন্ধ অণু হইতে সুন্দর নিয়ম বিশিষ্ট জগৎ রচিত হইতে পারে না। জড়বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ বাদিগণ আরও এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে এই সে অণু

পরমাণুকে তোমরা মূল বস্তু বলিতেছ ইহারা যে আছে তোমরা জান কিরূপে ? দেহ হইতেই যদি আমিটার জন্ম হয় তবে আমিটা দেহকে চালাইবে কিরূপে ? আর "আমিটা" না থাকিলেত অণু পরমাণুর অস্তিত্ব স্থাপনের অন্য কিছুই থাকে না। তবে তুমি কিরূপে বল জড় হইতেই চেতন জন্মিতেছে ?

জড়-বিজ্ঞান বাদ নিরাশ করিয়া বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান বাদিগণ বলিতেছেন আমিটিই হইতেছে বস্তু। ইহারই নাম আত্মা। ইনি মাত্র চেতন। চেতন আত্মা অখণ্ড। আকাশকে যেমন খণ্ড করা যায় না সেইরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যে চৈতন্য তাহারও কোন খণ্ড হয় না---পরিচ্ছেদ হয় না। তথাপি অজ্ঞানবশে ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশকে যেমন ঘটাকাশ নাম দেওয়া যায় সেইরূপ দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে অজ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য বলা যায়। এই যে অজ্ঞান—এই আত্মা সম্বন্ধে ভ্রম জ্ঞান ইহাই আমিকে দেহ বলিতেছে। এই অজ্ঞানের নাশ করাই বিদ্যার কার্য্য। এই বিদ্যাকে অভ্যাস করিতে হইবে।— সেইজন্য একদিকে শ্রুতিমুখে আত্মা কোন বস্তু শ্রবণ কর। আগম প্রকরণে আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহাই দেখান হইতেছে। বৈতথ্য প্রকরণে অজ্ঞানপ্রসূত এই দেহ এই মন এবং এই জগৎ অসত্য কিরূপে তাহাই দেখান হইতেছে।

সংক্ষেপে আগম প্রকরণের পর বৈতথ্যের আবশ্যকতা বলা হইতেছে। আগম প্রকরণে শ্রুতিকে মুখ্য করিয়া অদ্বৈত প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বৈতথ্য প্রকরণে অদ্বৈতের বিরোধী যে দ্বৈত তাহা যে মিথ্যা তাহা যুক্তি দ্বারা দেখান হইতেছে। শ্রুতির প্রভুসম্মিত বাক্যে অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণে দ্বৈত মিথ্যা বলা হইলেও লোকে যুক্তি ভিন্ন বেদ-বাক্যকে সত্য বলিয়া বুঝিবে না; এই জন্য বৈতথ্য প্রকরণে যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে।

শ্রুতি বলিতেছেন "**জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে**" তত্ত্বজ্ঞান হইলে দ্বৈত থাকে না। আবার বলিতেছেন "**একমেবাদ্বিতীয়ং**" দ্বিতীয় রহিত একই

আছেন, দুই বলিয়া কিছু নাই। শ্রুতিপ্রমাণে দ্বৈত যে মিথ্যা ইহা জানা হইল ইহা কিন্তু আগম মাত্র, ইহাকে যুক্তি দ্বারা নিশ্চয় করিতে হইবে। যুক্তি দ্বারা দ্বৈত মিথ্যা দেখাইবার জন্যই দ্বিতীয় প্রকরণ এই মাণ্ডুক্য শ্রুতির দ্বৈতমিথ্যা বিচার অদ্বৈতস্থিতি জন্য। ইহাই শেষ সাধনা। শেষ সাধনা হইলেও "জগৎ মিথ্যা" "তুমিই সত্য" এই জ্ঞান সকল সাধকেরই নিতান্ত আবশ্যক। বিষয় রসে অনাস্থা না জন্মিলে ভগবৎ রস আস্বাদন করা যায় না। সকলেই বুঝিতে পারেন সাধনায় অবস্থা তিনটিমাত্র। (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) তুমি আমি এক। প্রথম দুইটি সাধনা না করিয়া কেহ কখন তুমি আমি একে পৌঁছিতে পারেনা। অন্যরূপে এই কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় বিনা ভক্তিতে বেদান্ত উপদিষ্ট জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। আমি তোমার ও তুমি আমার সাধনায় নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ আছে। তাহার পরেই জ্ঞান সাধনায় অদ্বৈত স্থিতি। উপরে যে সাধনার তিনটি অবস্থার কথা বলা হইল তাহা তত্ত্বাভ্যাসেরই অঙ্গ। কিন্তু তত্ত্বাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সমকালে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের চেষ্টা করিতে হইবে। এখানে মাত্র তত্ত্বাভ্যাসের কথাই বলা হইতেছে। সকল সাধনা ক্রম অনুসারে যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারাই জানেন প্রথমে "আমি তোমার" সাধনা করিতে হইবে। তুমি শ্রীভগবান্, ইষ্টদেবতা, মন্ত্র, গুরু, আত্মা, সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম সমকালে। কর্ম্ম, ভাবনা, বাক্য সব দিয়া "আমি তোমার" সাধনা করিতে হইবে। আমি তোমার সাধনায় সৎসঙ্গ করিতে হইবে। এই সৎসঙ্গ তিন প্রকারে হইবে। ইষ্ট দেবতার সঙ্গ, মন্ত্র সঙ্গ ও গুরু সঙ্গ এই তিনটিতেই আমি তোমার সাধনা হইবে। স্বাধ্যায়কালে ইষ্ট দেবতার সঙ্গে থাক। ইষ্ট দেবতা যেখানে যেখানে গিয়াছেন, যাহা যাহা করিয়াছেন, যাহা যাহা ভাবিয়াছেন সকল সময়ে তুমি তাঁহার সঙ্গ কর। আমি তোমার আমি তোমার করিতে করিতে মন্ত্র জপ কর ইহাতে মন্ত্র সঙ্গে সৎ সঙ্গ হউক। গুরুমুখে আমি তুমি ইহার বিচার কর ইহাও সৎসঙ্গ। তুমি প্রথম সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সঙ্গ কর বাহিরে ও ভিতরে। তবে বুঝিবে শ্রীভগবানও সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন, তোমার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। শয়নে স্বপনে আছেন। শেষে কর তুমি আমি একের সাধনা। তবেই সব হইল। ইতি—

বর্ষ সূচী ১৩২৫

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } ১৩২৫ সাল, বৈশাখ। { ১ সংখ্যা।

অবলম্বন।

(১)

আরাধনা করি আমি মায়াপুরী হৃদয়-পঙ্কজে
মণিপীঠে আত্মলিঙ্গ করিয়া স্থাপনা
করাইব নিত্য স্নান শ্রদ্ধানদী শুদ্ধ চিত্ত-জলে।
(দিব) সমাধি কুসুম সদা করিয়া কল্পনা।

(২)

উদিত বালার্ক সূর্য্য অর্দ্ধ অম্বিকেশ তড়িৎ আকার
বরাভয় পাশ হস্তে পরশু শুভদ
ব্রহ্মাণ্ড শোভিত বপু নব মণিময় শোভার ভাণ্ডার
চন্দ্রচূড় ত্রিনয়ন পূর্ণানন্দপ্রদ।

২৮।৪

নববর্ষে প্রার্থনা।

দিন ত যাবেই কত দিন গিয়াছে, কত যাইতেছে, আরও কত যাইবে। তুমি কিন্তু আছ, চিরদিনই আছ; সবার জন্য আছ। অনন্ত করুণার আধার তুমি—সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি। কে জানিত যে তোমার অপার করুণা? কে জানিত যে তুমি সর্ব্বজনের সুহৃৎ—পাপী তাপী ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলের সুহৃৎ। কে জানিত তোমায়—আর কেহই বা জানিতে পারে তোমায়—যদি তুমি আপনি তোমার জীবের জন্য আত্মপ্রকাশ না কর? এই তুমিই আমার অবলম্বন। ইষ্টদেবতাই ত অবলম্বন। ইষ্ট দেবতা অবলম্বন করিয়াই রূপ, গুণ, কর্ম্ম, স্বরূপ "ভাবনা করাই ঋষিদিগের সনাতন পদ্ধতি।"

তুমিই বলিয়াছ "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ", তুমিই বলিয়াছ "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" তাই আমরা তোমায় জানিতে পারি।

তুমি আপনি বলিয়াছ

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

ভাবনা বাক্যে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইয়া—চাতক যেমন শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও কেবলমাত্র জলধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জল প্রার্থনা করে, সেইরূপে শরণাপন্ন হইয়া একবারও যদি কেহ যাচ্ঞা করে প্রভু! আমি তোমার তোমারই হইতে চাই—এমন জন যদি কেহ হয় তবে তুমি আশ্বাস দাও সর্ব্বভূত হইতে তাহাকে তুমি রক্ষা কর—সর্ব্ব বিপদ হইতে তারে পরিত্রাণ কর এই তোমার ব্রত। এমন দয়ার ঠাকুর থাকিতে তোমার আমার ভয় কি?

শরণে যে আসিতে পারি না—নির্ভর যে করিতে পারি না এই যে বল এটা ত কথার কথা মাত্র। চারিধারে এত বিপদ ভিতরে বাহিরে এত হাহাকার—ক্ষণিক হাহা হিহি ভিন্ন কিছুই ত পাওনা—প্রাণের জ্বালা কেহই ত জুড়াইয়া দিতে পারে না—পাপের দাগ কেহই ত পুঁছিয়া

দিতে পারে না। পাপের ফলেই ত শরীর জর্জ্জরিত, পাপের ফলেই ত অনভিলষিত কর্ম্মসমষ্টি মূর্ত্তি ধরিয়া—সংসার মূর্ত্তি ধরিয়া—স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির দেহ ধারণ করিয়া তোমার সকল কর্ম্মে বাধা দিতেছে—তোমাকে সর্ব্বদা উপদ্রুত করিয়া রাখিয়াছে; তবে আর কতদিন আত্ম-প্রতারণা করিবে—আর কতদিন ক্ষণস্থায়ী দুঃখরূপী একটু আমোদ লইয়া থাকিবে? এই আমোদেই যদি হইত তবে ত সর্ব্বক্ষণ তোমার একটা সুখ থাকিত। তাত থাকে না—দুঃখ ত যায় না। এখনি এক রকম আছ পরক্ষণেই স্ত্রী পুত্র কন্যা কাহারও কিছু হইল—এইরূপে নিত্য কত বিপদ হইতেছে। কখন কোন মুহূর্ত্তে কোন বিপদ আসিয়া হাহাকার তুলিবে তাহা কে জানে? জগতের দিকে একবার চাহিয়া দেখ না কি হাহাকার চারিধারে। তোমার দেহের কলকারখানা দেখিতে দেখিতে বিগড়াইয়া যায়—ঐ যে টিসপেপসিয়া, ঐ যে অম-শূল, ঐ যে মাথাধরা, ঐ যে বাতব্যাধি, ঐ যে কাশী সর্দ্দি, ঐ যে হাঁপানী—কখন কোনটি তোমায় ধরিবে তোমার সংসারের কার ঘাড়ে কখন কোনটি পড়িবে—তার কি নিশ্চয়তা আছে? তবে তুমি শরণাপন্ন হইবে না কেন? অন্য উপায় থাকিলে করা যাইত কিন্তু উপায় ত আর নাই—তার শরণে আসা ভিন্ন। সব রকম ত করিয়া দেখিয়াছ—সব রকম খাইয়াছ, সব ব্যভিচার ত করিয়া দেখিয়াছ—আর ত অপরাধের বোঝা তুলিতে ইচ্ছা নাই আর ত পাপ করিতে ইচ্ছা নাই—বরং যা পাপের জ্বালাতেই অস্থির হইয়াছ—দেশ অস্থির হইয়াছে—আর নূতন করিয়া পাপ করিতে ত ইচ্ছা নাই ইচ্ছা থাকাও উচিত নয়। এস এস পূর্ব্বকৃত পাপ ধৌত করিবার জন্য তার শরণাপন্ন হই। সে ভিন্ন পাপ ধৌত করিতে আর কেহ জানে না—আর কেহ পারে না। এস এস সর্ব্বদা তারে লইয়া থাকি এস। চক্ষু! সে ছাড়া আর কিছুই দেখিও না। কর্ণ! তার কথা ছাড়া—তার আজ্ঞা ছাড়া আর কাহারও কথা শুনিও না। এস এস সর্ব্বদা তারে লইয়া থাকি এস। সে যে তোমার আসে পাশে ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছে। স্থূল সূক্ষ্ম

বীজ ছাড়িয়া বলনা সাক্ষিভাবে সে কোথায় নাই ? বলনা তোমার দুঃখের প্রতীকার আর কে করিতে পারে ? তাই ত বলিতে শুন

ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণাম দুর্ব্বহং।

কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং রামরসায়নং পিব ॥

আর যে কিছু ঔষধ নাই। এস এস সর্ব্বদা রামরসায়ন, হরিরসায়ন, কালীরসায়ন, দুর্গারসায়ন, শিবরসায়ণ পান করি এস। সেই এই সব সাজিয়াছে। সেই নাম ধরিয়াছে, সেই নাদবিন্দু বীজ ধরিয়া তোমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছে। তবে একটু ভালবাসিয়া তার আজ্ঞা পালন করি এস। তারে ভাল বাসিয়া তারেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া শরণাপন্ন হই এস। বলি এস আহা ! তুমি করুণাময়, আমাদের চিত্তকে তোমার পানে আকর্ষণ কর। প্রভু ! তোমা ভুলিয়া আর কিছু যেন না বলি, আর কিছু যেন না ভাবি। সকল লৌকিক কর্ম্মে সকল বৈদিক কর্ম্মে—সকল নিত্য ক্রিয়ায় যেন তোমায় স্মরিতে না ভুলি। নিত্যক্রিয়ায় যেন তোমায় ভাবিতে তোমায় ডাকিতে একদিনও শিথিলপ্রযত্ন না হই। তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার আমরা যেন আর মারামারি না করি আর দলাদলি না করি আর দ্বেষ হিংসা না করি।

প্রার্থনা কর—প্রার্থনা কর তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রার্থনা কর। হউক সকাম— এত অভাব তোমার—সকাম প্রার্থনাই কর, আর আজ্ঞা পালন কর। সকামই নিষ্কাম হইয়া যাইবে চাহিয়া চাহিয়া ডাকিতেছ বলিয়া, তার পানে সর্ব্বদা চাহিতেছ বলিয়া।

কোথায় তারদিকে চাহিবে জান ? কোথায় রাখিয়া তারে ডাকিবে জান ? সে সর্ব্বত্র আছে সত্য তবু কিন্তু তারে একটি অবলম্বন ধরিয়া ডাকিতে হয়। সাকারেণ বিনা দেবি ! নিরকারং ন পশ্যতি। নিরাকারকে নরাকারে অবতার মূর্ত্তিতে ডাক, গুরুমূর্ত্তিতে ডাক, মন্ত্রমূর্ত্তিতে ডাক ক্ষতি নাই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করনা—এই আমার ইষ্টই প্রলয়ে যখন জলস্থল অম্বরতল, কোন জীব কোন জন্তু কোন দেবতা

আর না থাকে—তখন এই আমার দেবতাই আপনি আপনি; আবার যখন সৃষ্টি হয় তখন সমষ্টিভাবে ইনিই সব পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, সর্ব্ব হইলে ইনিই সর্ব্বেশ্বর হইয়া থাকেন, আর প্রতি ব্যষ্টিতে প্রতি বস্তুতে চিৎ চৈতন্য হইয়া আত্মারূপে থাকেন আর পৃথিবীর নরনারী—পাপী তাপী অনাচারী হইলে ইনি মায়ামানুষ মায়ামানুষী হইয়া লোকের চক্ষুর গোচর হয়েন।

বলনা এই যিনি কোথায় তারে বসাইয়া ডাকিবে?

বাড়ীর ভিতরে পূজার ঘর—পূজার ঘরে দেহ গেহ—দেহ গেহে তার ঘর। সেই ঘরে থাকা হইতেছে আপনার ঘরে থাকা। আপনার ঘরে জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় অষ্টদলে বা জ্যোতির্ম্ময় ভ্রূপঙ্কজে—জ্যোতিরাশি ঘেরা-নাদবিন্দু বীজজড়িত-মন্ত্র জড়িত তুমি। তোমার চক্ষে মনশ্চক্ষু থুইয়া অথবা তোমার মধুময় অমৃতময় চরণসরোজে মনচক্ষু বাঁধিয়া তোমার নাম করা, তোমার গুণ গাওয়া তোমার স্বরূপ ভাবনা করা, তোমার কাছে প্রার্থনা করা, তোমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া স্বাধ্যায় করা—তোমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ব্যবহারিক জগতে কথা কওয়া বা কথা শুনা—এস এই সব অভ্যাস করি—অভ্যাস করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—তবেই আমাদের শুভ হইবে। ভারতের লোকের অন্যদিকে শুভ হইবে না।

নববর্ষে—ধর্ম্মের প্রয়োগ।

ভারতের—শুধু ভারতের কেন—জগতের সকল জাতির—নিতান্ত দুঃখের অবস্থা তখন, যখন ইহা শ্রীভগবান্‌কে সকল বিষয়ে প্রাধান্য দিতে না চায়। যখন কেহ শ্রীভগবানের দিকে না চাহিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করে—আত্মগৌরব ঘোষণার জন্য বহু কৌশল পাতে, তখন সে ব্যক্তির অবনতি অতি সমীপে।

কি মানুষ কি জাতি সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হয়। মানুষ যতটুকু ইতিহাস জানিয়াছে তাহার মধ্যে এই সত্য দেখিবেই।

মানুষের বা জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের জিনিষ তবে শ্রীভগবান্। শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যাহা করা যায় তাহাই তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম।

নর নারীর সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকীয় বস্তু তবে ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক না হইয়া জীবন ধারণ করা তবে মানুষের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র; পশুর ইহা সাজে মানুষের ইহা সাজে না। ধর্ম্মশূন্য মনুষ্যজীবন বড় অসার, বড় দুঃখময়। সর্ব্বকর্ম্মে ঈশ্বর অর্চ্চনা—সর্ব্ব ভাবনায় ঈশ্বর অর্চ্চনা—সর্ব্ব বাক্যে হৃদয়বল্লভের অর্চ্চনা—এইদিকে যত দিন মানুষের দৃষ্টি না পড়ে ততদিন মানুষ নিষ্কপট ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে না, প্রকৃত সুখের মুখ দেখে না।

আমরা এই নববর্ষে এইজন্য সমস্ত লৌকিক কার্য্যেও ধর্ম্মের বা শ্রীভগবানের প্রয়োগ দেখাইতে যাইতেছি। বৈদিক কার্য্য ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আজ্ঞা—সেখানে ত ধর্ম্মের প্রয়োগ থাকিবেই কিন্তু প্রতি লৌকিক কার্য্যেও ধর্ম্মের প্রয়োগ যতদিন না হইতেছে ততদিন ধর্ম্মানুষ্ঠান ঠিক ঠিক ঈশ্বরাভিমুখী হইতেছে না—কাজেই চরিত্রের মধ্যে আটপৌরে ও পোষাকী ভাব থাকিয়াই যাইতেছে।

হৃদয়বল্লভের জন্য সকল কর্ম্ম যদি কৃত না হয় তবে কি পুরুষ কখন চরিত্রবান্ হয়? না স্ত্রীলোক কখন সতী হয়? হৃদয়বল্লভের দিকে যতদিন নরনারী সর্ব্বদা চাহিতে না শিক্ষা করে ততদিন কি নরনারীর বহু আকারে আকারিত মন একটিতে স্থির হয়? না একাগ্র হইয়া—তাহার সহিত এক হইয়া—মানুষ দুঃখ জ্বালার হাত হইতে এড়াইতে পারে? তাহা কিছুতেই পারে না।

পুরুষ যদি চরিত্রবান্ না হইল, স্ত্রীলোক যদি সতী না হইল, মন যদি সকলের ভিতরে সেই এক হৃদয়বল্লভকে না দেখিয়া শান্ত হইল আর সেই এক দেখিয়া দেখিয়া আপনাকে সেই এক ভাবিয়া সেই

এক বুঝিয়া চিরতরে জুড়াইতে না পারিল, তবে কি মানুষের নিত্য হাহাকার কখন ঘুঁচে, না ঘুঁচিতে পারে? কখনই পারে না।

মানুষ শ্রীভগবান্‌কে মাতৃভাবেও ডাকে, পিতাভাবেও ডাকে, সখা ভাবেও ডাকে, স্বামীভাবেও ডাকে, পুত্রকন্যা ভাবেও ডাকে, রাজাধিরাজ ভাবেও দাস হইয়া ডাকে, স্ত্রীভাবেও ডাকে কিন্তু যদি ব্যবহারিক জগতে এই ভাবের প্রয়োগ করিতে অভ্যাস না করে, তবে কি মানুষ কখন জগতের সর্ব্বত্র সেই একই বহুভাবে বিরাজ করিতেছেন ইহা বুঝিতে পারে? আর ইহা যদি মানুষ অভ্যাস করিয়া ফেলিতে না পারে তবে কি মানুষ কখন পবিত্র হয়, না ধার্ম্মিক হয়? সেই এককে সর্ব্বত্র না পাইলে মানুষ, চিত্তের মলা যে রাগ দ্বেষ তাহা কি কখন দূর করিতে পারে? 'সেই এককে, সেই হৃদয়বল্লভকে সর্ব্বত্র না দেখিলে মানুষ কি সকল মানুষকে আপনার বলিয়া সকলের জন্য খাটিতে পারে? সেই হৃদয়বল্লভকে যদি সকল জিনিষ দেখিয়া স্মরণ করিতে না পারে, প্রকৃতির অন্তরে—সংসারের তাপে বিয়োগে সেই হৃদয়বল্লভের মুখ যদি স্মরণ করিতে না পারে, তবে কি নরনারী কখন সংসারের শোকে দুঃখে—এই ভীম ভবার্ণবের তরঙ্গ আঘাতে অচঞ্চল থাকিতে পারে? না শোক দুঃখের বেগ সহ্য করিতে পারে? কিছুতেই পারে না।

তাই বলিতেছি, প্রতিদিন তিন বেলায় মাতৃভাবে উপাসনা করিতেছ প্রভাতে মাকে কুমারী মূর্ত্তিতে, মধ্যাহ্নে মাকে যুবতী মূর্ত্তিতে, সায়াহ্নে মাকে বৃদ্ধা মূর্ত্তিতে উপাসনা করিতেছ কিন্তু যদি সংসারে কোন কুমারী, কোন যুবতী, কোন বৃদ্ধা দেখিয়াও তোমার মাকে স্মরণ না হয়, তবে তুমি কি মাতৃভাবে উপাসনা কর? তুমি কার উপাসনা কর তুমিই বুঝিয়া দেখ। তাই বলিতেছি ব্যবহারিক জগতে যতক্ষণ তুমি ধর্ম্মের প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত না হইবে, ততক্ষণ তোমার চরিত্রও উন্নত হইবে না, তুমি সকলকে আপনার জন বলিয়া কখন ভাবিতেও পারিবে না। তোমার মাতৃভাবে উপাসনা করা শুধু তোমার বচনেই থাকিয়া যাইবে।

এইরূপে যতদিন না তুমি নিজের হৃদয়ে হৃদয়বল্লভ নারায়ণকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিবে, ততদিন তুমি যতই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেন না কর কিছুতেই সর্ব্বজীবে নারায়ণ দেখিতে পারিবে না। কাজেই তুমি নারায়ণ বলিয়া যে দরিদ্রের সেবা করিতে যাও সেটা মৌখিক হইয়া যাইবে। দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়াও তোমার কখনও চরিত্রও হইবে না, তুমি কখনও পবিত্র হইতেও পারিবে না।

এই সমস্ত দোষ দেখিয়া ঋষিগণ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় সমকালে অভ্যাস করিতে বলিতেছেন। লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা বৈদিক ভাব সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে আবার বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা লৌকিক ভাব সেই হৃদয়বল্লভকে স্পর্শ করে বলিয়া লৌকিক কোন কার্য্যে তোমার সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না, স্বার্থ থাকিবে না—আমার সংসার আগে রক্ষা করা চাই সেইজন্য অন্যের ক্ষতি হয় হউক এরূপ নীচতা কখনও তোমার মধ্যে থাকিবে না।

যে হৃদয়বল্লভকে ভিতরে ডাক তাঁহাকেই যখন সর্ব্বত্র দেখিবার অভ্যাস করিবে তখন আমার ইহা চাই, আমার উহা চাই এই কামভাব তোমার থাকিবে না। তুমি বলিতে শিখিবে আমি কিছুই চাই না, আমি শুধু সেবা করিয়া তার মুখের পানে তাকাইতে চাই। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না, আমি আমার যা আছে সব দিয়া তার দাসী বা দাস হইয়াই থাকিতে চাই। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই যেন করিতে চাই না, আমি চাই সেই আমার মধ্যে আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া বসিয়া আমাকে তাহার যন্ত্ররূপে চলাইয়া লউক। আহা! ইহা অপেক্ষা সুখ কি আর আছে? আমি তোমার যন্ত্র তুমি আমার যন্ত্রী—আমি তরঙ্গ তুমি স্থির সমুদ্র, আমি জ্যোৎস্না তুমি চন্দ্র—তুমিই আমার সবার সব, তুমি আমার সকল সাধের সমষ্টি আমি তোমার নিতান্ত অনুগত—আমি তোমার চরণের নূপুর—তুমি আমায় যেমন চালাইবে আমি তেমনি চলিব। আমি তোমার হাতের বীণা—তুমি যেমন বাজাইবে আমি তেমনি সুর তুলিয়া বাজিব। এই পূর্ণ অধীনতাই যথার্থ

স্বাধীনতা। স্বাধীন=স্বএর অধীন।

একটু ভাল বাসিলেই লোকে বলে আমার এই প্রাণ—এ প্রাণ তোমারই। প্রাণকে আমরা শ্বাসরূপেই দেখি। এই প্রাণ কাহাকেও না দিতে পারিলে মানুষ জুড়াইতে পারে না। প্রাণ দেওয়াটা কি? তোমার নিজের প্রাণ নিজের কলিজার মধ্যে ত ধড়ফড় করে, এই প্রাণ তুমি দাও কিরূপে? শতবার ত মুখে বল প্রাণেশ্বর এ প্রাণত তোমারই এসব কথার অর্থ কি?

আহা যে ভাল না বাসিয়াছে সে কি কখন প্রাণেশ্বর বলিতে পারে? ভাল না বাসিলে কোন কিছু দেওয়া হয় না। প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলে—এ আলিঙ্গন স্থূলে নয় এ আলিঙ্গন সূক্ষ্মে—প্রাণেশ্বরকে সূক্ষ্মে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া সাধনা করিতে করিতে আমার প্রাণ আর আমার থাকে না আমার প্রাণটা তারই প্রাণ হইয়া যায়। তার প্রাণ—তার শ্বাস প্রশ্বাসই আমার হৃদয়ে আসিয়া রাজত্ব করে।

আমার পরাণ পুতলি লইয়া নাগর করয়ে পূজা।
নাগর পরাণ পুতলি হয়েচে আমার হৃদয়ে রাজা।

আধুনিক বৈষ্ণব দিগের ইহা এক গুপ্ত সাধানা। প্রাণের স্পর্শ ভিতরে অনুভব করা যায়। আহা! প্রতি জপে—প্রতিবার তার নাম করায় যখন প্রাণেশ্বরের স্পর্শ অনুভূত হইতে থাকে—হৃদয়-বল্লভের নাম করিতে করিতে যখন মনে হয় ভিতরের সব পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে, প্রতিপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া তার চরণ আপনার মধ্যে দেখিতেছে আর প্রতি চক্রে উঠা নামায় তার চরণ স্পর্শ পাইয়া আমি কেমন হইয়া যাইতেছি আহা! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আর এই ত্রিভুবনে আছে কি?

ঋষিগণ এই সুখের সংবাদ জগৎকে দিতেছেন। কি করিলে জীব হৃদয়বল্লভকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধরিয়া সকল কর্ম্ম করিবে, সকল বাক্য বলিবে, সকল ভাবনা ভাবিবে—ঋষিগণ তাহার কৌশলই জগতকে

শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বলনা হৃদয়বল্লভকে হৃদয়ে ধরিয়া যখন কথা কও তখন সে কথা—সেই আধ আধ গদ্ গদ্ ভাব জড়িত ভাষা কত সুন্দর। এসনা এই নব বর্ষ হইতে আবার ইহার সাধনা করিতে প্রাণ-পণ করি।

(২)

এই নববর্ষে এখন আমরা হৃদয়বল্লভকে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিবার সাধনার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

এই ভারতে—জপযজ্ঞের আদর ঋষিগণের সময় হইতে চলিয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি কলি সন্তরণের উপায় বলিতেছেন মন্ত্রজপদ্বারা। এই মন্ত্র—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

এই মন্ত্র শ্রুতি প্রদর্শিত। ভগবান্ পতঞ্জলি প্রণবজপ সম্বন্ধে বলিতেছেন

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপ স্তদর্থভাবনম্ ॥

প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনম্। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তমেকাগ্রং সম্পদ্যতে।

প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ভাবনা করিয়া যোগিগণ চিত্তকে একাগ্র করেন।

শিবগীতা বলেন—ঋচো যজূংসি সামানি যো ব্রহ্মা যজ্ঞকর্ম্মণি।
প্রণাময়ে ব্রাহ্মণেভ্য স্তেনাহং প্রণবো মতঃ ॥৬।৩১।

আমি যজ্ঞকর্ম্মে=জপ যজ্ঞে ব্রহ্ম নামক ঋত্বিক্ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ঋক্ যজু সামের মন্ত্র প্রদান করি বলিয়া আমি প্রণব। প্রণব জপ যিনি করেন, তাঁহার জন্য আমি চতুর্ব্বেদের ভাব আনায়ন করি—তাই আমি প্রণব।

"যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোসি" সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে জপযজ্ঞ।

আমরা বলিতেছি আধুনিক সময়েও নাম জপের আদর সর্ব্বত্র। আজও ভারতে সর্ব্বত্র—সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নাম জপটি প্রধান

স্থান অধিকার করিয়া আছে। যোগিগণের প্রাণায়ামে নাম জপ— ভক্তগণের শ্বাসে নাম জপ সাধনার এই গুলি প্রধান অঙ্গ।

এই নাম জপ ধরিয়াই আমরা হৃদয়বল্লভকে সর্ব্বদা পাইবার সাধনাটি আলোচনা করিতেছি।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাৎচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥১২।১২

যাহা অভ্যাস করিতেছ—শুধু অভ্যাস অপেক্ষা তাহার জ্ঞান ভাল। জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল। ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ ভাল। ত্যাগ হইতে পরে শান্তি।

জপ যজ্ঞে গীতার এই মন্ত্রটি এখন প্রয়োগ করা যাউক। অর্থ না জানিয়া জপ করা অপেক্ষা অর্থ জানিয়া জপ ভাল। জপের অর্থ-জানা অপেক্ষা ভাবে ডুবিয়া যাওয়া রূপ ধ্যান ভাল। ডুবিয়া চুপ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা ঐ ভাবে থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ করিয়া—কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া—কর্ম্মকরা ভাল।

নামের অর্থ জানিতে হইলে কি করিতে হইবে?

যাঁহার এই নাম তাঁহার রূপ গুণ কর্ম্ম ও স্বরূপের ভাবনা করাই অর্থ-চিন্তা। নামটি করিবামাত্র রূপটি আসা চাই। নামরূপের সঙ্গে সঙ্গেই গুণ ও কর্ম্ম ভাবনা হওয়া আবশ্যক। যিনি ইহা অভ্যাস করেন তিনিই জানেন শ্রীসীতারামের মূর্ত্তি দেখা ও শ্রীরামায়ণ পড়া এক কথা। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখা এবং শ্রীভাগবত পড়া একই কথা এবং শ্রীকালী, দুর্গার মূর্ত্তি দেখা এবং শ্রীচণ্ডীপড়া একই কথা।

ইহার উপরে স্বরূপ চিন্তা। নামের নামীর সঙ্গে কথা কওয়া আরও মধুর। যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা তুমি কে? কোথায় থাক? কোথায় ছিলে? আবার কিরূপে আসিবে? কখন আসিবে? এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর যখন সে দেয় তখন বলে যখন জগৎ লয় হইয়া যায় তখন আমি আপনি আপনি থাকি, তখন আমাকে কেহ জানেনা কেহ জানিতেও পারেনা; আবার যখন সৃষ্টি

আরম্ভ হয় তখন আমি সমষ্টিভাবে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী—আমি ছাড়া অন্য কিছুই নাই; আমাকে অবলম্বন করিয়া অনন্ত কোটি জগৎ ভাসে, আমার উপরেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড—সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের উত্থান পতনের মত ভাসে ভাঙ্গে। সমষ্টিভাবে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী হইয়াও ব্যষ্টিভাবে সকল জীবের মধ্যে আত্মা হইয়া চিৎ-চৈতন্য হইয়া থাকি। এই যে আমার নির্গুণ সগুণ আত্মাভাবে স্থিতি—ইহা সমকালেই থাকে। এই তিন ভাবই সব নহে। আবার জগতের যখন ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটে তখন আমি অবতার রূপে, মায়ামানুষ, মায়া মানুষীরূপে, দেবতারূপে, লোক-লোচনের গোচর হই।

ঋষিগণ এই অবতারকে অবলম্বন করিয়াই নির্গুণ সগুণ আত্মার ভাবনা করিতে বলেন। আবার এই অবতার যখন থাকেন না তখন আত্মচৈতন্য মাখাইয়া ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিকে নির্গুণ ও সগুণ ভাবে ভাবনা করিতেই বলেন।

যাঁহারা ভাব রাজ্যে একটু উঠিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনা যায় আমি ত প্রাণ দিতে চাই, আমি তার রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে চাহিনা, আমি ত তারে সর্ব্বদা লইয়াই থাকিতে চাই; সে জন্য প্রাণপণও করি কিন্তু তবু যখন পারি না তখন হতাশ্বাস হইয়া বলি —সে প্রাণ না নিলে বুঝি আমার চেষ্টায় প্রাণ দেওয়া হয় না সে অন্য সমস্ত দর্শন ছাড়াইয়া না দিলে বুদ্ধি দৃশ্যদর্শন ছাড়ে না। কথা সত্য। "যমেবৈষ বৃণুতে" শ্রুতি এই মন্ত্রে তাহাই বলিতেছেন।

বিশ্বাসের বস্তু হইতে প্রত্যক্ষের বস্তুতে যাইতেই—ঋষিগণ বলিতেছেন। বিশ্বাস করিয়া নামরূপগুণ কর্ম্ম ও স্বরূপ ভাবনা করাই সাধনা। এই সাধনা করিতে করিতে তারে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে আসিয়া উদয় না হইলে তার ধ্যান ঠিক ঠিক হয় না। পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি যতই সুন্দর কেন না হউক—তাতে চিত্ত যেন চিরজন্মে জমিয়া থাকেনা।

কতই সুন্দর তাঁর হার কেয়ূর অঙ্গদ কনক কুণ্ডল কিরীট নূপুর শোভিত মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি কি কুম্ভকারে গড়িতে পারে না চিত্রকরে আঁকিতে পারে? সে অঙ্গকান্তি কি কেহ ফলাইতে পারে? আর সেমূর্ত্তি দেখিলে কি অন্য কিছু দেখিবার সাধ থাকে—না তার কথা শুনিলে অন্য কথা আর শুনিবার বাসনা থাকে? বিশ্বাসে ধরিয়া প্রত্যক্ষে যখন পাওয়া যায় তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে; সে আবার সর্ব্বনামরূপের কোলে কোলে সর্ব্বগুণ কর্ম্মের কোলে কোলে ভাসে; তাই শাস্ত্র বলেন রামত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং সংরক্ষায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্ দেহান্ বিভর্ষি। আমাদের কার্য্য হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গিনি তাঁহাতে সর্ব্ব প্রয়োগের অভ্যাস।

—০—

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বলা বাহুল্য এই আসত্তি ও যোগ্যতার ভ্রম থাকিলেও শাব্দবোধ হয়, যেমন শ্লোকমধ্যে ঘটিয়া থাকে অথবা উহ্য স্থলে হইয়া থাকে ইত্যাদি। এখানে কিন্তু যথার্থ অনুভবের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং ওরূপ আশঙ্কার অবসর নাই।

যাহা হউক, এই শ্লোকটীর দ্বারা এক সরস্বতী দেবীরও অপর বাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের স্তুতি করা হইল।

এখন দেখা যাউক, বৃত্তিমধ্যে গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্য কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

"ইতরা তাবৎ দেবতা সম্যক্ উপাসিতা অপি উপাসকে ন সাকাংক্ষা, সাকাংক্ষাপি বা ন আসন্না, আসন্নাপি বা ন স্বস্য উপাসিতুঃ অভিলষিতার্থে যোগ্যা, যোগ্যাপি বা ন সমস্তোপাসকে অনুভবস্য জনিকা, জনিকাপি বা ন সদ্যঃ, কিন্তু কালক্রমেণ এব, সরস্বতী তু দেবী সকলমনুজে এব সাকাংক্ষা আসন্না যোগ্যা চ উপাসিতা সতী সদ্য এব অনুভবং তনুতে অতঃ দেবতান্তরম্ অপেক্ষ্য-উৎকর্ষবতী ইয়ম্ অবশ্যম্ উপাস্যা ইতি অত্র তাৎপর্য্যম্।

অনুবাদ—অন্যদেবতা সম্যক্ উপাসিতা হইলে, উপাসকে সাকাঙ্ক্ষ হন না, অর্থাৎ দয়াদ্র্র্হৃদয় হন না, আর্দ্রহৃদয়া হইলেও আসন্না হন না, অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনী হন না, নিকটবর্ত্তিনী হইলেও নিজ উপাসকের অভিলষিত বিষয়ে যোগ্যা হন না, অর্থাৎ অভীষ্টদানে সমর্থা হন না, অভীষ্টদানে সমর্থা হইলেও সমস্ত উপাসকের অনুভবের কারণ হন না, অনুভবের কারণ হইলেও সদ্য অনুভবের কারণ হন না, কিন্তু কালক্রমেই অনুভবের কারণ হন, কিন্তু আর্দ্রহৃদয়া নিকটবর্ত্তিনী এবং অভীষ্টদানে সমর্থা যে সরস্বতী দেবী, তিনি উপাসিতা হইলে সকল মনুষ্যেই সদ্য অনুভবের বিষয় হন। এজন্য অন্য দেবতার অপেক্ষা উৎকর্ষবতী এই দেবতাকে উপাসনা করা উচিত—ইহাই তাৎপর্য্য।

তাৎপর্য্য—দ্বিতীয় শ্লোকের ইহা দেবতাপক্ষের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে, বাক্য বা ভাষাপক্ষে ইহার বৃত্তি এইরূপ—

"অথ শব্দো যদি স্বার্থস্য অনুভবে ভবেৎ হেতুঃ, প্রাত্যক্ষিকে এব উপনয়িকে, তত্র ন আকাঙ্ক্ষাদ্যুপযোগঃ, তদ্‌ভিন্নে চেৎ আনুমানিকে এব, ন চ তত্র সদ্যঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাদি ধীমাত্রেণ, ব্যাপ্তিবুদ্ধ্যাদেঃ অপি অধিকস্য অপেক্ষণাৎ ইত্যাশঙ্কাম্ অপনেতুম্ অন্বয়বোধনামকম্ অনুভবান্তরং দর্শয়তি।"

অনুবাদ—আচ্ছা, শব্দ, যদি নিজ অর্থের অনুভবের হেতু হয়, তবে পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষজ্ঞানেই হেতু হয়, কিন্তু তাহাতে আকাঙ্ক্ষাদির উপযোগিতা নাই, সুতরাং সাকাঙ্ক্ষ, আসন্না ও স্বার্থে যোগ্যা এই বিশেষণগুলি অসঙ্গত হয়; সুতরাং কারিকার্থের সঙ্গতি হয় না; আর যদি আনুমানিক জ্ঞানের প্রতি শব্দ 'হেতু' হয়, তাহা হইলে সদ্যসদ্যই আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানমাত্রেই আনুমানিক জ্ঞান হয় না; কারণ, তদতিরিক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানেরও অপেক্ষা থাকে। (সুতরাং উক্ত কারিকার্থটী সদ্যপদ থাকায় অসঙ্গত হয়)। এই আশঙ্কা অপনোদন করিবার জন্য অন্বয়বোধ অর্থাৎ শব্দবোধ নামক অনুভবান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

তাৎপর্য্য—মঙ্গলাচরণশ্লোকের সরস্বতীপক্ষে অর্থবর্ণন করিয়া গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইল। এইবার বাক্যপক্ষের অর্থপ্রদর্শনদ্বারা এই বাক্যার্থসংক্রান্ত যাবৎ বিষয়ের আলোচনার সূচনা করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনাতেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইবে।

সরস্বতী দেবীর স্তুতিকালে যেমন অন্য দেবতার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তদ্রূপ শব্দকে একটী প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সূচনা করা হইয়াছে, চক্ষুরাদি বিষয় সন্নিকৃষ্ট হইলে যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে যেমন অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হয়, সাদৃশ্যজ্ঞান হইলে যেমন উপমিত্যাত্মক জ্ঞান হয়, তদ্রূপ শব্দ শ্রুত হইলে একটী জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও উপমিতি নামক জ্ঞান হইতে পৃথক্।

কেহ কেহ বলেন শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে বিশেষ্য বিশেষণের ভান হয় না, কেবল পদার্থোপস্থিতিমাত্র হয়; পদার্থসমূহ মধ্যে যে পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, শব্দ হইতে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। আবার কেহ বলেন, শব্দ হইতে পদার্থসম্বন্ধেরও ভান হয়, অর্থাৎ শব্দটী বিশিষ্ট-অনুভবের হেতু হয়। এইরূপ মতভেদ থাকায় গ্রন্থকার "শব্দ যদি নিজ অর্থের অনুভবে হেতু হয়" এই বাক্যান্তর্গত "যদি" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি কোনরূপ অনুভবের হেতু হয়, তাহা হইলে সেই অনুভবটী কিরূপ, ইহা প্রদর্শন উপলক্ষে ইহার পৃথক্ প্রামাণ্যের সূচনা করিতেছেন, এবং এই সূচনার কালে গ্রন্থকার নিজ কারিকার সাকাঙ্ক্ষা আসন্না যোগ্যা ও সন্তঃ পদের উপযোগিতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানটী যেমন ষড়্‌বিধ লৌকিকসন্নিকর্ষ এবং ত্রিবিধ অলৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে জন্মে, তদ্রূপ শব্দও পদার্থোপস্থিতি রূপ-উপনয়াত্মক একরূপ সন্নিকর্ষবলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপাদন করে, এইরূপ যদি বলা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও

যোগ্যতার উপযোগিতা থাকে না, আর তাহার ফলে কারিকার সাকাঙ্ক্ষা, আসন্না এবং স্বার্থে যোগ্যাপদের সার্থকতা থাকে না। অতএব, যেহেতু শাব্দজ্ঞানে এই সকলের উপযোগিতা আছে, সেই হেতু ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত হইতে পারে না।

শাব্দজ্ঞান যে প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, তাহার অপর একটী হেতু আছে। তাহা এই—যদি বল পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক সন্নিকর্ষবলে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষই হউক না কেন?

তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে "গৌরস্তি" ইত্যাদি শব্দজন্য "অস্তিতাবান্ গৌঃ" যেমন হয়, তদ্রূপ "গবীয়ম্ অস্তিত্বম্" এরূপ জ্ঞান কেন হয় না?—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। অতএব শাব্দবোধকে পৃথক্ প্রমাণ বলা উচিত।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে ইহাদের সার্থকতা থাকে। কারণ, অনুমিতিতে হেতুর জ্ঞান আবশ্যক হয় বলিয়া আকাঙ্ক্ষা, সান্নিধ্য ও যোগ্যতাজ্ঞান সকলই প্রয়োজন হয়। অতএব শাব্দ-জ্ঞানের সহিত আনুমানিকজ্ঞানের পার্থক্য থাকে না। তজ্জন্য গ্রন্থকার সন্থঃ পদটী দিয়া আনুমানিক জ্ঞানের সহিত শাব্দজ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ, আনুমাণিক জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞানের আনুকূল্য আবশ্যক হয়। পদশ্রবণমাত্র পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়া-ত্মক সন্নিকর্ষবলেই অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হয় না, ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে। সুতরাং গ্রন্থকার "সন্থ অনুভবহেতু" এইরূপ পদযোজনা করিয়াছেন। অতএব কারিকামধ্যস্থ উক্ত আকাঙ্ক্ষা, আসন্না ও স্বার্থেযোগ্যা এবং সন্থঃ পদদ্বারা গ্রন্থকার শাব্দবোধের পৃথক্ প্রামাণ্য সূচিত করিলেন বুঝিতে হইবে। এইবার গ্রন্থকার শব্দের পৃথক্ প্রামাণ্য প্রদর্শন করিবার জন্য তৃতীয় কারিকা রচনা করিতেছেন—

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

[আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ-প্রণেতা শ্রীশ্রীশিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

অবতার সন্দর্ভ।

—:০:—

প্রস্তাবনা।

—:০:—

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে অবতার বিরুদ্ধবাদী দিগের স্বপক্ষ-সমর্থক তর্ক শ্রবণান্তর অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে যে সকল সংশয় উদিত হয়, শাস্ত্র বলিয়াছেন তাহা নিরসনার্থ সাধুবুদ্ধিতে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, যাবৎ কোন বিষয়ের সংশয়-বিরহিত জ্ঞান না হয়, তাবৎ শাস্ত্রের অবিরোধে তর্ক করা সত্যানুসন্ধিৎসুর কর্ত্তব্য; বিনা বিচারে, বিনা পরীক্ষায়, সমাধি ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব ঈশ্বরের অবতার-বিষয়ক সংশয় দূর করিবার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছি।

বক্তা—ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে তোমার কি সংশয় হইয়াছে তাহা বল, তোমার সংশয়ের দূরীকরণ যদি আমার সাধ্য হয়, এবং ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া যদি আমার প্রতীতি হয়, তাহা হইলে তোমার অবতার-বিষয়ক সংশয়োপনোদনের চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—অনেকে বলেন, বেদে ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কোন কথা নাই ; ঈশ্বরের অবতারবাদ পুরাণাদি অর্ব্বাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

বক্তা—বেদে ঈশ্বরের অবতার সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না, এতদ্ব্যতীত অবতারবাদের অসিদ্ধিপক্ষে অবতার বিরুদ্ধ বাদিগণ আর কি হেতু প্রদর্শন করেন ?

জিজ্ঞাসু—অবতার বিরুদ্ধ বাদিগণ বলেন, ঈশ্বরের শরীর ধারণ, মর্ত্ত্যধামে অবতরণ কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না।

বক্তা—ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমন অসম্ভবপর কেন ?

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর পূর্ণ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ঈশ্বরকে অবিদ্যাদি (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) ক্লেশ স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার বা কোনরূপ কামনা থাকিতে পারে না ; বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্ম করেন না, যাঁহার প্রয়োজন আছে, তিনি অপূর্ণ, অভাববিশিষ্ট ; শরীর ভোগায়তন, কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই শরীর গ্রহণ করিতে হয়, কর্ম্মভূমিতে আসিতে হয়। ঈশ্বর যখন পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার যখন কোন প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার নাই, কোনরূপ কামনা নাই, তখন তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভবপর, তাঁহার শরীরধারণের কোন প্রয়োজন হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে বলিলে,—তিনি যে অপূর্ণ, অভাববিশিষ্ট, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, এবং তাহা মানিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ হইবে। সর্ব্বব্যাপকের পরিচ্ছিন্ন শরীরে প্রবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ঈশ্বরের শরীরধারণ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকানুগ্রহার্থ মর্ত্ত্যধামে আগমন অসম্ভব, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, যে যে যুক্তি দ্বারা তাঁহারা অবতারবাদের অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, সংক্ষেপে তাহা নিবেদন করিলাম।

বক্তা—অবতারের অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদক হেতু শ্রবণ পূর্ব্বক

তোমার কি মনে হইয়াছে? তোমার কি বিশ্বাস হইয়াছে, বেদে বস্তুতই ঈশ্বরের অবতার বিষয়ক কোন সংবাদ নাই? ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে—তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর? অবতারবাদের খণ্ডনার্থ ব্যবহৃত যুক্তি শর সমূহ কি তোমার বুদ্ধিতে অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে? কোন্ কোন্ শাস্ত্রকে প্রামাণিক-বোধে আদর করিতে তুমি প্রস্তুত?

জিজ্ঞাসু—অবতারের অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদক হেতু সমূহ শ্রবণ-পূর্ব্বক আমার—ভগবানের শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমন যে একেবারে অসম্ভব তাহা মনে হয় নাই; অবতার বিরুদ্ধ বাদিগণের যুক্তি যে অখণ্ডনীয়, আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই, তবে স্বীকার করিতেছি, আমি ইহাদের যুক্তিশর সর্ব্বথা খণ্ডন করিতে সমর্থ হই না। বেদে ভগবানের অবতার সম্বন্ধে কোন কথা নাই,—নিশ্চয়পূর্ব্বক আমি তাহা বলিতে পারি না; কারণ, শুনিয়াছি,—বেদ অনন্ত, অতএব আমি কেমন করিয়া বলিব, ইহা বেদে নাই ('অনন্ত' শব্দ বৈকল্পিক হইলেও সাধারণতঃ বেদ যদর্থে গৃহীত হয়, বেদ অনন্ত বলাতে বেদের বিস্তৃতি তাহা হইতে যে অধিকতর তাহা মানিতেই হইবে)। যাহা ইতিহাস পুরাণাদিতে আছে, আমার ধারণা, তাহা কখন বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না; ইতিহাস পুরাণকে আমি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে পঞ্চম বেদ বলিয়াই জানি। বেদ ও বেদমূলক—বেদের অবিরোধি শাস্ত্র সমুদায়কে আমি প্রামাণিক জ্ঞানে সমাদর করি।

বক্তা—তুমি যখন অবতার বিরুদ্ধ বাদিগণের যুক্তি খণ্ডনে অসমর্থ এবং বেদে ভগবানের অবতার বিষষক কোন সংবাদ আছে কিনা, তাহা যখন তোমার স্থির হয় নাই, তখন তুমি কিরূপে ভগবান্ শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে?

জিজ্ঞাসু—আমি যে সকল যুক্তি খণ্ডনে অসমর্থ, তাহারাই অখণ্ডনীয় যুক্তি, কেহই সেই সমস্ত যুক্তি খণ্ডনে ক্ষমবান্ নহেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিব কেন? শুনিয়াছি, কুশল অনুমাতৃব্যক্তিদিগদ্বারা

অতিযত্নে অনুমিত অর্থও যখন অভিযুক্ততর (অধিকতর যুক্তিকুশল) অন্যপুরুষবৃন্দ দ্বারা অন্যরূপে উপপাদিত হইয়া থাকে, তখন আমার পক্ষে অখণ্ডনীয় যুক্তি যে সর্ব্বজনের পক্ষে অখণ্ডনীয়, আমি কোন্ যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি? * বেদে ভগবানের অবতারের কথা আছে কিনা, তাহা আমার স্থির হয় নাই, আমার এতদ্বাক্যের আশয় হইতেছে, আমি বেদের অত্যল্পই দেখিয়াছি; যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ভগবানের অবতারের কথা পাই নাই; শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ দিগের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, 'বেদ অনন্ত' এবং যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারাই ইতিহাস-পুরাণের প্রবক্তা; ইতিহাস-পুরাণের প্রবক্তৃগণ সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা ঋষি, ঋষিদিগের জ্ঞান আগম বা বেদ পূর্ব্বক, আগমোক্ত ধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত-হৃদয় পুরুষবৃন্দই ঋষিত্ব লাভ করেন। † শারীরকভাষ্য-প্রণেতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি", এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন্ত্রব্রাহ্মণদ্রষ্টা ঋষিদিগের সামর্থ্য আমাদের সামার্থ্য দ্বারা উপমিত হওয়া উচিত নহে, এবং এই ঋষিরাই যখন ইতিহাস-পুরাণাদির প্রবক্তা তখন ইতিহাস-পুরাণও যে সমূল বা বেদমূলক তাহা মানিতেই হইবে। ‡ অতএব বেদে ভগবানের অবতারের কথা না দেখিলেও, ইতিহাস-পুরাণাদিতে

---

* "যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥" বাক্যপদীয়।

† "ন চাগমাদৃতে ধর্ম্মস্তর্কেণ ব্যবতিষ্ঠতে।
ঋষীণামপি যদ্ জ্ঞানং তদাপ্যাগম হেতুকম্।" —বাক্যপদীয়,, ১।৩০।
"আগমোক্তধর্ম্মসংস্কৃতানামেব ঋষিত্বেন তজ্ জ্ঞানস্যাপ্যাগম পূর্ব্বকত্বাৎ।"
—টীকা।

‡ "ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণ দর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যেন উপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাস পুরাণম্।"

বাৎস্যায়নমুনি
"পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ" এই ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—
"প্রমাণেন খলু ব্রাহ্মণেনেতিহাসপুরাণস্য প্রামাণ্যমভ্যনুজ্ঞায়তে তে বা খল্বেতে অথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যবদন্নিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ ইতি। তস্মাদযুক্তমেতদপ্রামাণ্যমতি।

যখন ভগবানের শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমনের কথা আছে, তখন আমার অনুমান হয়, অবতার-বাদ নিশ্চয়ই বেদমূলক। অবতার-বাদ বেদবিরুদ্ধ হইলে,—বেদপ্রাণ, বেদজ্ঞ বেদব্যাসাদিঋষিগণ কখন ইতিহাস-পুরাণে অবতারের কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেন না। অবতার-বিরুদ্ধ-বাদীদিগের যুক্তিজাল কাটিতে না পারিলেও' বেদে অবতারের সংবাদ না দেখিলেও, আমি যে অবতার-বাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহার কারণ যথাজ্ঞান জানাইলাম। ভগবানের শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে আগমন অসম্ভব নহে, আমার সহজ সংস্কারই আমাকে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়াছে।

বক্তা—তবে অবতার সম্বন্ধে তোমার সংশয় হইবার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—অবতার সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি—পরস্পর বিরুদ্ধমত বিদ্যমান আছে, অবতার সম্বন্ধে সংশয় হইবার বোধ হয়, ইহাই কারণ।

বক্তা—বিপ্রতিপত্তি—পরস্পর বিরুদ্ধ মত (Recognition of two opposing considerations) সংশয়ের হেতু কেন হইবে? ভগবানের শরীর গ্রহণ, লোকানুগ্রহার্থ স্বেচ্ছায় মর্ত্ত্যধামে আগমন বেদ সম্মত নহে, অপিচ যুক্তিবিরুদ্ধ, যাঁহাদের এইরূপ মত, তাঁহাদের ইহা সম্প্রতিপত্তির—সংশয় বিরহিত নিশ্চয়াত্মক প্রত্যয়ের বাধক নহে, যাহাকে তুমি বিপ্রতিপত্তি বলিতেছ, তাহা ত বাদীর সম্প্রতিপত্তি, বাদীর অবধারণাত্মক প্রত্যয়। সম্প্রতিপত্তি—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সংশয়ের (Doubt—uncertainty) হেতু হইতে পারে না। তুমি যখন বিশ্বাস কর, ভগবান্ শরীর গ্রহণ করেন, মর্ত্ত্যধামে আসেন, ভগবানের অবতারের সংবাদ বেদে না দেখিলেও ইহা ইতিহাস-পুরাণাদি বেদমূলক শাস্ত্র-সিদ্ধ, ইহা শিষ্টজনগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত, তখন তোমারও যে ইহা সম্প্রতিপত্তি, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবতার সম্বন্ধে তোমার সংশয় হইবার কারণ কি?

অপ্রামাণ্যে চ ধর্ম্মশাস্ত্রস্য প্রাণভৃতাং ব্যবহার লোপাল্লোকোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। দৃষ্টপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চা-প্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। য এব মন্ত্রব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ তে খলু ইতিহাসপুরাণস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্য চেতি।"

জিজ্ঞাসু—ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন বলিয়াছেন, কোন পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ মত শ্রবণান্তর তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর যাবৎ কোন্‌টী সত্য, তাহা স্থির না হয়, তাবৎ ইহার বিপ্রতিপত্তিজনিত সংশয় হইয়া থাকে। *

বক্তা—তোমার মুখ হইতে ইহা শুনিবার জন্যই "তবে অবতার বাদে তোমার সংশয় হইবার কারণ কি ?" এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাবৎ কোন বিষয়ের সমাধিবিশেষ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সংশয় হওয়াই প্রাকৃতিক। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যাঁহারা নিরস্ত সংশয় হন, অথবা হইয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু নহেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে যে সকল সংশয় উদিত হয়, তাহাদের নিরসনার্থ সাধুবুদ্ধিতে—বেদশাস্ত্রের অবিরোধে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে। সংশয় ও অবিশ্বাস সমান পদার্থ নহে। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধমত আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, এবং আমরা যখন উহাদের কোনটীকেই সত্যরূপে নিশ্চয় করিতে পারিনা, তখনই সংশয় হইয়া থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের মধ্যে যদি কোন মতকে সত্য ব'লে নিশ্চয় হয়, তবে অন্যতরে অবিশ্বাস (Disbelief) হইবে, তাহা হইলে, আর সংশয়ের (দ্বাপর বা উভয় কোটিস্পৃক্ জ্ঞানের—pulling of the mind in two directions) উৎপত্তি হইবে না।

---

* "সামান্য প্রত্যক্ষাৎ বিশেষাপ্রত্যক্ষাৎ বিশেষস্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ।"

—বৈশেষিকদর্শন,=২।২।১৭

"বিদ্যাবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ"— —ঐ, ২।২।২০

"সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেবিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ॥"—ন্যায়দর্শন : ১।১।২৩।

"বিপ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ।"—ঐ, ২।১।২

"বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ॥",—ঐ, ২।১।৩

"অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ॥"—ঐ, ২।১।৪

সালী (J. Sully) বলিয়াছেন, বিশ্বাসই (Belief) প্রাথমিক এবং সহজ (Natural) প্রত্যয়। সংশয় (Doubt) অর্জ্জিত এবং কৃতক (Acquired and artificial)। বালকহৃদয়ে সংশয়ের উদয় কম হয়, বালক ঝটিতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিয়া থাকে, সংশয় করে না। *

জিজ্ঞাসু—বালক বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে, সংশয় করেনা, এ কথা কি সত্য ? যদি সত্য হয়, তবে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বালকের হৃদয়ে সংশয় না হইবার কারণ কি ? যাঁহার তত্ত্ব-বিনিশ্চয় হইয়াছে, সংশয়-বিরহিত জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার যে সংশয় উদিত হইতে পারে না, তাহা উপলব্ধি হয়; তত্ত্বদর্শী বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন, সংশয় করেন না, কারণ তাঁহার সন্দেহ করিবার কারণ নাই, যাহা সত্য তাহা তিনি বিদিত হইয়াছেন, কিন্তু বালকের ত সংশয়-বিরহিত জ্ঞান জন্মে নাই, তবে বালকের সংশয় না হইবার হেতু কি ?

বক্তা—সংশয় করিবার কারণ নাই, সত্য অবধারিত হইয়াছে, তাই জ্ঞানী সংশয় করেন না, 'ইহা এইরূপ, কি অন্যরূপ' জ্ঞানীর মনে এবম্প্রকার উভয়কোটিস্পৃক্ প্রত্যয় জন্মে না, বালকের সংশয় হয় না তাহার কারণ বালকের সংশয় করিবার শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। বালক কিছুদিন পরে সংশয় করিবে, জ্ঞানী কখনও সংশয় করিবেন না, তিনি চিরদিন অচলভাবে সত্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং অনৃতে (মিথ্যাতে) অশ্রদ্ধাবান্ হইবেন, অসত্যকে চিরদিন অবিশ্বাস করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রজাপতি মিথ্যাতে অশ্রদ্ধাকে এবং সত্যে শ্রদ্ধাকে স্থাপন করিয়াছেন, সত্যই শ্রদ্ধার স্থির আসন।

---

* Belief is primitive and natural, doubt acquired and artificial. Doubt is more complex than belief depending on a recognition of a number of opposing considerations. Hence a child will much more readily believe or disbelive than doubt."

Outlines of Psychology by James Sully, M. A., LLD.

জিজ্ঞাসু—সংশয় তাহা হইলে, অহিতকর নহে ?

বক্তা—সংশয়ের জন্য সংশয় করিলে, সত্যজ্ঞানহেতু শ্রদ্ধাকে পাইবার নিমিত্ত সংশয় না করিলে, চিরদিন সংশয় দোলাতেই দুলিতে হয়, সংশয় পারাবারের পারপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। সংশয়ের উপযোগিতা আছে, সন্দেহ নাই, তবে যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ সংশয় হওয়া প্রাকৃতিক। তত্ত্ব-বিনিশ্চয়ের পূর্ব্বেই বালকবৎ সংশয়-বিমুখ হইলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না; তত্ত্বজ্ঞান লাভই সাধুভাবে সংশয় করিবার উদ্দেশ্য, এইরূপ সংশয় হইতে আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সংশয় বা অনিশ্চয়াত্মক প্রত্যয়ই সংশয়ের উদ্দেশ্য (End) নহে, শ্রদ্ধাই সাধু-ভাবে সংশয় করিবার উদ্দেশ্য। কোন বিষয়ে শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিবার জন্য যে সংশয় (Doubt), তাহা প্রশংসনীয়। সংশয়ের তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে উপযোগিতা আছে, তাই মহর্ষি গোতম প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে সংশয়কে পরিগণিত করিয়াছেন। অবতারবাদে তোমার যে সংশয় হইয়াছে, আমার বিশ্বাস, অবতারবাদে শ্রদ্ধাকে দৃঢ়তর করাই তাহার উদ্দেশ্য; ইহারাই নাম বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধে জিজ্ঞাসা। ভগবান্ মনু তর্কের প্রশংসা করিয়াছেন কেন, তাহা চিন্তা করিবে।

জিজ্ঞাসু—হ্যামিল্টনের মেটাফিজিক্স্ পাঠপূর্ব্বক-বুঝিয়াছি,—আরিস্ততাল্, বেকন্, ডেকার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

বক্তা—তাঁহারা কি বলিয়াছেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—ইঁহারাও সাধুভাবে সংশয়কে (Doubting well) তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের সাধন, দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব হেতু বলিয়াছেন। ইঁহাদের মতে পূর্ব্বের অযথাভাবে অর্জ্জিত বিশ্বাসাদিকে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, তথ্যের দর্শন হয় না, কুসংস্কার মানুষকে সত্যের অনুসন্ধানে অপাত্রীকৃত (Disqualify) করে, ইহঁারাও বলিয়াছেন, সংশয় সংশয়ের উদ্দেশ্য নহে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসকে ইহঁারা

মানুষের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা—বিশ্বাস ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচিতে পারেনা, উক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন। *

বক্তা—শ্রদ্ধাতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিব, আপাততঃ বলিয়া রাখিতেছি বেদশাস্ত্রে 'শ্রদ্ধা' বলিতে যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইংরাজী বিলীভ (Belief) শব্দ ঠিক তৎ পদার্থকে বুঝাইতে পারে না। হ্যামিল্‌টন্ বলিয়াছেন, যাহা তর্ক-বিচারমূলক আমরা তাহাকে জানি, এবং যাহা আপ্তোপদেশ মূলক আমরা তাহা বিশ্বাস করি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, আপ্তোপদেশই জ্ঞানের মূলপ্রসূতি, কারণ, তর্ক-বিচারও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

---

* "Such being the recognised universality and evil effect of prejudice, philosophers have, consequently, been unanimous in making doubt the first step towards philosophy. Aristotle has a five chapter in his *Metaphysics* on the utility of doubt, and on the things which we ought first to doubt of ; and he concludes by establising that the success of philosophy depends on the art of doubting well. * * * "To philosophise, says Descartes, "seriously, and to good effect, it is necessary for a man to renounce all prejudices , in other words, to apply the greatest care to doubt of all his previous opinions, so long as these have not been subjected to a new examination, and being recognised, as true" * * * The ancient philosophers refused to admit slaves to their instruction. Prejudice makes man slaves ; it disqualifies them for the pursuit of truth ; * * * Philosophical doubt is not an end but a mean. We doubt in order that we may believe ; we begin that we may not end with doubt. We doubt once that we may believe always ; * * * The mind lives at is believes, —it lives in the affirmation of itself, of nature and of God ; a doubt upon any one of these would be a diminution of its life,—a doubt upon the three, were it possible, would be tantamount to a mental annihilation."

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপঙ্কেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

[আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীশ্রীশিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

রামায়ণ বেদ-চন্দ্রিকা বা সীতারাম তত্ত্ব কৌমুদী।

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু। রামায়ণকে আপনি বেদ বলেন কেন?

বক্তা। রামায়ণ বেদ, রামায়ণকে তাই বেদ বলি, তুমি কি রামায়ণকে বেদ বলিতে প্রস্তুত নও? রামায়ণকে কি বলিলে তুমি সন্তুষ্ট হও? তোমার দৃষ্টিতে রামায়ণ কোন্‌রূপে পতিত হন্?

জিজ্ঞাসু। রামায়ণ বেদ কি কাব্য, কি ইতিহাস, আমি তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না, তবে ইনি সাধারণতঃ কাব্যরূপেই গৃহীত হয়েন, শাস্ত্রমুখে রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলিতে শুনিয়াছি।

বক্তা। রামায়ণকে 'বেদ' বলিতে তোমার আপত্তি কি?

জিজ্ঞাসু। শুনিয়াছি, 'বেদ' অপৌরুষেয়, কোন পুরুষ বিশেষকে কেহ কখন বেদের রচয়িতা রূপে নিশ্চয় করিতে পারেন নাই; রামায়ণ যে বাল্মীকি মুনি রচিত তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। রামায়ণকে বেদ বলিতে আমার কোনই আপত্তি নাই, রামায়ণকে আমি বেদ

হইতে মান জ্ঞান করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, রামায়ণকে বেদজ্ঞানে পূজা করিতেই আমি অভিলাষী, রামায়ণকে বেদ বলিতে পারিলেই আমার আনন্দ হয়, রামায়ণ যে বেদ, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইলে, আমি অবাধে সকলের কাছে 'রামায়ণ বেদ' এই কথা বলিতে পারিব। এইরূপ আশা প্রেরিত হইয়াই ত আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি।

বক্তা। তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, বৎস! তুমি রামায়ণকে এত ভালবাস কেন? রামায়ণের প্রতি তোমার এতাদৃশী শ্রদ্ধা হইবার কারণ কি, আমার তাহা শুনিতে কৌতূহল হইতেছে। রামায়ণের বেদত্ব সপ্রমাণ হইলে, তুমি যে সুখী হইবে, তাহার কারণ কি? রামায়ণ যে ইতিহাস, তাহা ত মিথ্যা নহে, তবে রামায়ণ ইতিহাস হইলেও 'বেদ', ইতিহাসকেও ত শ্রুতি পঞ্চম বেদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া বেদ হইতে পারেন না, তোমার এইরূপ ধারণা হইবার হেতু কি? বেদ কোন পুরুষ বিশেষ দ্বারা রচিত নহেন, ইহা কি সর্ব্ববাদি সম্মত? বেদকে বহুব্যক্তি পৌরুষেয় (পুরুষকৃত) বলিয়াই বিশ্বাস করেন। নিখিল-বস্তু—তত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে কারণে বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন, তাহা ইদানীং অনেকের বোধগম্য নহে। যাঁহারা বেদকে মানবকৃতি, (বাল্মীকি সদৃশ কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত) বলিয়াই বুঝেন, রামায়ণকে বেদ বলাতে তাঁহারা বোধ হয়, রামায়ণের ভাষা ও বেদের ভাষা একরূপ নহে, ইহা ছাড়া অন্য কোন দোষগ্রহণ করিবেন না।

জিজ্ঞাসু। রামায়ণে বিশ্বপ্রাণ রামচন্দ্রের চারু চরিত্র বর্ণিত আছে, রামায়ণ, হৃদয়রমণ, প্রাণারাম রামচন্দ্রের পরামূর্ত্তি, তাই আমি রামায়ণকে বড় ভালবাসি, রামায়ণের প্রশংসা শুনিতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। শাস্ত্র ও আপনাদের মুখে শুনিয়াছি, 'বেদ' পরম পবিত্র, 'বেদ' নিখিল জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর, বেদই ব্রহ্ম, বেদ

হইতে সারতর কোন বস্তু নাই, বেদ মানবকৃতি বা পুরুষবিরচিত গ্রন্থ নহেন। আমার প্রিয়তম শ্রীসীতারামের পরামূর্ত্তি রামায়ণকে আমি এই নিমিত্ত অবাধে পরম পবিত্র বেদ বলিতে পারিলে পরম সুখী হইব, মনে হয়। যাহার যিনি প্রিয়তম, তাহার হৃদয় স্বতই তাঁহাকে পরম পবিত্র বলিতে, নির্দ্দোষ ভাবিতে অভিলাষী হয়, তাঁহাকে সে কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন জ্ঞান করিতে পারে না। আমি রামায়ণকে যে জন্য বেদ বলিতে চাই, রামায়ণের বেদত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে আমি যে নিমিত্ত সুখী হইব, তাহা যথাবুদ্ধি জানাইলাম। 'বেদ' কাহাকে বলে, তাহা আমি অদ্যাপি ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তবে রামায়ণকে ইতিহাস বলিলে আমার মন যেন বাধা পায়, বেদ বলিলে সুখী হয়। রামায়ণকে ইতিহাস বলিলেও যদি ইহাঁর 'বেদত্ব' স্থির থাকে, বাল্মীকি প্রণীত বলিয়া ইহাঁকে বেদরূপে গ্রহণ করিবার আপত্তি না হয়, তাহা হইলে, রামায়ণ ইতিহাস হইলেও, আমার কোন বাধা বোধ হইবে না। 'ইতিহাস ত পঞ্চম বেদ' অতএব রামায়ণ ইতিহাস হইলেও বেদ হইতে পারেন, আপনার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আমি পূর্ণভাবে সুখী হই নাই। আপনি যদি আমাকে বলেন, "তোমাকে আমি পুত্রবৎ ভালবাসি, আমার তাহা হইলে পূর্ণ আনন্দ হয় না, পুত্রবৎ বলিলে, পুত্র হইতে যেন একটু কম হইলাম, ইহাই মনে হইয়া থাকে। রামায়ণকে পঞ্চম বেদ বলিলেও আমার মনে হইতেছে, তথাপি ইহাঁকে যেন ঠিক বেদ, (বেদ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) বলিয়া স্বীকার করা হইল না, বেদ হইতে যেন একটু কমান হইল, ঋগাদি প্রসিদ্ধ চতুর্ব্বেদ হইতে ইহাঁকে যেন একটু নিম্নতর স্থান দেওয়া হইল।

বক্তা।—বেদের স্বরূপ কি তাহা সম্যক্‌রূপে না জানিলেও বেদের প্রতি তোমার এত ভক্তি কেন হইল ?

জিজ্ঞাসু।—যাঁহারা ভগবানকে ভক্তি করেন, ভগবানের জন্য যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, আমি এমন সরল ভক্ত

দেখিয়াছি যিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শুষ্কতার্কিকের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু ভগবানে তাঁহার অচল ভক্তি, তর্ক দ্বারা তাঁহার ভক্তিকে কেহ বিচলিত করিতে সমর্থ হন না। বালক ভক্ত দেখিয়াছি, ভগবান্ কি, তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন না, কিন্তু ভগবানের নাম করিলে তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। অতএব ভজনীয় পদার্থের স্বরূপ না জানিলেও, কোন কারণ বশতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে কি ?

বক্তা—তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমার বিশেষ প্রীতি হইতেছে। আমি তোমার সংশয় নিরসনের যথাশক্তি চেষ্টা করিব, আচ্ছা, রামচন্দ্রকে, তুমি যে প্রিয়তম মনে কর, সকলের অপেক্ষায় তাঁহাকে ভালবাস, ইহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—কেবল রামচন্দ্রকে নহে, সীতাযুক্ত রামচন্দ্রকে আমি বড় ভাল বাসি। সীতারামকে কেন ভালবাসি, একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিতেছি—

'সীতারাম' নাম অতিমাত্র মধুর, সীতারামের মূর্ত্তি পরম রমণীয়, সীতারামের মূর্ত্তি ধ্যান করিলে, আমার হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে প্লাবিত হয়, সীতারাম, আমার বিশ্বাস, সর্ব্বগুণের আধার, সীতারামের মধুর নাম উচ্চারণ করিলে প্রাণ শীতল হয়, সকল ভয় বিদূরিত হয়, সর্ব্বদুঃখের বিনাশ হয়, শুনিয়াছি, পরম দুর্লভ মুক্তিও সুখগম্য হয়, সীতারাম দীনকে বিশেষতঃ ভালবাসেন, অপরাধের আলয়কেও সীতারাম চরণে স্থান দেন, সীতারাম অধমতারণ, পতিতপাবন, সীতারাম প্রপন্নভয়ভঞ্জন, ভক্তবৎসল, সীতারাম ভক্তের কষ্ট সহিতে পারেন না, সীতারাম করুণাসাগর, সীতারাম প্রেমপারাবার, সীতারাম জগতের প্রাণ, সীতারাম জ্ঞানস্বরূপ, সীতারাম সর্ব্বধর্ম্মের মূর্ত্তি, সীতারাম যোগীর আরাধ্য, সীতারাম ভক্তের প্রাণবল্লভ, সীতারাম আমার বাল্যাবস্থা হইতে আমাকে দয়া করেন, এত দয়া আর কেহ করেন না, মানুষে এত দয়া করিতে পারেন না, আমি তাই সীতারামের দাস হইতে,

সীতারামকে সকলের চেয়ে ভাল বাসিতে অভিলাষী, সীতারামকে আমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমার হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, সীতারাম আমার মাতা, সীতারাম আমার পিতা, সীতারাম আমার ভ্রাতা। সীতারাম আমার স্বামী, সীতারাম আমার সর্ব্বস্ব, আমি সীতারামের।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে, আমার বিশ্বাস, তাহা কোন গ্রন্থের কথা, বা কোন বক্তার উপদেশের প্রতিধ্বনি নহে, তোমার কথা প্রাণ-শূন্য নহে। যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে, শাস্ত্রকে যাঁহারা পরমবন্ধু-জ্ঞানে পূজা করেন, শাস্ত্রের উপদেশ পালনে সমর্থ হইলে, যাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হন, জীবন সার্থক হইল মনে করেন, শাস্ত্রিত পৌরুষ দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, প্রকৃত কল্যাণপ্রদ পন্থা কি, শাস্ত্র ভিন্ন তাহা বলিয়া দিবার শক্তি আর কাহারও নাই, যাঁহাদের ইহা সহজ বিশ্বাস, বৎস! 'সীতারাম' তাঁহাদের পরম আদরের বস্তু। সীতারাম নাম উচ্চারিত হইলে তাঁহাদের কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয়, প্রাণ শীতল হয়, হৃদয় অপূর্ব্ব শান্তিরসে আপ্লুত হয়, সীতারাম নাম অতিমাত্র রমণীয়, মধুরতম, সন্দেহ নাই; যাঁহাদের হৃদয় একেবারে নীরস নহে, তাঁহারাও এ নাম শুনিলে, আনন্দানুভব করেন, মধুরতম সীতারামধ্বনি তাঁহাদের চিত্তকেও কিয়ৎকালের জন্য দ্রবীভূত করে। শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র ও স্মৃতি, সকলেই সীতারাম নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, পরমকারুণিক প্রেমময় শঙ্কর স্বয়ংই এই পবিত্র নামের মহিমা বর্ণনে সদা নিযুক্ত, এ কার্য্য তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা যথাযথ ভাবে সাধিত হইবেনা জানিয়াই যেন সীতারামরসিক লোকশঙ্কর দয়ালু শঙ্কর, (অন্যকে সীতারাম নাম যথাযথভাবে জপ করিতে শিখাইবার জন্য) নিরন্তর এই পবিত্র নাম জপ করেন, আহা করুণাময় শঙ্কর মণি-কর্ণিকায়, অর্দ্ধোদকনিবাসি মুমূর্ষুর দক্ষিণকর্ণে সংসারতারক, সর্ব্ব-পাপমোচক, ব্রহ্মদায়ক, রামমন্ত্র প্রদান করেন ("মুমূর্ষোর্ম্মণিকর্ণ্যান্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ। অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মদায়কং॥"—

পদ্মপুরাণ, উ, খ, অ ২৭৩)। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবান্ ভিন্ন আর কে দিতে পারেন? ভগবান্ শঙ্কর (যিনি রামচন্দ্রেরই অন্যমূর্ত্তি) এই নিমিত্ত স্বয়ং রামভক্ত হইয়াছেন, দয়ার সাগর প্রেমোন্মত্ত শঙ্করদেব বলিয়াছেন, 'রকারাদি নাম যখন আমার কর্ণে প্রবেশ করে, আমার হৃদয়, তখন, বুঝি আমার প্রাণবল্লভ রামনাম শুনিতে পাইব,—এই আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। * তাই বলিতেছি, সীতারাম নামের মহিমা পূর্ণভাবে কীর্ত্তন করিবার শঙ্করই একমাত্র যোগ্যপাত্র, যে নাম সর্ব্বশাস্ত্রে মঙ্গলময় বলিয়া শতশঃ সহস্রশঃ স্তুত হইয়াছে, লোক-শঙ্কর, দয়ার সাগর শঙ্কর স্বয়ং যে নামের মহিমা প্রচারের ভার লইয়াছেন, যে নাম জপ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহর্ষি কশ্যপ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন † যে নামের উচ্চারণ মাত্রে পাপিষ্ঠও পরগতি প্রাপ্ত হয়, যে নাম প্রভাবে, হৃদয়-প্রকম্পক শমনভয় দূরে পলায়ন করে, যে নামের প্রতাপে বিষ অমৃত হয়, মৃত জীবিত হয়, আর্ত্ত সুস্থ হয়, যে নাম অশুভরাশি-নাশী, সে নাম যে প্রিয়তম হইবে, সে নাম শুনিতে প্রাণ যে ব্যগ্র হইবে, সে নাম উচ্চারণ করিতে জিহ্বা যে সমুৎসুক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

জিজ্ঞাসু।—'সীতারাম' নাম কি তাহা হইলে, সকলেরই প্রিয়, সকলেই কি, 'সীতারাম' নাম উচ্চারণ করিতে অভিলাষী?

বক্তা—না, তাহা হইতে পারেনা, ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, বলিতে স্বল্পশ্রমও হয় না, শুনিতে অতি সুন্দর, বড় মধুর, তথাপি সর্ব্বসুখনিদান এই পরম পবিত্র নাম দুরাশয়গণ উচ্চারণ করেনা,

---

* "রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্ব্বতি।
মনঃ প্রসন্নতাং যাতি রামনামাভিশঙ্কয়া॥"

পদ্মপুরাণ, উ, খ, অ ২৫৪।

† "এতন্মন্ত্রমগস্ত্যস্তু জপ্ত্বা রুদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মত্বং কাশ্যপো জপ্ত্বা কৌশিকস্তমরেশতাম্॥"

বৃদ্ধহারীতস্মৃতি।

অতএব 'সীতারাম' ব্যক্তিমাত্রের স্থূলদৃষ্টিতে প্রিয় নহে, সকলেই এ পবিত্র মধুর নাম মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে উৎসুক নহেন।

জিজ্ঞাসু।—'ব্যক্তিমাত্রের স্থূলদৃষ্টিতে প্রিয় নহেন, সকলেই এ নাম মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিত উৎসুক নহেন, এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, বৈদিক ও লৌকিক যত শব্দ আছে, তৎসমুদয় রামচন্দ্রেরই বাচক * প্রণব হইতে বিশ্বজগতের আবির্ভাব হয়, প্রণব হইতে সঙ্গোপাঙ্গ বেদের, অখিল বিদ্যার বিকাশ হইয়া থাকে, প্রণব মূল প্রকৃতি, অতএব প্রণব সর্ব্বলোক বিধাতা, সর্ব্ব-কার্য্যের কারণ, প্রণব বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-লয় হেতু, প্রণব সীতারামেরই বাচক; অতএব সীতারাম সর্ব্বকার্য্যের কারণ, সীতারাম বিশ্বের মূল প্রকৃতি, সীতারাম অখিল বিদ্যার বীজ, শব্দমাত্রেই সামান্যতঃ সীতারামের বাচক।

জিজ্ঞাসু—যাহা শুনিতে প্রাণ সমুৎসুক, আজ তাহা শুনিতেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য নিবন্ধন সকল কথার অর্থ সম্যগ্‌রূপে পরিগ্রহ করিতে পারিতেছি না, সুশীতল জল পাইলেও গিলিবার শক্তি না থাকিলে যেরূপ কষ্ট হয়, আমার তদ্রূপ কষ্ট হইতেছে।

বক্তা—আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, শ্রবণ মাত্র তাহার সম্যগরূপে উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। উৎকণ্ঠিত হইও না, আমি ক্রমশঃ এই গম্ভীরার্থক বাক্যসমুহ যথাসম্ভব পরিষ্কারপূর্ব্বক বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তোমার কোন্ কোন্ কথা বিশেষতঃ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—বৈদিক, লৌকিক যত শব্দ আছে, তৎসমুদায় রামচন্দ্রেরই বাচক, সীতারাম সর্ব্ববিদ্যার বীজ, আমি এতদ্বাক্যের আশয় কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

---

* "লৌকিকা বৈদিকাঃ শব্দাঃ যে কেচিৎ সন্তি পার্ব্বতি।
নামানি রামচন্দ্রস্য সহস্রং তেষু চাধিকম্॥"

পদ্মপুরাণ—উ, খ, অ ২৫৫

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১২

নৈষ্কর্ম্ম্যং নিরঞ্জনং জ্ঞানমপি অচ্যুতভাববর্জ্জিতং চেৎ অলং অত্যর্থং ন শোভতে। তদা শশ্বৎ অভদ্রং কর্ম্ম যৎ চ অপি অকারণং কর্ম্ম ঈশ্বরে ন অর্পিতং কুতঃ পুনঃ শোভতে?

কর্ম্মশূন্যতা—সর্ব্ব-প্রকার চলনাভাব—ইহাই হইতেছে জ্ঞান ইহাই হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতি। অঞ্জ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। যদ্দ্বারা নয়ন দীপ্তি-বিশিষ্ট হয় তাহাকে বলে অঞ্জন। ইহা চক্ষুরঞ্জনের কজ্জল বিশেষ। অজ্যতে ম্রক্ষ্যতে অনেন ইতি অঞ্জনং উপাধি উপাধিনিবর্ত্তকং নিরঞ্জনং। উপাধিশূন্য জ্ঞানকে—স্থিতিকে ব্রহ্মকে বলা হইতেছে নৈষ্কর্ম্ম্য নিরঞ্জন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানও যদি শ্রীভগবৎভাব বর্জ্জিত হয় তবে তাহারও সম্যক্ শোভা হয় না। সর্ব্বশাস্ত্রই বলিতেছেন যে ভক্তির অভাবে জ্ঞানের উদয়ই হইতে পারে না, তবে যে জ্ঞানের কথা লোকে মুখে বলে, যে জ্ঞান ভক্তি বর্জ্জিত তাহা জ্ঞানই নহে। এইরূপ ভাববর্জ্জিত জ্ঞান দীপ্তিলাভ করেনা। তবে বল দেখি বারবার দুঃখ দেয়, বা অনবরত দুঃখপ্রদ যে সকাম কর্ম্ম অথবা কোন উদ্দেশ্য নাই শুধু শুধু যে কর্ম্ম করা যায় সেই সব কর্ম্ম যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়—যদি শ্রীভগবানের অর্চ্চনার জন্য না হয়—যদি শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া এই সব কর্ম্ম না করা হয় তবে তাহার আর সৌন্দর্য্য কোথায় থাকিবে?

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥১৩

অথো অতঃ কারণাৎ হে মহাভাগ। যতঃ, ভবান্ অমোঘদৃক্ অমোঘা যথার্থা দৃক্ ধীর্যস্য যথা ত্বং যথার্থধীরসি যথা ত্বং শুচিশ্রবাঃ শুচি শুদ্ধং শ্রবো যশোযস্য তথাভূতঃ শুদ্ধযশা ইত্যর্থঃ সত্যরতঃ সত্যেরতঃ

ধৃতব্রতঃ ধৃতানি ব্রতানি যেন স ভবান্ অতঃ অখিল বন্ধমুক্তয়ে উরুক্রমস্য তৎ বিচেষ্টিতং বহুপরাক্রমস্য শ্রীরামকৃষ্ণস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ অনুস্মর স্মৃত্বা চ বর্ণয় ॥১৩॥

অতএব হে মহাভাগ! আপনি যেহেতু সম্যকদর্শী, নির্ম্মল যশঃসম্পন্ন, সত্যব্রত এবং ব্রত বা নিয়ম ধারণকরী অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত সেই হেতু আপনি চিত্তকে একাগ্র করিয়া সেই ভগবান্ উরুক্রমের—অর্থাৎ বহু পরাক্রমশালী শ্রীভগবানের লীলা সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; তবেই সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। আপনি তাহার লীলাচিন্তায় চিত্ত একাগ্র করিবার কথা কৈ বলিয়াছেন? আপনি ভগবান্ বাল্মীকির মত তাহা কৈ করিয়াছেন? ॥১৩॥

> ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্ বিবক্ষতঃ
> পৃথক্ দৃশস্তৎকৃত রূপ নামভিঃ।
> ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি
> র্লভেত বাতাহত নৌরিবাস্পদম ॥১৪

ততঃ অন্যথা হরিচেষ্টিতাৎ পৃথগদৃশঃ অতএবান্যথা প্রকারান্তরেণ যৎ কিঞ্চন বিবক্ষতঃ জনস্য তৎকৃতনামরূপভিঃ দুঃস্থিতা মতিঃ বাতাহত নৌঃ ইব কর্হিচিৎ ক্বাপি চ আস্পদং ন লভেত ॥১৪॥

শ্রীহরির চরিত্র-বর্ণনার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিষয়ান্তর বর্ণন করিলে অন্য নাম রূপাদিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে মতি-বুদ্ধি বাতাহত নৌকার ন্যায় কোন কালে কোন বিষয়েই স্থিরতা বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না ॥১৪॥

প্রশ্ন। যে সমস্ত পুস্তক শ্রীভগবানের প্রতি মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করে না—যেখানে হৃদয়-বল্লভের কোন কথা থাকে না সেই সমস্ত পুস্তক পাঠ করা তবে সাধকের কর্ত্তব্য নহে?

উত্তর। নিশ্চয়ই। যাঁহারা হৃদয়-বল্লভকে ভাল বাসিয়াছেন, যাঁহারা

ভগবদনুরাগী তাঁহারা এইরূপ পুস্তক পড়িতেই পারিবেন না। অনেক সময়ে কিন্তু ইহাতে ব্যবহারিক কার্য্য চলেই না। সে ক্ষেত্রেও অধম সাধকের কর্ত্তব্য হইতেছে—শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ, করিয়া প্রারব্ধ ক্ষয় করা। মানুষ যে অবস্থায় আসিয়া পড়ে, সে সেই অবস্থার মত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ঐ অবস্থা সে প্রাপ্ত হয়। আর ঐ কর্ম্ম তাহার ভোগ করাই উচিত। কারণ ভোগ না হইলে কর্ম্মক্ষয়ের অন্য পথ নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষয় করিতে জানা চাই। শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, যাহা আসে তাহা মঙ্গলের জন্য এই মনে করিতে পারিলে তবে কর্ম্ম হয়। এই জন্য শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তন বিষয়াসক্ত-ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। বিষয়াসক্ত জনকে যদি হরিকথা ভিন্ন অন্য গল্প শুনান যায়, তবে তাহাদের বুদ্ধি কখন শ্রীভগবানে একাগ্র হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার অন্যের অনিষ্ট করেন বলিয়া অন্যায় কর্ম্ম করেন ॥১৪॥

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ
স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্ বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনাঃ ॥১৫

জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কাম্যকর্ম্মাদিবর্ণনং যৎ ত্বয়া ভারতাদিষু কৃতং তৎ ধর্ম্মকৃতে ধর্ম্মার্থং অনুশাসনতঃ তব ধর্ম্মত্বেন উপদিশতঃ তব স্বভাব-রক্তস্য স্বভাবত অনাদি বাসনয়া কামনাপরস্য পুরুষস্য সম্বন্ধে মহান্ ব্যতিক্রমঃ উপপ্লবঃ বেদতাৎপর্য্যলঙ্ঘনেনান্যায়ঃ জাতঃ। যতঃ যদ্ বাক্যতঃ যস্য তব বাক্যতঃ ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ ইতি বা স্থিতঃ ইতরঃ জনঃ তস্য কাম্য-কর্ম্মণঃ নিবারণং ন মন্যতে ॥১৫॥

নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদির পুষ্পিত বর্ণনা যাহা তুমি মহাভারতাদিতে করিয়াছ তাহা ধর্ম্মোপদেষ্টা তুমি তোমার, স্বভাবতঃ কামনা-পরায়ণ জনের সম্বন্ধে নিতান্ত অন্যায় করা হইয়াছে। কারণ

তোমার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থায় অবস্থিত, সেই সকল ইতর লোকে কখনই অন্যের নিষেধ শুনিবে না।।১৫

প্রশ্ন। ব্যাসদেব মহাভারতে কাম্যকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন—নারদ ইহা বলিতেছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডেও ত কর্ম্মের প্রশংসা আছে। সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রও বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম—এমন কি সকল প্রকার বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মকেও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বর-প্রীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে বলা হইয়াছে। কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কৃত হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমরূপ মল ক্ষালিত হইয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা ইহা শুদ্ধ হইবে যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকরাকে অত্যন্ত ক্লেশকর মনে করে তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইতে হইলে কর্ম্মের প্রশংসা করাও আবশ্যক এবং কর্ম্ম করিলে কোন্ ফললাভ হয় তাহাও দেখান আবশ্যক। ইহাতে ব্যাসদেবের কি দোষ হইল?

উত্তর। শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তনকে যদি গৌণ করা যায় এবং কর্ম্মকে মুখ্য করা হয়—অথবা কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে হইবে ইহা যদি মুখ্য না হয়—আর কর্ম্মকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয় এবং ঈশ্বরার্চ্চনাকে গৌণ করা হয়, তবে অন্যায় হয় না কি?

প্রশ্ন। শ্রীগীতা ত মহাভারতের অন্তর্গত। তাহাতেও ত ব্যাসদেব, কর্ম্মকে কোথাও মুখ্য করেন নাই। ব্যাসদেব ত কোথাও বলেন নাই—ভগবন্ এই কর্ম্ম আমার করাই চাই, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, হইয়া আমাকে শক্তি দাও—আমি যেন আমার কর্ম্মগুলি করিতে পারি।

অন্যপক্ষে তিনি কর্ম্ম সকামভাবে কৃত হইলে কতদূর অনিষ্টের কারণ হয় তাহা সর্ব্বস্থানেই দেখাইয়াছেন। ব্যাসদেব ত বেদের মতই কর্ম্মের দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইয়াছেন, তবে ব্যাসদেব অন্যায় করিলেন কিরূপে? বিশেষতঃ অন্য কোথাও ত মহাভারতের এরূপ

নিন্দা নাই। মহাভারতকে পঞ্চম বেদও ত বলা হয়। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" এই কথাও ত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। তবে দোষ কিরূপে হইল?

উত্তর। কর্ম্ম করিলে স্বর্গ হয়, সমস্ত ভোগসুখও মিলে, শরীর সুস্থ হয়, এই সমস্ত বলিয়া যদি বলা যায়—ঋষিগণ একত্যাগ দ্বারাই মোক্ষলাভ করেন—তাহা হইলে বিষয়ানুরাগী জনগণ কি ত্যাগের কথা গ্রাহ্য করিবে? পামর বিষয়ী যাহারা, তাহারা ভট্টোক্ত মত চিরদিনই সমর্থন করিবে। বিষয়ী লোকে এই বলিবে যে, যে সমস্ত বিকলেন্দ্রিয় পঙ্গু বা অন্ধ সংসার করিতে অসমর্থ তাহারাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবে, অথবা পরিব্রাজক হইবে। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থধর্ম্ম করিতে পারেন তাঁহাদের জন্য পূর্ব্বোক্ত ক্লীবোচিত বিধি কিছুতেই সঙ্গত হয় না। ব্যাসদেবকৃত কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা যদি এইরূপ ফল উৎপাদন করে, তবে ব্যাসদেব কি বিষয়িজনের অনিষ্টের কারণ হইলেন না?

প্রশ্ন। ব্যাসদেব যদি লিখিতেন বর্ণাশ্রমবিধিপালন কেহ করিও না শুধু নাম কীর্ত্তন কর—তাহাতে কি তাঁহার দোষ হইত না? কোন শাস্ত্র ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন নাই বরং নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেই বলিয়াছেন। কর্ম্মের দোষ ও গুণ দেখাইয়া যদি ব্যাসদেব অপরাধী হয়েন, তবে বেদও অপরাধী এবং গীতাও অপরাধী। গীতাও ত ইহা দেখাইছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪

হে পার্থ! জ্ঞানশূন্য বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলাশাবদ্ধ, স্বর্গাদি ভোগ ভিন্ন ঈশ্বর বা মোক্ষ অবিশ্বাসকারী, বিষয়সুখ কলুষিত চিত্ত, স্বর্গাদি

প্রাপ্তিই চরম শ্রেয়ঃলাভ এইরূপ প্রত্যয়কারী যে সমস্ত ব্যক্তি ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি জন্য জন্মরূপ কর্ম্মফল প্রদানকারী এই সমস্ত বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রচুর কুসুমিত শ্রুতি বাক্যকে বড়ই মধুর করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাসক্ত ঐ সমস্ত কুসুমিত বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি, সমাধি অনুষ্ঠানে ঈশ্বরাভিমুখী হয় না।

শ্রীগীতাতে ব্যাসদেব নিজে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি ভাগবতে শ্রীনারদ ব্যাসদেবের অন্যায়াচরণ দেখাইতেছেন—ইহার হেতু কি ?

আর মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের কথা আছে কিন্তু শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকে লইয়া কি কার্য্য করেন মহাভারতে ত ইহা বিশেষরূপে আছে ? আর যদি মহাভারতে শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম নাই বলিয়া শ্রীনারদ ভারতের নিন্দা করেন, তবে এখানে ইহাও বলা যায় যে, হরিবংশ যখন ভারতের শেষ অংশ তখন ভারতে ত শ্রীহরির বংশ-বৃত্তান্তও আছে। ভারতে তবে হরির বংশ বিবরণ আছে এবং তাঁহার ভক্তের সহিত তাঁহার খেলার কথাও আছে তথাপি ভারত লিখিয়া ব্যাসদেব অন্যায় করিলেন কিরূপে ? আরও এক কথা এই যে এই শ্লোকে ব্যাসদেব অন্যায় করিয়াছেন বলা হইল পরের শ্লোকেই আবার বলা হইতেছে তোমার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী বিভু পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প সুখময় স্বরূপ জানিতে পারেন—ইহা ব্যাসদেবের প্রশংসা। ব্যাসদেব নারায়ণ ইহাও বলা হয়। সাধারণ মানুষ ইহাতে কি নানা কথা ভাবিতে পারে না ?

উত্তর—ভাগবত সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিতে পারে কেন—ভাবিয়াইত থাকে। কিন্তু এ সমস্ত সন্দেহ তুমি তুলিওনা। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকের জন্য সমস্তই উত্তম। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ত দেহাভিমানীজনগণের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনাই লঘূপায়। ব্যাসদেব মহাভারত ও গীতা বলিবার পরে, অধ্যাত্ম্য রামায়ণ ও ভাগবত লিখিয়াছেন ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের লীলা চিন্তাই ভক্তিলাভের লঘূপায়। শ্রীনারদ ব্যাসদেবকে বিষয়ী-পামর লোকের জন্য ভগবৎ-

লীলা বর্ণনা করিতেই বলিতেছেন ইহাই জানিয়া রাখ। ব্যাসদেব ও শুকদেবের মত জীবন্মুক্ত পুরুষও শ্রীভগবানের যশোবর্ণনে আনন্দলাভ করিতে পারেন এবং সাধারণ লোকের ও বিশেষ উপকার করেন—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীনারদ ঐরূপ বলিয়াছেন। শ্রীনারদের অভিপ্রায় পরের দুই শ্লোকে আরও স্পষ্ট হইবে।

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥১৬॥

হে-বিভো যতো বিচক্ষণো ভবান্ অতিনিপুণো ভবান্ সর্ব্বতো নিবৃত্তিতঃ সর্ব্বক্রিয়া নিবৃত্ত্যা অনন্তপারস্য অস্য বিভোঃ শ্রীভগবতঃ সম্বন্ধি সুখং নির্ব্বিকল্পক সুখাত্মকং স্বরূপং ভক্তিরূপং বেদিতুং জ্ঞাতুমর্হতি যোগ্যো-ভবতি ন পুনরবিচক্ষণঃ প্রবৃত্তিস্বভাবঃ ততঃ কারণাৎ হি বিভো অনাত্মনো দেহাদ্যভিমানিনঃ পারমার্থিক বুদ্ধিহীনস্য অতএব গুণৈর্বিষয়ৈ স্তৎসুখেন প্রবর্ত্তমানস্যাপিজনস্য কৃতে তস্য চেষ্টিতং লীলামেবত্বং দর্শয় হরেঃ লীলাং বর্ণয়ঃ ॥১৬॥

হে বিভো। যেহেতু আপনার মত কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা অনন্ত অপার বিশ্বব্যাপী বিভু পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প সুখময় স্বরূপ জানিতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকেত তাহা পারেনা, সেই হেতু পারমার্থিক বুদ্ধিহীন ভোগাভিলাষী প্রবৃত্তি-নিরত অনন্যোপায় জনগণের উদ্ধারের জন্য আপনি ভগবানের লীলা বর্ণন করুন ॥১৬॥

প্রশ্ন। শ্রীভগবানে সুখময় স্বরূপ সকলে জানিতে পারে না কেন?

উত্তর। ইহাতে উগ্রসাধনা চাই। সর্ব্বকর্ম্মের সম্যক্‌রূপে ত্যাগ হইলে তবে ইহা হয়। অর্থাৎ সন্ন্যাস লাভ হইলে স্বরূপে স্থিতিলাভ করা যায়।

প্রশ্ন। ব্যাসদেব এই স্বরূপানন্দ অনুভব করিয়াও দুঃখ করিতেছিলেন কেন ?

উত্তর। ব্যাসদেবের দ্বারা শ্রীভাগবত প্রণয়ন জন্যই শ্রীভগবান্ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার এইরূপ অবস্থা আনয়ন করেন।

প্রশ্ন। ভাগবতেও ত জ্ঞানের কথা প্রচুর আছে তবে ইহা পারমার্থিক বুদ্ধিহীন ভোগাভিলাষী প্রবৃত্তি নিরত অনন্যোপায় জনগণের জন্য লেখা হইয়াছে ইহা বলা হইতেছে কেন ?

উত্তর। ভাগবতে উচ্চ অধিকারীর সাধনাও আছে, কিন্তু নিম্ন অধিকারী জন্যই মুখ্যভাবে ইহাতে লঘূপায় বর্ণিত আছে; সেই জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে। উচ্চ অধিকারীর কথা শাস্ত্রে প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু নিম্ন অধিকারীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করা শ্রীভাগবতের বিশেষত্ব ॥১৬॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥১৭॥

স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং স্বধর্ম্মং অনাদৃত্য হরেশ্চরণাম্বুজং ভজন্ সন্ ভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেৎ তদা ন কাচিচ্চিন্তা। অথ যদি অপক্কঃ ততো পতেৎ যদি পুনরপক্ক এব ম্রিয়েত ততো ভজনাৎ ভ্রশ্যেদ্ বা তর্হি যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য স্বধর্ম্মত্যাগী ভক্তিরসিকস্য অভদ্রম্ অভূৎ কি ? না ভূদেবেত্যর্থঃ। ভক্তিবাসনাসম্ভাবাদিতিভাবঃ। অভজতাং পুংসাং কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কো বা অর্থঃ আপ্তঃ প্রাপ্তঃ ? ন কোঽপি ॥১৭॥

বর্ণাশ্রমোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করে আর ভক্তির অপক অবস্থাতে যদি ভজন হইতে স্খলিত হয় বা ভ্রষ্ট হয় বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে সেই

যদি আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুতে অনাস্থা করিতে পার তবে অদূরে মোক্ষ-সাম্রাজ্য দেখা যাইবে।

ভ্রান্তিবশেই শুদ্ধ, সর্ব্বগত, অনন্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অশুদ্ধমত, অসৎমত, অনেক মত, অসর্ব্বগ মত বা খণ্ড খণ্ড মত অন্যথা দর্শনকারিগণ বিবেচনা করিয়া থাকে।

জল এক বস্তু আর তরঙ্গ এক বস্তু—এই ভেদ বালকের কু-কল্পনা-কল্পিত বই আর কিছুই নহে। সেইরূপ যাহারা সম্যক্ দর্শনে সমর্থ নহে, তাহারা রজ্জুতে সর্পকল্পনার ন্যায় এই সকল ভেদকল্পনা করিতেছে। ঐ সমস্ত ভেদ কিন্তু নাই। যেমন একই ব্যক্তিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ শত্রুতা ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মেও ঐরূপ ভেদ ও অভেদ শক্তির অবস্থান অসম্ভব নহে। যেহেতু অসম্ভব নহে সেই জন্য ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ ভেদাভেদাত্মক শক্তি দ্বারা সমকালে অদ্বয় ও সদ্বয় ভাবে অবস্থিত ও বিস্তৃত মত হয়েন। সলিলে তরঙ্গ কল্পনা করিবামাত্র সলিল ও তরঙ্গ যেমন পৃথক্ভাবে প্রস্ফুরিত হয়, সুবর্ণে বলয় ভাবনামাত্র যেমন সুবর্ণ ও বলয় ভিন্নভাবে কল্পনায় আইসে, সেইরূপ পরমাত্মাও আত্মা ও অনাত্মা বা অপৃথক্ ও পৃথক্ ভাবে স্ফুরিত হয়েন।

ব্রহ্মের এই যে ভেদাভেদ শক্তি অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র একরূপে আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও বহুরূপে যেন প্রতীয়মান হয়েন—এই ভেদাভেদ শক্তিকেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিতের স্পন্দন ও অস্পন্দন এই দুই স্বভাব। অস্পন্দ চিৎ সর্ব্বদা আপনি আপনি তুরীয় ভাবে আছেন। স্পন্দ চিৎ চেত্যতা বা সৃষ্ট্যুন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া জগৎ বিস্তার করেন।

অতঃ কলনা জাতা সৈব স্ফারতাং প্রাপ্য মনঃ সম্পন্নং তেনাহম্ভাবঃ কল্পিতোনির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ রূপমেতৎ প্রথমং তৎ মনস্তদহং ভবতি ক্ষিপ্রমহং শব্দার্থ ভাবনাৎ ॥৮০

স্পন্দস্বভাব বিশিষ্ট চিৎ হইতে কলনা অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জগৎ

স্ফুরণ হয়। তাহাই আবার স্ফারতা অর্থাৎ সবিকল্পতা প্রাপ্ত হয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে থাকে।

প্রথমে আত্মাই মন, পরে মন হইতে অহং। প্রথম মন নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের অনুরূপ। পরে তাহাই অহংশব্দার্থ ভাবনা দ্বারা অহং হয়েন।

ততো মনোহঙ্কারাভ্যাং স্মৃতিরনুসংহিতা তৈস্ত্রিভিস্তদনুভূততন্মাত্রাণি কল্পিতানি তন্মাত্রেষু জীবেন চিত্তাত্মনা স্বয়ং কাকতালীয়বৎ ব্রহ্মোপাদানাদিয়ান্ সন্নিবেশঃ কল্পিতো দৃশ্যতে ॥৮১॥

স্মৃতি হইতেছে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্ফুরণ। সৃষ্টি অনাদি। কাজেই সৃষ্টিকালে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিবেই। তাই বলা হইতেছে—সেই অহংসম্বলিত মন পূর্ব্ব পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সঙ্কল্প করে। যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। মন ও অহংকার তখন পূর্ব্বানুভূত স্মরণের দ্বারা তন্মাত্রা সৃজন করেন। এইরূপে তন্মাত্র কল্পনার পর, চিত্তাত্মা জীব কাকস্য গমনং তালস্য পতনং এই কাকতালীয় ন্যায়ে চিদাকাশে—ব্রহ্মে জগৎ দর্শন করিতে থাকেন।

চিত্ত দীর্ঘকালে যাহা সৎ বলিয়া ভাবনা করে, তাহা সৎ হউক বা অসৎ হউক, ভাবনার দৃঢ়তায় তাহা সৎরূপেই দেখা যায়।

যোগবাশিষ্ঠ ৬৮ সর্গঃ

কর্কটী

তপঃ করোমি পরমমখিন্নেনৈব চেতসা।
তপসৈব মহোগ্রেণ যদ্দুরাপং তদাপ্যতে ॥১৪

চিত্তকে খেদযুক্ত না করিয়া—যাহাই ঘটে ঘটুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আমি কঠোর তপস্যা করিব। মহোগ্র তপস্যা করিলে অতি দুর্ল্লভ বস্তুও সুলভ হয়।

উগ্র তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত দুর্ল্লভ অভিলাষও পূর্ণ হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব ইহা দেখাইবার জন্য কর্কটীর উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

জীব তোমার হতাশ হইবার কারণ নাই। তপস্যা কর, যাহা চাও তাহাই পাইবে। সদা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে চাও, তপস্যা কর; সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিতে চাও, তপস্যা কর; জীবের দুঃখ দূর করিতে চাও, তপস্যা কর; সংসারকে সুখের স্থান করিতে চাও, তপস্যা কর; শরীর নিরোগ করিতে চাও, তপস্যা কর; মন শান্ত করিতে চাও, তপস্যা কর; অমর হইতে চাও, তপস্যা কর; অমর করিতে চাও, তপস্যা কর।

এইটি ভারতের বিশেষত্ব। এইটি ভুলিয়া ভারত আজ ভারত থাকিতে পারিতেছে না। এই ঘোর দুর্দ্দিনে এস আমরা ঋষিগণের বংশধর বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইবার জন্য, আপনাকে আপনি উদ্ধার করিবার জন্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে তপস্যা করি এস।

আর কি তপস্যা হয়? এই বলিয়া আর ভ্রষ্টাচারী হইওনা! ভ্রষ্টাচারী হইলেত সবই নষ্ট হইল।—ঋষিগণের প্রদর্শিত আচার পালন না করিলে, ঋষিগণের প্রদর্শিত আহার না করিলে ভ্রষ্টাচারী হইতে হয়। ভারত বহুবর্ষ ধরিয়া ভ্রষ্টাচার করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিতেছ না শুদ্ধ আহার, শুদ্ধ আচার আর ভারতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক উপাসনা, বৈদিক শ্রাদ্ধতর্পণাদি প্রায় লোপ পাইতেছে। ইচ্ছা করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, ইচ্ছা করিলেই সাধু বনা যায়।

যে অবস্থাতেই ভারত আসুক না কেন, তথাপি তপস্যা করা যায়। যতই কুৎসিৎ আচার, কুৎসিৎ আহার করিয়া অপবিত্র হইয়া যাওনা কেন, তথাপি তপস্যা করা যায়। কর্কটীর ইতিহাসে ইহা ত প্রদর্শিত হইবেই। ইহার পূর্ব্বে আমরা অতি সংক্ষেপে এক পিশাচের তপস্যার কথা বলিব।

পিশাচ কাহাকে বলে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

পিশাচেরা ঘোরতর মাংসলোলুপ। ইহারা রুধিরও পান করে। পবিত্র অপবিত্র ইহারা বিচার করে না। যেখানে অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধ, ব্রতবিহীন অধ্যয়ন, অদক্ষিণক যজ্ঞ, ঋত্বিক্ ব্যতীত অন্যদত্ত আহুতি, অশ্রদ্ধায় দত্তবস্তু এবং অসংস্কৃত হবি এই ছয় দ্রব্য ব্যবহৃত হয় সেখানে পিশাচের অধিকার। ইহারা উচ্ছিষ্ট মানেনা। ইহারা শাস্ত্রের শাসনে থাকিতে চায় না। ইহারা ভগবদ্ভক্তবৃন্দের বিদ্বেষী। ইহারা দেবদ্বিজ মানিতে চায়না। ইহারা বিষ্ণুদ্বেষী। তথাপি ইহারা নিজের মনগড়া একটা পরমপুরুষের নাম করিয়াও থাকে। ইহারা স্বেচ্ছাচারে সমস্তই করিতে চায়। বাহিরে দেখায় ইহারা পরম সুখী, কিন্তু স্থায়ী সুখ কি, ইহারা ধারণা করিতে পারেনা। বহু প্রকারের ক্ষণস্থায়ী সুখ ও আমোদ লাভ করিতে পারিলেই ইহারা মনে ভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু কিছুদিন এইরূপ করিয়া যখন দেখে ইহাতে কুলায় না, তখন ইহারা অকালে মরণের কালে অনুতাপ করিয়াও মরে। কেহ কেহ কিছুদিন দুরাচার করিয়া দিন থাকিতে অনুতপ্ত হয় ও সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া ভক্ত হয়; জ্ঞানপথেও বলে।

এইরূপ এক পিশাচের তপস্যার কথা আমরা কর্কটীর ইতিহাসের প্রথমেই বলিতেছি। পিশাচের তপস্যা ও সিদ্ধির কথা শুনিলে আমাদেরও তপস্যায় রুচি লাগিতে পারে, এই জন্য এই কথার আলোচনা।

এই সেই বদরিকাশ্রম। দুরিতহারিণী সরিদ্বরা গঙ্গার উত্তর-কূলে এই বদরী-তপোবন। তখন ইহা বনই ছিল—যখন কৃষ্ণ রুক্মিণীর পুত্রাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য মহাদেবের তপস্যার্থ এইখানে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন "আমি তোমার নিমিত্ত কৈলাস গিরিতে চলিলাম। তথায় নীললোহিত মহাদেব শঙ্করের আরাধনা করিয়া সেই ভূতভাবন ভব হইতে একটি পুত্র প্রাপ্ত হইব। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সেই দেবদেব আদিদেব জন্মজরারহিত মহাদেবকে

প্রসন্ন করিতে হইবে। তিনি এখন পরম পবিত্র বদরিকাশ্রমে দেবী অম্বিকার সহিত অবস্থান করিতেছেন।

বদরিকাশ্রম পরম পবিত্র ও রমণীয়। ইহা তপস্যার উপযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট স্থান। কত শত মহাতপা তথায় তপস্যা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ হইতেছে। সকল দিক্ ভাগীরথী জলে প্লাবিত। মৃগ, সিংহ, দ্বিপ ও পক্ষিগণে বনস্থলী পরিপূর্ণ। বদরীফল অপর্য্যাপ্ত; কপিকুল প্রতি বৃক্ষেই পরিভ্রমণ করিতেছে। বেতসকানন বনস্পতি সকল আশ্রয় করিয়া মস্তক উন্নত করিয়া আছে; মধ্যে মধ্যে কদলী কাননের শোভার পরিসীমা নাই।

সন্ধ্যা হইতেছে, এই সময়ে ভগবান্ জনার্দ্দন ঋষিপূর্ণ সিদ্ধক্ষেত্র বদরী তপোবনের মধ্যভাগে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ হইতেছে; বিহগগণ নিজ নিজ কুলায়ে নিলীন হইয়া কলরব করিতেছে, গাভী দোহন হইতেছে, মুনীন্দ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানাবলম্বন করতঃ হৃষীকেশকে চিন্তা করিতেছেন। চারিদিকে বহ্নি প্রজ্বলিত ও সেই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে সমাগত অতিথিবৃন্দ সৎকৃত হইতেছে। দীপমালার আলোকে তত্রত্য ভূভাগ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি উপস্থিত হইল। চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ঋষিবৃন্দের সহিত কথোপকথন করিয়া এবং তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ভগবান্ তাঁহার পূর্ব্বতপস্যার স্থানে আসিয়াছেন।

এই সেই স্থান—গঙ্গার উত্তর তীর—যেখানে তিনি পূর্ব্বকালে লোকহিতার্থ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; এই সেই স্থান—যেখানে তিনি স্বীয় আত্মাকে দ্বিধা করিয়া নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এই সেই স্থান—যেখানে ইন্দ্র, বৃত্রাসুর বধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অযুত বৎসর তপস্যা করেন; এই সেই স্থান—যেখানে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র লোকভয়ঙ্কর দশানন বধের পর কঠোর তপস্যা করেন।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখন একা। স্থান অতিশয় নির্জ্জন। শ্রীভগবান্ এই স্থানে উপবেশন করিয়া সমাধি অবলম্বন করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। "হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণু, হে হরি, হে দেবেশ, হে প্রভো, হে মাধব, হে কেশব তোমাকে নমস্কার—এই শব্দের সঙ্গে অন্যান্য মৃগয়ার ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল; তদনন্তর ভয়ার্ত্ত মৃগ, ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও গজগণের এমন ভীষণ শব্দ শ্রবণ-গোচর হইল, মনে হইল যেন মহোদধি বিক্ষোভিত হওয়াতেই এরূপ শব্দ উদ্‌গত হইতেছে। নিশাভাগে সেরূপ ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিলে ত্রিভুবনের মধ্যে এমত কেহই নাই যাহার মনে ভীতির উদ্রেক না হয়, এই শব্দেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল।

ভগবান্ নয়ন উন্মীলন করিলেন—দেখিলেন চারিদিকে দীপালোক। দেখিলেন ব্যাধগণ মৃগের পশ্চাৎ অনুধাবন করিতেছে। শত শত প্রদীপের আলোকে তিমিররাশি একেবারে অন্তর্হিত, বোধ হইল যেন দিবা সমাগত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন আমার স্তুতিবাচক শব্দ কোথা হইতে উত্থিত হইল? পরক্ষণে দেখিলেন ভীষণাকার পিশাচগণ বিকৃতস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কেহ রুধির পান করিতেছে। বহু মৃগ ব্যাধ-বাণে সংবিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে। বহু মৃগ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

বিকৃতাকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি, লোমহর্ষণ পিশাচগণ ও ব্যাধগণ চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল আর শ্রীকৃষ্ণ আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া একান্ত চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন ইহারা কে? কেনই বা আমার স্তব করিতেছিল? দুর্লভ মোক্ষমার্গ ইহাদের অতি নিকটে বোধ হইতেছে।

প্রাকৃত জনের ন্যায় শ্রীভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ভীষণাকার বিকৃতানন দুই পিশাচ তাঁহার সম্মুখে আসিল।

আকৃতি ইহাদের অতি দীর্ঘ, রোমসমূহ পিঙ্গলবর্ণ, রসনা লক্ লক্ করিতেছে, চিবুক অতি বিস্তৃত, কেশ আগুলফ লম্বমান্, চক্ষু অতিশয় হিংসা-দৃষ্টি সম্পন্ন।

এই দুই পিশাচের একজন হা হা, অন্য জন হি হি শব্দ করিয়া কখন মাংস চর্ব্বণ কখন শোণিত পান করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ শিরাব্যাপ্ত, দেহ অতি দীর্ঘ, জঠরদেশ ভয়ানক লম্বিত, গলদেশ হইতে একবারে প্রায় ভূতল পর্য্যন্ত শূলদ্বয় লম্বমান রহিয়াছে। ইহারা দুই হস্তে কেবল শবযূথ আক্রমণ করিতেছে। ইহাদের আপন জাতীয় হাস্যভঙ্গী যে কত প্রকারের তাহা বর্ণনাতীত। পিশাচদ্বয় নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছে, কখন প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ইহারা সৃক্কণী পরিলেহন করিতেছে ও দন্তঘর্ষণ করিতেছে।

যাঁহারা পিশাচের অস্তিত্বে সন্দেহ করেন, তাঁহারা যেন পরমহংস দেবের পিশাচদর্শন—তাঁহার শিষ্য সন্ন্যাসীগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করেন।

ঐ পিশাচযুগল নিরন্তর কেবল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মাধব! মাধব! নাম ডাকিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—আমরা কবে শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইব? বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন; আমাদের সেই প্রভু পুণ্ডরীকাক্ষ এখন কোথায় বাস করিতেছেন? প্রলয়ে এই ত্রিভুবন তাঁহার দেহে লীন হয়। কোন্ স্থানে গমন করিলে সেই অনাদি পুরুষ জগৎপতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? প্রাণি পরিপূর্ণ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ কেবল তাঁহারই বিস্তার।

পিশাচ কিরূপ সাধনা করিয়া মুক্ত হইয়াছিল, তাহা দেখানই আমাদের প্রয়োজন। এই সাধনার ক্রম আমরা দেখাইতেছি। তুমি আমি যে অবস্থায় আসিয়া পড়ি না কেন, তথাপি আমাদের পথ আছে। যতক্ষণ না এই সদা অশুচি দেহটার উপর দৃষ্টি পড়ে—যতক্ষণ না মনে হয় এই দেহটাই আমাকে বহু পৈশাচিক ব্যাপারে টানিয়া লয়, যতক্ষণ না আত্মার দেহধারণই যে সকল দুঃখের মূল এইদিকে নজর পড়ে,

ততদিন সাধনার প্রকৃত মূলটী ধরা পড়ে না। পিশাচের নিম্নলিখিত বৈরাগ্য ও পরে সমাধি অভ্যাসে সুন্দর সাধনার কথা বলা হইয়াছে। পিশাচ বলিতে লাগিল--

হায়! কেন হঠাৎ এই লোকবিদ্বিষ্ট সর্ব্বপ্রাণিঘৃণিত শোচনীয় পৈশাচী দশা আমাদিগকে আক্রমণ করিল? এ অবস্থায় কেবল মাংস ও কঙ্কাল সেবন করিয়াই দিনপাত করিতে হইল। সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পায়। ঋষিগণের মত আমরা কাহাকেও অভয় দিতে পারি না।

হায়! পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই শোচনীয় অবস্থায় সন্তুস্ট হইয়া নিরন্তর হাহা হিহি করিতেছি। যাবৎ এ দুষ্কৃতের পরিপাক না হয় তাবৎ কদাচ এই প্রাণিপীড়নকারিণী ঘৃণিত দশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব না। হায়! জন্মান্তরের পাপের ফলেই আমাদিগকে অদ্যাপি ব্যাধগণের সহচর হইয়া জীবহত্যায় যত্ন করিতে হইতেছে।

অহো! সংসার কি ভীষণ! সংসারের কেমন মহিমা! জীব সংসারে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে পরস্পরের হিংসা করতঃ কর্ম্মফল সঞ্চয় করিতে থাকে। এই প্রকারে মানুষ নানাবিধ জ্ঞানকৃত পাপের অনুষ্ঠান করিয়া ঘোরতর এই সংসার বাগুরায় আবদ্ধ হয়। সামান্যবুদ্ধি মানবগণ নানাবিধ উপায় ও নানা প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও এই দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ ছেদন করিতে পারে না।

জগদীশ্বর জীবগণের প্রতি কি অপূর্ব্ব কৌশল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। সেই কৌশল প্রভাবে রাজা মনে করিতেছেন আমি অন্য সব রাজাকে পরাস্ত করিয়া উহাদের রাজ্য, ধন হরণ করিব; তস্কর মনে করিতেছে, আমি ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিয়া আনিব; দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি মনে করিতেছে আমি ঐ শান্তস্বভাব নিরীহকে তাড়না করিয়া উহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিব। তুমি আমি কত ভাবেই না এই পরপীড়নে সদা ব্যস্ত।
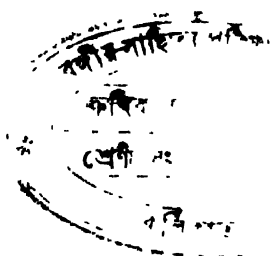
আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } ১৩২৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ২ সংখ্যা।

নির্গুণ-সগুণ-আত্মা ও অবতার।

অচ্ছায় আলোক রাশি যেথা অকম্পিত,
শুধু তুমি শুধু তুমি মায়ার অতীত ;
গুণহীন শব্দহীন অজর অমর,
তোমারে প্রকাশে কেবা অশব্দ-সাগর।
শান্ত তুমি অনাকাশ নহ তমভাব,
বেদ তুমি বেদ্য তুমি স্বভাবে স্বভাব।
অসঙ্গ অবস্তু তুমি, নিত্য অনপর,
চক্ষু তুমি চক্ষুহীন সতত ভাস্বর।
তত্ত্ব তুমি নির্ব্বিকার অনন্ত অধর,
তোমারে করিতে নারি চক্ষুর গোচর।
স্তিমিত গম্ভীর বারি ধরে স্থিরভাব,
তোমাতে ভাসয়ে যবে মায়ার প্রভাব।

সচ্চিৎ আনন্দময় নিত্য স্বপ্রকাশ,
অখণ্ডকে খণ্ড করি মায়ার উল্লাস।
চতুষ্পাদে এক দেশে ভাসিল ওঁঙ্কার
প্রণব প্রথম নাদ উঠিল ঝঙ্কার।
ত্রিগুণে ভাসিল সৃষ্টি বিশ্ব চরাচর,
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের হও রূপান্তর।
প্র-শব্দে ভাসিল বিষ্ণু ক্ তে ব্রহ্মা ভাসে,
তি শব্দেতে মহেশ্বর অব্যক্ত প্রকাশে।
বোধাতীত নিরঞ্জন হয়ে পরাৎপর,
বিশ্বরূপ ধরি হও ইন্দ্রিয়গোচর।
মায়াধীশ হয়ে পাল সৃষ্টি আপনার,
মায়াতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি বাড়ে নির্ব্বিকার।
আত্মারূপে জীবদেহে অবিদ্যা অধীন,
দ্রষ্টা তুমি ; দৃশ্য তুমি নহ কোন দিন।
সৃষ্টিবিপর্য্যয়ে পুনঃ ধর অবতার.
সৃষ্টি রক্ষা হেতু কর ধর্ম্মের প্রচার।
যুগে যুগে অবতরি নাশি পাপভার.
ভক্তে দিতে নিত্যপদ আনন্দ অপার।
স্বগুণ, নির্গুণ তুমি আত্মা অবতার,
সমকালে ভাস কিন্তু রহি নির্ব্বিকার।
স্ফটিকে জবার আভা শোভন অধ্যাস,
মায়াগুণে জড়সৃষ্টি লয়ে চিদাভাস।
অজ্ঞানে আরোপে অংশ ঘটেতে আকাশ ;
ঘট ভঙ্গে মিশে যায় এক মহাকাশ ॥ ২৫।৭

নামসঙ্কীর্ত্তনের দুই একটী সঙ্কেত।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

কেবল শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্ত্তন—নাম সঙ্কীর্ত্তন—নাম সঙ্কীর্ত্তন বিনা কলিতে অন্য গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই।

শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে ইহা পাওয়া গেল। সর্ব্ব-সাধারণের ভবরোগের ঔষধ ইহা। কিরূপে এই নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে, পরে বলা হইতেছে। শ্রীহরির নাম সম্বন্ধে কিছু অগ্রে বলা কি উচিত ?

উচিত বৈ কি। কারণ দলাদলি সম্প্রদায়ে পড়িয়া শ্রীহরি যেন ছোট হইয়া পড়িয়াছেন। রাজাধিরাজ যিনি তাঁহাকে "আইয়ে জমাদার সাহেব" বলিয়া গ্রাম্য চৌকীদার মনে ভাবিতেছে, রাজাকে মস্ত খেতাব দিয়া দিলাম। ইহাতে গ্রাম্য চৌকীদারেরও দোষ একটা বড় নাই। কেননা গ্রাম্য চৌকীদার জমাদার সাহেবের চেয়ে বড় কাহাকেও দেখে নাই। তাই সবার বড় খেতাব দিয়া, রাজাকে জমাদার সাহেব বলিয়া চৌকীদার রাজার গৌরব বাড়াইল মনে ভাবে। কিন্তু চৌকীদারের এই মূর্খতা দেখিয়া রাজাও হাসেন আর যাঁহারা রাজাকে রাজা বলিয়া জানেন তাঁহারাও হাস্য করেন।

বহু দিন হইল শ্রীহরিও দলাদলি সম্প্রদায়ে পড়িয়া জমাদার সাহেব হইয়া আছেন।

ঋষিগণ কিন্তু রাজাকে রাজা বলিয়াই জানিতেন আর তাঁহারা মূর্খ দলাদলি সম্প্রদায়ের ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য রাজাকে রাজা বলিয়া দেখিবার জন্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ঋষিগণ শুধু নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্মে আটকাইয়া থাকিতে বলেন নাই। যাঁর নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ তাঁহারা জানিতে বলিতেছেন। সেই জন্য তাঁহার কথা তাঁহারা শুনিতে বলেন—পুনঃ পুনঃ শুনিতে বলেন—পুনঃ পুনঃ মনন করিতে বলেন—সংশয়শূন্য মনন করিয়া করিয়া ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে বলেন—এই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে পারিলেই ঋষিগণ বলেন সেই রাজাধিরাজের দর্শন পাওয়া যায়।

কার নাম, কার রূপ, কার গুণ, কার কর্ম্ম আমরা আলোচনা করিব? কার নাম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী, শ্রীশিব? এই নামের পশ্চাতে নামীটি কে? এই নামীর কথাই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে, তবেই নামীকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই নামীই স্বরূপ, এই নামীই চৈতন্য। এই চৈতন্যেরই বহু নাম, বহু রূপ, বহু গুণ—এবং বহু কর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য একটিই—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, অনন্ত। চৈতন্যেরই উপাসনা হয়। চৈতন্য ভিন্ন যাহা কিছু—তাহাই জড়। জড়ের উপাসনা হয় না। জড়কে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না। তাই চৈতন্যেরই নাম কীর্ত্তন করিতে হয়।

চৈতন্য যেখানেই থাকুন, চৈতন্য কখন ক্ষুদ্র হন না। চৈতন্যের কখন খণ্ড হয় না। চৈতন্য কখন অল্প শক্তি হন না। ঘটের মধ্যে ঢুকিয়া আকাশ যেমন খণ্ডিত হইয়া যায় না—জীব ঘটে ঘটে চৈতন্য ঢুকিলেও তিনি কখন আপনার অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। তিনি আপন স্বরূপেই সর্ব্বদা বিরাজ করেন।

তবে যে জীবচৈতন্য আপনাকে ক্ষুদ্র বিবেচনা করে, আপনাকে খণ্ড ভাবনা করে, আপনাকে অংশ ভাবনা করে, আপনাকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ভাবনা করে—এইটি জীবের ভ্রম, এইটি জীবের অবিদ্যা, এইটি মায়ার কার্য্য। রজ্জু সর্ব্বদা রজ্জুই আছেন, তুমি তাহাকে যে সর্প দেখ এটা রজ্জু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের যে অভাব সেই

অজ্ঞানই সূচনা করে। রজ্জু সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে, তার আর রজ্জুতে কখন সর্পভ্রম হইতে পারে না।

এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই ঋষিগণ শ্রবণ করিতে বলেন, মনন করিতে বলেন, শ্রবণ, মনন পুনঃ পুনঃ করিতে পারিলে ধ্যানে স্থির হওয়া যায় বলেন। ধ্যান করিতে পারিলেই দর্শন লাভ হয়, রাজাধিরাজকে যেরূপে পাওয়া উচিত সেইরূপে পাওয়া যায় বলেন।

জীব, যে চৈতন্যের উপাসনা করিয়া দুঃখসমুদ্রের পরপারে যাইবে, যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভবসাগর পার হইবে সেই চৈতন্য সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার রূপে জগতে ও জগতের বাহিরে বিরাজ করেন। যখন জগৎ থাকে তখন তিনি আত্মা অবতার ও সগুণ আবার যখন জগৎ না থাকে তখন তিনি আপনি আপনি পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। জগৎ থাকিলে তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা আর জগৎ না থাকিলে তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের, এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। ইনি বৃন্দাবনে যেমন লীলা করেন কুরুক্ষেত্রেও সেইরূপ পার্থ-সারথি হয়েন। ইনিই ৺কাশীতে বিশ্বনাথ আর ৺শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ আর ৺অযোধ্যায় শ্রীরঘুনাথ, আর ৺কামাখ্যায় শ্রীষোড়শী। চৈতন্যের স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গ নাই তথাপি ইনি দেহ ধারণ করিয়া কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি সাজেন। ইহাঁরই নাম শ্রীহরি, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিব, শ্রীসীতা, শ্রীরাধা, শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী। কাজেই শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন অর্থে শ্রীচৈতন্যের নাম কীর্ত্তন। যাঁহার যিনি গুরুদত্ত ইষ্টদেবতা তাহার নাম কীর্ত্তন কর অন্য সকল নামেও তাঁর নাম কীর্ত্তন কর; কিন্তু তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ, রামঃ কমললোচনঃ বল নাম কীর্ত্তন হইবে। দলাদলি সম্প্রদায়ে পড়িয়া চৈতন্যকে আর জমাদার সাহেব না সাজান হয়, *সেইজন্যই এই বাগাড়ম্বর করা হইল।*

এখন নাম কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হইবে সেই কথা একটু আলোচনা করিয়াই ইতি করা হউক।

(২)

দুই একসঙ্গে চালাইওনা। নামও করিতেছ আর বিষয়ের অসম্বন্ধ ভাবনাও ভাবিতেছ—এই আলো আঁধার একসঙ্গে চালাইওনা।

মনেত বিষয়ের অসম্বন্ধ প্রলাপ থাকিবেই ; এতকাল, এত দীর্ঘকাল, অজ্ঞানে চুরাশি লক্ষবার ধরিয়া বিষয় করিয়াছ তার সংস্কার কি একবারে যায় ? যাহাতে যায় তাহারই সঙ্কেত না করা হইতেছে ? মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর করিবার জন্যই না তাহাকে জানিতে হইবে, তাহার নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে ?

শয্যাকৃত্যের সময়ে একবারে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়াই নাম আরম্ভ কর। একটু সুর করিয়া কর। স্বরের সঙ্গে নাম বড় মিষ্ট লাগিবে। কিন্তু অসম্বন্ধ প্রলাপ যদি ঘন ঘন উঠে দেখ তবে যত বেগে প্রলাপ উঠে তদপেক্ষা প্রবল বেগে সুর করিয়া নাম কর। তাহাতেও প্রলাপ না যায় যদি দেখ, তবে ভূতের ভয় পাইলে মানুষ যেমন ঘন ঘন রাম রাম করে সেইরূপে আথালি পাথালি নাম কর। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্ট নাম কর। করিয়া চুপ কর। করিয়া লক্ষ কর দেখিবে শ্বাস তালে তালে নাচিতেছে ; তখন শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে করিতে উপরে উঠ আর নীচে নাম। ইহাতে একপ্রকার অন্তঃ-প্রাণায়াম হইবে। যদি শ্রীগুরুর নিকটে প্রাণায়াম শিক্ষা পাইয়া থাক তবে ঐ সময়ে তাহা করিতে থাক। বেশ ভাল লাগিবে। অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে পারিবে। যদি দেখ প্রাণায়াম করিতে করিতে আবার লয় বিক্ষেপ রূপ মৃত্যুর খেলা হয় তখন আবার জপে আইস—আথালি পাথালি জপে আইস। তার পরে আবার প্রণায়ামে আইস। কিছু-

দিন চেষ্টা করিয়া দেখ প্রাণায়ামের পরেই কত স্থির হইয়া যাও কিনা ?

যতক্ষণ স্থির থাকিতে পার ততক্ষণ স্থির থাকিও তার পরে স্থিরত্ব একটু নড়া চড়া হইলেও নাম করিতে করিতে প্রার্থনা কর। হে হরি হে জগন্নাথ হে বিশ্বনাথ হে দীনবন্ধু, আমায় কৃপা কর। তোমার কৃপা আমার অনুভব সীমায় আনাইয়া দাও মা জগত্তারিণি মা দুরিত-হারিণি মা আমায় পবিত্র কর মা, মা আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা। আমি আজ তোমার দ্বারে অতিথি। প্রভু আর যেন তোমায় ভুলিয়া কোন বাক্য উচ্চারণ না করি, আর যেন তোমায় ভুলিয়া কোন ভাবনা না ভাবি, আর যেন তোমায় ভুলিয়া কোন কর্ম্ম না করি। যেন তোমায় লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারি! হৃদয়বল্লভ তোমার জন্যই যেন আমার জীবন ধারণ হয়। তোমার প্রতি বস্তু যেন আমার প্রিয় হয়। তোমার সকল বস্তুতে যেন আমি স্থূল সূক্ষ্ম বীজ অংশের পরে তুমি যে সাক্ষী চৈতন্যরূপে আছে, আমার ইষ্ট মূর্ত্তিতে আছ, আমার হৃদয়ের রাজাই যে এই বিশ্বদেহ, এই নর নারী দেহ, এই বৃক্ষ লতা দেহ, এই কীট পতঙ্গ দেহ ধারণ করিয়াছেন আর এই আমার ইষ্টদেবতাই যে আমার হৃদয়ে চৈতন্যমাখা ইষ্টমূর্ত্তিতে হৃদয় অষ্টদলে বা ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে বিরাজ করেন তাহা যেন আমি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি। যেন সর্ব্বদা তাঁরে মানসে পূজা করিতে পারি। আর বাহিরে সর্ব্ব মূর্ত্তিতে যেন তোমাকেই দেখি। এখন যার যাহা ইচ্ছা।

অবতার সন্দর্ভ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চিন্তাশীল পণ্ডিত হ্যামিল্টনের এই সকল কথা, আগম বা বেদই অখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদ্য প্রসূতি, সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা কৃৎস্ন বস্তুতত্ত্বজ্ঞ ঋষিদিগের জ্ঞানও আগমপূর্ব্বক, আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশের কিয়ৎ পরিমাণে সংবাদী। যাহা হোক্ অবতারবাদে তোমার যখন সাধুসংশয় হইয়াছে, তখন সংশয় দূর করিয়া অবতারবাদে অচল শ্রদ্ধাবান্ হইবার নিমিত্ত তোমার অবতার বিষয়ক পরামর্শ অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অবতারবাদ স্থাপিত না হইলে ক্ষতি কি? ভগবান্ শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, এই মতের প্রতিষ্ঠাতে তোমার কি লাভ হইবার সম্ভাবনা? পরম প্রেমাস্পদ ভগবান্‌কে দুঃখসঙ্কুল মর্ত্ত্যধামে আনিবার জন্য তোমার এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইবার কারণ কি? তিনি নিজ আনন্দ-ময় ভাবে, তাঁহার স্বরূপে অবস্থান করুন না কেন।

জিজ্ঞাসু—যে কোন সত্য হোক্, তাহাকে সত্য ব'লে না জানিতে পারিলে, সত্যের আবিষ্কার না হইলে, যে ক্ষতি হয়, অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা না হইলে, আমার বিশ্বাস, ততোঽধিক ক্ষতি হইবে।

বক্তা—'ততোঽধিক ক্ষতি হইবে' বলিলে কেন?

জিজ্ঞাসু—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ভিন্ন পূর্ণ ভাবে সর্ব্ব সত্যের আবিষ্কারে আর কাহার শক্তি আছে? মানুষ যে কোন সত্যের রূপ দেখিতে পায়, তাহা তাঁহারই কৃপায়, অথবা কেবল মানুষের কথা বলিতেছি কেন, ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই, শুনিয়াছি, সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে পরমেশ্বর হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করেন; পরমেশ্বর

Hamilton's lectures on Metaphysics, lect. V.

ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে প্রথমে সর্ব্বসত্যজ্ঞানপ্রসূতি বেদ প্রদান করেন, ব্রহ্মা পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত নিখিল সত্যজ্ঞানাধার বেদ হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন, জগতে গুরুপরম্পরাক্রমে সত্যজ্ঞানের প্রচার করেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—'যিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি পূর্ব্বক তাঁহাকে বেদ প্রদান করেন, যিনি আত্মবুদ্ধি-প্রকাশস্বরূপ, পরমকল্যাণ-প্রার্থি—মুমুক্ষুর তিনি ভিন্ন আর কে শরণ্য আছেন?* পরমেশ্বর সত্যের সত্য; অতএব তাঁহার অবতার অনৃতকে (মিথ্যাকে) বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, অজ্ঞান নাশ পূর্ব্বক জ্ঞান বিকাশার্থ, অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য। ভগবান্ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমন না করেন, তাহা হইলে, সত্যের সত্যকে মানুষ জানিতে পারে না, তাহা হইলে, ধর্ম্মের গ্লানি অপসারিত এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি প্রশমিত হয় না, তাহা হইলে, দুঃখের পরিসীমা থাকে না। আমি এই জন্য বলিয়াছি, অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা না হইলে ততোঽধিক ক্ষতি হইবে।

বক্তা—পরমেশ্বর যে ব্রহ্মাকে বেদ দান করেন, তিনিই যে, বিশ্বের সনাতন জ্ঞানদাতা, তাহা মানিলাম, কিন্তু তাহা মানিলেই যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের শরীর গ্রহণের, মর্ত্ত্যধামে অবতরণের সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজন অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহার হেতু কি? যাঁহারা পরমেশ্বরকে জ্ঞানদাতা ব'লে স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কি অবতারবাদের প্রত্যাখ্যানে সদা যত্নশীল পুরুষ নাই? সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বিনা চরণে গমন করিতে পারেন, বিনা কর্ণে শুনিতে পান, বিনা চক্ষুতে দেখিতে পান, হস্ত বিনা বস্তু গ্রহণে তিনি সমর্থ,† তবে

* "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

† "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩য় অধ্যায়।

জ্ঞানদান ও ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে শরীর গ্রহণ করিতে হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি সব করিতে পারেন, তিনি শরীর গ্রহণ না করিবেন কেন? শরীর ধারণ করিলে, দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে আসিলে, দুঃখ পাইতে হয়, ইহা কি সার্ব্বভৌম সত্য? সকলের পক্ষেই কি এই নিয়ম? শুনিয়াছি, যোগাভ্যাস দ্বারা, দেহ হইতে আত্মা পৃথক্, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, আর কোন ক্লেশ থাকে না, অবিদ্যাদিই ক্লেশের কারণ, অতএব পরমেশ্বর দেহ ধারণ করিলে, আত্মজ্ঞানহীন মানুষের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন কেন? তিনি কি যোগীশ্বর নহেন? তিনি কি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন? তিনি কি অবিদ্যাদির অধীন? জীবের ন্যায় মায়ার বশবর্ত্তী?

বক্তা—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, শরীর গ্রহণ করিলে মানুষের ন্যায় ক্লেশপরামৃষ্ট না হইলেও, তিনি কেন শরীর গ্রহণ করিবেন? তাঁহার দেহধারণের আবশ্যকতা কি?

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, যখন সাধুগণ অসাধু ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষতঃ বাধা প্রাপ্ত হন, ভগবান্ তখনই ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ, সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধু সমূহের বিনাশ করিবার নিমিত্ত—যথা-প্রয়োজন শরীর গ্রহণ করেন।

বক্তা—আমার প্রশ্ন হইতেছে, পরমেশ্বর শরীর গ্রহণ না করিয়াও কি এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না?

জিজ্ঞাসু—আমি ইহার কি উত্তর দিব? আপনি আমাকে ইহার যাহা সদুত্তর তাহা বলিয়া দিন।

বক্তা—আমি তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, সন্দেহ নাই, তবে তুমি আমাকে আগে বল, ভগবান্ শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন, ইহা যদি সত্য হয়, ইহা যদি তুমি বেদ-শাস্ত্র-প্রমাণে, অপিচ যুক্তি দ্বারা স্থাপিত করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কি

লাভ হইবে ? তাহা হইলে তোমার যে আনন্দ হইবে, তাহার কারণ কি ? অবতারবাদ খণ্ডিত হইলে, তোমার যে কষ্ট হইবে, তাহার হেতু কি ?

জিজ্ঞাসু—আমি এ সম্বন্ধে যথাশক্তি চিন্তা করিয়াছি, চিন্তাপূর্ব্বক আমার যাহা মনে হইয়াছে, আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

আমি যখন ভাবি, ভগবান্ শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, আমার মনে হয়, নয়নকে তখন বলিব, নয়ন! তুমি এত দিন কত কি দেখিয়াছ, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া আসিয়াছ, যাহা দেখিতেছিলে, তাহা যেন ঠিক দ্রষ্টব্য নহে বুঝিয়া, তাহা ছাড়িয়া, অন্যকে দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আজ তুমি আর ফিরিতেছ না কেন ? আজ যাঁহাকে দেখিতেছ, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে তাকাইতে পারিতেছ না কেন ? ইনিই কি তোমার দ্রষ্টব্য ? তুমি কি, ইহাঁকে দেখিবার জন্যই দর্শনশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ ? আমি যখন ভাবি, ভগবান্ শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শ্রীমুখ বিনির্গত শ্রবণ তৃপ্তিকর, চিত্তরমণ মধুরতম বচন শুনিতেছি, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকে না, তখন আমার মনে হয়, যাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণশক্তি পাইয়াছে, যাহা শুনিতে না পাইয়া এত দিন কর্ণযুগল অতৃপ্ত ছিল, আহা আজ তাহারা চরিতার্থ হইতেছে, আজ আর তাহাদের অন্য কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা নাই, তৃষ্ণার্ত্তের সুশীতল জল প্রাপ্তি হইলে, যাবৎ পিপাসার শান্তি না হয়, তাবৎ তাহার মন যেমন অন্য বিষয়ে গমন করে না, সেইরূপ আমার শ্রবণ-যুগল বহুদিন পরে, যাহা শুনিতে চাহিত, যাহাই উহার বস্তুতঃ শ্রোতব্য, আজ উহারা তাহাই শুনিতেছে, আজ উহাদের শুশ্রূষা মিটিতেছে। আমি যখন মনে ভাবি, আমার প্রিয়তম করুণাময়ের সর্ব্বসন্তাপহর শ্রীচরণযুগল আমি আমার বক্ষোদেশে রাখিয়া, সেবা করিতেছি, তখন আমার যে সুখানুভব হয়, আমি তাহা বর্ণন করিতে অপারগ, আমার এইরূপ কল্পনাও যে, আমাকে কত আনন্দ দেয়, তাহা আমি

কি ক'রে বুঝাইব ? ভগবান্‌কে যদি নিরন্তর এইরূপে দেখিতে পাই, এইরূপে তাঁহার কথা শুনিতে পাই, এইরূপে তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সেবা করিতে পারি, তাহা হইলে, আমি আর কিছুই চাইনা, তাহা হইলে, আর কিছু চাইবার যে প্রয়োজন হইতে পারে, আমি তাহা বিশ্বাস করিনা। ভগবানের অবতার অসম্ভব, তিনি কখনও শরীর গ্রহণ ও মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন না, এই কথা আমি কদাচ ভাবিতে পারি না, এই কথা শুনিলে আমার অসহ্য যাতনা হয়, আমি হতাশ হই, আমি আত্মহারা হই ; আমি তাই ভগবানের অবতার বেদশাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ হয়, ইহা যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়, এইরূপ ভাবিতেও ভালবাসি, এইরূপ ভাবনাতেও আমার বিপুল আনন্দ হয়। অবতারবাদ স্থাপিত হইলে, আমার যে জন্য আনন্দ হইবে, অবতারবাদ খণ্ডিত হইলে, আমি যে নিমিত্ত কষ্ট পাইব, অবতারবাদ স্থাপিত হইলে আমার কি লাভ হইবে, সংক্ষেপে যথাবুদ্ধি তাহা জানাইলাম।

বক্তা - তোমার সরলভাবে ব্যক্ত হৃদয়ের কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র আনন্দ হইল, আশীর্ব্বাদ করি, যাঁহার কৃপায় তোমার হৃদয়ে এইরূপ ভগবদনুরাগের উদয় হইয়াছে, তিনি তোমাকে কৃতার্থ করুন, জ্ঞানের পর যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে ত্রিলোকে প্রিয়তর, তাহা হইতে শ্রেয়স্কর অন্য কিছু নাই। তোমার পিপাসা ও যোগ্যতা দেখিয়া, অবতার সম্বন্ধে যথা শক্তি কিছু বলিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। অবতারের অর্থ, অবতারের কথা বেদে আছে কি না, পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে অবতার বিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শন ও তদ্বিচার, অবতারবাদ যুক্তিসিদ্ধ কি না, অবতারের প্রকার ভেদ, অবতারের প্রয়োজন, ঈশ্বর বা ভগবানের স্বরূপ, সোপাধিক সাকার ও নিরুপাধিক সাকার এই দ্বিবিধ সাকারের তত্ত্ব, নিত্য সাকার ও মুক্ত সাকারের বিবরণ, সর্ব্বাত্মক পরমাত্মার সাকার নিরাকার ভেদবিষয়ক বিরোধের সমন্বয়, পরমার্থতঃ পরব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার এই উভয়ই স্বভাব সিদ্ধ, উভয়ই নিত্য, আমি প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ের আলোচনা

করিব, তুমি সাবধান হয়ে, আমি যাহা যাহা বলিব তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্ট করিবে, কোন স্থানে সংশয় হইলে, বিনা সংকোচে জিজ্ঞাসা করিবে।

রামায়ণ বেদচন্দ্রিকা বা সীতারাম তত্ত্বকৌমুদী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বক্তা—তুমি রামচন্দ্রকে পরমাত্মা ব'লে বিশ্বাস করিতে পার কি? নির্ভয়ে উত্তর দিবে।

জিজ্ঞাসু—রামচন্দ্রকে পরমাত্মা ব'লে বিশ্বাস করিতে প্রাণ সদা ব্যগ্র, কিন্তু সে বিশ্বাস, সর্ব্বদা স্থির থাকে কৈ? তর্কশাস্ত্র পাঠ করিলে, শুষ্ক তার্কিকের সহিত আলাপ করিলে, পরমাত্মা নির্গুণ, নিরাকার, অপরিচ্ছিন্ন, পরমাত্মার এই সকল লক্ষণ স্মরণ হইলে, নির্গুণ, নিষ্কাম, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা শরীর গ্রহণ করেন না, নির্গুণাদি লক্ষণ-বিশিষ্ট পরমাত্মার শরীরগ্রহণ যুক্তিবিরুদ্ধ ইত্যাদি প্রতিকূল যুক্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলে, রামচন্দ্র পরমাত্মা—এই বিশ্বাস কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত হয়।

বক্তা—রামচন্দ্রকে সগুণব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতেও কি তোমার বাধা হয়?

জিজ্ঞাসু—আমার নিজ বুদ্ধিতে শ্রীরামচন্দ্রের সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় অবস্থাই যে নিত্য, এই জ্ঞান যেন অবাধিত ভাবে বিদ্যমান থাকে। বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিশর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলে, বিশ্বাস যখন একটু বিচলিত হয়, তখন বেদশাস্ত্রানুমোদিত তর্কবর্ম্মে হৃদয়কে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়োজন বোধ হয়, তখন আপনাদের আশ্রয় লইতে বলবতী আকাঙ্ক্ষা হয়। সগুণ ব্রহ্ম মায়াময়, মায়াময় ব্রহ্মের পূর্ণতা উৎপন্ন

হইতে পারে না, সাকার সাবয়ব, নিরাকার নিরবয়ব। যাহা যাহা সাবয়ব, তাহা তাহা যে অনিত্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। অতএব সাকার নিত্য হইতে পারে না। আমাকে দয়া ক'রে এইরূপ প্রতিকূল যুক্তিশর খণ্ডন করিবার অস্ত্র প্রদান করুন, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ এই ধর্ম্মদ্বয় এক পরমাত্মাতে কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা। সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মের সাকার নিরাকার ভেদ বিরোধ নাই, পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাব বশতঃ পরমাত্মার সাকার নিরাকার ভেদের বিরোধ অনুভূত হইয়া থাকে। সাকার নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভেদে দ্বিবিধ। সমস্ত অবিদ্যোপাধিক (সোপাধিক) সাকার সাবয়ব, এবং সাবয়ব বলিয়া অখিল সোপাধিক সাকার অনিত্য। নিরুপাধিক সাকার নিরবয়ব, অতএব নিত্য। পরব্রহ্মের পরামর্থতঃ সাকার ও নিরাকার এই উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ ("তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারনিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ।"—ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ)। রামচন্দ্র যে সর্ব্বব্যাপক সগুণ-নির্গুণ স্বরূপ পরব্রহ্ম, তাহা নিঃসন্দেহ, তবে এ সত্য যথাযথ ভাবে অনুভব করা দুঃসাধ্য। শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সর্ব্বজ্ঞ রুদ্রাবতার বায়ুপুত্র করুণার্দ্রহৃদয় সদা-পরহিতব্রত হনুমান্ পরব্রহ্মের সগুণ অবস্থাও পূর্ণ, এই তথ্য কিরূপ দুর্ব্বোধ্য তাহা জানাইবার জন্য বলিয়াছেন, হে ভগবন্! হে বিশ্বরূপ! হে আমার অন্তর্বহিঃ, আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী, হে ভক্তবৎসল করুণাসাগর! যাবৎ তুমি কৃপাপুরঃসর এই শরণাগত দাসকে তোমার বিশ্বরূপ না দেখাইয়াছিলে, তাবৎ আমি তোমার নির্গুণরূপেরই পূর্ণতা মানিতাম, তাবৎ তোমার মায়াময় সগুণরূপের পূর্ণতা উপপন্ন হইতে পারে না, আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলাম; হে পুরুষোত্তম! তুমি শরণাগত দীন ভক্তের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাক, তুমি ক্ষমার আধার, অতএব আমার এই অজ্ঞানজনিত অপরাধ ক্ষমাকর ("মায়াময়ত্বাৎ সগুণস্য পূর্ণতা নৈবোপপন্নেতি ময়া হি নিশ্চিতম্।

অন্তর্বহিস্মিন্ পুরুষোত্তম প্রভো তত্ত্বাপরাধং কৃপয়া ক্ষমস্ব মে॥"
শ্রীরামগীতা *)।

জিজ্ঞাসু। পরমাত্মাকে যে নির্গুণ বলা হয়, তাহার কারণ কি? বেদান্ত জগৎকে যে মিথ্যা বলিয়াছেন, তাহার হেতু কি?

বক্তা। তোমার এ প্রশ্ন বহু বিবাদাস্পদ, অল্প কথায় ইহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আপাততঃ জ্ঞানবিজ্ঞানময়, করুণাসাগর, সর্ব্বলোক-শঙ্কর ভগবান্ শঙ্কর এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক জগন্মাতা, সমস্ত জগতের আশ্রয়ভূতা ভগবতীকে লোকানুগ্রহার্থ যে সকল বেদসম্মিত কথা বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহার কিয়দংশ শুনাইতেছি। ঋক্ সংহিতাতে যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বরী রূপে স্তুত হইয়াছেন ("ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং"), যিনি সীতা, বেদবতী, নারায়ণী, গৌরী, সরস্বতী ইত্যাদি নামে উক্তা হন, সেই মহেশ্বরী অগ্নিতে প্রভার ন্যায় যাহার বক্ষে বাস করেন, সেই নারায়ণ শ্রীমান্, তিনি বাৎসল্যগুণসাগর, তিনি জগৎস্বামী, তিনি সুভগ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি নিত্য, তিনি সম্পূর্ণ-কাম, তিনি সকলের নৈসর্গিক সুহৃৎ, স্বাভাবিক সখা, তিনি কৃপারূপ পীযূষের জলধি, তিনি সর্ব্বদেহীর আশ্রয়, তিনি স্বর্গ ও মোক্ষসুখদায়ক, তিনি ভক্তগণের করুণাকর, তিনি জগতের স্বামী, তিনি জগতের মাতা, তিনি জগতের পিতা, তিনি সর্ব্বভাবময়, বিশ্বজগৎ তাঁহাতেই বাস করে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব তাঁহার দাসভূত। শ্রীপতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণগুণবান্ ও সর্ব্বকামের ফলদাতা। শাস্ত্রে যে এই জগদীশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইনি প্রাকৃত হেয়গুণবিহীন, জগদীশ্বরে প্রাকৃত হেয়গুণ নাই, শাস্ত্র এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত ইহাঁকে নির্গুণ বলিয়াছেন। বেদান্ত যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন, দৃশ্যমান্ জগতের প্রাকৃত রূপ সমূহের অনিত্যত্ব (নশ্বরত্ব) প্রতিপাদনই তাঁহার অভিপ্রায়। *

---

* ইহা শ্রীবসিষ্ঠ মহর্ষি প্রোক্ত তত্ত্বসারায়ণান্তর্গত শ্রীরামগীতা।

† "ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।" এবং ঋক্ সংহিতায়াং ৮ শুক্লমানা মহেশ্বরী॥

জিজ্ঞাসু। সম্পূর্ণরূপে আপনার অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহে, সমর্থ না হইলেও, চিত্ত আশাতীত আনন্দে পূর্ণ হইল, ভগবান্ হনূমান্ ও সর্ব্বলোক শঙ্কর ভগবান্ শঙ্করের শ্রীচরণকমলে ভূয়োভূয়ঃ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এখন বৈদিক ও লৌকিক যত শব্দ আছে, তৎসমুদায় সীতারামের বাচক, সীতারামই সর্ব্ববিদ্যার বীজ, পরম দয়ালু শঙ্করের এতদ্বচনের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা। আপাততঃ সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, সময়ান্তরে এ বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বুঝাইব। বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, সীতারাম ও ব্রহ্ম অভিন্ন; অতএব সীতারাম ও বেদ বা ত্রয়ীবিদ্যা, এই উভয়মধ্যে কোন ভেদ নাই। নিখিল বিদ্যাই বেদপ্রসূত, সুতরাং বেদাত্মা সীতারামই সর্ব্ববিদ্যার বীজ।

জিজ্ঞাসু। 'বেদ' ও 'ব্রহ্ম' এক পদার্থ, ইহা সপ্রমাণ হইলে, সীতারাম ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই সত্যের রূপ হৃদয়ে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হইলে, সীতারাম বেদ বা ত্রয়ীবিদ্যা এই উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে এবং নিখিল বিদ্যাই বেদপ্রসূত, এই তথ্যের সম্যক্‌দর্শন হইলে, তবে আপনার উপদেশ সার্থক হইবে।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখং প্রাদাচ্ছিবাদীনাং দিবৌকসাং॥ অস্যেশানা হি জগতো বিষ্ণুপত্নী সনাতনী। যদপাঙ্গাশ্রিতং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্॥ যস্য বক্ষসি সা দেবী প্রভাগ্নাবিব তিষ্ঠতি। স বৈ সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ অক্ষরঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ॥ স বৈ নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাৎসল্যগুণসাগর। স্বামী সুশীলঃ সুভগঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্॥ নিত্যং সম্পূর্ণকামশ্চ নৈসর্গিক সুহৃৎসখা। কৃপাপীযূষজলধিঃ শরণ সর্বদেহিনাং॥ স্বর্গাপবর্গসুখদো ভক্তানাং করুণাকরঃ। * * * । দাসভূতমিদং তস্য জগৎস্থাবরজঙ্গমম্॥ শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ। মাতা পিতা সুহৃৎ বন্ধুর্নিবাসঃ শরণং গতিঃ॥ কল্যাণগুণবান শ্রীশঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ। যোঽসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বর. প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে। যত্র মিথ্যাপ্রপঞ্চত্বং বাক্যোঽবেদান্ত গোচরৈঃ॥ দৃশ্যমানমিদং সর্ব্বমনিত্যমিতি চোচ্যতে। অত্রাপি প্রাকৃতং রূপমণ্ডস্যেব বিনাশনম্॥ প্রাকৃতানাং হি রূপাণামনিত্যত্বং তথোচ্যতে। ”—পদ্মপুরাণ, উ, খ, অ। ২২৭।

বক্তা। দয়াময় সীতারামের কৃপা হইলেই এই সকল তত্ত্বের দর্শন হইবে। ভাবকে সামান্য ও বিশেষ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সামান্য ও বিশেষ ভেদে শব্দওদ্বিবিধ। বিশেষ বিশেষ শব্দ বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রকাশক এবং সামান্য শব্দ সামান্য ভাবের বাচক। যে কোন শব্দ হোক্, তাহা যে পরমার্থতঃ ব্রহ্মবাচী, কোন একটী সাধুশব্দের অর্থচিন্তা করিতে করিতে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমশঃ অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, পরিশেষে যে প্রাণারাম সর্ব্বপদার্থের প্রাণপ্রদ আত্মার দর্শন হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি এই সত্য এই ভাবে জানাইয়াছেন।—* বহুবলীবর্দ্দস্বামী একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া সকল বলীবর্দ্দের চারণ ও রক্ষাণার্থ যেমন একটী মূল রজ্জুকে শঙ্কুদ্বয়ে বন্ধন পূর্ব্বক প্রসারিত করিয়া দেয়, প্রত্যেক বলীবর্দ্দকে মূলরজ্জুসংযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যত ভাববিকার আছে সকলেই সেইরূপ শব্দসামান্যরূপ প্রসারিত দীর্ঘরজ্জু দ্বারা মূলতঃ বদ্ধ; যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত, বা অগ্নি, জল, বায়ু আকাশ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামসমূহ মূলরজ্জু সম্বদ্ধ পৃথগ্‌বন্ধন হেতু শাখারজ্জু স্থানীয়। শাখারজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিলে যে প্রকার মূলরজ্জুও অকৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোন একটী নাম বা শব্দ যথাবিধি উচ্চারিত ও সম্যগ্‌ জ্ঞাত হইলে পরিশেষে শব্দসামান্য পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুঝিতে পারা যায়, সাধুশব্দ মাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রহ্মবাচী। সকল ভাববিকারই শব্দব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতেই আবির্ভূত।"* প্রণব হইতেই সর্ব্ববিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি এই অতীব গম্ভীরার্থক বেদ-শাস্ত্রের সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছ কি?

---

* বলীবর্দ্দ শব্দের অর্থ বলদ।

* "তস্য বাকতন্তির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্বং সিতং সর্বং হীদং নামনীং সর্ব্বং বাচাভিবদতি বহন্তি হ বা এনন্তন্তি সম্বদ্ধা য এবং বেদ তস্যোষ্ণিগ্লোমানি ত্বগ্গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্‌ মাংস মনুষ্টুপ্‌ স্নাবান্যস্থি জগতী পঙ্‌ক্তির্মজ্জা প্রাণো বৃহতী সচ্ছন্দোভিশ্ছন্নো যচ্ছন্দোভিশ্ছন্ন-

জিজ্ঞাসু। আমি ইহার তাৎপর্য্যগ্রহণে সমর্থ হইলে, কৃতার্থ হইতাম, আমার সর্ব্বজিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইত, আমার কিং-কিং-রব নীরব হইত, তাহা হইলে আমার ঈদৃশী দুরবস্থা হইতনা।

বক্তা। বৎস! তোমার দোষ কি? বেদ ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গ-বর্ণিত এই পরম সত্যের রূপ বিশুদ্ধভাবে দেখিয়াছেন, আমি অদ্যাপি এতাদৃশ পুরুষের দর্শন পাইয়াছি কি না সন্দেহ। সীতোপনিষদে ও স্কন্দপুরাণে সীতাদেবীই যে সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা, সীতাদেবীই যে ব্রহ্ম বা বেদস্বরূপিণী, ইনিই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা, স্পষ্টতঃ তাহা উক্ত হইয়াছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সুরগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লাঙ্গল দ্বারা ভূমিকর্ষণকালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর 'সীতা' এই নাম হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ অপিচ বলিয়াছেন, সীতাদেবী শরীরিণা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, জনকের কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক জনকাত্মজানামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন, এই সর্ব্বপাপবিনাশিনী, সর্ব্ব-বিদ্যাময়ী সীতাদেবী পূর্ব্বে 'বেদবতী' এই নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। রাজর্ষি জনক এই অযোনিজা কামরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর করে সমর্পণ করেন * রামায়ণে, দেবীভাগবতে এবং পদ্মপুরাণেও সীতাদেবীর বেদবতী নামে আবির্ভাবের কথা আছে। বিশ্বমাতা, বাঙ্‌ময়ী বেদবতী স্বয়ং রাবণকে আত্মপরিচয় প্রদান কালে যাহা বলিয়াছিলেন, বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সপ্তদশ সর্গে তাহার উল্লেখ আছে জগন্মাতার উক্তি—"বৃহস্পতির পুত্র, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির

তস্মাচ্ছন্দাংসীত্যাচক্ষতে ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণো যস্যাং কস্যাঞ্চিদ্দিশি কাময়তে য এব মেতচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বং বেদ"—ঐতরেয় আরণ্যক। ২।১।৩।

* "বিশ্বস্য রমণাচ্চৈব রাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। : : *

মিথিলাধিপতেঃ কন্যা যা উক্তা ব্রহ্মবাদিভিঃ। সা ব্রহ্মবিদ্যাবতরৎ সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধয়ে॥ সীতা জাতা লাঙ্গলস্য ইয়ং ভূমিবিকর্ষণাৎ। তস্মাৎ সীতেতি বিখ্যাতা বিদ্যা সান্বীক্ষিকী তদা॥ জনকস্য কুলে জাতা বিশ্রুতা জনকাত্মজা। খ্যাতা বেদবতী পূর্ব্বং ব্রহ্মবিদ্যাঽঘনাশিনী॥ সা দত্তা জনকেন বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥"

স্কন্দপুরাণ।

সদৃশ, অমিতপ্রভ শ্রীমান্ কুশধ্বজ নামক ব্রহ্মর্ষি আমার জনক। সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতেন আমি তাঁহার বেদবাক্য হইতে বাঙ্ময়ী কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলাম। আমার নাম 'বেদবতী'। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ নিয়ত আমার পিতার নিকট গমন করিয়া, আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু আমার পিতা আমাকে তাঁহাদিগকে সম্প্রদান করেন নাই। তাঁহাদিগকে সম্প্রদান না করিবার কারণ, সুরেশ্বর ত্রিলোকপতি বিষ্ণুকে জামাতা করাই আমার পিতার অভিপ্রেত ছিল।* সীতোপনিষদেও সীতাদেবীর শব্দ-ব্রহ্মময়ীরূপে আবির্ভাবের কথা আছে ("প্রথমা শব্দব্রহ্মময়ী স্বাধ্যায় কালে প্রসন্না উদ্ভাবনকরী সাত্মিকা দ্বিতীয়া ভূতলে হলাগ্রে সমুৎপন্না, তৃতীয়া ঈকাররূপিণী অব্যক্তস্বরূপা ভবতীতি সীতা ইত্যুদাহরন্তি।"—সীতোপনিষৎ)। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ডে) ত্রিভুবনেশ্বরী লোকমাতার নামনির্দ্দেশকালে সীতা' বেদবতী, গৌরী, সরস্বতী ইত্যাদি নাম উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু। প্রভো! কিরূপ সাধনা করিলে, এই অমৃতোপম শাস্ত্রোপদেশ সমূহের রসাস্বাদনে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইব? বুঝিতে না পারিলেও আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া আমি যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষপূর্ণ হইতেছি। আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিতে আমি ন্যায়-শাস্ত্রোপদিষ্ট বিদ্যাকেই বুঝিয়া থাকি, সীতাদেবীকে স্কন্দপুরাণ যে মূর্ত্তিমতী 'আন্বীক্ষিকী বিদ্যা' বলিয়াছেন তাহার গূঢ় অভিপ্রায় কি?

---

* "কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ। বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ॥ তস্যাহং কুর্বতো নিত্যং বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ। সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী স্মৃতা॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। তে চাপি গত্বা পিতরং বরণং রোচয়ন্তি মে॥ ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর। কারণং তদ্ বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ॥ পিতুস্তু মম জামাতা বিষ্ণুঃ কিল সুরেশ্বরঃ। অভিপ্রেত স্ত্রিলোকেশ স্তস্মান্নান্যস্য মে পিতা॥ দাতুমিচ্ছতি তস্মৈ তু তচ্ছ্রুত্বা বলদর্পিতঃ। * ॥"—বাল্মীকি রামায়ণ ১৭শ সর্গ।

বক্তা। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় কি, অল্প কথায় তাহা বলা যায় না, অল্প কথায় এ সম্বন্ধে কিছু বলা না বলা সমান, রাজর্ষি জনকের কন্যা-রূপে অবতীর্ণা সীতাদেবীকে মূর্ত্তিমতী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া স্বীকার করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তুমি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার জ্ঞানপিপাসা ও কৌতূহল দেখিয়া সামান্যভাবে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

'অন্বীক্ষা' শব্দ, অনু (পশ্চাৎ) ঈক্ষণ—পর্য্যালোচন—সন্দর্শন, এই অর্থের বাচক।প্রত্যক্ষ ও আগম (বেদ) দ্বারা ঈক্ষণের পশ্চাৎ যে ঈক্ষণ, প্রত্যক্ষ ও আগম দ্বারা ঈক্ষিতের (—সন্দৃষ্ট পদার্থের) যে পশ্চাৎ ঈক্ষণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও আগমাশ্রিত যে অনুমান, তাহাকে 'অন্বীক্ষা' বলে। অন্বীক্ষা দ্বারা প্রবর্ত্তিত বিদ্যার নাম আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। * শুক্রাচার্য্য ও বিষ্ণুগুপ্তের (চাণক্যের) শিষ্য কামন্দক ইহাঁদের নীতি-সার গ্রন্থে বলিয়াছেন,—বেদান্তাদি তর্কশাস্ত্র (ন্যায়শাস্ত্র) আন্বীক্ষিকী বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ বেদান্তাদি তর্কশাস্ত্রসমূহ আন্বীক্ষিকী বিদ্যারই প্রপঞ্চ, ইহারই বিস্তার। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ষড়ঙ্গ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চার বেদ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর (তর্কপ্রপঞ্চ), মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, পুরাণ, 'ত্রয়ী' শব্দ দ্বারা এই সমস্ত বিদ্যাই গৃহীত হইয়া থাকে। কামন্দকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে, আন্বীক্ষিকী ত্রয়ীরই বিভাগ। †

---

* "প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সান্বীক্ষা, তযা প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী—। ন্যাযবিদ্যা, ন্যাযশাস্ত্রম্।"—ন্যাযকোশ।

"প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অনু ঈক্ষণমন্বীক্ষা তযা প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী। শ্রবণাৎ অনু (পশ্চাৎ) ঈক্ষা অন্বীক্ষা (উন্নযনম্), তন্নির্ব্বাহিকা অন্বীক্ষিকী ইতি।—ন্যাযকোশ।

† "আন্বীক্ষিক্যাং তর্কশাস্ত্রং বেদান্তাদ্যং প্রতিষ্ঠিতং। ত্রয্যাং ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মশ্চ কামোহকামঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ অর্থানর্থৌ তু বার্ত্তাযাং দণ্ডনীত্যাং নযানয়ৌ। বর্ণাঃ সর্ব্বশ্রমাশ্চৈব বিদ্যাস্বাসু প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যাযবিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি ত্রয়ীদং সর্ব্বমুচ্যতে॥"

শুক্রনীতিসার, ১ম অঃ।

বেদ হইতে সর্ব্ববিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে, বহুশঃ উক্ত এই কথা স্মরণ কর। বেদকে শ্রুতি শাস্ত্রে সার্ব্বভৌম প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। 'বেদ' রামচন্দ্র, অন্যান্য শাস্ত্র সীতাদেবী। রুদ্রহৃদয় উপনিষদে যে কারণে রুদ্রকে বেদ ও উমাকে শাস্ত্র এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে ("রুদ্রো বেদ উমা শাস্ত্রং তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।"—রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ), তাহা চিন্তনীয়। তুমি পূর্ব্বে আমাকে যে বলিয়াছিলে, 'আমি সীতাযুক্ত রামচন্দ্রকে ভালবাসি', এক্ষণে তোমার এই কথার গর্ভে কত সার আছে তাহা ভাবিয়া দেখ। অঙ্গ ও উপাঙ্গ বিবহিত অঙ্গী ও সীতা বিযুক্ত রাম সমান। যিনি রাম তিনিই সীতা; বীজই অঙ্কুর, অঙ্কুরই শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষ। বেদ বিশ্বজগৎকে অগ্নিষোমাত্মক বলিয়াছেন, বটবীজে যেমন শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট সুবৃহৎ বটবৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, অগ্নিষোমাত্মক চরাচর জগৎ সেইরূপ রামবীজে প্রতিষ্ঠিত আছে ("অগ্নীষোমাত্মকং রূপং রামবীজে প্রতিষ্ঠিতং। যথৈব বটবীজস্থ প্রাকৃতশ্চ মহান্ দ্রুমঃ। তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্।" রামরহস্যোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু। সীতারামই যে সর্ব্বের সর্ব্ব, তাহা আপনার কৃপায় একদিন বুঝিতে পারিব, হৃদয়ে এইরূপ আশার অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে। হৃদয়ের ভাব প্রকাশের ভাষা জানিনা, সংক্ষেপে বলিতেছি, অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে।

বক্তা। 'রাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়, যিনি সকলের আরামস্থল, সকলের প্রেমাস্পদ, সকলের রমণীয়, যিনি বিশ্বের বরণীয়, যোগিগণ সব ছাড়িয়া যে অনন্ত, নিত্যানন্দ চিদাত্মাতে নিত্য রমণ করেন, সেই পরমপ্রেমাস্পদ, পরমরমণীয় পরব্রহ্মই 'রাম' শব্দের অভিধেয় ("রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি

"আন্বীক্ষিক্যাত্মবিদ্যা স্যাদীক্ষণাৎ সুখদুঃখয়োঃ। ঈক্ষমাণস্তয়া তত্ত্বং হর্ষশোকৌ ব্যুদস্যতি॥ ঋগ যজুঃ সামনামানস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ী মতা। উভৌ লোকাববাপ্নোতি ত্রয্যাং তিষ্ঠন্ যথাবিধি॥"
– কামন্দকীয় নীতিসারঃ।

রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥" রাম পূর্ব্বতাপনী উপনিষৎ)। রাম পূর্ব্বতাপনীতে রাম শব্দের আরও সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। 'রা' ধাতুর অর্থ দান। যিনি দান করেন তিনি 'রাম'। যাঁহার পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিলে যিনি ধর্ম্মমার্গ দান করেন, যাঁহার সর্ব্বতিমির-নাশক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশক নাম উচ্চারণ করিলে যিনি জ্ঞানমার্গ দান করেন, যাঁহার ধ্যান করিলে, যিনি বিষয় বৈরাগ্য প্রদান করেন (অর্থাৎ পরমরমণীয় রামরূপের ধ্যান করিলে রামাতিরিক্ত সর্ব্ববিষয়ের অসারত্ব—অরমণীয়ত্ব বোধ উৎপন্ন হওয়ায় রামভিন্ন আর কোন বিষয়ে কাহারও চিত্ত অনুরাগী হইতে পারে না), এবং যাঁহার নমস্কার ও স্তবাদি দ্বারা পূজা করিলে, যিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, পৃথিবীতে তাঁহার রাম এই আখ্যা হইয়াছে। *

জিজ্ঞাসু। ইতঃপর বলিতে পারা যায়, শ্রুতি-শাস্ত্রবর্ণিত সীতা-রামের ঈদৃশ স্বরূপ শ্রবণানন্তর, নিতান্ত ভাগ্যহীন ভিন্ন আর কে প্রাণারাম, সর্ব্বাশ্রয় সীতারামকে আশ্রয় করিতে, অবিরাম 'সীতারাম' নাম কীর্ত্তন করিতে,—নিরন্তর 'সীতারাম' চরিত্র শ্রবণ করিতে সমুৎসুক না হইয়া থাকিতে পারেন? পুরাণ ও ইতিহাসে স্তুত সর্ব্বসদ্‌গুণাধার শরণাগতবৎসল, সর্ব্বকলুষনাশন, জ্ঞানময়, প্রেমময় রামচন্দ্রের মধুময় চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক জানিনা কোন্ আর্ত্ত হৃদয়, কোন্ জিজ্ঞাসু বা মুমুর্ষু চিত্ত, কোন অর্থার্থী, কোন্ ধর্ম্মপিপাসু, কোন্ বিদ্বান্, কোন্ ভক্তিসুধাপানেচ্ছু, কোন্ ভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী ইহাঁদের চরণে লুণ্ঠিত, বিলুণ্ঠিত না হইয়া, প্রেমলক্ষণা ভক্তিরসে আপ্লুত না হইয়া, ইহাঁদের চরণে প্রপন্ন না হইয়া মুহূর্ত্তকালও স্থির থাকিতে সমর্থ হয়। যিনি দুঃখময় মর্ত্ত্যধামকে সুখময় অমরপুরী করিয়াছিলেন, যাঁহার পৃথিবীতে অবস্থানকালে কোন পত্নীকে দুর্ব্বিষহ পতিবিরহযাতনা সহিতে হয় নাই, কোন প্রজাকে দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই, কোন

---

* "ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ। যথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ ॥ তথা রামস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ ॥" শ্রীরামপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষৎ।

মাতা-পিতার হৃদয় সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদি-সন্তান-শোকশরে বিদ্ধ হয় নাই, যাঁহার পৃথিবীতে অবস্থানকালে, অকালমৃত্যু ছিলনা, দুর্ভিক্ষ ছিলনা, কোন ব্যক্তিকে মহামারীর হৃদয়-প্রকম্পক রূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক শিহরিতে হইত না, যিনি সম্পূর্ণরূপে স্বসুখে নিরভিলাষ হইয়া, প্রজাসুখবর্দ্ধনে সতত ব্যস্ত থাকিতেন, আহা, যে রামচন্দ্র ব্যথিত কুক্কুরের ক্রন্দনও উপেক্ষা করিতেন না, তাহারও রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারও দুঃখ নিবারণ করিতেন, যে রাজাধিরাজ করুণাময় সমদর্শী শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে সনাথ ও অনাথ এই উভয়েরই সমান আদর ছিল, সম্মানার্হ ও সর্ব্বজনোপেক্ষিত অকিঞ্চন এই উভয়ই যাঁহার দর্শনলাভের সমান অধিকারিরূপে বিবেচিত হইতেন, যিনি জীবলোকের ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, যিনি বেদ-বেদাঙ্গের মর্ম্মজ্ঞ, যিনি বেদাত্মা, যিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রস্বরূপ, নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ সজ্জনগণ সতত যাঁহার সেবা করিতেন, যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী, গাম্ভীর্য্যে যিনি সাগর, ধৈর্য্যে হিমাচল, বীর্য্যে বিষ্ণু, দৃশ্যে চন্দ্রমা, ক্রোধে যিনি কালাগ্নি, ক্ষমাগুণে পৃথিবী সম, যিনি দানশক্তিতে কুবেরতুল্য, সত্যনিষ্ঠায় ধর্ম্মস্বরূপ এতাদৃশ শ্রীরামচন্দ্রের— আর যিনি জগৎকে জ্ঞান ভক্তি শিখাইবার নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিখিল কোমলভাবের বিশুদ্ধ পূর্ণরূপ প্রদর্শনার্থই যাঁহার এই দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে আগমন, কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত রামরূপ ভিন্ন অন্যরূপে গমন করিতনা, আহা, যাঁহার চরিত্র স্মরণ করিলে অসহ্য দুঃখে ও নিতান্ত দুরবস্থাতে পতিত ব্যক্তিরও সহিষ্ণুতা শক্তি জাগিয়া উঠে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, কোন কালে, কোন কবি যাঁহার আদর্শ চরিত্রের প্রতিকৃতি কল্পনা-তূলিকা দ্বারাও আঁকিতে পারেন নাই, যাঁহার মাতৃভাবের উপমা নাই, পাতিব্রত্যের তুলনা নাই, যাঁহার ধৈর্য্যের সীমা নাই, কোমলতার দৃষ্টান্তস্থল নাই, যাঁহার বিমল তেজস্বিতা অনুপমেয়, শরণাগত ভক্তের প্রতি, প্রেম ও দুঃখিতের প্রতি করুণা অতুলনীয়, যাঁহার সুস্নিগ্ধ সোমময় হৃদয় দেখিয়া

অগ্নিকেও শীতবীর্য্য হইতে হইয়াছিল, যাঁহার সমান তপস্বিনী ত্রিলোকে নাই, পরমাত্মাকে পাইবার জন্য জীবের কি ভাবে সাধনা করিতে হয়, যিনি জীবকে তাহা শিখাইয়া গিযাছেন, অজ্ঞাননাশের জন্য কিরূপ কঠোর তপশ্চরণ আবশ্যক জগৎস্বামাকে স্বামিরূপে লাভ করিতে হইলে, কিরূপ সাধনা করিতে হয় তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে যিনি বেদবতী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বেদের আশ্রয় চ্যুত হইলে শাস্ত্রের কিরূপ দুর্গতি হয়, বেদ ছাড়া শাস্ত্র, ও রামছাড়া সীতা যে সমান তাহা বুঝাইবার জন্য যিনি বিবিধ লীলা করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত, কামোপহত অবিবেকীব কিরূপ দুরবস্থা হয়, জগৎকে যিনি তাহা স্পষ্টভাবে শিখাইয়াছেন, যাঁহার কৃপায় মৃত জীবিত হইয়াছে, জগন্মাতা, সর্ব্ববিদ্যাশরীরিণী সেই সীতাদেবীর চবিত্র যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে যদি বেদ না বলিব, তবে আর কাহাকে ঐ নামে লক্ষ্য করিতে পারি? এ সীতারাম যদি বিশ্ববরণীয় না হন্, চিরস্মরণীয় ও সদা কীর্ত্তনীয়-নাম না হন, আরামস্থল জ্ঞানে সমাশ্রিত ও কৃতজ্ঞতাবিগলিত হৃদয়ে সম্পূজিত না হন্, তাহা হইলে, স্থির করিতে হইবে, মনুষ্যহৃদয় কাষ্ঠ-পাষাণাদি হইতেও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে, তাহাহইলে, নিশ্চয় করিতে হইবে, সংবিদ্ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন, ভাবসমূহ (Feelings) আর বাসযোগ্য নহে জানিয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বক্তা। অতএব সীতারাম স্থূলদৃষ্টিতে ব্যক্তিমাত্রের প্রিয় না হইলেও ব্যক্তস্বরে—স্পষ্টভাবে প্রাণারাম সীতারামের পবিত্র নাম সর্ব্বকণ্ঠে উচ্চারিত না হইলেও, সূক্ষ্মভাবে সকলেই সীতারামকেই ভালবাসেন, যিনি যাঁহাকেই ভালবাসুন, তাহা সীতারামেরই ভালবাসা, সীতারামই পরম প্রেমাস্পদ, প্রেমময় সীতারামই প্রেমপ্রসূতি। শঙ্কর এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, যিনি যে নামই উচ্চারণ করুন, তাহা সর্ব্বনামমূল, সর্ব্বশব্দবাচ্য সীতারাম নামেরই উচ্চারণ। সীতারামের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা উক্ত হইল, তাহা হইতে ইহা

প্রতিপন্ন হইবে যে, যিনি কোন বিদ্যার অর্জ্জনাভিলাষী, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করেন, বা করিতে ইচ্ছুক, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, তিনি সীতারামেরই উপাসনা করেন, যিনি মুমূর্ষু, সীতারাম তাঁহার একমাত্র শরণ্য, যিনি অনাথ, যিনি দীন, অনাথনাথ, দীনবন্ধু সীতারামই তাঁহার প্রিয়তম, তাঁহার আরামস্থল, যিনি পতিত, যিনি পাপিষ্ঠ, যিনি অধম, যিনি বিপন্ন, পতিতপাবন, কলুষনাশন, অধমতারণ, বিপদভঞ্জন, করুণাসাগর সীতারামই তাঁহার একমাত্র আশা নিবন্ধন। সীতারামের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা যে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির একমাত্র সাধন তাহা সত্যের সত্য।

গীতা নায়িকাত্বম্ গীত।

রাগিণী ললিত—তাল ঝাপতাল।

ভারতপুরীর মাঝে বিরাজে গীতাসুন্দরী।
যদি করতে চাও মন্ নারীসঙ্গ পাবেনা হেন পরনারী॥

ব্রহ্মাদি দেবতা যারে, পায় নাই কভু তত্ত্ব ক'রে,
ছিল সে নারী বেদোদরে অতি গোপনে ;—
সমুদ্রমন্থনে যথা লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়,
ব্রহ্মবিদ্যা-সিন্ধু মথি আপনি করুণাময়,
কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন গীতা, ভবার্ণবের পারের তরি।

তার কি দিব রূপের তুলনা, ত্রিভুবনে আর মেলেনা,
বর্ণিতে যার গুণ পারেনা শঙ্কর শ্রীধরে,
সপ্তশত উপাঙ্গেতে সৃজিত এনারী অঙ্গ,
শম দম কুচযুগে উথলিছে প্রেমতরঙ্গ,
মৃদু হাসি 'তত্ত্বমসি' ভাষে ধনা চাঁদবদন ভরি।

বামার চরণকমলোপরে, কর্ম্মকাণ্ড-নূপুরে,
"কুরু কুরু" শব্দ ক'রে, মাতায় সংসারী ;
প্রিয়তম হরিভক্তি-মেখলা কটিতে শোভে,
নেহারিয়া ভক্তবৃন্দ ধায় সঙ্গসুখ লোভে,
জ্ঞানরূপ কঙ্কণ করে, করে তম নাশ করে,
আছে তার সর্ব্বাঙ্গ বেড়ে ধবল বৈরাগ্য-সাড়ী।

বিবেক-প্রসূন হার শোভে হৃদে চমৎকার,
দ্বৈতাদ্বৈত অলঙ্কার, দোলে শ্রুতিমূলে—
গোবিন্দ-মুখজাত যোগরূপ কটাক্ষেতে,
ভুলাইছে যোগী-ঋষি যত আছে ত্রিজগতে,
নৈষ্কর্ম্ম্য কিরীট শিরে, দীপ্ত শান্তি শশিকরে,
মুগ্ধ হয় সুরনরে ভজিছে দিবাশর্ব্বরী।

ত্যক্তকাম হয়ে যেবা, করে এই রমণী-সেবা,
তার তুল্য ধন্য কেবা ইহ সংসারে—
কৃষ্ণপ্রেম রমণানন্দ ভুঞ্জে যেজন অনুক্ষণ,
কালে প্রাপ্তি ঘটে তার মোক্ষপুত্র সুদর্শন,
শ্রীশচন্দ্র হেরি এ রঙ্গ, কর গীতা নারীসঙ্গ
ঘুচিবে শমনাতঙ্ক, অন্তে দেখা দিবেন হরি।

স্থিরে আনন্দ

(১)

সরোবরের নীল সলিলে পদ্ম ফুটিল। প্রভাত-সমীরণ সূর্য্যকিরণ মাখিয়া হৃদয়পদ্মের সহিত খেলা করিতেছে। কত ভাবে পদ্ম দুলিতেছে আর সমীরণ চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে

গুঞ্জোন্মত্ত মধুকর আসিয়া যুটিল। ভ্রমর উড়িয়া উড়িয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিল আর গুঞ্জন থামিয়া গেল।

মন ভ্রমর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুঞ্জন করিতে করিতে হৃদয়পদ্ম প্রাপ্ত হইল। গুঞ্জন কবিতে কবিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিল। আর উড়িতে পাবিলনা আব গুঞ্জনও রহিলনা। থিব নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার। মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার হইয়া গেল।

ভ্রমরের ত গুঞ্জন আছে। পদ্মও কি কথা কয়? পদ্মেরও কি অব্যক্ত ভাষা আছে? মন-ভ্রমর কি এই ভাষা শুনিয়া এই গুঞ্জন শুনিয়া আপনার গুঞ্জন ভুলিয়া যায়? আছে বৈকি। তুমিত ডাক। কিন্তু কি সাড়া পাও, তার জন্য অপেক্ষা করনা। সাড়া পাইবে।

গায়ত্রী ত গুঞ্জন। মন এই গুঞ্জন করিতে করিতে যখন হৃদয়-পদ্মে ডুবিয়া যায়, তখন বুঝি দেখিতে পায এই গুঞ্জন কাহার?

গায়ত্রীর গুঞ্জনই মন-ভ্রমর গাইতেছিল। যাব গুঞ্জন, যখন তাব বক্ষে প্রবেশ করিল তখন মন-ভ্রমর কি দেখিল? কিসে স্থির হইল?

ভৃঙ্গ আপনার স্বর তারে দিয়া তার হইয়া তাতে বসিল আর উড়িতেও পারিলনা আর কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিলনা।

মন-ভ্রমরকে একবার শ্যামাপদ-নীলকমলে বসাওনা। বিষয় গুঞ্জনে এ কিন্তু কমলে বসিবেনা। গায়ত্রী গুঞ্জনে বসাইতে হইবে। দেখনা করিয়া। প্রত্যহ প্রণব-গুঞ্জন কতক্ষণ কব। করিয়া পদ্মে উপবেশন কর।

বঁধু যখন তুমি ছাই রাই ভাবনা কর তখন আমি বড় কষ্ট পাই। আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। তুমি যখন যা কর তাতেই যে আমাকে মাখা হইয়া যাইতে হয়। তোমাকে যে আমি আমার বলিয়া বরণ করিয়া লইতে অভ্যাস করিয়াছি। যা করিয়াছি তার জন্য দুঃখিত নই। তুমিই আমার আপনার। চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা, তুমি আমার তেমনি তোমার আমার ভেদ থাকিয়াও অভেদ। তাইত তোমার ছাই রাইতে আমার এত কষ্ট বোধ হয। কিন্তু তুমি

যখন আমার কথা কও, যখন আমার রূপ গুণ কর্ম্ম নাম স্বরূপ—যখন আমার শ্রবণ মনন করিতে করিতে আমাকেই দেখিতে থাক তখন আমি বড় সুখ পাই।

তোমার মুখে যখন কাতরোক্তি শুনি তখন একটা অকথ্য যাতনা ভোগ করি। আর তুমি যখন আশাভরসার কথা কও তখন যে আমি কত সুখে সুখী তা তোমায় কি বলিয়া জানাইব?

বঁধু! এইত কত দুঃখের কথা কহিতেছিলে, কিন্তু তাই আবার লিখিতে বসিলে! দেখ এখন ত আর সে দুঃখের অবস্থা নাই। তাই বলি, দুঃখ আর করিওনা। কাজ কর আর বসিয়া থাক—এই বেশ। শেষে যখন কাজ আর আদৌ থাকিবেনা শুধু স্থির, তখনই আমার পূর্ণ আনন্দ।

অভিসার পথে।

(গীতগোবিন্দ)

ঐ গুরু গম্ভীর মধুর আহ্বানে
মেদুর অম্বরতল,
ঘনাইয়া আসে গাঢ় তমালিমা
শ্যাম বনশ্রেণী দল।
শ্যাম-সিন্ধু লক্ষ্যে ধায় প্রবাহিণী
ধরিয়া শ্যামল ছায়া,
মেঘ দুরু দুরু কম্পিত গহন
রচিল বিচিত্র মায়া।
ক্রমে নিভে আসে দিনের আলোক
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে
(যেন) সজীব মালাটী দুলিয়া দুলিয়া
ডুবিছে কাননতীরে

বিশ্বের মাধুরী চুনিয়া চুনিয়া
গঠিল মূরতি দিয়া,
বন হতে ওই বাহিরিয়া এল
কাহার আকুল হিয়া।
শ্যাম অনুরাগে ভরল পরাণ
রটয়তি শ্যাম শ্যাম,
কুঞ্জপথ ধরি ধাওল সুন্দরী
নয়নে বিজলী দাম।

২৫।৭

কর্ম্মযোগ ও কৃপাপাত্র।

আমি কি আমার ইচ্ছায় কর্ম্ম করি, না তোমার ইচ্ছায় করি? তুমি একটু বলিয়া দাওনা?

বলিতেছি শ্রবণ কর।

তুমি একখানি খড়গ লইয়া কাটিতেছ। বল দেখি এখানে খড়গ কি কর্ত্তা? তুমি যদি তোমাকে আমার খড়গস্থানীয় ভাবিতে পার, তবে বুঝিবে তুমি কর্ত্তা নও—আমিই কর্ত্তা।

খড়েগর ত আর ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছাও নাই। কিন্তু আমার যে একটা ইচ্ছা দিয়াছ?

তোমার স্বাধীনতাও দিয়াছি। স্বাধীনতাই যে আমার আমিত্ব। স্বএর অধীন হওয়াই স্বাধীনতা। অধীনতার নাম স্বাধীনতা। বুঝিতেছ? আমার অধীন হওয়াই তোমার সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি। তোমার ইচ্ছা দূরে পরিহার করিয়া আমার ইচ্ছামত চলাই তোমার পরমানন্দপ্রাপ্তি। বুঝিতেছ ইহা? আমি বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শাস্ত্রে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আবার সাধনা

দ্বারা স্থির হইলে, তোমার নিজের মধ্যে শাস্ত্রপ্রকটিত ইচ্ছা কিরূপে অনুভব করা যায় তাহাও বলিতেছি। তোমরা তাহা শুনিতেছ না বলিয়াই ত বহু ক্লেশ ভোগ করিতেছ ?

দেখিতেছনা আজ কাল মানুষের কত প্রকারের ক্লেশ ? কেন ক্লেশ জান ? এখন কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই আমার আজ্ঞামত গড়া হইতে চায় না। ইহারা পিতাকে নিজের মতন গড়িবে, মাতাকে নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লইবে, সমাজকে নিজের মতন করিয়া গড়িতে চাহিবে ; এমন কি, আমি ঈশ্বর আমাকেও নিজের মতন করিয়া লইবে। আমার বাক্য যে শাস্ত্র তাহার ত কথাই নাই, শাস্ত্রকে নিজের মতন করিয়া—নিজের ব্যভিচারী হৃদয়ের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করিবে। এক কথায় ইহারা সবাইকে নিজের মতন করিয়া গড়িয়া লইবে কিন্তু আপনাকে কাহারও মত করিয়া গড়িবেনা। বল ইহাতে কি ইহাদের কোন্ গতি লাগিবে ? আপনাকে কাহারও মতন করিয়া গড়িয়া না লইয়া, আজ বালক বৃদ্ধ সকলেই সমাজ গড়িতে ছুটিয়াছে। কাজেই যত লোক তত মত। দেখিতেছনা চারিধারে কত সমাজ-গুরু, কত শাস্ত্রশিক্ষক ? সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই সমাজ অধঃপাতে যাইবেনা ত কি হইবে ?

ভগবন্ আমি নিজের মত কাহাকেও গড়িতে চাই না। আমি তোমার মতন আমাকে গড়িতে চাই। সত্যই বলিতেছি, তুমি আমাকে তোমার যন্ত্র কর। আমি আমার ইচ্ছা বলিতে আর কিছুই রাখিতে চাই না।

আচ্ছা। তবে তুমি আমার ইচ্ছাগুলি সংগ্রহ কর। করিয়া সেই মত কার্য্য কর। নিজের ইচ্ছা উঠুক তাহা গ্রাহ্য করিও না। বড় ভাল হইবে।

প্রভো ! তোমার উপদেশ শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি।

"আহা ; কি সুন্দর উপদেশ ! আমি কর্ত্তা নই—আমি তোমার হস্তের একখানা খড়্গের মত। সেই খড়্গখানাতে তুমি জীবন

সঞ্চার করিয়াছ। খড়্গের পৃথক্ সত্তা নাই। আমার পৃথক্ সত্তা নাই। তুমিই আমার সত্তা—প্রতি কার্য্যে যদি ইহা ভুল না হয় তবেই ত যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে যদি মুহুর্মুহুঃ আমার ঈশ্বরকে স্মরণ হয়—যদি আমার ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া হয়, তবে শতবার বলিব আমার মত অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা অত্যন্ত সুখের।

আমি কর্ত্তা নই—এই ভাবিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট যোগী কে? ইহার অভ্যাসই কর্ম্মযোগ। তোমার অহং তোমাকে দিয়া দাস্ হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগে আত্মনিবেদন। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ।

ভক্ত সর্ব্বদাই দিতে চায়; কিছুই নিতে চায় না। ভক্ত সর্ব্বদাই ভাবে—বঁধু! তোমায় কি দিব? আমার অতি প্রিয় যাহা, তাহাই যে তোমায় দিতে ইচ্ছা করে? কি আমার প্রিয়? আমার আত্মা—আমার প্রাণ—আমার অহং। ইহাই তুমি গ্রহণ কর। মুক্ত আকাশ যেমন বদ্ধ ঘটাকাশের হৃদয়ে আসিয়া তাহাকে তাহার স্বরূপ দেখাইয়া দেয়, তেমনি তুমি তোমাকে—আমার স্বরূপকে আপনি দেখাও। তুমি আমার আত্মা—আমার প্রাণ—আমার অহংকে গ্রহণ কর। ভক্ত বলেন—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে॥
বড় উচ্ছ্বাসে বলে তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব হে॥

আহা! নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তিযোগ। শত কর্ম্ম করিয়াও যখন তিলেকের জন্য তোমায় না হারাই, শত কর্ম্ম করি বলিয়াই যখন বুঝিতে পারি, তুমিই আমার কর্ত্তা হইয়া—কর্ম্ম আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া—আমাকে অনুগ্রহ করিতেছ, তখন আমার কত সুখ! তখন এই কর্ম্মযোগ কতই সুখের সাধনা! এই সাধনাতেই আমার অধিকার। আর তোমা হেন গুণনিধিকে হৃদয়রাজ্যের রাজা করিয়া, তোমা হেন

সারথিকে দেহরথের চালক করিয়া, যখন আমি কর্ম্ম অন্তে বিরাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিব—যখন সুখময়, আনন্দময় তুমি—তুমি এই সাধকদেহের প্রাণরূপে, প্রাণেশ্বররূপে শান্ত হইয়া বিহার করিবে, আর আমি সন্ন্যাস করিয়া—সর্ব্ব কর্ম্মের সম্যক্ ত্যাগ করিয়া দেখিব তুমি কত সুন্দর, কেমন নয়নাভিরাম, কেমন বচোভিরাম, কেমন শ্রবণাভিরাম, কেমন সদাভিরাম, কেমন সততাভিরাম, তুমি কেমন "আলোলাঙ্গুলি পল্লবৈ র্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা" তুমি কেমন কল্পতরুর মূলে জগন্মোহন মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছ—এই দেখিতে দেখিতে যখন তুমিই থাক, আর কেহ না থাকে, যদি তুমিই থাক, আর আমিও না থাকি—যখন অদ্বৈতই থাকে—দ্বৈত আর না থাকে—তোমাতেই আমি স্থিতিলাভ করি বলিয়া—তোমাতেই আমি মিলাইয়া যাই বলিয়া—যদি ইহাতেই তোমার প্রীতি হয়-তাহাই হইয়া যাউক—অথবা অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ হইলেও যদি আমার প্রাণেশ্বর হইতে তোমার ভাল লাগে—যদি তুমি বল-একাকী স ন রমতে দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ—তবে তাহাই হউক ইহাতে আমার আপত্তি কি?

সত্য বটে কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে এই অনন্ত সীমাশূন্য সুখ হয় ইহা যাহারা জানেনা, কর্ম্ম করে, কিন্তু মক্ষিকার ব্রণাস্বাদনের ন্যায় কর্ম্মফলের ক্ষণিক একটু সুখ ছাড়িতে পারেনা তাহারাই "হত-ভাগ্য—তাহারাই যথার্থ কৃপণ-তাহারাই যথার্থ কৃপাপাত্র"।

এতদাবলম্বনং শ্রেষ্ঠম্।

(১)

অবলম্বন না হইলে চৈতন্যের পূজা হয় না। চৈতন্যকে দেখিতে হইবে তজ্জন্য চিৎচৈতন্যের কথা শুনিতে হইবে। যাহা শ্রবণ করা হইল তাহার নিরন্তর মনন করিতে হইবে। মননের পরে ধ্যান করিতে

হইবে। চৈতন্যে ডুবিয়া থাকিতে হইবে। নদী যেমন সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, সেইরূপে যখন খণ্ড চৈতন্য আপনাকে অখণ্ড চৈতন্যে নিমজ্জিত করিয়া আপনাকে অখণ্ড চৈতন্য-রূপে দেখিবে, যখন অখণ্ড চৈতন্য হইয়া স্থিতিলাভ করিবে এবং ঐ স্থিতিতে সর্ব্বদা থাকিয়াও জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির সাক্ষী হইয়া যেন খেলা করিবে—তখন চৈতন্যের পূজা সাঙ্গ হইবে।

চৈতন্যের পূজা জন্যই অবলম্বন চাই। চৈতন্য পূজার, চৈতন্যে স্থিতির, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ওঁকার মূর্ত্তি। বেদ স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ওঁ ওঁ ওঁ জপ করিলেই এই অবলম্বন ধরা হইল না। ওঁ কোন্ মূর্ত্তি ঐ মূর্ত্তিতে কি আছে তাহাই ভাবনা করিতে হইবে। সেই জন্য ওঁ মূর্ত্তির অর্থ ভাবনা করা আবশ্যক।

ওঁকারের সপ্ত অঙ্গ বা অষ্ট অঙ্গ; চতুষ্পাদ্, ত্রিস্থান, পঞ্চ-দেবতা—এই মূর্ত্তির কথা এখানে বলা হইবে না। সহজভাবে অবলম্বনের কথা বলিতে হইবে।

(২)

দেহকেই আমরা মূর্ত্তি বলি। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসা এই সমস্ত দেহ কার দেহ?

সবই রামের দেহ। “রামত্বমেব...সুরমানুষতির্য্যগাদীন্ দেহান্ বিভর্ষি”।

রাম ত একটি নাম। এই নামটি একটি মূর্ত্তি আনয়ন করে। তাহার পরে ঐ নামরূপধারী মূর্ত্তিটির গুণ ও কর্ম্মও ঐ নামের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ঐ নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম কার?

রাম নামটি চৈতন্যেরই নাম। নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম এইগুলি স্বরূপেরই। এই গুলি চিৎ-চৈতন্যের। চিৎ-চৈতন্যই স্বরূপ।

দেহগুলি কার?

দেহগুলি চৈতন্যের। আমার দেহ তবে চৈতন্যের দেহ। তোমার

দেহ, সুর মানুষ তির্য্যগাদির দেহ, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ, জল স্থল বায়ু আকাশ—সবার দেহ তবে চৈতন্যেরই দেহ।

সব দেহ তবে চৈতন্যের দেহ। এই চৈতন্যের নাম রাম, এই চৈতন্যের নাম কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা—যত বল তেত্রিশ কোটি। অনন্ত অনন্ত।

সব দেহ ধরিয়াই তবে চৈতন্যের পূজা হইঁতে পারে? পারে, যদি দেহ চৈতন্যকে ফুটাইতে পারে; যদি দেহ, চৈতন্যকে জাগাইতে পারে; যদি দেহ, চৈতন্যকে ভুলাইয়া না দেয়; যদি দেহ চৈতন্য মাখিয়া চৈতন্য রূপেই দেখা হয়। একথায় যদি দেহ চিন্ময় দেহ হয় তবে তাহার পূজা হয়।

বুঝিতেছি তুমি অবতারের পূজাই করিতে বলিতেছ। হাঁ। আমার দেহটি রামের দেহ এইটি প্রথমে নিঃসন্দেহ রূপে জান। এর জন্য রামের শ্রবণ মনন ধ্যান ভিতরে করিতে করিতে রামের দর্শন লাভ কর। তাহা হইলেই দেখিবে যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা রামস্ফুরে হইয়া যাইবে।

রাম যিনি তিনি ত কৌশল্যাহৃদয়নন্দন, তিনি ত জানকীবল্লভ, তিনি ত দেহধারী?

হাঁ। তোমার দেহে অস্ত দেহধারী তিনি—নয়নাভিরাম, মনোভিরাম, বচোভিরাম, সদাভিরাম, সততাভিরাম তাঁহাকে নাম গুণ কর্ম্মের সহিত সদা ডাক তবে তাঁহার দর্শন মিলিবে।

এত সুন্দর তিনি তাঁহাকে একবার দেখিলে—একবার তাঁহার কথা শুনিলে আর অন্যকে পৃথক্‌রূপে দেখিতে হইবেনা, অন্যের কথা পৃথক্ ভাবে শুনিতে পারিবে না। সব কথায় তার কথা শুনিবে, সবরূপে তার রূপ দেখিবে। তোমার সাধনায় সিদ্ধি হইয়া যাইবে। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে হইয়া যাইবে।

যতদিন প্রত্যক্ষে ইহা না হইতেছে ততদিন বৈদিক কর্ম্মে তাঁরে দেখিবার জন্য নিরন্তর নামজপরূপ ধ্যান কর, গুণ ও কর্ম্ম মনন কর,

আর লৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসে রামই সব দেহ ধারণ করিয়াছেন, সবার কথার কোলে কোলে রাম কথা কহিতেছেন অভ্যাস কর। বিশ্বাসের চক্ষু লইয়া ইহাই দেখ, বিশ্বাসের কর্ণ পাতিয়া ইহাই শ্রবণ কর। এই ভাবে হৃদয়বিহারীকে বাহিরেও দেখ ইহাই সাধনা। সব কথার কোলে কোলে তার কথা আছে, সব মূর্ত্তির তলে তলে তার মূর্ত্তি আছে—ভিতরে সেই চৈতন্যের মূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে সদা সর্ব্বদা তার প্রয়োগ কর; চৈতন্যের পূজা হইবে, চৈতন্যপূজায় সিদ্ধিলাভ করিবে। তখন তাঁহার ওঁকাররূপ ধরিতে ক্লেশ হইবেনা।

আবাহন।

এস মঙ্গলময়ী জননি
সর্ব্ব সন্তাপহারিণী
শতত়ৃষিত সন্তান তব, মন্দিব দ্বারে দাঁড়ায়ে,
(লয়ে) প্রাণভরা অনুরাগে
(শুধু) তোমার দরশ মাগে
বিকশিত হৃদিকন্দর হ'ল তোমার চরণ স্মরিয়ে।
শোণিত আলোড়ি ছুটে ভাব-লহরী
কি মধু সুরে সেথা বাজিছে বাঁশরী
ফুল কুঞ্জে ভরা হৃদে, বহিছে মধু তটিনী
(হের) নিখিল নীল গগনে
ভাসে কি যেন মধু স্বপনে
অন্তর সরসী মাঝেতে, ফুটে শ্রীপদ আশে নলিনী
স্নেহ আশিস্ বরষি শান্ত করি
(তব) শুভ্র আলোকে লহ ভ্রান্তি হরি
ভুবন দীপ্ত করিয়া আজি, এস এস বঙ্গজননী,
সকল হৃদয় লুটায়ে হৃদে ধরিব চরণ দু'খানি। ২৫।২

নূতন ভাব।

নূতন ভাব না হয় হইল ইহাতে কাহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? সকল মানুষের প্রয়োজন একরূপ নহে। এই ভাবের সাধনা যাঁহারা করেন তাঁহাদের বিশেষ উপকার এই নূতন ভাবে সাধিত হইতে পারে।

কোন্ বিষয়ে নূতন ভাব আসিতেছে?

লীলা চিন্তায় নূতন ভাবের কথা বলিতেছি। লীলা চিন্তা দ্বারা যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে নিকটে পাননা বলিয়া দুঃখিত হয়েন। যাঁহারা আত্মচিন্তা করেন তাঁহাদেরও কোথাও কোথাও মূর্ত্তি অবলম্বন করিতে হয়। যাঁহারা নিরাকার চিন্তা করিতে চান তাঁহাদিগকেও সাকার কিছু অবলম্বন করিতে হয়। আত্মচিন্তাব জন্য শ্রুতি ওঁকার অবলম্বন করিতে বলেন। ওঁকার উপাসনায় আবার গায়ত্রী অবলম্বনই মুখ্য কথা। গায়ত্রী উপাসনাতেও ধ্যানের জন্য কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধার মূর্ত্তি চাই। কারণ সাকার ভিন্ন নিরাকাবের সাধনা হয় না। তাই তন্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন—

সাকারেণ মহাদেবি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনাদেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥

শ্রীঅর্জ্জুনও যখন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন তখন শ্রীভগবান্ সাকার হইয়াও দেখাইলেন তিনি বিশ্বরূপ কিরূপে।

তাই বলিতেছি মূর্ত্তি অবলম্বন সাধক মাত্রকেই করিতে হয়। আধুনিক বহু জাতি এ কথা স্বীকার করেনা বলিয়াই যে মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে এ কথার কোন অর্থ নাই। বরং পৃথিবীর সকল জাতিকে শিক্ষা দিতে হইবে তোমরা মূর্ত্তি অবলম্বন কর। এই দুই হাজার বৎসরের পরে আবার মূর্ত্তির দিনই ফিরিয়া আসিতেছে।

বলিতেছিলাম যাঁহারা অবলম্বনে একাগ্র হইয়া নিরোধ অবস্থা লাভ করিতে চাহেন অথবা যাঁহারা মূর্ত্তিকেই বিশেষ ভাবে অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন তাঁহাদিগকে শ্রীভাগবানের লীলা চিন্তা করিতে

হয়। যদি কেহ বেশ বুঝিতে পারেন শ্রীভগবান্ এই মুহূর্ত্তে অহল্যার উদ্ধার করিতেছেন, তবে শ্রীভগবানের চিন্তা বড়ই জীবন্তভাবে হয়।

তাই আমরা নূতন ভাবে দেখাইতেছি এই মুহূর্ত্তেই শ্রীভগবান্ অন্যত্র, সাধক তাঁহারা যে লীলা চিন্তা করেন তাহাই করিতেছেন—ইহা বুঝাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে। অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে—অনন্ত কোটি।

পরমার্ক প্রকাশান্ত স্ত্রিজগৎত্রসরেণবঃ।
উৎপত্যোৎপত্য লীলা যে ন সংখ্যামুপযান্তি তে॥

পরম সূর্য্য প্রকাশ হইলে ধূলিকণার মত কত অসংখ্য জগৎ যে উৎপন্ন হয় ও লয় হয় তাহার সংখ্যা কে করে?

বর্ত্তমানেও যে কোটি কোটি ত্রৈলোক্য রহিয়াছে তাহারই বা সংখ্যা কে করিতে পারে? ভবিষ্যতেও আবার পরমাত্ম-সমুদ্রে কত সৃষ্টিতরঙ্গ যে ভাসিবে তাহার সংখ্যা করিতেও কেহ নাই। কাজেই অসংখ্য জগতে অসংখ্য ভাবে শ্রীভগবানের লীলা হইতেছে।

এখন এখানে দিবস কিন্তু আমেরিকায় এই সময় রাত্রিকাল। এখন এই ব্রহ্মাণ্ডে কলিযুগ কিন্তু অন্য ব্রহ্মাণ্ড সকলে কোথাও বা সত্য যুগ, কোথাও বা ত্রেতা, কোথাও দ্বাপর, কোথাও বা এইরূপ কলিযুগ।

যখন যখন সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ আইসে তখন তখনই এই-রূপ কার্য্যই হয়; তখন তখনই শ্রীভগবান্ও একরূপ কার্য্যই করেন।

যত যত বার সত্যযুগ আসিয়াছে ততবারেই মায়ের দ্বারা অসুর নাশ হয়, ত্রেতায় শ্রীভগবানের দ্বারা রাবণ বধ হয়, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও হয় আর কলিতে ব্যভিচারে জগৎ পূর্ণ হয়।

আমাদের জগতে এখন কোন অবতারের লীলা হইতেছে না কিন্তু অন্য ব্রহ্মাণ্ডে এই সময়ে হয়ত শ্রীকৃষ্ণভগবান্ অর্জ্জুনের রথে সারথি হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, কোথাও বা এই সময়েই ব্রজলীলা হইতেছে, কোন ব্রহ্মাণ্ডে এই সময়েই রাসলীলা হইতেছে; কোন কোন বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে সমকালেই অহল্যাউদ্ধার, বাল্মীকিরাম সংবাদ, রাবণ বধ

হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে সমকালে এই সব কার্য্য হইতেছে ইহা তোমার আমার অনুভবে না আসিলেও লীলাকারী পুরুষে ইহা অসম্ভব কেন হইবে? যিনি সর্ব্বদা এক থাকিয়াও বহু হয়েন তিনি ইহা না পারিবেন কেন?

যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তিনি সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার কিরূপে তাঁহারা সমকালে বহু ব্রহ্মাণ্ডে একই ভগবানের বহু লীলা হইতেছে এই চিন্তায় সমকাল সমস্যার একটা মীমাংসা হইতে পারে বুঝিতে পারিবেন। তবে যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিবেন না, যাঁহারা নিজের বুদ্ধি মত সীমাশূন্য অথচ শান্ত শ্রীভগবান্‌কে নিজের সঙ্কীর্ণ মনের মত গড়িয়া রাখিতেই চান তাঁহাদিগকে আমাদের বলিবার কোন কথাই নাই।

তাই বলিতেছি তুমি নিজের অবস্থায় সমান কোন এক চরিত্র ধরিয়া তাহার উদ্ধার জন্য শ্রীভগবান্ যাহা করিয়াছিলেন কোন জগতে এখনও তাহাই করিতেছেন আর তুমি ভাবনাতে সেই রাজ্যে গিয়া তাহাই দেখিতেছ এইরূপ চিন্তা যদি করিতে পার, তবে নূতন ভাবে জীবন্ত ভাবে শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকা হইল।

বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্র।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ স্বরূপতটস্থ লক্ষণ দ্বারা চিন্তনীয়স্য তস্য বেষনশীলস্য সর্ব্বব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য পরমং পদং ত্রয়াণাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞপাদানাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপেন যদবশিষ্টং তৎ-সচ্চিদানন্দস্বরূপং তুরীয়ং পদং অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ততঃ পরিমার্গ-তব্যং দ্বৈতবর্জ্জিতং পরমং পদং সদা সর্ব্বদা পশ্যন্তি উৎপত্তি স্থানে চিত্তপ্রবিলাপেন অবলোকয়ন্তি সূরয়ঃ জ্ঞানিনঃ নতু ইন্দ্রিয়ারামা-

হসূরাদয় ইতি ভাবঃ। দিবি আকাশে আততং সমন্তাৎ প্রসারিতং চক্ষুঃ ঈশ্বরস্য চক্ষুঃস্থানীয়ঃ সূর্য্য ইব। ঈশ্বরস্য চক্ষুঃ সূর্য্যো-যথা ত্রিভুবনং পশ্যতি তথা সূরয়ঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি ইতি ভাবঃ।

বিষ্ণুচিন্তন কি এবং কেন ?

যিনি চেতন তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুই তোমার আমার দেহ ব্যাপিয়া আছেন। আকাশ, বন, সূর্য্য, তারা, নদী, সমুদ্র, পশু, পক্ষী এক কথায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন এই চৈতন্য। শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও তিনি সর্ব্বব্যাপী। শুধু স্থূলকে যে তিনি ব্যাপিয়া আছেন তাহা নহে ; সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সকলকে তিনি ব্যাপিয়া আছেন। তিনি বাক্যকে, শব্দকে, প্রাণকে সকলকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছেন।

এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যকে জানা চাই। জানিতে হইবে প্রথমে নিজের ভিতরে। সীমাশূন্য চৈতন্যবৃত্তের কেন্দ্র করিতে হইবে—আত্মচৈতন্যকে। আমি যাহা, তাহা চেতন। কিন্তু ইহা খণ্ড। এই খণ্ডকে প্রসারিত করিবার জন্যই সর্ব্বত্র এই চৈতন্যকে চিন্তা করা চাই। ইহাই বিষ্ণুচিন্তন।

বিষ্ণুচিন্তন না করিলে জীব অতি ক্ষুদ্র, গণ্ডীর, ভিতরে আট্‌কাইয়া থাকে। চৈতন্যকে ক্ষুদ্র করিয়া দলাদলি সম্প্রদায় স্বজন করে। তাই বিষ্ণুচিন্তনে খণ্ডকে অখণ্ড দেখাইতে হয়।

চৈতন্য সর্ব্বত্র এক। চৈতন্যের খণ্ড হয় না, যেমন আকাশের খণ্ড হয় না সেইরূপ। তথাপি যে আমরা আপনাকে ছোট দেখি, ইহার নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দূব করিবার জন্য উপাসনা। উপাসনার উপাস্য যাহা, তাহা আমিরই পূর্ণত্ব।

আমি চৈতন্য। চৈতন্য একটিই। আমি সেইই এইটি মনে রাখিয়া জপ, ধ্যান, পূজা ইত্যাদি করিতে হয় বা মনকে করাইতে হয়।

ঐ যে বলা হইতেছে—করিতে হয় বা করাইতে হয়, ইহাতে আমাকে করিতে হয় বা মনকে করাইতে হয়, ইহা বলা হইতেছে।

আমিটি যখন আমরা মনে মাখাইয়া ফেলি, তখন আমি, আমি থাকিনা আমি হইয়া যাই—মন। তাই মনের কষ্টটা আমার কষ্টরূপে অনুভূত হয়। শুধু কি তাই? আমিকে নিজের দেহে, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বাড়ী, বাগান, জুড়ী, গাড়ী কত দেহেই না মাখাইয়া ফেলি, আর সর্ব্বত্র আমার আমার করি। আর আমার যাহা কিছু, তাহার অনিষ্ট হইলেই আমির যাতনা হয়। কিন্তু যাহার আমি উপাস্যে মাখা হইয়াছে, তাহার আর আমার বলার বালাই নাই। আমার নাই, কাজেই দুঃখও নাই।

এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই উপাসনা। আমি-মাখা মনটাকে গায়ত্রী জপ করাইতে হয়, আর সেই সময়ে ভাবিতে হয়—আমি চেতন, আমি সেই—জপ করিতেছে, মনমাখা আমি। মনমাখা আমির মাখা অংশটি বাদ দিবার জন্যই উপাসনা। তাই সন্ধ্যা-উপাসনাকালে আমি সেই মনে রাখিয়া মনমাখা আমিকে জপ, ধ্যান ইত্যাদি করাইতে হয়। তবেই মনটা লবণপুত্তলিকার সমুদ্র মাপার মত আমি চৈতন্যে গলিয়া গিয়া পূর্ণ চৈতন্যভাবে স্থিতিলাভ করে। সেই জন্য প্রথমে বিষ্ণুস্মরণ ব্যাপারে বিষ্ণুর ব্যাপক ভাব ধরান হয়। তার পরে চৈতন্যই যে জগৎকে জগৎরূপে ভাসাইতেছেন, জগতের শোভা বিস্তার করিতেছেন, পাপ ধৌত উনিই করিতেছেন—এই সব চিন্তা দ্বারা প্রার্থনাও করিতে হয়। এখন বিষ্ণুস্মরণের মন্ত্রার্থ ভাবনা করা হউক।

ওঁ কি?

স্বরূপে ইনি সেই অখণ্ড, পরিপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ চৈতন্য, আর তটস্থে ইনি অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত জগতের সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গ-কর্ত্তা।

তৎবিষ্ণোঃ কি?

স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণে চিন্তনীয় সেই বিষ্ণু।

বিষ্ণু কে?

যিনি ব্যাপনশীল।

কি বুঝিব ইহাতে?

ক্রমশঃ—

কিন্তু সংসার রোগের একমাত্র মহৌষধ যিনি—যিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী শ্রীমন্নারায়ণ—আমরা ভ্রমেও তাঁহাকে অবলম্বন করিতেছি না। পিশাচদ্বয় এই বলিতে বলিতে নারায়ণের অতি নিকটে আগমন করিল।

শ্রীভগবান্ চমৎকৃত হইয়া সেই বিকটদর্শন, মাংসলোলুপ, দীপধারী পিশাচদ্বয়কে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন আর পিশাচদ্বয়ও সেই সুখমাসীন কনককুণ্ডলধারী পুরুষসুন্দরকে দেখিতে লাগিল। এ মিলন কেমন হইল? সুন্দরে কুৎসিতে চক্ষুর মিলন—ইহাও চমৎকার।

তাহারা কেশবকে বিষ্ণু বলিয়া চিনিল না, জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? এ ঘোর অরণ্যে মানুষের সমাগম নাই, সিংহ ব্যাঘ্রাদি সর্ব্বদা এখানে ভ্রমণ করিতেছে। বিশেষ এ স্থান পিশাচগণের আবাস-ভূমি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আহা! তোমার এই মনোহর মূর্ত্তি, পদ্মায়ত চক্ষু ও নবজলধর শ্যামবর্ণ—ইহা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে; তোমাকে দ্বিতীয় বিষ্ণু বোধ হইতেছে। তুমি কে, তোমার পরিচয় দাও?

শ্রীভগবান্ বলিতে লাগিলেন—প্রাকৃত জনে আমাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানে। আমি যদুবংশে জন্মিয়াছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে আমি লোকদিগকে রক্ষা করিতেছি। সম্প্রতি দেব উমাপতির দর্শনার্থে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে বাসনা করিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি তোমরা কে? কেন তোমরা ব্রাহ্মণাশ্রমে আসিয়াছ? এ অতি পুণ্যভূমি। ইহার নাম বদরী। ব্রাহ্মণগণ সতত এস্থানে তপস্যা করেন, নীচব্যক্তিদিগের এখানে প্রবেশের অধিকার নাই। মাংসাশী ব্যাধ বা পিশাচগণ এখানে কখনই আগমন করেনা। এখানে মৃগবিনাশ এককালে নিষিদ্ধ। এখানে কখনও মৃগয়ার অনুষ্ঠান হয় না। ক্ষুদ্র, কৃতঘ্ন, নাস্তিক—এখানে এসব লোকের প্রবেশাধিকার নাই।

এ প্রদেশের রক্ষার ভার আমার হস্তেই ন্যস্ত। কেহ নিয়ম

বহির্ভূত কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে শাসন করি। তোমরা কে? কোথায় যাইবে? ঐসব সৈন্য কাহার? তোমরা আর এসীমা অতিক্রম করিও না। ইহার পরেই ঋষিগণ তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাদিগের তপোবিঘ্ন করিও না। এই স্থানে থাকিয়াই তোমাদের কি বলিবার আছে বল। অন্যথা বাক্যেই হউক বা বলপূর্ব্বকই হউক আমি নিষেধ করিব।

পিশাচদ্বয়ের মধ্যে বিকটাকৃতি অতিলম্বিত বাহু একজন বলিতে লাগিল "আমি সকলের নমস্য জগন্নাথ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া যথাযথ সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি পিশাচ—নাম ঘণ্টাকর্ণ। আমার ভীষণ আকৃতি প্রত্যক্ষই করিতেছ। আমি রুদ্রদেবের প্রিয়সখা কুবেরের অনুচর, এই দ্বিতীয় আমার অনুজ।

ভগবান্ বিষ্ণুর পূজার জন্য আমাব এই মৃগয়ানুষ্ঠান, এই বিস্তীর্ণ সৈন্যরাশি এ আমারই।

আমি অত্যন্ত পাপাত্মা বলিয়াই আমাকে পিশাচযোনিতে আসিতে হইয়াছে। এমন কি আমি এরূপ বিষ্ণুদ্বেষী ছিলাম যে, পাছে বিষ্ণুনাম আমার কর্ণে প্রবেশ করে—এই ভয়ে আমি দুই কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া ভ্রমণ করিতাম। তারপরে আমি কৈলাস পর্ব্বতে বৃষভধ্বজের আরাধনা করি। তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিতে চাহিলে, আমি মুক্তি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, পিশাচ! বিষ্ণুই সকলের মুক্তিদাতা। তুমি বদরী তপোবনে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা কর। তবেই তুমি সেই নরনারায়ণাশ্রম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

তখন আমার চৈতন্য হইল। আমি জানিলাম গোবিন্দই আমার পরম দেবতা। মুক্তির জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার এই মৃগয়া কর্ম্মেও আমি তাঁহার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি।

আমি আরও মনে করিয়াছি, যদি এখানে তাঁহার দর্শন না পাই

তবে দ্বারকাতে যাইব। যেরূপেই হউক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ আমি করিবই।

আহা! যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গ হইতেছে, যিনি সকলের কর্ত্তা, যিনি সংসার দুঃখ দূর করেন, যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, যাঁহার উদয়ে এই বিশ্ব ভাসিয়া উঠে আবার প্রলয়ে যাঁহাতে এই বিশ্ব লয় হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে জলবিহারী যাঁহার নাভিদেশ হইতে কনকবর্ণ সহস্রদল পদ্ম ভাসিয়া উঠে এবং সেই পদ্ম হইতে লোকগুরু ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, এই বিশ্বসংসার যাঁহার বশবর্ত্তী, যাঁহাকে শাস্ত্র আদ্য, বরদ, বরেণ্য বলিয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই ভুবনেশ্বরের পূজা করিতেই এখানে আসিয়াছি।

এক্ষণে আমরা আমাদের কার্য্যে গমন করি। তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে এখন আর বিবেচনার সময় নাই।

ঘণ্টাকর্ণ এই বলিয়া নিকটে স্থান নির্দ্দেশ করিল।

পিশাচ এখন তপস্যায় বসিবে। এই পিশাচের তপস্যা দেখাইবার জন্যই আমরা যোগবাশিষ্ঠ কর্কটীর তপস্যার সঙ্গে ইহা সন্নিবেশিত করিলাম।

নিজের অবস্থার দুঃখ দেখিয়া যে তাহা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, তপস্যাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। প্রাচীনকালে ঋষিগণ এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জয়দ্রথ ভীমার্জ্জুনের হস্তে অবমানিত হইয়া অন্য কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিল না—গৃহবিবাদ বাধাইবার কোন চেষ্টা করিল না— কোন নীচ কার্য্য করিল না—করিল তপস্যা। তপস্যা দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া মহাদেবের বরে একদিনের জন্য পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে পারিয়াছিল। তাহাতেই অভিমন্যুর বিনাশ হয়।

আমাদের যে দুর্গতি হইয়াছে তাহার প্রতীকার অন্য উপায়ে হইবে না—হইবে তপস্যায়।

যাহা হউক ঘণ্টাকর্ণ তপস্যায় বসিবার পূর্ব্বে ঘোরতর রুধির পান করিল এবং বহুতর মাংস ভক্ষণ করিল। কি করিবে? পিশাচ হইয়া গিয়াছে ক্ষুধা দমন করিবার শক্তি নাই। ক্ষুধায় টাটা করিব অথচ সন্ধ্যা পূজাও করিব ইহা অপেক্ষা প্রাতে ঘণ্টাকর্ণের মত কিছু খাইয়া না হয় মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় বসা হইল।

রুধিরপানে ও মাংসভক্ষণে সুস্থির হইয়া ঘণ্টাকণ ভোজনের পরে জলে মুখাদি প্রক্ষালন করিযা স্বীয় পার্শ্বদেশে অস্ত্রপাশ রাখিল। অনন্তর কুকুরদিগকে তথা হইতে উৎসাবিত করিয়া কুশাশনে জল প্রক্ষেপ করিল। তৎপবে পরম যত্নসহকাবে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উপবেশন করিল। কবিয়া কেশবকে নমস্কার করিয়া প্রথমেই এই মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিল--

হে ভগবন্! হে বাসুদেব! হে চক্রগদাধর! হে ধীমন্! হে নারায়ণ! হে বিষ্ণো! হে প্রভবিষ্ণো! তোমাকে নমস্কার!

তোমার নাম কীর্ত্তনে যেন আমাব চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। যেন ঈদৃশ ঘোরতব পাপকব জন্ম আর গ্রহণ করিতে না হয়। যেন তোমার স্মরণ মাত্র দেবদূত হইতে পারি।

তোমার চক্রাস্ত্র-প্রহাবে আমার এ শবীব নষ্ট হউক। তোমাব নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন পুনর্ব্বার আমাকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়। তুমি কল্পবৃক্ষ! তোমার নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে তুমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাক।

আমার আর এক প্রার্থনা এই যে, যদিও আমাকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিব, তোমাকে সেই সেই স্থানে আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতে হইবে।

হে দেব! আমি তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি। যেন আমার প্রার্থনা নিষ্ফল না হয।

যখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে তখন যেন আমার মতিভ্রম

না জন্মে। যেন দিনান্তে একবারও ক্ষণকালের নিমিত্ত তোমাতে আমার চিত্ত আবদ্ধ হয়।

তুমি যেন এমন মনে করিও না যে, এ অতি নৃশংস পিশাচ, ইহার প্রতি আবার দয়া কি ? বরং এরূপ মনে করিও যে, এ আমার ভৃত্য।

হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, যেন আমা হইতে আর পর-পাড়া উপস্থিত না হয়। আর যেন আমার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত না হয়। তোমার প্রসাদবলে পৃথিবী আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে, সলিল আমার রসনেন্দ্রিয়কে এবং আকাশ আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে রক্ষা করুন। এই তোমার অনুগ্রহে পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি নিত্য আমাকে রক্ষা করুন। আর যেন আমার মনে কলুষতার উদয় না হয়। আমার মন যেন সতত নির্ম্মল থাকে। চিত্ত-কলুষতা লোককে নরকে পাতিত করে। মনের ন্যায় আমার বাহ্যেন্দ্রিয় সকলও যেন নির্ম্মল হয়। কারণ, পাছে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এজন্য প্রার্থনা যেন আমার বাহ্যেন্দ্রিয় সকল স্বস্ব কার্য্যে আসক্ত না হয়। যাহার মন অপবিত্র থাকে, তাহার বাহ্যপ্রক্ষালনে কি ফলোদয় হইবে ? তাহার বাহ্যপরিষ্কার কেবল বৃথা প্রয়াস মাত্র।

অতএব হে জনার্দ্দন! তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার চিত্ত রক্ষা কর, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণকে নিবারণ কর।

আমার বাক্শক্তি যেন পরনিন্দার প্রসঙ্গ মাত্রে শক্তিপ্রকাশ না করে, মন যেন পরদ্রব্য ও পরদার হইতে নিবৃত্ত হয়; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

সেই জাতিহীন অভক্ষ্যভক্ষণকারী ভগবদ্ভক্ত পিশাচ এইরূপ প্রার্থনার পরে স্থির হইল। ধ্যানযোগে তাহার শরীর সংযত হইল। সে স্থিরচিত্তে বিষ্ণু, পীতাম্বর, শিব, মুকুন্দ, অক্ষর, নিত্যশুদ্ধ, জ্ঞানলভ্য, সর্ব্বকারণ, জগদ্‌যোনি, আদিদেব হরিকে ধ্যান করতঃ সুখে অবস্থান করিতে লাগিল এবং নির্ব্বাতপ্রদীপের মত স্থিরভাবে স্বীয় নাসিকার

অগ্রভাগে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মমন্ত্র ওঁসচ্চিদেকং ব্রহ্ম ও প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিল।

পিশাচ এই ভাবে চিত্তে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখিল না; অষ্টদল হৃদয়-পদ্মে জগৎপতিকে বসাইয়া ত্রিগুণাত্মক সনাতন বিষ্ণুকেই ধ্যান ও বিষ্ণুমন্ত্রই জপ করতঃ সে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

পিশাচের মত আচার আহার ভ্রষ্ট হও বা না হও, নিত্যক্রিয়া এত দিন যদি নাও করিয়া থাক, জাতি যদি নাও এতদিন মানিয়া থাক, তথাপি এই ঘণ্টাকর্ণের মত যদি তপস্যা কব তবে নস্ট জাতি, নষ্ট নিত্যক্রিয়া আবাব পাইবে; তোমার চিত্ত আবার শুদ্ধ হইবেই।

এই ঘণ্টাকর্ণের পূজা এখনও হয়। চৈত্রমাসে এই পূজা হয়।

বিষ্ণু নিকটেই। তিনি দেখিলেন পিশাচ সর্ব্বদাই তাঁর ধ্যান করে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করে আর প্রণব উচ্চারণ করে। দেখিয়া ভাবিলেন পুণ্য সঞ্চয়ই ইহার কাবণ। ধনপতি কুবেরের উপদেশে এ ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থা, জাগ্রদবস্থা, ভোজন, গমন, বাঙ্‌নির্গমন, পশুবিনাশ, মাংস-চর্ব্বণ, শোণিতপান সকল কার্য্যেই অহর্নিশ আমার শত শত নাম করে, আমাকেই সর্ব্ব কার্য্যে কর্ত্তা ভাবে। তখন তিনি পিশাচে আবির্ভূত হইলেন।

এই ভাবে পিশাচও মুক্ত হইয়াছিল। তুমি আমিও তপস্যা করি, এস আমরাও সেই ইষ্টকে দেখিতে পাইব, আমরাও নিষ্পাপ হইব, আমরাও সংসার-মুক্ত হইতে পারিব। কোন্ কার্য্যে জীবন যাপন করিতেছ বল? এখন হইতে সতর্ক না হইলে শেষের দিনে কোথায় যাইবে তাহার কি স্থির আছে? আর ত কিছুই সঙ্গে যাইবে না "করম সঙ্গে চলি যায়"। অতএব দিন থাকিতে এস হরিপাদপদ্মে চিত্ত বাঁধি। তপস্যা কর, সব দিক্ রক্ষা হইবে।

এখন আমরা কর্কটীর কথা আরম্ভ করিব।

২

আমরা এক্ষণে কর্কটী রাক্ষসীর তপস্যার কথা বলিতেছি। এই

রাক্ষসী কজ্জলপঙ্কাদির মত কৃষ্ণবর্ণা। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ৮৪ সর্গে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

হিমবদ্গহ্বরে প্রোথা সা কথং কৃষ্ণরাক্ষসী।
বভূব কর্কটী নাম্না যথাবৎ বদ মে প্রভো ॥২॥৮৪ সর্গঃ

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন—

কুলানি সন্ত্যনেকানি রাক্ষসনোং স্বভাবতঃ।
তানি শুক্লানি কৃষ্ণানি হরিতান্যুজ্জ্বলানি চ ॥৩॥৮৪ সর্গঃ
কর্কট প্রাণিসাদৃশ্যাৎ কর্কটো নাম রাক্ষসঃ।
বভূব তজ্জা সা কৃষ্ণা কর্কটী কর্কটাকৃতিঃ ॥

রাক্ষসদিগের বংশ অসংখ্য। তাহারা স্বভাবতঃ কেহ শুক্লবর্ণ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ হরিতবর্ণ, আর কেহ বা উজ্জ্বলবর্ণ।

কর্কট—কাঁকড়ার ন্যায় দীর্ঘ হস্তপদাদি ছিল বলিযা এই রাক্ষসীর পিতার নাম ছিল কর্কট। কর্কটপ্রাণিসদৃশ কর্কট নামক রাক্ষসের কন্যা বলিয়া ইহার নাম কর্কটী।

এই রাক্ষসী হিমগিরির উত্তরপার্শ্বে বাস করিত। এই অতি-ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর এক নাম কর্কটী, অপর নাম বিসূচিকা। আচার বিহীন মনুষ্যের পীড়াদায়িনী বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে অন্যায় বাধিকা বলিত। অন্যায়া ন্যায়পথাতিবর্ত্তিন স্তেষাং বাধিকা ॥

ইহার বর্ণ কজ্জল-কর্দ্দমের ন্যায় অত্যন্ত কৃষ্ণ। ইহার কার্য্য ভীষণ ছিল। অতি দীর্ঘকায়া এই রাক্ষসী কৃশকায় হওয়ায়, ইহাকে দেখিলে মনে হইত যেন অতিবিস্তীর্ণ বিন্ধ্যারণ্য কোন অনিবার্য্য কারণে শুষ্ক হইয়া অতিভয়ঙ্কর আকারে রহিয়াছে। ইহার বর্ণ এত কৃষ্ণ যে, দেখিলে বোধ হইত যেন এই রাক্ষসী মূর্ত্তিমতী ঘোর অন্ধকার রাত্রি। ইহার দেহ এত বিস্তীর্ণ যে, দেখিলে বোধ হইত যেন আকাশের এক অঙ্গ ইহার দেহে প্রপূরিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার বল অসামান্য; ইহার চক্ষু প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায়। ইহার বস্ত্র

দেখিলে সজল জলদ বলিয়া ভ্রম হইত। ইহার ঊর্দ্ধ শিরোরুহ তিমিরবর্ণ, জানুদ্বয় তমাল তরুর ন্যায় বিশাল, নখ বৈদূর্য্য প্রস্তর সদৃশ প্রদীপ্ত এবং শূর্পাগ্র অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ। রাক্ষসী যখন হাস্য করিত, তখন ইহার মুখ হইতে ভস্ম, নীহার অথবা ধূমরাশি নির্গত হইত। যখন এই রাক্ষসী বেতালগণের সহিত নৃত্য করিত, তখন ইহার উর্দ্ধোত্তোলিত ভুজদ্বয় দেখিলে মনে হইত যেন রাক্ষসী সূর্য্যগ্রহ গ্রাস করিবার জন্য ঊর্দ্ধে হস্ত বাড়াইতেছে।

এই বিপুলদেহা ভীষণা রাক্ষসীর ক্ষুধা নিবারণের উপযোগী আহার মিলিত না। সর্ব্বদাই ইহার জঠরানল বাড়বানলের ন্যায় অতৃপ্ত থাকিত। এক দিনের জন্যও এই রাক্ষসী আহারে তৃপ্তি পাইত না।

রাক্ষসী দুঃসহ ক্ষুধা যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য ভাবিত আমি এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত জীবজন্তু যদি এক নিশ্বাসে ও এক কবলে গ্রাস করিতে পারিতাম, তবে বুঝি আমার ক্ষুধা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইত। কিন্তু তাহা হইবে কিরূপে? সকল মানুষ, সকল জীবজন্তু যুগপৎ খাইব কিরূপে? সর্ব্বমনুষ্য একদিনে ভক্ষণ ত যুক্তি-বাধিত।

মানুষের মধ্যে কত লোক মন্ত্রঔষধ নীতি, দান, বেদপূজাদির দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত।

রাক্ষসী যুক্তি বাহির করিল। শুনিয়াছি 'তপসৈব মহোগ্রেণ' যদ্দুরাপং তদাপ্যতে। ৬৮।১৪। শুনিয়াছি মহোগ্র তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত দুর্লভ বস্তুও সুলভ হইয়া থাকে। আমি সমস্ত জনগণকে যুগপৎ গ্রাস করিবার জন্য উগ্র তপস্যা করিব।

রাক্ষসী তখন তপস্যার জন্য দুর্গম হিমাচলে গমন করিল। স্থির-বিদ্যুদ্বিলোচনা, শ্যামল অভ্রমণ্ডলীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, বিশাল হস্তপদাদি-সম্পন্না, দীর্ঘদেহশালিনী, ঊর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কেশসমন্বিতা এই রাক্ষসী হিমালয়ের শিখরদেশে আরোহণ করিল; করিয়া স্নানসঙ্কল্প করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসী এক পদে দণ্ডায়মানা হইয়া দুই চক্ষু
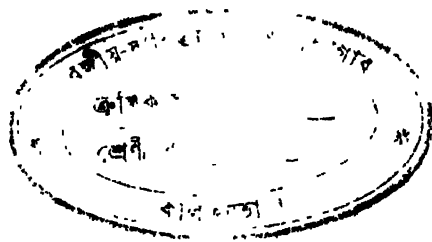
উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } ১৩২৫ সাল, আষাঢ়। { ৩ সংখ্যা।

বিবাহে

প্রথমে যখন স্থির অচঞ্চলে চঞ্চলা উঠিল ভাসি।
আপনি ধরিল তোমা ধরাইল অপরূপ রূপ-রাশি॥
তড়িত জড়িত নব জলধর স্তিমিত আকাশ গায়।
মোহন মূরতি দুয়ে এক, তবু নিমেষে বহু তথায়॥
জগৎ গড়িলে, জগতে দেখাতে আপনার সেই খেলা।
এখনও এখনও সে খেলা খেল—চিরদিন এই লীলা॥
সাড়া দাও তুমি বরবধূ হৃদে মিলনের বহু আগে।
দেখিতে বাসনা দেখাতে বাসনা অনুরাগ রূপে জাগে॥
উমা মহেশ্বর শ্রীরাম জানকী শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ তুমি।
অনুরাগরূপে দুই দেহে খেলে একটি একটি আমি॥
আদি সমাগমে লজ্জারূপে তুমি বধূটি সাজিয়া ওই।
ধরা দিবে ব'লে এস সব ঘরে না বুঝে যদ্যপি কোই -
বিবাহ তাদের হয়েও হয় না দেহের মিলন সার।
পবিত্র না হ'লে শুধুই গরল, সংসার কৌটিল্য ছার॥

সংযমের শঙ্খ বাজিত যখন ভারতের ঘরে ঘরে।
অগ্নি সাক্ষী ক'রে বেদমন্ত্র প'ড়ে কন্যা সমর্পিত বরে॥
ঋষি প্রবর্ত্তিত মঙ্গল প্রথার কঙ্কাল এখন সার।
তথাপি বিবাহ মঙ্গলে মাগি আশীর্ব্বাদ দেবতার॥
আজি সে রাজ রাজেন্দ্র চঞ্চলার সনে ধরা দিতে চায়।
সেই চ'ক্ষে সবে দেখ বরবধূ উঠিবে আনন্দ তায়॥
কর আশীর্ব্বাদ এই বধূ যেন পতিকুলে ধ্রুব হয়।
পৃথিবীর মত পর্ব্বতের মত পতিতে স্থিরত্ব রয়॥
স্বচ্ছন্দে বিহার পতিকুলে হবে, সবাই প্রসন্ন রবে।
পতির সোহাগে হ'যে সোহাগিনী সবে স্নেহ ছড়াইবে॥
সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥

চারি প্রকার নিশ্চয়।

ভগবান বশিষ্ঠদেব চতুর্ব্বিধ নিশ্চয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যোগ-বাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উপশম প্রকরণে ইহা দেখা যায়।

(১) এক শ্রেণীর লোক আছেন—আজকালকার জগতে ইঁহাদের সংখ্যাই বেশী—ইহাঁরা বলেন আপাদ মস্তক দেহের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সংঘাতই "আমি"। ইহাঁরা আমির রূপটিকে দেহের সঙ্গে নিশ্চয় করেন। অর্থাৎ এই শাঁস খোসা সব লইয়া আমি। এই প্রথম প্রকারের নিশ্চয়টিই মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য। এইটি দেহাত্মবাদের মূল সূত্র। ইহা মানুষকে সর্ব্বদা বদ্ধ রাখে। এইরূপ মানুষের মুক্তি কখনও হয়না।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের নিশ্চয় হইতেছে আপাদমস্তক দেহ হইতে চেতন আমিটি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই আমিটি মাত্র চেতন, অন্য যাহা

কিছু সমস্তই জড়। এই চেতন আমি কাহারও সহিত মিশ্রিত নহেন। ইনি সদা অসঙ্গ। ইনি কখন জন্মগ্রহণও করেন না, কখন মরেণও না। দেহের নাশে ইহাঁর কিছুই যায় আসেনা। ইহাঁর কোন কিছুই হেয় বা উপদেয় নাই, ইহাঁর ক্ষুধা পিপাসা নাই, ইহার শোক মোহ নাই। শোক মোহ, ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম মরণ ইহা জড়দেহেরই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মগুলি যে চেতন আমিতে আরোপ হয়—ইহাই অজ্ঞান। এই প্রকার দ্বিতীয় নিশ্চয় যাহা, তাহা মোক্ষপথে লইয়া যায়।

(৩) তৃতীয় প্রকার নিশ্চয় হইতেছে এই চেতন আমির কখনও খণ্ড হয় না। ইনি কখনও পবিচ্ছিন্ন হন না। ঘটের মধ্যে আকাশ দেখা গেলেও, এবং ইহাকে ঘটাকাশ বলা হইলেও এই ব্যষ্টি মত ঘটাকাশই ঐ সমষ্টি মহাকাশ। কারণ যখন কোন অস্ত্র দ্বারা আকাশের খণ্ড হয় না তখন এই আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম যে চেতন আমি তাহার খণ্ড হইতেই পারেনা ; তিনি কখনও পরিচ্ছিন্ন হন না। ঘটে ঘটে এক আমিই সর্ব্বদা সর্ব্বকালে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ভাবে, সদা পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। এই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন আমিকেই খণ্ড আমি, পরিচ্ছিন্ন আমি মনে করাই অজ্ঞান। ইহা অবিদ্যারই কার্য্য। এই তৃতীয় প্রকার নিশ্চয়ে বলা হইল ব্যষ্টি আমিই স্বরূপতঃ সমষ্টি আমি। শুধু তাই কেন, খণ্ডমত আমিই পূর্ণ আমি। ইহারই তিন পাদ নিত্য চলনরহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত। এক মাত্র অজ্ঞান পাদ বা অবিদ্যাপাদের একদেশে এই মসিবিন্দুবৎ জগৎ ভাসে মাত্র। এই তৃতীয় প্রকার নিশ্চয় মোক্ষের অতি সমীপে।

(৪) চতুর্থ প্রকার নিশ্চয় হইতেছে এক পূর্ণ আমিই আছে, মসি বিন্দুবৎ জগৎ কখন উঠে নাই। জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই। ইহা আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাকে না, মধ্যে যাহা আছে মত দেখা যায় তাহা ভ্রমেই দেখা যায়। ভ্রমটি হইতেছে পূর্ণকে না জানা বা অন্য ভাবে জানা বা পূর্ণকে খণ্ড মত জানা।

যখনকে রজ্জু জানা যায় না তখন এই অজ্ঞানেই ইহাকে

সর্পমত দেখা যায়। আদিতে সর্প নাই, রজ্জুকে জানার পরে অর্থাৎ অন্তেও সর্প নাই, তবে বর্ত্তমানে অজ্ঞান কালে যেটা দেখা যাইতেছে তাহাও বাস্তবিক নাই। রজ্জু সম্বন্ধীয় অজ্ঞান প্রভাবেই সর্পমত বোধ হয় মাত্র। এই জগৎটাও সত্য সত্যই নাই। ব্রহ্মই—ব্রহ্মকে না জানা রূপ অজ্ঞান প্রভাবে—জগৎ রূপে দেখা যাইতেছে। এই আমিকেই জানিতে পারিলে অর্থাৎ জানিবার পরে আর সর্পস্থানীয় জগৎটা থাকেনা। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"। জগৎ আদিতেও নাই, অন্তেও থাকেনা, মধ্যে যাহা দেখা যায় মত প্রতীত হয় তাহা ভ্রমেই দেখা যায়—প্রকৃত পক্ষে তাহা নাই। ইহা ইন্দ্রজাল মত, মরুমরীচিকা মত, গন্ধর্ব্ব নগর মত।

এই চতুর্থ প্রকার নিশ্চয়ই মোক্ষ। আর কিছুই নাই, যিনি আছেন তিনিই আছেন। "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ" আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায় তাহাই মিথ্যা, তাহাই মায়া, তাহাই ইন্দ্রজাল, তাহাই রজ্জুসর্প বোধ, তাহাই মরুতে মরীচিকা। অজ্ঞানে—ব্রহ্মকে না জানায়—ইহা আছে মত বোধ হয়, সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকেনা সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্যোদয়ে অজ্ঞানপ্রসূত জগদিন্দ্রজাল থাকেনা। যিনি আছেন ইনিই আপনি আপনি, ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম, ইনিই নিত্য শুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা।

এই চতুর্থ প্রকার নিশ্চয়ে পৌঁছিলেই স্বরূপ বিশ্রান্তি, অজ্ঞানের চিরতরে শান্তি, সর্ব্বদুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি। ইহাই মুক্তি। ব্রহ্মের ব্রহ্মস্বরূপে নিত্য অবস্থান করিয়াও যেমন স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিতে যাওয়া আসা মায়িক, জীবন্মুক্ত জনেরও স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া প্রকৃতি লইয়া খেলা করা—লীলা করা মায়িক মাত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ সেই একের বহু হওয়াও যেমন, সর্ব্বশক্তিমানের লীলাও সেইরূপ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধান্তই বেদের সিদ্ধান্ত। এখন যিনি যে ভাবে এই চারি প্রকার নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন তিনি তাই আর কি।

শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব।

লোকে আজ কাল সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কেন করে তাহা লোকেই জানে; কিন্তু প্রায় শাস্ত্রেই ঋষিগণ সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। স্বরূপ-বিশ্রান্তির অন্তরায় যাহা কিছু তাহা মুছিয়া ফেলা। স্বরূপ-বিশ্রান্তির জন্য। সৃষ্টিতত্ত্ব বেদে উপনিষদে আছে, যোগবাশিষ্ঠ মহা-রামায়ণে আছে, অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, মনু-সংহিতায় আছে, প্রায় সকল পুরাণে উপপুরাণে আছে, বহু তন্ত্রে আছে—এক কথায় প্রায় সকল শাস্ত্রেই আছে।

কেন আছে ?

জ্ঞানের গুরু তাঁহারা, ভাবের রাজা তাঁহারা। তাঁহারা জানিয়াছিলেন সৃষ্টিতত্ত্ব না বুঝিলে অসত্য যাহা, তাহা মুছিতে পারা যাইবেনা; কাজেই সত্যটিতে পৌঁছান কিছুতেই হয় না—স্বরূপ বিশ্রান্তি কিছুতেই হইবেনা। স্বরূপ বিশ্রান্তি যাহার হইল না তাহার চিরদিন সংসার থাকিবে, চিরদিন যাওয়া আসা থাকিবে, চিরদিন মিলন-বিরহ থাকিবে, চিরদিন 'হিয়াদগ্‌দগি পরাণ পোড়ানি' থাকিবেই। তবেই হইল, সর্ব্ব-দুঃখনিবৃত্তি আর জীবের হইবে না। চিরদিন মানুষকে বাসনার জ্বালায় জ্বলিতে হইবে, সঙ্কল্পের ইন্দ্রজালে ঘুরিতে হইবে, কল্পনার স্পন্দন অভিমানে আপনি আপনি ভাব বিস্মৃতি এবং খণ্ড পরিচ্ছিন্ন সাজিয়া আশার কুহকে প্রতারিত হইতে হইবে। মানুষের শান্তি তবে কোথায়, সংসারের হাহাকার হইতে মুক্তি কোথায় ?

যদি চিরতরে স্বরূপ-বিশ্রান্তিই না হইল, যদি চিরতরে স্বরূপ বিশ্রান্তিতে থাকিয়াও স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তির খেলা আয়ত্ত না হইল তবে বুঝি চিরদিন ধরিয়া বলিতে হইবে—

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতদিনে ঘুচব গুরুয়া দুঃখভাব।
কতদিনে চাঁদ চকোরে করু কেলি।
কতদিনে ভ্রমর কমলে হব মেলি॥

চাঁদ চকোরে কেলি ত করে, ভ্রমর মধু মাতল হইয়া "উড়ই না পার" ও ত হয় কিন্তু চিরতরে কি খেলা হয়, না চিরতরে উড়ই না পার হয়? খেলায় বিচ্ছেদ কি থাকে, মধুমাতলেও খোঁয়াড়ি কি ভাঙ্গিতে হয়? ভাবের হাতে ক্রীড়ার পুতুল হইলে হাড় গোড় ভাঙ্গিবেই, কিন্তু ভাবকে ক্রীড়া পুত্তলিকা করিতে পারিলে—উদ্দাম নাচন কোঁদনের পরে হাতে পায়ে ব্যথা আর হয় না, যখন তখন মরিবার জন্য ছুটিতেও আর হয় না। ভাবকে খেলার পুতুল করা যায় তখন, যখন স্বরূপ বিশ্রান্তিতে থাকিয়াও সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির রঙ্গ করা যায়।

যিনি স্বরূপ বিশ্রান্তি কি তাহা বুঝিয়াছেন তিনিই কর্ম্মের পরে ভক্তি প্রেম, প্রেমভক্তির পরিণাম জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরিণাম স্থিতি ও স্থিতিতে থাকিয়াও গতিকে আয়ত্ত করা এই সব বুঝিতে পারেন। তাই স্বরূপ বিশ্রান্তিটি বুঝিতে হয় এবং বুঝাইতে হয়। তাই বৈদিক সন্ধ্যার প্রথমেই আচমনে বিষ্ণুস্মরণে পরমপদে লক্ষ্য করিতে হয়, তাই তান্ত্রিক সন্ধ্যার আচমণে বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে মিলনের কথা প্রথমেই পাওয়া যায়। তাই গায়ত্রী উপাসনার সাধককে ভূর্ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য লোক পার হইয়া পরমপদে আত্মহারা হইয়া আপনাকে অখণ্ড অপরিছিন্ন ভাবিয়া ভাবিয়া খণ্ড পরিচ্ছিন্নের উপর গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

তাই বলিতেছি স্বরূপ বিশ্রান্তিটিই ঋষিগণের লক্ষ্য। কিন্তু স্বরূপ বিশ্রান্তি আমরা ধরিতে পারিনা কেন?

এক কথায় বলা যায় "মুছে ফেল" হয় না তাই।

মুছে ফেলিব কি?

যাহা মিথ্যা, যাহা অসত্য, যাহা অনিত্য তাহাই মুছিয়া ফেলিতে হইবে। যাহা মায়া যাহা ইন্দ্রজাল, তাহাই মুছিতে হইবে।

মায়ার প্রসার কত দূর? মিথ্যার প্রসার কতটুকু?

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ বলিতেছেন ব্রহ্মা হইতে কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায় সমস্তই মায়া, সমস্তই মিথ্যা। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই অসত্য। একমাত্র সত্য বস্তু হইতেছে, যে চিৎ চৈতন্যের উপর মায়ার ইন্দ্রজাল ভাসিতেছে সেই চৈতন্যই সত্য। ব্রহ্ম-রজ্জুর উপরে জগৎ-সর্প ভাসিয়াছে। সর্প আদৌ নাই, রজ্জুই আছে, সর্প কখনও সৃষ্ট হয় নাই। কেবল মাত্র ভ্রমে ইহা উঠার মত দেখাইতেছে।

এই ভ্রমটি, এই কাল্পনিক ব্যাপারটি মুছিয়া ফেল তবে স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে। ইহারই জন্য শ্রুতি প্রদর্শিত পথে সমকালে বাসনাক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস করিতে হয়। একদিকে তত্ত্বাভ্যাস অন্যদিকে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সমকালে চলুক। বিশ্রান্তি হইবেই।

ভাবনায় তপস্যা।

আমি চেতন এ অনুভব সকলেরই আছে। চেতনাটি আত্মারই শক্তি। ইহারই রূপ জ্যোতি। প্রথমে আপনাকে জ্যোতিঃশরীর ইষ্ট-দেবতা বলিয়া ভাবনা কর। আমি জ্যোতির্ম্ময় ইষ্ট দেবতার আকার পাইয়াছি প্রথমেই ইহা দৃঢ়রূপে ভাবনা কর। মনে কর তুমি ব্রাহ্মণ, গায়ত্রী ভাবনায় আপনাকে গায়ত্রী ভাবে ভাবিত করিলে। এই গায়ত্রী সপ্তলোকবিহারিণী। তুমি যখন ভূলোকে তখন ভাবনা কর তোমার চিৎ-চৈতন্য ভূলোকব্যাপী হইল। এই ভাবে ভূ চৈতন্য, ভুব চৈতন্য, স্বচৈতন্য, মহ, জন, তপ, সত্য, চৈতন্য হইয়া এক সমষ্টি চৈতন্য-রূপ ধারণ করিল। এই যে সমষ্টি চৈতন্য ইহা কিন্তু অস্পন্দ স্বভাব—চলনরহিত—চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একদেশে ভাসিয়াছিল। তুমি তখন আপনার স্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া ভাবনায় অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যাও।

ভাবনায় পরম পদ হইয়া পরে গায়ত্রী জপ কর। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ ইহার মধ্যে কি সুন্দর তপস্যা রহিয়াছে।

এই ভাবনাটি সুসিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রে লক্ষ্য সঙ্কেত—পরমপদ সঙ্কেত। পরে গায়ত্রীর নিকট প্রার্থনা। বহুভাবে বহু হইয়া প্রার্থনা, পরে গায়ত্রী সৃষ্টিস্থিতিনাশকারিণী ইহার ভাবনা। সৃষ্টি হয় অজ্ঞানের। ইহা জানিয়া মিথ্যা জগৎ পুঁছিয়া ফেল। যেমন 'বায়স্কোপের ক্যানভাসে' মিথ্যার ছবি ভাসে, সেইরূপ ব্রহ্ম ক্যানভাসে বহু জগৎছবি ভাসে। এগুলি কিন্তু মায়ার অন্ধকার ক্যানভাসে আলোক পাতের কৌশলেই ঘটে। তুমি ব্রহ্ম ক্যানভাস একবারও বিস্মৃত হইও না। তবেই বহু চিত্র দেখিয়াও তুমি মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া সত্য লইয়া থাকিতে পারিবে।

ইহা দুই একবার করিলেই হয় না। যতদিন না হয় ততদিন ভাবনায় ইহা করিতে হয়। যত যত ছবি দেখ—মন, দেহ, জগৎ—সবার উপরে গায়ত্রী জপ করিয়া সব ছবিকে গলাইয়া শুধু ক্যানভাসে আন। এই ভাবে চৈতন্য দেখিয়া দেখিয়া মিথ্যা জগৎ মুছিয়া ফেলা যায়। দৃশ্য দর্শন মার্জ্জন না করা পর্য্যন্ত স্বরূপ বিশ্রান্তি হইতে পারে না।

বিষ্ণু-স্মরণ মন্ত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোন কিছু যখন দৃষ্ট হয়, তখন তাহা ব্যাপিয়া আর কিছু থাকিতে পারে। জগৎ না থাকিলে, জগৎস্রষ্টা কাহাকে ব্যাপিয়া থাকিবেন? তবে বিষ্ণু হইতেছেন বিশ্বব্যাপী চেতন পুরুষ।

এই বলিলেই কি বিষ্ণুর সমস্ত বলা হইল? তা হইবে কেন? বিশ্ব তাঁহার একদেশে যখন ভাসেন, তখন তিনি তাঁহার এক অতি ক্ষুদ্রাংশে জগৎব্যাপী, কিন্তু তাঁহার অপর অংশ সমূহ চলনরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। যে অংশে মায়ার তরঙ্গ উঠে, সেই অংশের সহিত অপর অংশের চিন্তা যিনি করিতে পারেন, তিনি চতুষ্পাদ ব্রহ্মচিন্তা করিতে সক্ষম। অংশ বা মায়াখণ্ডিত চৈতন্য এক দিকে নিজের পূর্ণ অখণ্ড চৈতন্যকে অবলোকন করেন, অন্য দিকে পূর্ণ—সদা পূর্ণ থাকিয়াও আপন অঙ্গে নৃত্যপরায়ণা মায়াকে দেখেন; পূর্ণ—পূর্ণ থাকিয়াও আপনাকে যেন খণ্ডমত দেখেন। আপন স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে মায়াপরিচ্ছিন্ন যিনি মনে করেন, তিনি নির্গুণ থাকিয়াও যেন সগুণব্রহ্ম হয়েন।

বিষ্ণুর পরমপদ তবে কোন্‌টি?

চতুষ্পাদ ব্রহ্মের পরমশান্ত, চলনরহিত-ত্রৈগুণ্যদোষ অস্পৃষ্ট সংসারস্পর্শরহিত যে স্থান, তাহাই পরমপদ। এই পরমপদকে পাইতে হইলে জাগ্রৎকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করিয়া স্থিতিলাভ করিতে হয়।

এই পরমপদকে দেখা কিরূপ?

লবণ-পুত্তলিকার সমুদ্র মাপা যেরূপ সেইরূপ। চিত্ত যখন জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করে তখন আপনি আর থাকে না। প্রতিদিন স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় চিত্ত লয় হইয়া গেলেও আবার স্বপ্ন জাগ্রৎ হয় কারণ এই লয়টা বিচার পূর্ব্বক হয় না তাই। বিচার পূর্ব্বক যখন হয় তখন তাহাকে আর লয় বলা যায় না, বলা যায় বাধ। বিচার পূর্ব্বক চিত্ত লয় যখন হয় তখন

সুষুপ্তির সেই "আমিই সেই" এই অভাবরূপ আবরণ আর থাকে না। কাজেই তখন পরমপদে স্থিতিলাভ হয়। পরমপদকে দেখা আর পরম পদে স্থিতি একই।

পরমপদকে দেখেন কে?

সূরয়ঃ অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞানময় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন সেই জ্ঞানিগণই দেখেন।

জ্ঞানময় তপস্যা কি?

আমি কে, জগৎ কি ইহার বিচারই জ্ঞানময় তপস্যা। এই বিচারে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে যে আত্মার খেলা সেই মায়িক খেলা যিনি লয় করিতে পারেন, করিয়া আপনি আপনি ভাবে নিরন্তর অবস্থান করিয়াও মায়ায় খেলার সাক্ষীরূপেও অবস্থান করেন—যিনি মায়াকে জানেন, মায়া যাঁহার মহিমা কিছুতেই আববণ করিতে পারে না তিনি সূর বা জ্ঞানী। জ্ঞানময় তপস্যার একদিকে আত্মস্বরূপে দৃষ্টি থাকে অন্য দিকে জগৎ দেখিয়া কিরূপে ইহার সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস হইতেছে ইহাও দেখা থাকে। অসূরেরা জগতের খেলাই দেখে। জগতের মূলে যিনি পরম শান্ত সচ্চিদানন্দরূপে নিত্য অবস্থান করেন তাঁহাকে দেখে না। কর্ম্মণ্যকর্ম্মণি যঃ পশ্যেৎ—ইহাই।

এই দেখা কিরূপ?

"দিবীব চক্ষুরাততং" আকাশে স্থিত সমন্তাৎপ্রসারিত চক্ষুর ন্যায় দেখেন। চক্ষুদ্বারা দেখাই হয়। শ্রীভগবানের চক্ষু হইতেছেন সূর্য্য। সূর্য্যকে তৃতীয় চক্ষু বলা যায়। আকাশে সর্ব্বত্র প্রসারিত সূর্য্যরূপ চক্ষু যেমন সমস্ত দেখে সেইরূপে জ্ঞানিগণ পরমপদকে দেখেন।

———

রামায়ণ বেদ-চন্দ্রিকা বা শ্রীসীতারামতত্ত্বকৌমুদী।

রামায়ণ বেদ, রামচন্দ্র ত্রিভুবনের নিত্য পূর্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র পরমাত্মা, এবং সীতাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সীতাদেবী মূলপ্রকৃতি, আমি তোমাকে এই অতিমাত্র প্রয়োজনীয় পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তোমার কিরূপ ধারণা হইল? আর কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, কোন্ বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা বল। বেদ-শাস্ত্র ও ইহাঁদের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তুমি বিনা বাধায় তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পার কি?

জিজ্ঞাসু। তাহা করাই ত উচিত, তবে—

বক্তা। নির্ভয়ে মনোভাব প্রকাশ কর, আমি ইহাতে সুখী হইব, সরলতাকে সর্ব্বোপরি সমাদর করিতে অভ্যাস করিবে, আমার কাছে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিলে আমি তাহা জানিতে পারিব, এতদ্দারা তোমার কল্যাণ হইবে না। "আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইল, রামায়ণ যে বেদ তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই, এক্ষণে সকলের নিকটে নির্ভয়ে, বিনা বাধায় বলিতে পারিব 'রামায়ণ বেদ,' রামচন্দ্র ত্রিভুবনের নিত্য পূর্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র পরমাত্মা, এবং সীতাদেবী সাক্ষাৎ মূল প্রকৃতি, সীতাদেবী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সীতাদেবী শরীরিণী আন্বীক্ষিকী বিদ্যা" তোমার এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিলেই আমি আনন্দিত হইব, তুমি ইহা মনে করিও না।

জিজ্ঞাসু। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কোন কথা (যে কোন কারণেই হোক্) গোপন করিতে যাইলে ক্ষতিগ্রস্তই হইব। অতএব যথাশক্তি সরল ভাবেই আপনাকে মনোভাব জানাইবার চেষ্টা করিব।

বক্তা। 'তাহা করাই ত উচিত,—তবে', তোমার এই কথার অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু। বেদ ও শাস্ত্রে যাহা সত্য ও হিতকররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা যাহার সত্যতা ও হিত-

কারিতা উপপন্ন হয়, তাহাকে সত্য ও হিতকররূপে গ্রহণ না করিলে কল্যাণভাজন হইবার উপায়ান্তর কি আছে? আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, 'তাহাই ত করা উচিত'। তবে আমার এখনও বিশ্বাস হয় নাই যে, আপনি বেদ ও শাস্ত্রের প্রমাণে যাহা প্রতিপাদন করিলেন, বিরুদ্ধবাদিগণ তাহাকে সৎ-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবেন, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইবেন। 'তবে' এই শব্দ উচ্চারণের ইহাই কারণ।

বক্তা। তুমি যাহা বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। বিরুদ্ধবাদিগণকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমি কোন কথা বলি নাই, পরম দয়ালু ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাঁহাদের নিষ্কারণ ভক্তি আছে, বেদ-শাস্ত্রের কথাতে যাঁহাদের স্বাভাবিক আস্থা আছে, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইবে, আমি এইরূপ কথাই বলিয়াছি। যে প্রকার সাধনা দ্বারা পূর্ব্বসংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সেই প্রকার সাধনা ব্যতিরেকে কেহ কাহারও মত পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না। আমি যে প্রমাণে রামায়ণের বেদত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছি বা করিব, বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত পূর্ব্ব হইতে তাহা অবগত আছেন, অতএব আমার কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইবেন কেন? বেদ-শাস্ত্রের প্রামাণ্য যাঁহারা স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে স্বীকার বা অস্বীকার করেন, আবশ্যক হইলে, যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্রোপদিষ্ট সত্যকে অসত্য বা সত্যাভাস বলিয়াও থাকেন, বেদ-শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলে ইষ্টসিদ্ধি হইবে, বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষি বা প্রাচীন আচার্য্যদিগের অনভিমত হইলেও, যাঁহারা বিনা সঙ্কোচে, নির্ভয়ে সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন, কোন ঋষিকে এক সময়ে (যখন নিজমত ইহাঁর বচন দ্বারা সমর্থিত হইবে, এইরূপ বিশ্বাস হয়) সমাদর করেন, তাঁহাকেই আবার সময়ান্তরে যাঁহারা অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ বলিতে কুণ্ঠিত হন না, স্ব স্ব প্রতিভার বিরোধী হইলে যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রকেও ভ্রান্ত বলিতে সাহসী হন, তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন যে অসাধ্য ব্যাপার,

তাহা আমার সুবিদিত আছে। রামায়ণকে বেদ-শাস্ত্রের প্রমাণেই আমি 'বেদ' বলিয়া বুঝিয়াছি, যাঁহারা বেদ-শাস্ত্রকে মানেন না, অথবা স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে মানেন, তাঁহাদিগকে আমি কিরূপে স্বীকার করাইতে পারি, রামায়ণ বেদ? শ্রীরামচন্দ্র যে সাক্ষাৎ পরমাত্মা, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, বেদ-শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, লৌকিক প্রত্যক্ষ বা তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা রামায়ণের বেদত্ব এবং শ্রীরামচন্দ্রের পরব্রহ্মত্ব কদাচ উপপন্ন হইতে পারে না। রামায়ণের বেদত্ব এবং সীতারামের প্রকৃতি-পুরুষত্ব বা পরব্রহ্মত্ব সপ্রমাণ হইলে, কি লাভ হয়, তাহা তুমি ভাবিয়াছ কি? ঋষিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ইদানীং বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে পারা কি সম্ভব? ঋষি-চক্ষু ও তোমার আমার চক্ষু যে সমান নহে, তাহা তোমার বিশ্বাস হয় কি? ভগবান্ যাস্ক ও মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, ঋষি ও তপস্বী না হইলে বেদের সম্যক্ উপলব্ধি—বেদের প্রত্যক্ষ, বেদের সম্পূর্ণ যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না ("ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষে-রতপসো বা"—নিরুক্ত; "ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মাত্রঃ।—বৃহদ্দেবতা)।

জিজ্ঞাসু। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি ইদানীন্তন কুতার্কিক-দিগের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐরূপ কথা বলিয়াছি, আমার নিজ বিশ্বাস কি, আপনি তাহা জানেন বা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারিবেন। ঋষি বা তপস্বী না হইলে যে, বেদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, আমি তাহা বিশ্বাস করিব।

বক্তা। আমি তোমার উপর বিরক্ত হই নাই, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞা-সুর এইরূপ সরলতার সহিত মনোভাব প্রকাশ করাই উচিত। 'ঋষি' না হইলে, অথবা তপশ্চরণ না করিলে, বেদের প্রকৃতরূপ দর্শন যেমন অসম্ভব, বলা বাহুল্য, বেদস্বরূপ বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপদর্শনও সেইরূপ অতপ্ততপস্কের বা ঋষিভিন্ন ব্যক্তির হইতে পারে না। তপস্যা দ্বারা যাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিবন্ধক সংস্কার, যাঁহাদের পাপপুঞ্জ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়াছে, বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের যোগিজনবাঞ্ছিত রমণীয় রূপ

তাঁহাদের চিত্তমুকুরেই যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বেদ-শাস্ত্রকে ঠিক মানেন এইরূপ লোকের সংখ্যা কলিযুগ-প্রভাবে দিন দিন কমিতেছে। বেদ-শাস্ত্র না মানিয়া বরং উচ্ছৃঙ্খলভাবে থাকা ভাল, তথাপি শাস্ত্রের একদেশ মানিয়া, স্বীয় ইচ্ছামত একদেশ পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র, এতদ্দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় অধিকতর ক্ষতি হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু। পাতঞ্জল যোগদর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, 'নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তি' পরম প্রত্যক্ষ, নির্ব্বিতর্ক সমাপত্তিই শ্রুত ও অনুমানের বীজ, ইহা হইতেই শ্রুত (আগম বিজ্ঞান) ও অনুমানের (অনুমান প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। বেদ-বিজ্ঞান, নির্ব্বিতর্ক সমাধি হইতে উৎপন্ন হয়, নির্ব্বিতর্ক সমাধিই বেদ-বিজ্ঞানের বীজ, এই কথার অর্থ আমার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

বক্তা। যোগিগণ নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা পদার্থ সমূহ পরিশুদ্ধ-ভাবে (শব্দ ও জ্ঞানের অমিশ্রণরূপে) পরিজ্ঞাত হইয়া, বিকল্প করিয়া, উপদেশ দিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু। আমাকে এই কথাটি আর একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

বক্তা। এ স্থলে তোমার ইহা জানিবার ইচ্ছা কেন হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আচ্ছা, তুমি বল দেখি, নির্ব্বিতর্ক সমাধি সম্বন্ধে বেদব্যাস কি বলিয়াছেন, তোমার এখন তাহা জানিবার ইচ্ছা কেন হইল?

জিজ্ঞাসু। বেদে দেখিয়াছি, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ ঋষিদিগের মুখেও বহুশঃ শ্রবণ করিয়াছি, ঋষি না হইলে, তপশ্চরণ বা যোগসাধন না করিলে, বেদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, বেদ কৃপাপূর্ব্বক যোগ্যজ্ঞানে যাঁহাকে নিজ রূপ দেখান, তিনিই বেদের স্বরূপ পূর্ণরূপে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন, বেদের কৃপা ব্যতিরেকে বেদদর্শন ও বেদ-শ্রবণ করিয়াও কোন ফললাভ হয় না ("উতত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুতত্ব

শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥” ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৮।৭১।৩)। নির্ব্বিতর্ক সমাধি হইতে শ্রুত বা আগমবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যোগীরা নির্ব্বিতর্ক সমাধি দ্বারা পদার্থ সমূহ পরিশুদ্ধভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া, বিকল্প করিয়া উপদেশ দেন, বেদ ও বেদজ্ঞ ঋষিদিগের মুখে বেদের স্বরূপ ও যথাযথভাবে বেদার্থ পরিজ্ঞানের উপায় সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণানন্তর ভগবান্ বেদ-ব্যাসের প্রাগুক্ত বচন সমূহের আশয় বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

বক্তা। নির্ব্বিতর্ক সমাধিজ বিশুদ্ধ জ্ঞান বেদেরই অবস্থাবিশেষ। বেদ যাঁহাকে কৃপা করিয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন, তিনিই বেদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান, ঋষি বা তপস্বী না হইলে বেদের প্রকৃত রূপের উপলব্ধি হয় না ইত্যাদি উপদেশ-গর্ভেই ভগবান্ বেদব্যাসের প্রাগুক্ত বচনসমূহ যে বিদ্যমান্ আছে, নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, তাহা বুঝিতে পারিবে। পতঞ্জলি দেব চিত্তের নিরোধব্য বৃত্তিসমূহের উল্লেখ করিবার সময়ে বিকল্পবৃত্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তু না থাকিলেও ‘নরশৃঙ্গ’, ‘আকাশকুসুম’, ‘পুরুষের চৈতন্য’ ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ করিলে, সকলেরই শব্দজ্ঞান-মাহাত্ম্য-নিবন্ধন অবাস্তব পদার্থ বিষয়ক অথচ ব্যবহার্য্য একপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। পতঞ্জলিদেব ইহাকে ‘বিকল্প’ বৃত্তি বলিয়াছেন। ব্যবহারকালে বহুস্থলে বিকল্প-বৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। ‘অনন্ত’ শব্দের অর্থ হইতেছে, যাঁহার অন্ত নাই। ‘অনন্ত’ শব্দের আমরা বহুশঃ ব্যবহার করিয়া থাকি, বলা বাহুল্য, ‘অনন্ত’ শব্দ উচ্চারণ করিলে, একপ্রকার অর্থের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার অন্ত নাই, ‘অনন্ত’ শব্দের এই বাস্তব অর্থের কি, আমাদের পরিচ্ছিন্ন মনে ধারণা হইতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না। অতএব ‘অনন্ত’ একটী বৈকল্পিক পদ। যোগিগণ যখন সমাধি দ্বারা আন্তর ও বাহ্য পদার্থের যথাভূত জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা বিকল্পনামক চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করেন। অতএব ইহা সুখবোধ্য যে, সমাধি বিনা বিশুদ্ধ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে

না। নির্ব্বিতর্ক সমাধি কাহাকে বলে, এবং ইহাকে কেন পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠসাক্ষাৎকার) বলা হইয়াছে, তাহা আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এ স্থলে ইহা শুনিয়া রাখ, পতঞ্জলি দেব ও ভাষ্যকার বেদের কথাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ চিন্তা করিলে, তোমার সকল সংশয় বিদূরিত হইবে। বেদকে কেন শ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিবে। সমাধি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যে প্রজ্ঞা জন্মে, তাহাকে পতঞ্জলিদেব 'ঋতম্ভরা' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'ঋত' শব্দের অর্থ সত্য; যে প্রজ্ঞা (জ্ঞান) ঋত বা সত্যকেই ধারণ করে, যাহাতে মিথ্যার লেশ থাকে না, তাহার নাম 'ঋতম্ভরা'। কেবল শ্রবণ ও মনন দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয় না; নির্ব্বিতর্ক সমাধিই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উৎপাদক। তত্ত্বদর্শী ঋষিরাও যখন অন্যকে উপদেশ করেন, তখন তাঁহারাও বৈকল্পিক পদ প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। রামায়ণ বেদ কি না, এবং রামচন্দ্র পর-ব্রহ্ম কি না, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ উপায়েরই আশ্রয় লইতে হইবে, স্ব তর্কের অনুধাবন দ্বারা কখনও যথার্থ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে কি? এখন বল দেখি, রামায়ণের বেদত্ব সপ্রমাণ হইলে, এবং শ্রীরামচন্দ্র পরব্রহ্ম ইহা উপপন্ন হইলে, তোমার কি লাভ হইবে?

জিজ্ঞাসু। রামায়ণকে বেদ বলিয়া জানিতে পারিলে, সত্য জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মানুষের যে লাভ হইয়া থাকে, সেই লাভ হইবে। শ্রীরাম-চন্দ্র পরব্রহ্ম এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ সাধিত হইবে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের সিদ্ধি হইবে।

বক্তা। তোমার ইহাই বিশ্বাস?

জিজ্ঞাসু। আমার বোধ হয়, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বক্তা। বেদ যাঁহাকে যোগ্যজ্ঞানে নিজরূপ দেখান, তিনিই বেদের স্বরূপদর্শনে সমর্থ হন। শ্রীরামচন্দ্রই বস্তুতঃ বেদস্বরূপ, অত-

এব আমার মনে হইতেছে, বেদাত্মা শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে অচিরে তাঁহার স্বরূপ দেখাইবেন।

ব্রহ্ম বা বেদ ও সীতারাম এক পদার্থ; যাহাতে সীতারাম চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সীতারামের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা 'বেদ'। অগস্ত্য ঋষি এই জন্য বলিয়াছেন, বেদই বাল্মীকি মুনি কর্ত্তৃক রামায়ণ-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রামায়ণ বেদের বিস্তারিত রুচির (মনোহর) রূপ। *

জিজ্ঞাসু। রামায়ণ কি বাল্মীকি-প্রণীত?

বক্তা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে উপলব্ধি হইবে, বাল্মীকি রামায়ণের আত্মপ্রসূতি নহেন; নারায়ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, এবং ব্রহ্মার সকাশ হইতে বাল্মীকি উহা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার সকাশ হইতে প্রাপ্ত রামায়ণকে বাল্মীকি রুচির রূপে শ্লোকবদ্ধ করিয়াছেন, বেদার্থের সারসম্মতরূপে বিস্তারিত করিয়াছেন। মহাভারতের রামায়ণই বীজ, উভয়েরই অনায়াসে বেদার্থের জ্ঞান হেতু আবির্ভাব হইয়াছে। কাল ও আকাশ-স্বরূপ, সুখদুঃখবর্জ্জিত, সর্ব্বেশান, সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা কমলাপতি, স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাক্ষসবধচ্ছলে, মানুষরূপ ধরিয়া পৃথিবীতে লীলা করিয়াছেন, বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, রামায়ণে পরব্রহ্ম স্বরূপ, সীতানাথের লীলা বা চেষ্টিতই বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণ বস্তুতঃ পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্ত্তি ("শ্রীরামস্য পরা মূর্ত্তিঃ কাব্যং রামায়ণং তব।"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। আনন্দ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, অষ্টাদশ মহাপুরাণের রামায়ণই প্রসূতি, পুরাণ (পুরাতন) রামায়ণ

* "বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্রামায়ণাত্মনা
তস্মাদ্রামায়ণং দেবি বেদ এব ন সংশয়ঃ"—অগস্ত্য-সংহিতা।
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও এই কথা আছে।

হইতে বেদব্যাস কর্ত্তৃক খণ্ডিত হওয়ায় জগতীতলে পুরাণের 'পুরাণ' এই নাম হইয়াছে। *

জিজ্ঞাসু। রামায়ণ মহাভারতের বীজ, এই কথা কোথায় আছে ?

বক্তা। তুমি আমার এই কথা শুনিয়া যেন একটু বিস্মিত হইলে, ইহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু। মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী, রামায়ণ মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছে, ইদানীং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের মধ্যে এইরূপ মতের আবির্ভাব হইয়াছে। আমি এই নিমিত্ত আপনার কথা শুনিয়া একটু সমুৎসুক হইযাছি।

বক্তা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামায়ণ যে মহাভারতের বীজ তাহা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। পুরাণ ও উপপুরাণের কথাতে কি এ কালের শিক্ষিত লোক কর্ণপাত করিবেন ?

জিজ্ঞাসু। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, কোন না কোন দেশে, কোন না কোন কালে, সত্যের আদর হইবেই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামায়ণের ইতিহাস সম্বন্ধে আর কি কথা আছে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামায়ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিশ্বাসীর শ্রোতব্য বহু অশ্রুতপূর্ব্ব কথা আছে, আমি সময়ান্তরে তোমাকে সেই সকল কথা বলিব, আপাততঃ যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের বেদে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (যিনি কেবল জন্মতঃ ও নামে দ্বিজ, দ্বিজোচিত কার্য্যতঃ দ্বিজ নহেন, যিনি দ্বিজোচিত গুণ ও কর্ম্ম বিহীন) দিগের ত্রয়ী বা বেদ শ্রুতিগোচর হয় না, ইহাঁদের শ্রুতি শ্রবণে অধিকার নাই।

ক্রমশঃ

---

* "মহাপুরাণান্যেতানি রামায়ণ ভবানি হি।
রামায়ণাৎ পুরাণাচ্চ ব্যাসেন খণ্ডিতানি হি
অতঃ পুরাণং নামাভূদেতেষাং জগতীতলে॥" আনন্দ রামায়ণ।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্।

নমো গণেশায় ॥

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

অবতার সন্দর্ভ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অবতার শব্দের অর্থ।

জিজ্ঞাসু। অবতার শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার দেহধারণ, জন্ম বা প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি অর্থের প্রতিপত্তি হয় কি?

বক্তা। তোমার প্রশ্নের অভিপ্রায় কি, স্পষ্ট করিয়া বল।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দ 'অব' উপসর্গপূর্ব্বক 'তৄ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'অব' উপসর্গপূর্ব্বক 'তৄ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'অবতার' শব্দ তীর্থ, পুষ্করিণ্যাদির সোপানপদ্ধতি (Staircase) ইত্যাদি অর্থের বাচক হইয়া থাকে, এবং ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'অবতার' শব্দ অবরোহণ (Descending, Descent) এই অর্থের বোধক হয়। আমার প্রশ্ন হইতেছে, 'ঈশ্বরের শরীরগ্রহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্য-ধামে আগমন' অবতার শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই প্রসিদ্ধ অর্থের প্রতীতি হয় কি না।

বক্তা। অর্থই সূক্ষ্মরূপে শব্দাধিষ্ঠিত, সকল অর্থই শব্দ দ্বারা নিরূপ্যমাণ হইয়া ব্যবহারপথে অবতরণ করে, যে কোন অর্থ হউক্, তাহা ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থেরই পৃথক্ পৃথক্ অবভাস (Different

manifestation), বুদ্ধি-প্রকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। * এক একটী সাধু শব্দের ব্যুৎপত্তি এক একরূপ সত্যের প্রকাশিকা, নিখিল জ্ঞান যে, সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে বেদপ্রসূত, সাধু শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, দর্শনশাস্ত্র বহু বাক্য দ্বারা ইহার (আত্মার) স্বরূপ সম্বন্ধে তদতিরিক্ত কিছু জানাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, দর্শনশাস্ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'অবতার' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে জন্ম প্রাদুর্ভাব, ঈশ্বর বা দেবতাগণের শরীর ধারণ, অসাধারণ পুরুষগণের পৃথিবীতে আগমন ইত্যাদি অর্থের প্রতিপত্তি হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু। অসাধারণ পুরুষবৃন্দের পৃথিবীতে আগমন বুঝাইতে অবতার শব্দের প্রয়োগ, বোধ হয়, বিরল।

বক্তা। বিরল হইলেও, উক্ত অর্থ বুঝাইতে 'অবতার' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রঘুবংশে, কথাসরিৎসাগরে, ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিত নাটকে অসাধারণ পুরুষবৃন্দের পৃথিবীতে আগমন বুঝাইতে (প্রশংসার্থ) অবতার পদের প্রয়োগ দেখিতে পাইবে। * শ্রীমান্ সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্যে ঋগ্বেদের

"শব্দেষ্বেবাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।
যন্নেত্র প্রতিভাত্মায়ং ভেদরূপঃ প্রতীয়তে॥"
বাক্যপদীয়।

"সর্ব্বা অপ্যর্থজাতয়ঃ স্বস্বরূপেণ শব্দাধিষ্ঠানাঃ।"
বাক্যপদীয় টীকা।

* "নরেন্দ্রমূলাযতনাদনন্তরং তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজসংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্॥ রঘুবংশ, ৩।৩৬

অতঃ স শপ্তো মুনিভিরবতীর্ণ ইহাধুনা। সা চাবতীর্ণা দেবীহ তস্যৈব মুনিকন্যকা॥
ইত্থমস্যাবতারোঽয়ং নৃপতিঃ সাতবাহনঃ। দৃষ্টে ত্বয্যখিলা বিদ্যা প্রাপ্সত্যেব ত্বদিচ্ছয়া॥
কথাসরিৎসাগর, ৭ম তরঙ্গ।

কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারঃ শ্লাঘ্যো ন যস্য ভগবান্ ভৃগুনন্দনোঽপি।
পর্য্যাপ্তসপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি পুণ্যানি তাতচরিতানি চ যো ন বেদ॥
উত্তররামচরিত ৫ম অঙ্ক।

প্রথম মণ্ডলের দ্রষ্টা শতর্চিসংজ্ঞক ঋষিগণকে প্রাণের অবতারভূত বলিয়াছেন (‘যস্মাদয়ং প্রাণঃ তং মনুষ্যদেহং বর্ষশতমর্চিতবান্। তস্মাৎ তথৈব ব্যুৎপত্ত্যা প্রাণস্যাবতারভূতাঃ প্রথমমণ্ডলদ্রষ্টারো মুনয়ঃ শতর্চি-সংজ্ঞকাঃ সম্পন্নাঃ।” —ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)।

জিজ্ঞাসু। অবতার শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার জন্ম, প্রাদুর্ভাব, ঈশ্বরের শরীর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থের প্রতিপত্তি কিরূপে হয়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা। কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে আগমনকে অবতরণ বা অবরোহণ বলা হয়। সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তিই, প্রাদুর্ভাব, জন্ম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। অবিদ্যমানের (যাহা সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান নাই, যাহা অসৎ তাহার) কখনও জন্ম হয় না, অতএব যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে।

জিজ্ঞাসু। এই মত কি সর্ব্ববাদীসম্মত? সৎকার্য্যবাদি সাংখ্য-পাতঞ্জলের অভিমত হইলেও, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শন এ সিদ্ধান্ত অঙ্গী-কার করিবেন না; ন্যায় ও বৈষয়িকদর্শন অসৎকার্য্যবাদী।

বক্তা। ঋষিগণের মধ্যে বাস্তবিক মতভেদ নাই, ঋষিরা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তন্মধ্যে কোন উপদেশই তাঁহাদের স্বকপোল কল্পিত নহে, ঋষিবৃন্দের নিখিল জ্ঞানই বেদমূলক, সনাতন বেদের উপদেশই ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী বেদপ্রাণ ঋষিদিগের মতভেদ অতত্ত্বদর্শী পুরুষদিগকে অধিকারানুসারে বুঝাইবার নিমিত্ত, ইহাঁদের মতভেদ ও সাধারণ পুরুষবৃন্দের মতভেদ সমানকারণ প্রসূত নহে, সাধারণ পুরুষদিগের মতভেদ তত্ত্বদর্শনের অভাব নিবন্ধন, ঋষি-দিগের মত আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও, কোন ঋষিই তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী নহেন। অসৎকার্য্য-বাদ ও সৎকার্য্যবাদ উভয়ই বেদমূলক।

জিজ্ঞাসু। মহর্ষি গোতম ও কণাদ সাংখ্য-পাতঞ্জলের সৎকার্য্য-

বাদের যে ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে কোন ঋষিই তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী নহেন, সহসা ইহা বোধ হয় না।

বক্তা। ঋষিরা তাৎপর্য্যতঃ পরস্পর-বিরুদ্ধমতালম্বী নহেন, এই সত্য যদি সকলের সহসা অনুভব করা সম্ভব হইত, তাহাহইলে ঋষি-দিগের অধিকারানুসারে তত্ত্বোপদেশের কোনই প্রয়োজন থাকিত না, তাহাহইলে ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ অনর্থক মনে করিতেন। অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ এই দ্বিবিধ বাদের প্রাদুর্ভাব কেন হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু। সৎকার্য্যবাদী যেরূপ যুক্তি দ্বারা সৎকার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, এবং অসৎকার্য্যবাদী অসৎকার্য্যবাদের স্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা মনে আছে, কিন্তু অসৎ-কার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ এই দ্বিবিধ বাদের প্রাদুর্ভাব কেন হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বক্তা। তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে কি?

জিজ্ঞাসু। ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই।

বক্তা। আপাততঃ এ সম্বন্ধে বিশেষতঃ কিছু বলা হইবে না, প্রয়ো-জন বোধ হইলে, ভবিষ্যতে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। অসৎ যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই, তাহার জন্ম বা প্রাদুর্ভাব হয় না, অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারেন না। সৎকার্য্যবাদীর সিদ্ধান্ত, কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে, কার্য্যের অনাগত অব-স্থাই শক্তি পদার্থ; যাহাতে যেরূপ কার্য্যোৎপাদনের শক্তি নাই, তাহা হইতে তদ্রূপ কার্য্য উৎপন্ন হয় না। অবতার শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে যাইলেই সৎকার্য্যবাদের রূপ নয়নে পতিত হইবে, আমি এই নিমিত্ত ইদানীং সৎকার্য্যবাদের স্মরণ করিয়াছি।

জিজ্ঞাসু। কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে আগমনকে অবতরণ বা অবরোহণ বলা হয়; অবতার শব্দও যে কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে আগমন এই অর্থের বাচক তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু অবতার শব্দের

অর্থ চিন্তা করিতে যাইলেই সৎকার্য্যবাদের রূপ নয়নে পতিত হইবে কেন, তাহা এখনও ভাল বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা। যাহা উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, তাহারই নিম্নস্থানে আগমন সম্ভব, যাহা উচ্চ স্থানে অবস্থান করে না, তাহা নিম্নস্থানে আসিবে কিরূপে? অবিদ্যমানের জন্ম হয় না।

জিজ্ঞাসু। জন্ম বা প্রাদুর্ভাব কি উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগমন সর্ব্বত্র এই অর্থের বোধক হইয়া থাকে? উচ্চ স্থান বলিতে কি বুঝিতে হইবে? ভগবানের শরীর গ্রহণ, দেবতাদিগের বিগ্রহ-ধারণ, মনুষ্য বা ইতর জীবগণের জন্ম ইত্যাদি কি নির্ব্বিশেষে উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগমন বা অবতরণ এই অর্থের বাচক?

বক্তা। জন্ম সর্ব্বত্র উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আগমন এই অর্থের বোধক হয় কিনা, তাহা জানিতে হইলে, জন্ম এবং উচ্চ ও নিম্ন এই তিনটী পদের অর্থ কি, অগ্রে তাহা চিন্তা করিতে হইবে। জন্ম বা প্রাদুর্ভাবে সূক্ষ্ম (অব্যক্ত) অবস্থা হইতে ব্যক্ত (স্থূল—ইন্দ্রিয়গম্য) অবস্থা প্রাপ্তি এই অর্থ বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবিদ্যমানের জন্ম হয় না; অতএব সূক্ষ্মভাবে বিদ্যামানের স্থূল অবস্থায় অবতরণই (Descent) জন্মপদ-বোধ্য অর্থ।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে যাইলেই সৎকার্য্য-বাদের (যাহা সূক্ষ্ম বা শক্তিরূপে বিদ্যমান, তাহাই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, অবিদ্যমানের জন্ম হয় না, যে বাদের ইহাই সিদ্ধান্ত) রূপ নয়নে পতিত হয়" আপনার এই কথার অভিপ্রায় এখন একটু বুঝিতে পারিতেছি। 'উচ্চ' ও 'নিম্ন' এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিলে; জন্ম সর্ব্বত্র উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আগমন বা অবতরণ এই অর্থের বাচক হয় কি না, তাহা স্থির হইবে।

বক্তা। ঊর্দ্ধ, উচ্চ এবং অধঃ, নিম্ন বা নীচ এই সকল শব্দের বহুশঃ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহারা প্রসিদ্ধ শব্দ, অতএব বলা বাহুল্য, ইহাদের অর্থ তোমার জানা আছে।

জিজ্ঞাসু। ঊর্দ্ধাদি শব্দসমূহ সাধারণতঃ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা জানা থাকিলেও, আমার বিশ্বাস, ইহাদের অর্থের তত্ত্বানুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ বা উচ্চ ও নীচ ইহারা আপেক্ষিক (Relative) শব্দ, ঊর্দ্ধ বা উচ্চের জ্ঞান, অধঃ বা নীচের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। ঊর্দ্ধের জ্ঞান না থাকিলে অধঃ বা নীচের জ্ঞান হয না।

বক্তা। ঊর্দ্ধ বা উচ্চের জ্ঞান যে তোমার আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বল দেখি, ঊর্দ্ধ বা উচ্চ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তাহার স্বরূপ কি, ঊর্দ্ধ বা উচ্চ এই শব্দদ্বয়ের তুমি কোন্ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাক ?

জিজ্ঞাসু। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন মনে হয়, ইহারা ঊর্দ্ধে অবস্থিত ; পর্ব্বত, বৃক্ষাদিকে যখন দেখি, তখন উহারা যে ঊর্দ্ধদেশগত— উহারা যে উচ্চ তাহা বুঝিয়া থাকি, পদ ও মস্তক এই উভয় অঙ্গের দিকে যখন তাকাই তখন মস্তককে ঊর্দ্ধ বা উচ্চাঙ্গ বলিয়া অবধারণ করি ; ঊর্দ্ধশব্দ যে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, মূল ইত্যাদি অর্থে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জানি। যে দিক্ হইতে কোন কিছু পতিত হয় তাহাকে ঊর্দ্ধ দিক্ এবং যেখানে পতিত হয় তাহাকে অধোদিক্ বলা হইয়া থাকে।

বক্তা। ঊর্দ্ধ বা উচ্চ শব্দের যে যে অর্থে প্রয়োগ হয়, তাহা বলিলে, এখন ঊর্দ্ধ বা উচ্চ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়া থাক, তাহার স্বরূপ চিন্তা কর।

জিজ্ঞাসু। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতিকে ঊর্দ্ধস্থিত বলিয়া বুঝি, তাহার কারণ, আমরা যে আধারে অবস্থান করিতেছি, সেই পৃথিবী সূর্য্যাদির অপেক্ষায়, আমাদের বোধ হয় অধোদিকে অবস্থিত, পৃথিবীর অপেক্ষায় সূর্য্যাদিকে আমরা ঊর্দ্ধস্থিত বলিয়া থাকি।

বক্তা। পৃথিবী যে অধোদিকে অবস্থিত, তাহা কেন মনে হয় ?

ক্রমশঃ

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্

বালকাণ্ডম্।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

বালকাণ্ডম্।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

মহাদেব—

অযোধ্যায় উপনীত একদা কৌশিক অগ্নিকল্প মুনি।
দেখিবারে রামে, পরমাত্মা জাত, আপন মায়ায় জানি ॥ ১
মুনিরে দেখিয়া রাজা দশরথ সভা হতে দ্রুত উঠি।
বশিষ্ঠে লইয়া, অভ্যর্থনা তাঁর, করিলেন যথাবিধি ॥ ২
কৃতাঞ্জলি ভক্তিনম্র, রাজা দশরথ বলেন তখনে।
হতেছি কৃতার্থ, হে মুনীন্দ্র আমি, আপনার আগমনে ॥ ৩
তব হেন জন, যে গৃহে গমন, সম্পদ আইসে তথা।
যে কারণে প্রভু আগমন হেথা বল সত্য করি তাহা ॥ ৪
মহামতি বিশ্বামিত্র, প্রসন্ন তা শুনি, করেন উত্তর।
পর্ব্বকাল পেয়ে, পিতৃদেবোদ্দেশে, যজ্ঞারম্ভ করি পর ॥ ৫
সে কালে রাক্ষসে, বিঘ্ন আচরয়, দেখিলাম বারে বারে।
মারীচ সুবাহু, আরও অনুচর, যজ্ঞপশু আসি করে ॥ ৬

সংস্কৃত টীকা।

১। অথ রামং নেতুং বিশ্বামিত্রাগমনমাহ। কদাচিদিতি। রামং স্বমায়য়া জাতং জ্ঞাত্বা তং দ্রষ্টুমভ্যাগাদিত্যন্বয়ঃ।

২। অচিরেণ শীঘ্রং দর্শনাব্যবহিতোত্তরকালে প্রত্যুত্থায় বশিষ্ঠেন সমাগম্য সহিতো ভূত্বেতি যাবৎ। পূজনে মুনিঃ কর্ম্ম।

৩। নম্রশরীরত্বেন নম্রধীত্বানুমানম্। ত্বদাগমনরূপাৎ কারণাদিত্যর্থঃ।

৪। তত্রৈব তদ্গৃহ এব ভবদাদ্যাগমস্য সকলসম্পৎ-প্রতিবন্ধক-দুরিতনাশকত্বাদিতি ভাবঃ। তৎকরোমীতি সত্যং ব্রবীমীতি শেষঃ।

৫। দৃষ্ট্বা পর্ব্বপ্রাপ্তিং জ্ঞাত্বা সুরাদীন্ যষ্টুম্।

৬। যদা রেভে তদেত্যন্বয়ঃ।

বালকাণ্ডম্।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

কদাচিৎ কৌশিকোঽভ্যাগাদযোধ্যাং জ্বলনপ্রভঃ।
দ্রষ্টুং রামং পরাত্মানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া ॥ ১
দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা প্রত্যুত্থায়াচিরেণ তু।
বশিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২
অভিবাদ্য মুনিং রাজা প্রাঞ্জলির্ভক্তিনম্রধীঃ।
কৃতার্থোঽস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ৩
ত্বদ্বিধা যদ্গৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ।
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং ব্রূহি সত্যং করোমি তৎ ॥ ৪
বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রীতঃ প্রত্যুবাচ মহামতিঃ।
অহং পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে দৃষ্ট্বা যষ্টুং সুরান্ পিতৄন্ ॥ ৫
যদা রেভে তদা দৈত্যা বিঘ্নং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ পরে চানুচরাস্তয়োঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ।

১। অতঃপর কোন সময়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি, পরমাত্মা আপন মায়ায় শ্রীরামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিলেন।

২।৩। রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র মুনিকে দর্শন করিয়া অতিশীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং ভগবান্ বশিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া, বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া মুনিকে করযোড়ে অভিবাদন করিলেন এবং অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন--মুনীশ্বর! আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইতেছি।

৪। কারণ আপনার মত পুরুষ যে গৃহে আগমন করেন, সেখানে সমস্ত সম্পদ্ আগমন করে। যে প্রয়োজনে আপনার এখানে আগমন হইয়াছে তাহা বলুন, আমি তাহা সত্য করিব।

৫।৬। মহামতি বিশ্বামিত্র তখন প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর

এই সে কারণে, দৈত্য বিনাশিতে, যদি লক্ষ্মণের সনে।
জ্যেষ্ঠে রামে দাও, তাহলে সবার, অতি শুভ গণি মনে॥ ৭
বশিষ্ঠের সহ, করিয়া মন্ত্রণা, দাও যদি রুচি হয়।
চিন্তাযুক্ত রাজা, প্রার্থনা শুনিয়া, গুরুরে একান্তে কয়॥ ৮
হে গুরো, কি করি, রামে দিতে মন, কিছুতে উৎসাহী নয়।
বহু বর্ষ অন্তে, অতি কষ্টে গুরো! পেয়েছি চারি তনয়॥ ৯
দেবতুল্য সবে, সবার উপরে, শ্রীরাম বল্লভ মম।
রাম গেলে হায়! জীবন আমার, না বহিবে কদাচন॥ ১০
প্রত্যাখ্যানে মুনি, অভিশাপ দিবে, নাহিক সংশয়।
কি উপায়ে গুরো, মম শ্রেয় হয়, অসত্য না পরশয়॥ ১১

বশিষ্ঠ—

শুন রাজা! গুহ্য কথা, সাবধানে রাখিও গোপন।
মানুষ নহেন রাম, জাত পরমাত্মা, প্রভু সনাতন॥ ১২
ভূভার হরণ তরে, ব্রহ্মার প্রার্থনা, করিতে পূরণ।
সেই প্রভু আসি, তোমাদের গৃহে, লয়েন জনম॥ ১৩

৭। তবেতি তদৈব তব শ্রেয় ইত্যর্থঃ।

৮।৯ পপ্রচ্ছেত্যস্য বিশ্বামিত্রবচোনন্তরমিত্যাদিঃ।

১০। ইতঃ মৎসন্নিধানাৎ।

১১। প্রত্যাখ্যাতো যদীতি। ভবিষ্যতীতিশেষঃ। শ্রেয়ো রামবিয়োগকৃত মরণাভাবরূপম্। অসত্যং মুনিপ্রত্যাখ্যানজং পাপং তন্মূলং শাপং চ।

১২। ১৩। শৃণ্বিতি। রামঃ পূর্ব্বমপি মানুষ এবেদানীং পুনর্বপি মানুষো জাত ইতি ন কিন্তু সনাতনো নির্ব্বিকারত্বাৎ সদৈকরূপো যঃ পরমাত্মা স এব ব্রহ্মণা পুরা প্রার্থিতঃ সন্ তব ভবনে জাত ইত্যন্বয়ঃ।

অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৭
বশিষ্ঠেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে।
প্রপচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ ॥ ৮
কিং করোমি গুরোরামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ।
বহুবর্ষ-সহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সুতাঃ ॥ ৯
চত্বারোমরতুল্যাস্তে তেষাং রামোহতিবল্লভঃ।
রামস্ত্বিতো গচ্ছতি চেৎ ন জীবামি কথঞ্চন ॥ ১০
প্রত্যাখ্যাতো যদি মুনিঃ শাপং দাস্যত্যসংশয়ঃ।
কথং শ্রেয়ো ভবেন্মহ্যমসত্যঞ্চাপি ন স্পৃশেৎ ॥ ১১

বশিষ্ঠ উবাচ—

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১২
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।
স এব জাতো ভবনে কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥ ১৩

করিলেন—রাজন্! যখন পূর্ণমাসী বা অমাবস্যা প্রভৃতি পর্ব্ব প্রাপ্ত হইয়া আমি দেবতা ও পিতৃলোক উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করি, তখন দৈত্যগণ আমার যজ্ঞে নিত্য বিঘ্ন উৎপাদন করে। মারীচ সুবাহু এবং তাহাদের অনুচর রাক্ষসগণ যজ্ঞশালে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া এবং রুধির মাংসাদি নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেয়।

৭। অতএব তাহাদের বিনাশার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে দাও—ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

৮। তুমি আপন গুরু বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া যদি রুচিকর বোধ কর তবে প্রদান কর। রাজা অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হইলেন এবং একান্তে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

৯। গুরো! আমি এখন কি করি! রামকে দিতে আমার মন

ব্রহ্ম পৌত্র প্রজাপতি, কশ্যপ আছিলে, পূর্ব্ব জন্মে তুমি।
পূর্ব্ব জন্মে ছিল, কৌশল্যা অদিতি, দেবমাতা যশস্বিনী ॥ ১৪
উগ্র তপস্যায়, তোমরা উভয়ে, বহু বর্ষ কাটাইলে।
বিষ্ণুপূজা ধ্যানে, আছিলে তৎপর, গ্রাম্যসুখ বিসর্জ্জিলে ॥ ১৫
ভকতবৎসল, বরদাতা বিভু, প্রসন্ন হইয়া তায়।
আসিলেন বর দিতে, "পুত্র হও" বলি জানালে তাঁহায় ॥ ১৬
তথাস্তু বলিয়া, সেই প্রভু তব, অভিলাষ পুরাইল।
রামরূপে এবে, সেই প্রভু আসি, তব গৃহে জনমিল ॥ ১৭
শেষ নাগ রাজা, তৃতীয় কুমার, সদা রামপরায়ণ।
শঙ্খ চক্র রাজা, সুন্দর মূরতি, এ ভরত শত্রুঘন ॥ ১৮
স্বয়ং যোগমায়া, সীতানামে জাত, জনকদুলারী।
সীতা রামে মিলাইতে, বিশ্বামিত্র ঋষি, করিছেন এ চাতুরী ॥ ১৯
এ রহস্য রাজা, যথায় তথায়, প্রকাশের কথা নয়।
এই হেতু তুমি, প্রীতিপূর্ণ মনে, কৌশিকে করি পূজন।
লক্ষ্মণের সহ, রামরঘুনাথে, কর আজ সমর্পণ ॥ ২০
বিস্মিত হইয়া, রাজা দশরথ, চাহেন শ্রীগুরুপানে।
ভরিত অন্তরে, আপনারে আজ, কৃতকৃত্য করি মানে ॥ ২১

১৪। ভগবদবতার-যোগ্যতামাহ। ত্বং স্থিতি। ভবন্তৌ তে পাগে তপঃ কৃতবন্তৌ

১৫।১৬ অগ্রাম্যবিষয়ৌ গ্রাম্যবিষয়ানাসক্তৌ (গ্রাম্যবিষয়শ্চ মৈথুনাদি) তেন ব্রহ্মচর্য্যসূচিতম্।

১৭। শেষো লক্ষ্মণঃ। শেষাংশো লক্ষ্মণ ইত্যর্থঃ।

১৮।১৯।২০ শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ সম্বন্ধিনৌ চক্রগরুড়াবিতি শেষঃ। তৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ জাতাবিত্যর্থঃ।

২১। প্রমুদিতান্তরঃ হৃষ্টচিত্তঃ।

ত্বং তু প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং কশ্যপো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কৌশল্যা চাদিতির্দেব মাতা পূর্ব্বং যশস্বিনী ॥ ১৪
ভবন্তৌ তপ উগ্রং বৈ তেপাথে বহুবৎসরম্।
অগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষ্ণু পূজাধ্যানৈক তৎপরৌ ॥ ১৫
তদা প্রসন্নো ভগবান্ বরদো ভক্তবৎসলঃ।
বৃণীষ্ববরমিত্যুক্তে ত্বং মে পুত্রো ভবামল ॥ ১৬
ইতি ত্বয়া যাচিতোঽসৌ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তথেত্যুক্তাঽদ্যপুত্রস্তে জাতো রামঃ স এব হি ॥ ১৭
শেষস্তু লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবান্বপদ্যত
জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রগদাভৃতঃ ॥ ১৮
যোগমায়াঽপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ ॥ ১৯
এতদ্‌গুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কদাচন।
অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাঽথ কৌশিকম্।
প্রেষয়স্ব রমানাথং রাঘবং সহ লক্ষ্মণম্ ॥ ২০
বশিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু রাজা দশরথস্তদা।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে প্রমুদিতান্তরঃ ॥ ২১

কিছুতেই উৎসাহী হইতেছে না। বহু সহস্র বৎসরের পর অতিকষ্টে আমি চারিটি পুত্র লাভ করিয়াছি।

১০। যদিও আমার চারিপুত্রই দেবতাতুল্য তথাপি তাহাদের মধ্যে রাম আমার অতি বল্লভ, অত্যন্ত প্রিয়। যদি রাম এখান হইতে যায়, তবে কখনই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

১১। আর যদি মুনিকে প্রত্যাখ্যান করি তবে মুনি নিশ্চয়ই শাপ দিবেন। এক্ষেত্রে কি করিলে আমার শ্রেয় হয় এবং অসত্যও আমাকে স্পর্শ না করে তাহার উপায় বলুন।

১২। তখন বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন—রাজন্ শ্রবণ কর। ইহা দেবগুহ্য অতি যত্নে গোপনীয়। রাম যে তোমার পুত্র তাঁহাকে মনুষ্য মনে করিও না॥ ইনি সনাতন পরমাত্মা।

রাম লক্ষ্মণেরে, বৃদ্ধ রাজা তবে, ডাকিয়া সাদরে।
মস্তক আঘ্রাণ, করি আলিঙ্গন, দেন কৌশিকের করে॥ ২২
দীপ্ততেজা ঋষি, অতি হৃষ্ট এবে, আদি এই সমাগমে।
আশীর্ব্বাদ করি, করেন অর্চ্চনা, শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মণে॥ ২৩
চাপ তূণীর বাঁধি, বাণ খড়গ ধরি, চলেন দুজনে।
কতদূর আসি, ডাকি মুনি রামে, ভক্তি-হৃষ্ট মনে॥ ২৪
বলা অতি বলা, দেবতা নির্ম্মিত, দুই বিদ্যা করে দান।
যে অস্ত্র গ্রহণে, ক্ষুৎক্ষাম আদি, নাহি করে আক্রমণ॥ ২৫
অতঃপর গঙ্গা, পার হয়ে সবে, আসিল তাড়কা বনে।
বিশ্বামিত্র তবে, সত্যপরাক্রম, কহেন শ্রীরঘুরামে॥ ২৬

২২। মূর্দ্ধ্যব্যঘ্রায়েতি। প্রজাপতেস্ত্বাং হিংকারেণাবজিঘ্রামি সহস্রায়ুষোঽসৌ জীবশরদঃ শতম্। ইত্যবঘ্রাণমন্ত্রলিঙ্গেন তস্য পুত্রাদ্যায়ুর্বৃদ্ধিকরত্বাৎ তৎকরণমিতি বোধ্যম্।

২৩। আগতৌ সমীপং প্রাপ্তৌ রামলক্ষ্মণৌ।

২৪। গৃহীত্বা যযৌ জগামেত্যর্থঃ।

২৫। ২৬ বলামিতি। বলাবিদ্যা শরীর সামর্থ্যসম্পাদনদ্বারেষ্টসাধিকা। বলং ধেহিতনূষুনঃ। ইতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ। অতিবলা তু সঙ্কল্পমাত্রাদিষ্টজনিকেত্যাহুঃ।

বলাঽতিবলয়ো বিরাট্পুরুষ ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। গায়ত্রীদেবতা। অকারোকারমকারা বীজাদ্যাঃ। ক্ষুধাদিনিরসনে বিনিয়োগঃ।

ক্লামিত্যাদি ষডঙ্গন্যাসঃ।

ধ্যানম্।

অমৃত করতলাঽগ্রৌ সর্ব্বসঞ্জীবনাঢ্যা-
বঘহরণ সুদক্ষৌ বেদসারে ময়ূখে।
প্রণবময় বিকারৌ ভাস্করাকারদেহৌ
সততমনুভবেঽহং তৌ বলাঽতিবলাঽন্তৌ॥

নিস্পন্দ করিতে লাগিল। পর্ব্বত যেমন শীতাতপ সহ্য করে রাক্ষসীও সেইরূপ সহ্য করিতে লাগিল।

বহুদিন যাবত রাক্ষসী তপস্যা করিতে লাগিল। শীত ও রুক্ষ বায়ু দ্বারা রাক্ষসীর কলেবর জর্জ্জরিত হইল। তাহার শরীর অতিশয় কৃশ হইল। তাহার কৃশ শরীরে ত্বক্ লম্বমান হইয়া বল্কলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বিরাড়াত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা দুর্ব্বৃত্তার তপস্যায় প্রসন্ন হইলেন। রাক্ষসী জীব হিংসার জন্য তপস্যা করিলেও তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই বলিয়া ব্রহ্মার দর্শন পাইল।

---

৬৯ সর্গঃ।

বিসূচিকা মন্ত্র কথন।

রাক্ষসী মনে মনে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিল, করিয়া ভাবিতে লাগিল কিরূপ বর গ্রহণ করিলে আমার দুঃসহ ক্ষুধার শান্তি হইবে? মনে মনে উপায় ঠিক হইল। আমি যেন আয়সী-লৌহময়ী সূচী ও অনায়সী ব্যাধিরূপিণী জীবসূচী হই। এইরূপ হইলে ঘ্রাণাকৃষ্ট সুগন্ধ যেমন জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করে সেইরূপ অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে আমি জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছানুসারে সমুদায় জগৎ জয় করিতে পারিব। ইহা হইলে আমার ক্ষুধার নিবারণ হইবে। আহা! ক্ষুধার নিবারণ হওয়াই পরম সুখ।

অন্তর্যামী কমলাসন রাক্ষসীর হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। শম দম দয়া প্রভৃতি তপস্যার ধর্ম্ম। রাক্ষসী ঐ সমস্ত গুণের বিরুদ্ধে লোক-হিংসায় অভিলাষিণী। সব জানিয়াও ব্রহ্মা বলিলেন, অয়ি রক্ষঃকুল শৈলাভ্রমালিকে পুত্রি কর্কটিকে, তুমি উঠ বর গ্রহণ কর। রাক্ষসী ঐ বরই প্রার্থনা করিল যেন আমি আয়সী ও অনায়সী দ্বিবিধ সূচিকা হই। ব্রহ্মা তখন কর্কটীকে বলিলেন—কর্কটিকে! তুমি নানা উপসর্গ সমন্বিতা

বিসূচিকা ব্যাধি হইবে। তুমি দুর্ল্লক্ষ্য সূক্ষ্ম মায়া অবলম্বনে অপরিমিত-ভোজী, দুর্দ্দেশবাসী, অশুদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণকারী,মূর্খ, দুষ্ক্রিয়ার ও অশাস্ত্রীয়-ব্যবহার-পরায়ণ জনগণকে হিংসা করিবে। তুমি বায়ুর পরমাণু মত হইয়া জীবের প্রাণবায়ু শ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বনে জনগণের অপান দেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিবে, এবং তাহাদের প্লীহা যকৃৎ ও বস্তিশিরাদির পাড়া উৎপাদন কবিয়া জীবহিংসা করিবে। তুমি সকলকেই আক্রমণ করিতে পাইবে। কিন্তু আচার যুক্ত মনুষ্য যে মন্ত্রে তোমার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবে সেই মন্ত্রও বলিয়া দিতেছি—

ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমঃ।
ওঁ নমো ভগবতি বিষ্ণুশক্তিমেনাং
ওঁ হর হর নয় নয় পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় দূরে কুরু স্বাহা হিমবন্তং গচ্ছ
জীব সঃ সঃ সঃ চন্দ্রমণ্ডলে গতোঽসি স্বাহা।

ইতি মন্ত্রী মহামন্ত্রং ন্যস্য বামকরোদরে॥১৪
মার্জ্জয়েদাতুরাকারং তেন হস্তেন সংযুতঃ।
হিমশৈলাভিমুখোন বিদ্রুতাং তাং বিচিন্তয়েৎ।
কর্কটীং কর্কশাক্রন্দাং মন্ত্রমুদ্গারমর্দ্দিতাম্॥১৫
আতুরং চিন্তয়েচ্চন্দ্রে রসায়ন হৃদিস্থিতম্।
অজরামরণং যুক্তং মুক্তং সর্ব্বাধি বিভ্রমৈঃ॥১৬
সাধকো হি শুচির্ভূত্বা স্বাচান্তঃ সুসমাহিতঃ।
ক্রমেণানেন সকলাং প্রোচ্ছিনত্তি বিসূচিকাম্॥১৭

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবীজস্বরূপা বিষ্ণুশক্তিকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবতি বিষ্ণুশক্তে! তোমার অংশ স্বরূপা এই রোগাত্মিকা বিসূচিকা-রূপিণী বিষ্ণুশক্তিকে তুমি হরণ কর হরণ কর, গ্রহণ কর গ্রহণ কর, পচাও পচাও, দধিমন্থনের মত মন্থন কর মন্থন কর, উৎসাদন কর উৎ-

সাদন কর (এই স্থান হইতে অন্য স্থানে নাও) উক্ত প্রকারে বা অন্য প্রকারে দূর কর দূর কর।

আদি বিষ্ণুশক্তিকে প্রার্থনা করিয়া পরে তদধীনা রোগশক্তিকে প্রার্থনা করা হইতেছে। হে রোগশক্তে! হবির্দ্দানাদি দ্বারা তুমি পূজ্য বলিয়া তুমি স্বাহা। হে স্বাহারূপিণি রোগশক্তে! তুমি হিমালয়ে গমন কর। রোগীকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রবিৎ তখন বলিবেন প্রাক্তন-দুষ্কর্ম্মাভিভূত তুমি, রোগে অভিভূত তুমি, মৃত্যু দ্বারা আকৃষ্ট তুমি, মন্ত্র সামর্থ্যে ও মদীয় ভাবনাপ্রভাবে অমৃত পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল প্রাপ্ত হও। শেষে যে স্বাহা শব্দ আছে তদ্দ্বারা ইহা সূচিত হইতেছে দীপ্ত অগ্নিতে যেমন ঘৃত নিক্ষেপ করা যায় সেইরূপ ভাবনা প্রভাবে রোগীকে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলে প্রক্ষেপ করা হইতেছে।

মন্ত্রবিৎ আপনার বামকরতলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লিখিয়া সংযত চিত্তে সেই হস্তের দ্বারা রোগীর গাত্র পরিমার্জ্জন করিবেন এবং দৃঢ় চিত্ত হইয়া ভাবনা করিবেন—বিসূচিকা রূপিণী কর্কটী রাক্ষসী উক্ত মন্ত্র মুদ্গরে মর্দ্দিত হইয়া রোদন করিতে করিতে হিমশৈলাভিমুখে পলায়ন করিল এবং রোগী চন্দ্রমণ্ডলস্থ অমৃতে নিক্ষিপ্ত হওযায় অজর অমর হইল্ এবং সমস্ত আধিব্যাধি হইতে মুক্ত হইল।

মন্ত্রবান্ সাধক আচমনাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা রোগরূপিণী বিসূচিকা রাক্ষসী ক্ষয় করিতে পারিবেন।

রাম। দুই প্রকার বিষ্ণুশক্তির কথা কি এখানে বলিতেছেন?

বশিষ্ঠ। দ্বিবিধা হি বিষ্ণুশক্তিরাদ্যা মায়া যদধীনা অন্যাঃ সর্ব্বাঃ শক্তয়ঃ। অপরা তু তদধীনা প্রতিবস্তু নিয়তা সাত্ত্বিকাদি ভেদভিন্না চ। তত্র তামস্যাঃ সংহারশক্তেরংশাঃ প্রাণিদুষ্কর্ম্মফলজনন্ শক্তিবিশেষা রোগাঃ। অতস্তন্নিবৃত্তয়ে আদ্যা মাযা শক্তিঃ প্রণবমাযাদি রহস্যবীজৈঃ পঞ্চভিঃ সম্বোধ্য নমস্কৃত্য প্রার্থ্যতে।

ওঁমিতি চতুর্থ্যন্তম্ নমঃ শব্দযোগাৎ। পরব্রহ্মাত্মিকায়ৈ নমঃ ইত্যর্থঃ।

ভগোমাহাত্ম্যং সর্ব্বনিয়মনবীর্য্যং বা তদ্বতি আদ্যবিষ্ণুশক্তে ত্বং দ্বিতীয়াং এনাং ত্বদংশভূতাং রোগাত্মিকাং বিষ্ণুশক্তিং ওঁকারবাচ্যে কারণস্বরূপে হর হর ভৃশমুপসংহর ইত্যাদি।

বিষ্ণুশক্তি দ্বিবিধা। (১) আদ্যাশক্তি মায়া। অন্যান্য সমস্তশক্তি ইঁহার অধীন। ইনি বরণীয়ভর্গ। অন্য শক্তিগুলিকে অবরণীয়ভর্গ বলা হয়। (২) মায়াশক্তির অধান প্রতিবস্তুকে নিয়মিত করেন যে বস্তুশক্তি। এই দ্বিতীয়া শক্তি সাত্বিকী রাজসী ও তামসী ভেদে নানা প্রকার। তামসী সংহার শক্তির অংশ যাহা তাহাই রোগরূপে প্রকাশ হয়। প্রাণিগণের দুষ্কর্ম্মের ফল উৎপাদন করে এই তামসী শক্তি। এই তামসী সংহারশক্তির উপশমের জন্য আদ্যামায়াশক্তিকে ওঁ হ্রীং হ্রাং রীং রাং এই পঞ্চ রহস্য বীজ দ্বারা সংবোধিত করিয়া নমস্কার করা হইতেছে। ওঁ নমঃ অর্থাৎ পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নমস্কার করা হইল। ভগ শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য—অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব শক্তি। হে আদ্য বিষ্ণুশক্তে! তুমি এনাং বিষ্ণুশক্তিং অর্থাৎ তোমার অংশ স্বরূপা এই রোগরূপা দ্বিতীয়া বিষ্ণুশক্তিকে ওঁকারে—সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরে উপসংহার কর ইত্যাদি।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই বলিয়া আকাশপথে গমন করিলেন। গগনবিহারী সিদ্ধগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তথায় অন্য কার্য্যের জন্য আগত পুরন্দরকে ব্রহ্মা ঐ বিসূচিকা মন্ত্র প্রদান করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক বন্দিত হইয়া নিজপুরে গমন করিলেন।

---

৭০ সর্গঃ।

সূচি ব্যবহার বর্ণন।

তপস্যা কি এক অদ্ভুত ফলপ্রদ ব্যাপার। ইহার প্রভাবে লাভ না করা যায় এরূপ বস্তু বুঝি জগতে নাই, হইতেও পারে না। ভূধরশৃঙ্গাভা সেই মহাকৃষ্ণরাক্ষসী দেখিতে দেখিতে অম্বুদ লেখার ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রথমে মেঘখণ্ডের ন্যায়, পরে বৃক্ষ-

শাখার ন্যায়, পরে পুরুষ প্রমাণ, পরে হস্ত প্রমাণ, পরে প্রাদেশ পরিমাণ, পরে অঙ্গুলি প্রমাণ, পরে মাষশিম্বী প্রমাণ হইল। তৎপরে স্থূল সূচী, পরে সূক্ষ্ম সূচীর আকার ধারণ করিল। যেমন মনঃকল্পিত পর্ব্বত শীঘ্র দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হয়, পর্ব্বতাকার কর্কটীও শীঘ্র পরমাণুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য হইয়া গেল।

রাক্ষসী তপস্যাপ্রভাবে পরবেধনকারী লৌহসূচী এবং রোগরূপা জীবসূচী হইল। সে আকাশচরী ও আকাশবাসিনী হইল এবং সে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিত কিন্তু সে গতিবিধি পুর্য্যস্টক লইয়া। মহাভূত + কর্ম্মেন্দ্রিয় + জ্ঞানেন্দ্রিয় + প্রাণ + অন্তঃকরণ + অবিদ্যা + কাম + কর্ম্ম এই সংঘাতাত্মক যাগ তাহাই পুর্য্যষ্টক।

যাঁহারা তপস্যা করিয়া দেখেন তাঁহারা ইহা বিশ্বাসও করেন। রাক্ষসীর সূচীত্বপ্রাপ্তি ব্যাপারটা কিন্তু দৃশ্যভ্রান্তি। লৌহসূচীর মত দেখা গেলেও তাহাতে লৌহের সংস্পর্শও ছিল না। রাক্ষসী সত্য সত্যই সূচী হইয়া গেল না কিন্তু সূচীবেধজনিত ক্লেশস্বরূপিণী হইল। রাক্ষসী রশ্মিরেখার ন্যায় মসৃণ হইল। বায়ু যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘপিণ্ডের কণা উড়ায় রাক্ষসী সেইরূপ আকারবতা হইল।

রাক্ষসী যখন লব্ধবরা হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতেছিল, তখন তাহার দেহের অন্তর্গত আকাশ, দেহের সূক্ষ্মতানিবন্ধন ক্রমেই যেন বাহিরে বিস্তৃত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন রাক্ষসী বরপ্রাপ্ত হইয়া আকাশ উদ্গীরণ করিতেছে। এখন সে দূরপ্রসৃত দীপশিখার ন্যায় অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সদ্যোজাত বালকের কেশের ন্যায় নিতান্ত কোমলা হইল। রাক্ষসী সূক্ষ্ম শরীর ধরিল বটে কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ ও জীবন যথাযথ স্থানে রহিল। রাক্ষসী এক্ষণে সজীব অনায়সী সূচি হইল। এখন সে বৌদ্ধ ও তার্কিকগণের বিজ্ঞানের ন্যায় জনগণের অলক্ষিত হইয়া গেল।

রাক্ষসী ভক্ষণতৃপ্তি লাভার্থ সূচী হইল বটে কিন্তু উদর না থাকায় তাহার সুবিধা হইল না। রাক্ষসী ভাবিতে লাগিল একি মূর্খতার কার্য্য

করিলাম ? আমার অনর্থ বুদ্ধি আমাকে পূর্ব্বাপর বিচার করিতে দিল না। হায়! আমি এখন বুঝিতেছি কোন বিষয়ে অতিনির্ব্বন্ধ—অত্যন্ত জিদ্ ভাল নহে। অত্যন্ত অনুরাগে দর্পণকে পুনঃ পুনঃ সম্মুখবর্ত্তী করিলে নিশ্বাসে তাহা মলিন হইয়া যায়, প্রতিবিম্ব দর্শন সুদূর পরাহত হয়। যাহারা সংসারের কোন এক বিষয়ে অতি অনুরাগী হয় তাহাদের দুর্গতি ব্যতীত সুগতি হয়ই না। জীব এক বস্তুর অত্যাস্বাদে অন্য সমস্ত সম্বিদ্ হারা হয়।

সঙ্কল্প, দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে পারিলে সমস্তই লাভ করা যায়। রাক্ষসী সঙ্কল্পের দ্বারা বিশাল দেহ ত্যাগ করিয়া সূচীত্ব প্রাপ্ত হইল।

অপি পুণ্যশরীরাণাং জাতিবন্ধো ন শাম্যতি।
তনুসূচী পিশাচীত্বং রাক্ষস্যা তপসার্জ্জিতম্ ॥৩২

রাঘব আরও আশ্চর্য্য দেখ! রাক্ষসী তপস্যা করিল। পুণ্য শরীর তাহাতে হইল। কিন্তু তপস্যা দ্বারা পূত হইলে কি হয়?—রাক্ষসী সূচীবৃত্তি চাহিল কেন? পরপীড়া হেতুই ত সূচী-শরীর প্রার্থনা! কেন এরূপ হয় জান? যে যাহাই করুক না কেন জাতিবন্ধ যাইবে কোথায়? জাতি অনুসারী বাসনা নিবন্ধ হইতেছে জাতিবন্ধ। রাক্ষস শরীরের ধর্ম্ম যাইবে কোথায়?

রাক্ষসীর স্থূলতনু শরদভ্রবৎ ত গলিত হইল আর রাক্ষসী দিগন্ত পরিভ্রমণে প্রবৃত্তা হইল। রাক্ষসী তখন বিবশাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ, বিপুলাঙ্গ জনগণের হৃদয়ে বিসূচিকা ব্যাধিরূপে প্রবেশ করতঃ স্বমনোরথসিদ্ধি করিতে লাগিল। রাক্ষসী কখন স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিত, কখন পুণ্য মন্ত্র, ঔষধ ও তপস্যাদি দ্বারা তাড়িত হইতে লাগিল। বহু বর্ষ ধরিয়া রাক্ষসী ভ্রমণ, পরায়ণা হইয়া রহিল। "দেহ দ্বয়েন গচ্ছন্তী ব্যোম্নি ভূমিতলে তথা" দুই দেহে সে আকাশে ও ভূতলে গমনাগমন করিত। ভূতলে ধূলিকণায় লুকাইয়া লুকাইয়া থাকিত, আকাশে প্রভাতে লুকাইত। জনগণের স্নায়ুতে প্রবেশ করিত। ব্যভিচার-দোষ দুষ্ট মানুষের উপস্থে, হস্তপদাদির রুক্ষ রেখায়, সূক্ষ্ম রোমকূপে, নষ্ট সৌন্দর্য্য অঙ্গ

প্রত্যঙ্গে, নষ্টকান্তি জনগণের অন্তরে, রুগ্নজনগণের নিশ্বাসে, মক্ষিকাদি কীট দুষ্ট ও রুক্ষ দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত তৃণাচ্ছাবৃত প্রদেশে, বিল্ব ও তুলসী বৃক্ষ বর্জ্জিত দেশে দুর্গন্ধ বায়ুযুক্ত হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্রে পশুনরাদির অস্থি ব্যাপ্ত স্থানে, সর্ব্বদা প্রবলরূপে বহমান বায়ুযুক্ত প্রদেশে, সাধু সজ্জন বর্জ্জিত দেশে, অপবিত্র বসন ব্যক্তিদিগের গৃহে, ব্রণরোগীর বাসস্থানে, বল্মীক মধ্যে, মরুভুমিতে, বনে, দুর্গন্ধ পল্বলে, দুর্গন্ধ জলে,বহুল নিশ্বাস-যুক্ত পান্থশালায়, ছারপোকা মশা প্রভৃতি কীট ব্যাপ্ত স্থানে রাক্ষসী সর্ব্বদা গতায়াত করিতে লাগিল। এইরূপে বহুদিন পর্য্যটন করিয়া সে পরিশ্রান্তা হইল। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে জনগণের জরাতপ্ত কলেবর বিদীর্ণ করিয়া সে সুখভোগ করিত কিন্তু তাহার তৃপ্তি ছিলনা। সত্য কথা যাহারা দুর্জ্জন তাহারা অপ্রকাশ্যেই জনগণের মর্ম্মভেদ করে— রাক্ষসীও সর্ব্বদা পরহিংসা লইয়াই থাকিত।

সমভাব মূঢ়চিত্ত জনগণ মধ্যে সে বাস করিত। শূল রোগীর দেহ বায়ুতে প্রবেশ করিয়া সে তাহাদের হৃদকণ্ঠে গমন করিয়া তাহাদিগের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করিত। পরহিংসা দ্বারা রাক্ষসীর কোন প্রকার স্বার্থ সাধন না হইলেও সে নিরর্থক পরপ্রাণ নাশ করতঃ স্বীয় আত্মাকে ক্রূরতা দোষে দূষিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। যাহারা নীচাশয়, কলহ তাহাদের উৎসব অপেক্ষা সুখপ্রদ।

উৎসবাদপি নীচানাং কলহোপি সুখায়তে ॥ ১৬

অভিমান নিতান্ত দুরুচ্ছেদ্য তাই রাক্ষস দেহ ধারণ জন্য অভিমান তাহার যায় নাই। পরহিংসাতে সে সন্তুষ্ট। যাহারা পরের সমালোচনায় সুখ পায় তাহাদের দেহে এই রাক্ষসী সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে বলিয়াই তাহারা ঐরূপ করে।

পঙ্কে মজ্জতি যাতি খং বিহরতি ব্যোমানিলৈর্দ্দিক্‌তটে
শেতে পাংসুষু ভূতলেম্বিব বনে পট্টে গৃহেহন্তঃপুরে।
হস্তে শ্রোত্রসরোরুহেথমৃদুনি স্বেচ্ছোর্ণিকাখণ্ডকে
রন্ধ্রে কাষ্ঠমৃদাঙ্ক মাতি হৃদয়ে দ্রব্যাত্মশক্ত্যেব সা।

৭১ সর্গ।

কর্কটীর বিষাদ যোগ।

রাক্ষসী এইরূপে বহুদিন ধরিয়া সূক্ষ্ম দেহে নরমাংসাদি ভক্ষণ করিল কিন্তু তৃপ্তি পাইল না। অল্প রুধিরে তাহার সুদুর্জ্জয় পিপাসা নিবৃত্ত হইল না।

চিন্তয়ামাস হা কষ্টং কিমহং সূচিতাগতা।
সুক্ষ্মাস্মি হতশক্তিশ্চ অপি গ্রাসো ন মাতি চ ॥৩

রাক্ষসী চিন্তা করিতে লাগিল আহা! আমার একি কষ্ট! কেন আমি ইচ্ছা করিয়া সুচিতা প্রাপ্ত হইলাম! কেনই বা সূক্ষ্ম হইলাম! কেনই বা হতশক্তি হইলাম! আমার উদরে একগ্রাসেরও স্থান নাই। আমার পূর্ব্বকার বিশাল দেহ কোথায় গেল! কি হতভাগিনী আমি! সেই বসাসুবাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য অতি অল্প হইলেও আমার নিকট অপরিমিত বোধ হইতেছে। এত বড় বিশাল দেহ, আমার এত রাজ্য সম্পদ! সব গেল আমি কিনা হইলাম জনগণের পদাহত, হইলাম জীবের শুক্রধাতু দূষিত করিতে বিসূচিকা কীট। আমার আর নির্দ্দিষ্ট উপজীব্য নাই, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানও নাই। আমি বনপর্ণবৎ কতস্থানেই না ভ্রমণ করিতেছি!

হায়! কত মানুষও আজ এইরূপ দুঃখ করে। রাক্ষসীর মত কত মানুষও আজ বলিতেছে, আহা! নিদারুণ কষ্টে পতিত হইয়া আমি সর্ব্বদা মরণাভিলাষ করিতেছি কিন্তু মৃত্যু আমাকে গ্রাস করিতেছে না। হায় কি মূঢ় আমি!

স্বকো দেহঃ পরিত্যক্তো মূঢ়চেতনয়া ময়া।
কাচবুদ্ধ্যা বিমূঢ়েন হস্তাচ্চিন্তামণি র্যথা ॥১১

এমন আবাসভূমি কি বুদ্ধিতে আমি ত্যাগ করিলাম। হস্তে চিন্তামণি পাইয়াও কাচ মনে ভাবিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

স্বধর্ম্মত্যাগী পতিত বা নীচযোনিগত ভক্তের কি কোন অমঙ্গল হয়? এইরূপ ব্যক্তিও ভগবৎ-প্রেম একবারও হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিল বলিয়া তাহার কোন অভদ্র বা অমঙ্গল হয় না। অন্য পক্ষে হরি ভজন না করিয়া কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কবে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে? ১৭

প্রশ্ন। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজন করা কিরূপ?

উত্তর। ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া, যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া যদি শুধু নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধাদি ত্যাগ করিয়া, বৈশ্য পশুপালনাদি অর্থাগম চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এবং শূদ্র সেবাধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন লইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি যদি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল সঙ্কীর্ত্তন লইয়া থাকে আর সাধন অবস্থায় ঠিক ভক্ত হইতে না পারিয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিম্বা হরিভজন করিতে করিতে স্ত্রীজনে আসক্ত হইয়া আর ভজনাদি করিতে না পারে, তবে ঐ রূপ জনের কি হয়?

বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে যাহার যে কর্ম্ম স্বাভাবিক সেই স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করা। শ্রীগীতা সেই জন্য বলিতেছেন "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য।" লৌকিক বৈদিক যে কর্ম্মই কেননা কর—কর্ম্ম দ্বারা হৃদয়বল্লভের অর্চ্চনা করাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম করি, কিন্তু সেই কর্ম্মে যে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতেছি ইহা মনে করি না—ইহাতে কোনই ফল নাই।

বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্মগুলি শ্রীভগবানের আজ্ঞা। কারণ বর্ণাশ্রমের কর্ত্তা তিনিই। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং" ইহা তাঁহারই কথা। শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন করি শুধু সংসার চালাইবার জন্য—ইহা ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যভিচার। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর তাঁহার অর্চ্চনার জন্য। যদি কেহ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শেষ ফল যে ভগবদ্ অর্চ্চনা তাহা লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারেন,

তাহাহইলে তাঁহার অসদ্গতি কেন হইবে? কিন্তু সংসারও করিব আঁটিয়া সাঁটিয়া অথচ সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করিব না—মধ্যে মধ্যে একবার হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিব—ইহা কিন্তু হরিভজন নহে, ইহা শুধু স্বধর্ম্ম ত্যাগ। ইহাতে নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সত্য সত্য শ্রীহরির ভজন করে—এইরূপ ব্যক্তির যদি ভজন সিদ্ধি না হয় অথবা পদস্খলন হয় অথবা অকালে মৃত্যু হয়, তবে ইহাদের কোন অমঙ্গল কি হয়? সকলেই বলিবে—এরূপ ব্যক্তির কোন অভদ্র হইতেই পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যদি ইঁহাকে নীচ যোনিতেও গমন করিতে হয়, তথাপি শ্রীহরির অর্চ্চনা ইনি কখনই বিস্মৃত হন না অর্থাৎ শ্রীহরি তাঁহার ভক্তকে কখন ত্যাগ করেন না। ইঁহার নীচযোনি গমন সেটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মক্ষয়ের জন্য। ধর্ম্ম ব্যাধাদি এইরূপ সাধক।

প্রশ্ন। হৃদয়বল্লভের অর্চ্চনার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কর্ম্ম করিতে হয় ইহা না মানিয়া যদি কেহ সন্ধ্যাবন্দনাদি বা অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি করে, তাহার কি হয়?

উত্তর। এরূপ লোকের সন্ধ্যাবন্দনা বা লোকহিতকর কর্ম্মে কোনই মঙ্গল হয় না। হৃদয়বল্লভের অর্চ্চনার জন্য কি বৈদিক, কি লৌকিক সকল কর্ম্ম করি ইহা যাহার ধারণা নাই, তাহার সকল কর্ম্মই শুধুই বিড়ম্বনা মাত্র। ইহারা ঈশ্বর না মানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে। কারণ ইহারা মনে করে এরূপ কার্য্য করিলে ইহাদের সংসারের সুবিধাও হয়, লোক-প্রতিপত্তিও হয়। ফলে এই শ্লোকে বলিলাম—শ্রীহরির অর্চ্চনা করাই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও সেই জন্য। যদি কেহ অর্চ্চনা করিতে এরূপ আসক্ত হন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কর্ম্ম করিবার তাঁহার আর অবসর না থাকে, তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে জন্য তাহাই যখন হইল তখন আর তাহার অমঙ্গল হইবে কেন? অভদ্র হইবে কিরূপে? এরূপ ব্যক্তিও যদি অকালে প্রাণত্যাগ করে বা এরূপ সাধকেরও যদি পূর্ব্বকৃত কোন দুষ্কর্ম্মবশে পতন হয়

তথাপি তাহাকে শ্রীভগবান্ পরিত্যাগ করেন না—শ্রীভাগবত এখানে ইহাই বলিতেছেন।

পতন হইলে নীচ যোনিতে জন্ম ত হইবেই; ইহাই বর্ণাশ্রম না মানার ফল। কিন্তু একদিন শ্রীভগবানে চিত্ত আসক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ নীচ যোনিতেও তাহার সাধন ভজন হয়।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সকলে হরি হরি করুক কোন শাস্ত্র ইহা শিক্ষা দেন না। কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত চলাটা ঈশ্বরেরই আজ্ঞা। তাঁহার আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চলিতে তিনি বলিবেন কেন, তবে সাধক উচ্চাবস্থায় যখন গমন করিবেন, যখন ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে থাকিবেন তখন বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেত সন্ন্যাস লইতেই হইবে।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীর রংহসা॥ ১৮

কোবিদো বিবেকী তস্যৈব হেতোঃ ভগবৎ ভক্তিসুখার্থং প্রযতেত যত্নং কুর্য্যাৎ যৎ উপরি ব্রহ্মপর্য্যন্তম্ অধঃ স্থাবর পর্য্যন্তঞ্চ ভ্রমদ্ভি-র্জীবৈর্ন লভ্যতে। তত্তু বিষয়সুখং গভীররংহসা কালেন গভীরকাল-বেগেন অন্যতঃ প্রাচীনকর্ম্মত এব সর্ব্বত্র নারকশূকরজন্মাদাবপি লভ্যতে। দুঃখবৎ যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। বিষয় সুখস্তু দুঃখবৎ অযত্নসিদ্ধমেব।

তদুক্তম্—অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ইতি।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির চরণাম্বুজ ভজিতে ভজিতে অপক্কা-বস্থায় যদি কেহ পতিত হয়—পূর্ব্ব শ্লোকে এই যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ ভজে বলা হইয়াছে—তাহাতে শ্রীভাগবত বলিতে-

ছেন না সকলেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভজন করুক। স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম করাই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়—শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। যোগিনী তন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলে বলা হইয়াছে,—

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।

জ্ঞানাৎ মুক্তির্ম্মহাদেবি! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥

ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা ভক্তি জন্মে—ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। ভক্তি-সাধনা সমস্ত সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রাচীন ঋষিগণের মত।

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।

সংসার-মুক্তির জন্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। ইহা অপেক্ষা অন্য সাধনা শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই ভক্তির জনক হইতেছে স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। সেই জন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ". বলিয়াছেন "যৎকরোষি যদশ্নাসি তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।" এই সব স্থানের ব্যাখ্যায় যদি কেহ বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া হরি হরি করাকেই ভক্তি-আখ্যা দেন, তাহাতে দলাদলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় মাত্র। তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মমত কর্ম্ম দ্বারা যখন তাঁহার অর্চ্চনা হয় অর্থাৎ একদিকে বৈদিক কর্ম্মে অর্চ্চনা অন্যদিকে বর্ণাশ্রম মত লৌকিক কর্ম্মেও অর্চ্চনা যখন চলিতে থাকে অর্থাৎ সমকালে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে যখন শ্রীভগবানের অর্চ্চনা চলে তখন ভক্তি জন্মে।

এই ভক্তি জন্মিলে কি হয়—শাস্ত্র তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান ব্যাসদেব শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে বলিতেছেন—

মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্।

ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি॥

অর্থাৎ ভক্তি না হইলে জ্ঞান হইবে না।

অন্যত্র শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যথা ভক্তি পরিণামো জ্ঞানং তদবধারয।

আবার বলিতেছেন—

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।

আর জ্ঞানাৎ মুক্তি র্নচান্যথা॥

কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি হয়, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলে তবে মুক্তি হয়, ঋষিগণের এই সিদ্ধান্ত উলটাইয়া আধুনিক ভক্তগণ দলাদলি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই শ্লোক বলিতেছেন— ঊর্দ্ধে ব্রহ্মালোক এবং অধে স্থাবর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলেও যে ভক্তি-সুখ আর কোথাও পাওয়া যায় না, বিবেকী ব্যক্তি সেই ভক্তিলাভে যত্ন করিবেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ বিষয়সুখ, গভীর কাল-বশে সর্ব্বত্র আসিবেই। বিষয় সুখের জন্য কোন বিশেষ যত্নের প্রয়োজন নাই। দুঃখ যেমন বিনা যত্নে আপনিই উপস্থিত হয়—ইহার উপস্থিতির জন্য কাহাকেও কোন চেষ্টা করিতে হয় না সেইরূপ।

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেৎ

মুকুন্দ সেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।

স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুন-

র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ ১৯

অঙ্গ! অহো! ইতি অঙ্গসম্বোধনে হর্ষে সম্ভ্রমাসূয়ায়ারপীতি মেদিনী। মুকুন্দসেবীজনঃ জাতু কদাচিৎ কথঞ্চন কুযোনিং গতোঽপি অন্যবৎ সকামকর্ম্মিজনবৎ সংসৃতিং সংসারং ন বৈ আব্রজেৎ নাবিশেৎ। রস-গ্রহঃ জনঃ রসেন রসনীয়েন গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে। যদ্বা রসে রসনীয়ে গ্রহ আগ্রহো যস্য। তদুক্তং ভগবতা যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি স ইতি রসগ্রহঃ নিষ্কামকর্ম্মিজনঃ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং মুকুন্দাঙ্ঘ্রুপগূহনং মনসালিঙ্গনং স্মরন্ পুনঃ বিহাতুং পুনস্ত্যক্তুং ন ইচ্ছেৎ। অত্রাঙ্ঘ্রৌ স্মরন্নিত্যনুক্ত্বা তদুপগূহনমিতি পুনরিতি পদাভ্যাং একদ্বিত্রিবারং স্বেচ্ছয়ৈব দুরভি-নিবেশবশাৎ ভজনং ত্যক্ত্বাপি কিয়তঃ সময়াদনন্তরং স্বপূর্ব্বাপরদশয়ো

স্তং স্মরণসুখমস্মরণদুঃখঞ্চ স্মৃত্বা কৃতানুতাপো হন্ত হন্ত দুর্ব্বুদ্ধিরহং কিমকরবং ভবতু নাম অতঃপরং তু ন প্রভোর্ভজনং হাস্যামীতি পুনরপি ভজনমারভত এবেত্যর্থঃ। মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনমালিঙ্গনং পুনঃ স্মরন্ বিহাতুং নেচ্ছেৎ। তত্র হেতুঃ। রসে গ্রহ আগ্রহো যস্য রস এব গ্রহ ইব যং ত্যজতীতি বা। অয়মর্থঃ।

ভজনমেব নিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যন্তে রতিদশায়াং সাক্ষাদেব রসো ভবেদতো ভজনস্য প্রথমারম্ভ দিনেঽপি প্রচ্ছন্নতয়া রসাংশত্বমস্ত্যেব। যদুক্তং —ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরিত্যত্র তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসমিতি। স চ স্বাদবিশেষো ভক্তেন দুস্ত্যজস্তেন চ ভুক্ত ইতি। ততশ্চ ভজনস্যাবিচ্ছেদে উৎপদ্যমানে ভজনীয়স্য মুকুন্দস্য অচিরাদেব প্রাপ্তিরিত্যত্র কঃ সন্দেহ ইতি ভাবঃ।

উত চ হে ব্যাস! মুকুন্দসেবীজনঃ সংসৃতিং ন প্রাপ্নোতি। অতঃ প্রাধান্যেন ভগবল্লীলাং বর্ণয়॥ ১৯

অহো! ভগবান্ মুকুন্দকে যাঁহারা ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম—লৌকিক ও বৈদিক—এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কামভাবে সেবা বা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা কদাচিৎ কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও অন্যান্য সকাম কর্ম্মিজনের মত সংসারে প্রবেশ করেন না। নিষ্কাম কর্ম্মীকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না। কারণ রসগ্রাহী ব্যক্তি শ্রীহরির চরণ আলিঙ্গন জন্য অনুপম সুখ স্মরণ করিয়া আর কিছুতেই তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না।

--

প্রঃ। মুকুন্দসেবী কাহারা?

উঃ। যাঁহারা কর্ম্মসন্ন্যাসের অবস্থা লাভ না করিয়াই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুকুন্দসেবী বলা যায় না। যাঁহারা ফল-সন্ন্যাস করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মত কর্ম্ম করেন তাঁহারাই মুকুন্দসেবী।

শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ একখানি অতি উৎকৃষ্ট ভক্তিগ্রন্থ এবং অতি চমৎকার মীমাংসা গ্রন্থ। শ্রীরামগীতাতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ।
সমর্প্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

আদৌ প্রথমং স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ শাস্ত্রেণ স্বকীয়বর্ণাশ্রমেষু বর্ণিতা বিহিতাঃ ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনলক্ষণাঃ কৃত্বা তদিত্য-ব্যয়ং তাঃ ক্রিয়াঃ সমর্প্য শাস্ত্রোক্তার্পণবিধিনা ভগবত্যন্তর্যামিনিমর্পণং বিধায় তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেতি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীত্যাদিশ্রুতেঃ নিত্যনৈমিত্তিকৈ-রেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয় ইতি তপসা কল্মষং হন্তীত্যাদি স্মৃতেশ্চ সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ সম্যক্‌প্রকারেণ লব্ধশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন পূর্ব্বং গুরূপসত্তেঃ প্রাক্ উপাত্তসাধনঃ বৈরাগ্যং বস্তুবিবেকঃ শমাদিষট্‌-সম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বঞ্চেত্যেতৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ভূত্বা আত্মলব্ধয়ে ব্রহ্ম-লাভায় সদ্‌গুরুং প্রশস্তগুরুং সমাশ্রয়েৎ সম্যক্‌প্রকারেণাশ্রয়েৎ তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ-মিত্যাদিশ্রুতেঃ। সাধনচতুষ্টয়বিশেষস্তু

"স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ং॥
ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলং॥
নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতকং।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥
সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥
বিষয়েভ্য পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভামতা॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।

চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সংলক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্॥
সংসারবন্ধ নির্মুক্তি কথাং স্যান্মেকদা বিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা স মুমুক্ষুতেতি॥

পূজ্যপাদ ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যবচনাৎ বোদ্ধব্য।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে লক্ষ্মণ! প্রথমতঃ স্বকীয় বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনারূপ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া তত্তাবৎ কর্ম্ম আমি অন্তর্যামীর অধীনরূপে করিতেছি এবম্ভূত চিন্তাদিস্বরূপ শাস্ত্রোক্ত অর্পণ বিধানানুসারে ভগবান্ অন্তর্যামীরূপ আমাতে অর্পণ করণানন্তর "ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকাধিকারীগণ বেদাধ্যয়নানন্তর চিত্ত-শুদ্ধ্যাদি সম্পাদক নিষ্কাম যজ্ঞ, দান ও কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষকে পাইতে ইচ্ছা করেন" ইত্যর্থ সূচক বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ চতুর্থ ব্রাহ্মণান্তর্গত দ্বাবিংশতি কণ্ডিকাখ্যশ্রুতি, "ধর্ম্মের দ্বারা পাপ খণ্ডন হয়" ইত্যাদ্যর্থসূচক বৃহজ্জাবালোপনিষদীয় চরমবল্লীস্থ দ্বাদশশ্রুতিঃ, "নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠায়ীগণের পাপক্ষয় হয়" ইত্যর্থসূচক বৃহৎ বাশিষ্ঠস্মৃতি, এবং "লোক সকল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ সকলকে নষ্ট করেন" ইত্যাদ্যর্থসূচক মন্বাখ্য ভৃগুপ্রোক্ত সংহিতার দ্বাদশাধ্যায়স্থ চতুর্থাধিক শতসংখ্যক-শ্লোকাখ্যস্মৃত্যাদি প্রমাণানুসারে সম্যক্ লব্ধ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া গুরু-সেবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য-বস্তুবিবেকশমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্বাখ্য সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হওনানন্তর ব্রহ্মলাভার্থে প্রশস্তগুরুর আশ্রম গ্রহণ করিবে, যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকস্থ দ্বিতীয়খণ্ডের দ্বাদশ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "সেই নির্ব্বিন্ন ব্রাহ্মণ কুশাদি ও যজ্ঞকাষ্ঠাদি উপহার হস্তে লইয়া সেই ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানার্থ অধ্যয়ন শ্রুতার্থ সম্পন্ন ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন মাত্র" আর সাধনচতুষ্টয়ের বিশেষার্থ অপরোক্ষানুভূতাখ্য প্রকরণস্থ পূজ্যপাদ ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যের বাক্যানুসারে বোদ্ধব্য।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

তোমাময়।

তরুণ প্রভাতে অরুণ আলোকে যখন মেলি গো আঁখি।
গৃহের মাঝারে জ্যোতির্ম্ময় রূপে তখন তোমারে দেখি॥
সংসার-প্রাঙ্গণে আপন কর্ম্মেতে ছুটে যবে যাই আমি।
শক্তিময় রূপে প্রাণের মাঝারে তখন বিরাজ তুমি॥
অপরাহ্ণ হলে ক্লান্ত দেহ লয়ে পাদমূলে যবে আসি।
(তখন) হৃদয়-কাননে ভাবপুষ্পরূপে তুমিই উঠহ ভাসি॥
সন্ধ্যাটি হইলে উপাসনা-ঘরে যখন বসিব আমি।
আনন্দস্বরূপে ভরিত আদরে তখন বিরাজ তুমি॥
রজনী আসিলে নিদ্রায় মগন হয় সব চরাচরে।
আমিও শুইলে হেসে কোলে করি সুপ্তমত রেখ মোরে॥
তোমারে স্মরিয়া তোমারে লইয়া সদা রব নিমগন।
চকিতে কখন চেয়ে চেয়ে ডেকে দিও দেখা দরশন॥

শ্রীসরলা দেবী।

গুরুবল ও গুরুপাদুকা।

গুরুবল যে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, সে সাধক নহে। শুধু মূর্ত্তিটিই গুরু নহেন, গুরু সাকার হইয়াও নিরাকার। ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ, সগুণ, আত্মা এবং অবতার সমকালে, গুরুও সেইরূপ।

গুরুকে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ভাবিতে না পারিলে, গুরুতত্ত্ব জানা হইল না।

যেমন সাকার ভিন্ন নিরাকারে পৌঁছান যায় না, সেইরূপ মনুষ্য-মূর্ত্তি শ্রীগুরুকে অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপী ভাবিতে না পারিলে সাধনার প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না।

কিরূপে ইহা হইবে তাহার আভাস এখানে কিছু দেওয়া যাইতেছে।

ঈশ্বর যেমন হৃদয়ে আছেন, বাহিরে সর্ব্বত্রেও আছেন ইহা প্রথমেই বিশ্বাস করিয়া লইতে হয় পরে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেইরূপ প্রথমেই বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়, শ্রীগুরু ভগবান্ আমার মধ্যে আছেন এবং বাহিরে স্থূল মূর্ত্তিতে তাঁহার ধামে আছেন এবং সূক্ষ্ম-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্রে আমার সঙ্গেই আছেন। আমি শ্রীগুরু ভগবানকে স্থূল মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকি, সেই দর্শনকালে আনন্দও পাই কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিনা বলিয়া দুঃখ করি। এইটুকু অজ্ঞান। স্থূলে কোন কিছুকে ভিতরে বাহিরে লইয়া থাকা যায় না। স্থূলে অবিচ্ছেদে পাওয়া হয় না। অবিচ্ছেদে পাওয়া হয় সূক্ষ্মে, বীজে এবং সাক্ষীভাবে। সাক্ষীভাবে নিরন্তর পাওয়া হয় এবং বীজে ও সূক্ষ্মে দীর্ঘকাল ধরিয়া। এই সমস্ত কথা তত্ত্ববিচার দ্বারা জানা যায়। আমরা এই বিচার এখানে তুলিব না। সহজ কথায় সকল অবস্থার উপযোগী করিয়াই কিছু বলিতে চাই।

প্রথমে বিশ্বাসের কথা বলিব। এস এস বিশ্বাস করি এস শ্রীগুরু ভগবান্ সাধনাকালে আমার কাছে আমার গৃহেই দাঁড়াইয়া আছেন।

আমি তাঁহার আজ্ঞাপালনে যত্ন করিতেছি, তিনি দাঁড়াইয়া

দেখিতেছেন। ভাবনা করিলেই ইহা হয়। পুনঃ পুনঃ ভাবনাতে বিশ্বাসও দৃঢ় হয় এবং শেষে প্রত্যক্ষও করা যায়।

যত দিন প্রত্যক্ষ করিতে না পারি, তত দিন না হয় ভাবনা কবি। শ্রীগুরু ভগবান্ আমায় সকল সময়ে দেখিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে কিন্তু তিনি যে সর্ব্বদা আমায় দেখেন, বড় আগ্রহেব সহিত দেখেন ইহা বিশ্বাসেব বস্তু না হইবে কেন? যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি আমায় সর্ব্বদা দেখেন, কিন্তু তিনি ঐ অবস্থায় অব্যক্ত-মূর্ত্তি বলিয়া আমি তাঁহাকে দেখি না।

আমি না দেখিলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি—তিনি ত আমায় দেখিতেছেন?

গুরুভক্তি যাঁহার জন্মিয়াছে, গুরুর প্রতি অনুরাগ যাঁহার জন্মিয়াছে —এক কথায় গুরুকে ভালবাসিতে যিনি শিখিয়াছেন, গুরুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিযা যিনি গুরুর ভালবাসা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না,—গুরুকে দেখিলে তাঁহার যেমন সুখ আবার তাঁহাকে দেখিয়া গুরুর আনন্দও তদপেক্ষা বেশী। গুরু আমাকে দেখিলে বড় প্রসন্ন হযেন, এ বোধ না জন্মান পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক গুরু-দত্ত কার্য্যও হয় না এবং গুরুর প্রতি ভালবাসাও হয় না। এইটী যখন হয় তখন শিষ্যের জানিতে বাকী থাকেনা যে, গুরু আমাকে দেখিলে বড় সন্তুষ্ট হয়েন।

এইটুকু হইলেই সব হইল। কেননা গুরু ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আমার সঙ্গে আছেন। আমি তাঁহাকে না দেখিলেও, তিনি আমায় দেখিতেছেন। আর আমায় দেখিলে তিনি আনন্দ পান, ইহা আমি জানি। সেইজন্য আমি দেখিতে না পাইলেও তিনি আমায় দেখিতে-ছেন ও আনন্দ পাইতেছেন—আর তিনি আনন্দিত ইহার ভাবনাতেই আমার পরম সুখ।

কাহাকেও আনন্দিত করিয়া যখন সেই আনন্দের ছায়া হৃদয়ে আনিয়া আনন্দ পাওয়া যায়, তখন যে সুখ লাভ হয় তাহা কাম নহে,

তাহাই প্রেম। ভাবনাতে এই প্রেমের আরম্ভ এবং সাক্ষাৎ দর্শনে এই প্রেমের পর্য্যবসান।

আমি শ্রীগুরুকে ভাবনা করিয়া এই ভাবে সাত্ত্বিক সুখ লাভ করিতে পারি। প্রতিদিনের সাধনায় এই আনন্দ প্রগাঢ় হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বুঝিতে পারি—আমি বিষয়-আসক্তি ছাড়াইয়া ভগবৎ ভাবনায় সুখ অনুভব করিতেছি।

বলা হইল শ্রীগুরু ভগবান্ সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন। আমি কি করিতেছি তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন। আকাশ যেমন সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখে, সেইরূপে আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক—আকাশকেও ওতপ্রোতভাবে ছাইয়া আছেন যিনি সেই চিৎ-চৈতন্যরূপা গুরুও সর্ব্বদা আমাকে দেখিতেছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা পালনে যখন চেষ্টা করি, যখন না পারিয়া নালিশ করি, তখনও তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন,—যিনি এই ভাবনাটি দৃঢ় করেন, তিনি অতি শীঘ্র অনুরাগ ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারেন।

এই ভাবনা কি শুধুই কল্পনা? না তাহা হইবে কেন? ইহা সত্য যে এক অবিভক্ত চৈতন্যই ভূতে ভূতে যেন বিভক্ত হইয়া আছেন। ফলে চৈতন্যের বিভাগ কখন হয় না, অখণ্ডকে খণ্ড করিতে কেহই পারে না। মায়া একটা ভ্রম তুলিয়া দেখায়, চৈতন্য যেন খণ্ড হইয়াছে। চৈতন্য খণ্ড হইয়াছে এই ভ্রম-ভাবনায় যেমন মনে হয় আমার শক্তি নাই, আমার সামর্থ্য নাই, আমি ক্ষুদ্র,—সেইরূপ গুরু আমায় সর্ব্বদা দেখিতেছেন এই সত্য ভাবনায় মনে হইবে—সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি তিনি আমার সহায়, তিনি আমায় ভালবাসেন, আমার আর ভয় কি, আমার আর ভাবনা কি? গুরুভাবনায় এই ভাবে সাধকের কল্যাণ সাধিত হয়। গুরুভাবনা ক্রমে যখন পুষ্টিলাভ করে, তখন গুরুর-সাক্ষাতে যেমন লয় বিক্ষেপ উঠিতে পারে না, সেইরূপ গুরুভাবনাতেও মন আর অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলিতে পারে না। ক্রমে অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গেলে সর্ব্বকালে একটা নির্ভরের অবস্থা, একটা নিশ্চিন্ত অবস্থায়

স্থিত লাভ করা যায়। সাধন ভজন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকে। কোন কিছু উপদ্রব উঠিলেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগুরুকে নালিশ করা রূপ প্রতিকারও করা যায়।

গুরুবল অনুভব করা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইল। বাকী যাহা, তাহা অতি আশ্চর্য্য। সে গুরুবলের কথা আর লেখা গেল না।

গুরুর স্থান ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহলগ্ন দ্বাদশার্ণ সরসীরুহ কর্ণিকাপুটে। ইষ্টদেবতার স্থান হইতেছে হৃদয়-গুহাস্থিত অষ্টদল কমলকর্ণিকান্তর্গত সূর্য্যচন্দ্র অগ্নি পীঠোপরি। গুরু গগন সদৃশ হইয়াও মধুর মূর্ত্তি। নিরাকার হইয়াও সাকার। অমূর্ত্ত হইয়াও মন্ত্রমূর্ত্তি।

এই গুরুর উপাসনা শয্যাকৃত্যের অঙ্গ। সেই জন্য সর্ব্বকালে স্মর্ত্তব্য।

একদিকে চক্রতীর্থ অন্যদিকে সমুদ্র। মধ্যে বালুকাপঞ্জর। যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মার ব্যবধান এই দেহ, সেইরূপ এই স্থান। এই স্থানে উপবেশন কর। করিলে ত ?

এখন একবার এই অতলস্পর্শ নীলাম্বুরাশি লক্ষ্য কর। কতদূর দৃষ্টি চলে দেখ। যেখানে দৃষ্টি আর চলে না সেখানে কি দেখিতেছ ? আকাশ। বৃত্তাকারে এই আকাশ জলস্থল উভয়ের মধ্যে শয়ন করিয়া আছে। এই আকাশ যেন জলরাশি পরিবেষ্টিত পৃথিবীমণ্ডলের ঢাকনি। পৃথিবী ব্যাপিয়া একটি ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম। এই পদ্মের সহিত মিলিত হইয়াছে নিম্নমুখ সহস্রদলকমলরূপী আকাশমণ্ডল। তুমি সাধক, তুমি প্রভাতে শয্যাতে উপবেশন করিয়াছ গুরুচিন্তা করিতে। ভাবনা কর নিম্নমুখ কটাহতুল্য এই আকাশই যেন ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত নিম্নমুখ সহস্রদলকমল। ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নেই দ্বাদশদলকমল। পদ্মে পদ্মে মিলিয়াছে। হং ও সঃ এই দুই পত্রের ছয়বার আবৃত্তিতে যে দ্বাদশদল পদ্ম ভাসিয়াছে, ভাল করিয়া দেখ তাহার বর্ণ কতবিধ। যে আকাশ বৃত্তাকারে সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীকে ছুঁইয়া আছে—যে নিম্নমুখ সহস্রদল

কমল ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল কমলের উপর আসিয়াছে, সেই মিলন স্থানে সেই পদ্মমধ্য কর্ণিকাপুটে এক ত্রিকোণ। বাম নাসাপুট হইতে ভ্রুর বাম প্রান্ত, বাম প্রান্ত হইতে ভ্রুর দক্ষিণ প্রান্ত, এবং দক্ষিণ প্রান্ত হইতে দক্ষিণ নাসাপুট সংলগ্ন করিলে যেমন ত্রিকোণ হয়, সেইরূপ নিত্যলগ্ন ঊর্দ্ধাধঃ কমলকর্ণিকাপুটে রেখাত্রয়চিহ্নিত ত্রিকোণ। এই রেখাত্রয় সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরেখা। এই ত্রিভুজের ভুজত্রয় স্পর্শ করিয়া মণ্ডলীভাবে অবস্থিত যে অবলা—যে শক্তি—সেই শক্তিস্থান হইতেছে কামকলারূপ অবলালয়।

ধারণা করিতে পারিতেছ ত ? দুই পদ্মের মিলনস্থানে ত্রিকোণ। তাহার ভিতরে মণ্ডলীভাবে অবস্থিত অবলালয়। এই অবলালয়ের নীচে নাদ আর উপরে বিন্দু। নাদ শুভ্র, বিন্দু লোহিত। বিন্দু সূর্য্য, নাদ চন্দ্রকলা। এই দুয়ের মধ্যস্থানে মণিপীঠমণ্ডল। বিচিত্র রত্নখচিত নাদবিন্দু মণিপাঠমণ্ডলকে চিন্ময়রূপে ভাবনা করিতে হয়। সমস্তই চিন্ময়। চিৎই একমাত্র বস্তু। আধাব ভিন্ন চিৎ কার্য্য করেন না বলিয়া, চিৎ এর আকারের কথা বলা হইতেছে।

মণিপাঠের নীচে—নাদবিন্দুর মধ্যে উজ্জ্বল সিংহাসন। ইহাই মণি-পীঠ। এই উজ্জ্বল সিংহাসন প্রকৃতিপুরুষরূপ আদি হংসযুগল বহন করিতেছেন।

মণিপীঠস্থ ত্রিকোণ মধ্যে—উজ্জ্বল সেই সিংহাসনস্থিত ত্রিকোণ মধ্যে শ্রীগুরুচরণকমল। এই চরণকমল লাক্ষারসাভ পরমামৃতের নির্ঝরিণী। চন্দ্রের অমৃতকিরণ যেমন শীতল সেইরূপ, সেই চরণার-বিন্দ ত্রিতাপতাপিত সাধকের পক্ষে শীতল।

এই চরণকমল সর্ব্বদা চিন্তা কর। করিতে করিতে কমলের গন্ধ অনুভব কর। কণ্ঠে অমৃতের স্বাদ অনুভব কর। সব সত্য বলিয়া বুঝিবে।

আবার শ্রবণ কর। উপরে কমল, নীচে কমল। মধ্যে কর্ণিকাতে ত্রিকোণ। ত্রিকোণের ভিতরে মণ্ডলীভাবে অবস্থিত অবলালয়।

অবলালয়ের অধে চন্দ্র, ঊর্দ্ধে সূর্য্য, মধ্যে উজ্জ্বল সিংহাসন মণিপীঠ। মণিপীঠকে বহন করিতেছে আদি হংসযুগল—প্রকৃতিপুরুষ। মণিপীঠের উপরে ত্রিকোণ। সেই ত্রিকোণের পদরক্ষণস্থানে নাথ চরণযুগল। ইহাই চিন্তনীয়। এই আকারে চৈতন্য চিন্তা কর। আর সর্ব্বদা ভাবনা-কর—গুরু সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বদা সঙ্গে রহিয়াছেন।

শয্যাকৃত্যকালে ইহা ভাবনা কর। হয় নাদ, না হয় বিন্দু, না হয় সিংহাসন, না হয় ত্রিকোণ—সব জ্যোতির্ম্মণ্ডিত। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুচরণ-যুগল। গুরুপাদুকা চিন্তা করার অর্থ হইতেছে—শ্রীগুরুর চরণকমল রক্ষার স্থানগুলি, চিন্তা করিয়া পরে চরণকমল চিন্তা করা। তন্ত্রমতে পাদুকাপঞ্চক ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে ইত্যাদি; বেদমতে দ্বাদশদল নিম্নে যে অষ্টদল হৃদয়কমল, তাহার উপরে সূর্য্যমণ্ডল, তদুপরি চন্দ্রমণ্ডল, তদুপরি অগ্নিমণ্ডল, তদুপরি ঐ অলকা-মণ্ডিত শ্রীমুখমাধুরী—ইহাই দেখিয়া দেখিয়া যদি কেহ মরে, তাহাকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই দুই প্রকার চিন্তাই ধারণাভ্যাস। ইহাতে ক্রমমুক্তি। সর্ব্বদা গুরুপাদুকাতে দৃষ্টি রাখিয়া চল—যদি জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও দেহ ছুটিয়া যায় তথাপি যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং করিলে বলিয়া ভয় কিছুই রহিল না। সেই তোমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল; তার পরে সে আপনি জ্ঞান দিয়া তোমাকে তার মতন করিয়া লইবে। কিন্তু বিচারবান্ হইতে পারিলে সদ্যোমুক্তি। বিচার দ্বারা জগৎ বা দৃশ্যদর্শন মুছিয়া ফেলা—ফেলিয়া আত্মদর্পণ একবারে ছায়াশূন্য করা—করিয়া স্বরূপে বিশ্রান্তি ইহাই হইল সদ্যোমুক্তি।

দরিদ্রের নিধি।

অতি সুকোমল রকত কমল
সে দু'টী চরণ তার,
যদি লাগে পায় হৃদয়ে স্থাপিতে
কঠিন বক্ষ আমার!

যদি বিঁধে তায় চরণ সেবিতে
এ পরুষ ব্যবহার !
সদা মনে হয় কি জানি কি হয়
ধরিতে চরণ তার।
দরিদ্র পেয়েছে মহামূল্য নিধি
কি জানে য়তন তার !
সব হাসি খেলা ফুরাবে নিমিষে
সে যদি না চাহে আর।
কেমনে ধরিব, কি সাধে পূজিব,
কি দিয়ে তুষিব তায় ?
সারাটী পরাণ লুটায় চরণে
"আমার" বলিতে চায়।
কত যে প্রাণের সে প্রিয় আমার
কেমনে বুঝাব তায় !
সদা চেয়ে থাকি আকুলতা মাখি
হৃদয়ে ধরিতে তায়।
হিয়া পরে রাখি মিটিল না সাধ
আঁখিতে ধরিয়া রাখি,
মস্তকে ধরিতে সদা সাধ চায়
চরণে লুটায়ে থাকি॥

———

ভাবনার বল।

(১)

ভাবনার বলে না পাওয়া যায় এমন বস্তুই নাই, আর ভাবনার বলে না হওয়া যায় এমনও কিছু নাই। ভাবনার বলে তৈলপায়ী, কাচপোকা হয়—এ কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। ভাবনা-বলে প্রহ্লাদ হরি হইয়াছিলেন। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে আসা যায় ভাবনা-বলে,—আবার স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে এবং সুষুপ্তি হইতে তুরীয়ে ভাবনার বলেই আসা যায়। জাগ্রতকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে, সুষুপ্তিতে এবং সুষুপ্তিকে তুরীয়ে প্রবিলাপ করাই ত একমাত্র সাধনা।

ভাবনা-বলেই চরিত্রবান্ হওয়া যায়; ভাবনা বলেই সংযমী হওয়া যায়; এমন কি ভাবনা-বলেই মুক্ত হওয়া যায়।

ক্রোধ একটি রিপু। ক্রোধটিকে আমরা জানি, ক্রোধের অভাবকেও আমরা জানি। ক্রোধকালেও ক্রোধের অভাব আমরা ভাবনা করিতে পারি। পিপাসার সময় পিপাসার অভাব অথবা শীতল স্থানে শীতল দ্রব্য মধ্যে পরিবেষ্টিত ভাবনা করিতে পারিলে, পিপাসা শান্তি হয়। ভাবনা-বলে আকাশের পাখীকে হাতে বসান যায়।

এই যে সমুদ্র নিরন্তর তরঙ্গ তুলিতেছে, যদি আমরা ইহা দেখিয়া দেখিয়াও শান্তস্থির সমুদ্র ভাবনা করিতে পারি, তবে তরঙ্গ দেখিয়া দেখিয়াও দেখিব না।

চলনরহিত পরমশান্ত ব্রহ্মসমুদ্রের উপরে যে মায়ার তরঙ্গরূপ এই বিচিত্র সৃষ্টি—ভাবনা বলে এই দৃশ্যদর্শনও থাকে না যদি আমরা জগদ্দর্শনকালে সেই পরমপদ দৃঢ়ভাবে ভাবনা করিতে পারি। শ্রীগীতা এই ভাবনার বল লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্মণি যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্মঃ যঃ॥"

তাই বলিতেছিলাম ভাবনায় অসাধ্য সাধন হয়।

আমরা এই প্রবন্ধে ভাবনার সাধনা, ঋষিগণ উপাসনায় কিরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাই কথঞ্চিৎ দেখাইব। ইহার পূর্ব্বে পরম পদের ভাবনা কিরূপ, এই সম্বন্ধে একটু সৃষ্টিতত্ত্বও আলোচনা করা যাইতেছে।

(২)

যখন তুমি বহু হইবার সঙ্কল্প কর নাই—যখন "অহং বহুস্যাম" এ সঙ্কল্পও তোমার উঠে নাই তখন তুমি কি ছিলে? তখন কি তুমি তুরীয় ব্রহ্ম-পরম পদ? না তাহা নহে। "অহং বহুস্যামের" পূর্ব্বের অবস্থা হইতেছে সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় কোন প্রকার ভোগেচ্ছা নাই, কোন প্রকার স্বপ্নও নাই। ভোগেচ্ছা যখন জাগে তখন জাগ্রৎ অবস্থা আবার স্বপ্ন যখন দেখা যায় তখন স্বপ্নাবস্থা। যখন জাগ্রৎ অবস্থা স্বপ্নাবস্থায় মিলিয়াছে এবং স্বপ্নাবস্থাষ্টি সুষুপ্তিতে মিশিয়াছে তখন তুমি কি ভাবে আছ?

তখন তুমি স্বস্বরূপে থাকিয়াও আপন স্বরূপ বিস্মৃতিরূপ কল্পিত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আছ। তখন তুমি আপনার আপনি আপনি ভাব বিস্মৃত হওয়া মত হইয়া, আপনাকে মায়া পরিচ্ছিন্ন মত ভাবিয়া, স্বরূপজ্ঞানের কল্পিত অভাব যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন আছ। ইহাই মায়ার প্রথম খেলা। এখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি নাই। ইহার পরে 'সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি, ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। এই সুষুপ্তি অবস্থা, এই স্বরূপ বিস্মৃতির অবস্থা, এই স্বরূপের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার অবস্থাটি স্বপ্নবৎ ভাসে। ঠিক স্বপ্ন নহে, স্বপ্নবৎ। সুষুপ্তিতে একীভূত অবস্থা ছিল, সুষুপ্তি ভঙ্গে বহু সঙ্কল্প বিকল্প ভাসিয়াছে দেখা যাইতেছে। এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বহু হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। যেমন সুষুপ্তিতে যখন স্বরূপ বিস্মৃতি হয় তখন "স্বয়মন্য ইবোল্লসন্" আমি অন্য এই উল্লাস থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তির পরের অবস্থায় জাগে "অহং বহুস্যাম্"। এই সুষুপ্তিটি যেমন স্বপ্নবৎ ভাসে, সেইরূপ মায়াপরিচ্ছিন্ন সগুণ ব্রহ্মও যেন সৃষ্টিরূপে

ভাসেন। কিন্তু মায়ার প্রথম অবস্থা যে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভাব, তাহাও যখন না থাকে তখন তুমি কি ?

তখন তুমি পরম পদ, তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম, তুমি তুরীয়; এই পরম পদে যে বিশ্রান্তি তাহাই হইল স্বরূপে স্থিতি বা ব্রাহ্মী স্থিতি, বা আপনি আপনি মুক্তি।

আপনি আপনি স্থিতি-স্বরূপ বিশ্রান্তি যখন হয় তখন কি থাকে ? মায়ার জাগ্রৎ খেলা যখন না থাকে স্বপ্ন খেলা যখন না থাকে আর স্বরূপ বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন খেলারূপ সুষুপ্তি খেলা যখন না থাকে তখন থাকে কি ? তখন তুমি কেমন ?

সূক্ষ্ম ছাড়িয়া একটু মোটা কথায় বলা যাউক। যখন চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা থাকে না, যখন জল, স্থল, অম্বরতল থাকে না তখন কি থাকে ভাবিতে কি পার ? যখন শুধু আত্মদর্পণটি মাত্র আছে কোন কিছুর প্রতিবিম্ব ভিতর হইতেও উঠিতেছে না বাহির হইতেও পড়িতেছে না স্বচ্ছ আত্মদর্পণটি মাত্র আছে তখন কি হয় ? এই অবস্থা কি ভাবনায় আনিতে পার ?

এই যে সমুদ্র তরঙ্গ তুলিতেছে—ইহার তরঙ্গশূন্য অবস্থা কি ভাবনায় আনিতে পার ? এই যে মায়া নিরন্তর সমুদ্র তরঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ তরঙ্গ তুলিতেছে তুমি কি ভাবনায় মায়ার তরঙ্গশূন্য ভাব আনিতে পার ? এই যে মন নিত্য সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া চঞ্চল হইয়া ছুটিতেছে তুমি কি সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য অবস্থা ভাবনায় আনিতে পার ?

পারা যায় বৈকি। ভাবনায় ইহা আনা যায় বৈকি ? ইহাই ত সাধনা।

মহারামায়ণে ভগবান্ বশিষ্ঠ পুনঃ পুনঃ ইহাই স্মরণ করিয়া দিতেছেন আর ইহারই ভাবনা করিতে বলিতেছেন। সাধক ভিন্ন অন্য কেহই ইহা স্থিরভাবে ভাবনা করিতে পারে না। যোগী যোগ করেন এই চলনরহিত অবস্থা কি তাহার অনুভব জন্য। জাপক জপ করেন

একাগ্র ভূমিকার পরে এই নিরোধ ভূমিকা প্রাপ্তি জন্য। জ্ঞানী বিচার করেন এই অবস্থায় চিরস্থিতি লাভ জন্য।

যোগ, ভক্তি, বিচার প্রভৃতির সাধনাগুলি—অথবা নিত্য কর্ম্মগুলি শেষ করিয়া প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়াও একান্তে এই সঙ্কল্প শূন্য অবস্থাটি ভাবনা কর। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার সময় যখন পূর্ব্বকল্পের সমস্ত সৃষ্টি কল্পনা বিস্মৃত হয়েন তখন তিনি এই পরমপদের স্থূল মূর্ত্তি যে বিরাট তাহার ভাবনা করেন তাহার পরে আরও নিকটের ইষ্টমূর্ত্তিকে হৃদয়গুহায় ভাবনা করেন; করিয়া যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ করিতে পারেন। তাই ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রথমেই এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বলিতেছেন

> যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
> তৎ সুষুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে প্রবিনশ্যতি॥

স্বপ্ন—সঙ্কল্পবিকল্পময় অবস্থা যেমন সুষুপ্তিতে সেই একে মিলাইয়া যায়, স্বপ্নের চলন, কম্পন, স্পন্দনাদি সঙ্কল্পতরঙ্গ যেমন সুষুপ্তিকালে লয় প্রাপ্ত হয় সেইরূপ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ কল্পান্তে নাশ প্রাপ্ত হয়। যখন সমস্ত বিনষ্ট হয় তখন থাকে কি?

> ততস্তিমিত গম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
> অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥

মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিনষ্ট হইলে সৎ আছে, অস্তি ভাব কিছু অবশিষ্ট থাকে। তখন স্তিমিত্ব কিছু থাকে। স্তিমিত বলে অক্রিয়কে। যখন সমস্ত অস্তমিত হয় তখন যে চলনরহিত অবস্থা তাহা অমূর্ত্তি বলিয়া অক্রিয়। স্তিমিতমক্রিয়মমূর্ত্তত্বাৎ। তাহা গম্ভীর—অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া গম্ভীর। গম্ভীরমপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ। তাহা তেজ নহে—কারণ কোন রূপ তখন থাকে না। তাই তেজ নাই। অরূপত্বাৎ ন তেজঃ। আবার তাহা স্বপ্রকাশ বলিয়া তমও নহে। ভারূপত্বান্ন তমঃ। কোন কিছু আখ্যা তাহাকে দেওয়া যায় না বলিয়া তাহা অনাখ্য। যাহার কোন ধর্ম্ম থাকে না তাহাকে আখ্যা দেওয়া যাইবে কিরূপে? নির্দ্ধর্ম্মকত্বাদ-

নাখ্যম্। তাহা অনভিব্যক্ত। অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া অনভিব্যক্ত। প্রপঞ্চসংস্কার কিছুই থাকে না বলিয়া অনভিব্যক্ত। অজ্ঞানাবৃতত্বাদনভিব্যক্তং প্রপঞ্চ সংস্কারাধারত্বাদ্বা অনভিব্যক্তং।

সুষুপ্তি অবস্থাই অজ্ঞানাবৃত অবস্থা। প্রপঞ্চের উপশম তখন হইয়া গিয়াছে কিন্তু "আমিই সেই" এই স্বরূপের স্ফুরণ তখনও হইতেছে না—হইতেছে "আমি আছি" এই একীভূত অবস্থার স্ফুরণ।

মায়ার স্পন্দন, মায়ার চলন, মায়ার কম্পন তখন গায়ে মাখা হইয়াছে—গায়ে মাখিয়া আপনাব স্বরূপ যে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নতা—তাহা ভুল হইয়াছে।

এই ভুলের অবস্থাতে আপনার অস্পন্দ স্বভাব কল্পনায় ভুলিয়া স্পন্দ স্বভাবে লক্ষ্য পড়িয়াছে। অস্পন্দ স্বভাবটি হইতেছে তুরীয় ভাব আর স্পন্দ স্বভাবটী হইতেছে চিত্তের চেত্যতা—বহির্ম্মুখতা। চেত্যতাচ্ছন্ন চিৎ যখন বহির্ম্মুখে আসিবেন তখন

"স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবি নাম্না কদর্থিতাম্॥
ততঃ স জীবশব্দার্থ-কলনাকুলতাং গতঃ।
মনো ভবতি ভূতাত্মা মননাম্মন্থরীভবন্॥
মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।
সুস্থিরাদস্থিরাকারস্তরঙ্গ ইব বারিধেঃ।
ততঃ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সঙ্কল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেত্থমিন্দ্রজালশ্রীর্ব্বিততেয়ং বিতন্যতে॥

বড় কঠিন হইয়া গেল। সহজ করিয়া বলিবার ইচ্ছাই ছিল। তাহারই একটু চেষ্টা করা যাউক।

বলিতেছিলাম চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, তারকা নাই, আকাশ নাই, বায়ু নাই, জল নাই, স্থল নাই,জীবজন্তু নাই, কোন কিছু নাই তখন কি আছে তাহা কি ভাবনা করিতে পারি? সব দেখিতে দেখিতে সবার অভাব কি ভাবনা করিতে পার? অভ্যাস করিলেই পারা যায় ইহার কথাই বলা হইতেছে।

এখন আমরা উপসংহার করিতেছি।

গায়ত্রী উপাসনায় ভাবনা করিবার যে বিধি তাহাই এখন দেখান হউক।

পরমপদে স্থিতিই হইতেছে স্বরূপ বিশ্রান্তি। এই স্বরূপে থাকিয়াও সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ লইয়া খেলা করা যায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তির অধীন হওয়াই দুঃখ—আয়ত্ত করা দুঃখ নহে লীলা।

পরমপদে আপনি যাওয়া যায় না। যিনি যাইতে পারেন তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই সাধনা। গায়ত্রীই পরমপদে যাইতে পারেন, গায়ত্রীই পরম পদে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। এই জন্য গায়ত্রীর উপাসনা।

গায়ত্রী জপ উপাসনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এই গায়ত্রী জপ করিবার পূর্ব্বে ভাবনা করিয়া লইলে হয় যেন ইনি ভূ ভুব স্ব মহ জন তপ সত্য লোক পার করিয়া সেই স্বপ্রকাশ পরমপদে আমার চৈতন্যকে মিলাইয়া দিয়াছেন আমি পরমপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরমপদই হইয়া গিয়াছি। "আমিই সেই" এই ভাবনা করিয়া করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

"আমিই সেই" এই ভাবনা করিয়া জপ করা কিরূপ? "আমিই সেই" এস ভাবনা যদি পাকা হয় তবে ত কোন কর্ম্ম থাকে না। আমার আত্মচৈতন্যই সেই পরমাত্মচৈতন্য ইহা যখন ভাবনা করিতে পারা যায় তখন আবার জপ করিবে কে?

এইটুকুই বুঝিবার কথা। সত্য কথা—ধ্রুব সত্য কথা হইতেছে চৈতন্যের কখন খণ্ড হয় না। জীব চৈতন্যই সেই অখণ্ডচৈতন্য অখণ্ড চৈতন্যই পরমপদ। ইহাই চতুষ্পাদ ব্রহ্ম। ইনি সাক্ষী। সাক্ষীর উপরে বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিনটী আবরণ পড়ে। বীজাবস্থাটি হইতেছে পরমশান্ত পরমপদের এক অতি ক্ষুদ্রস্থানে একটু চলন, একটু স্পন্দন একটু কম্পন। এই কম্পনের ভিতরেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড থাকিয়া যায়।

সাধক! তুমি ভাবনা কর তুমি পরমপদ হইয়া গিয়াছ। এ অবস্থায়

কোন চলন নাই। তুমি আহারও কর না ; নিদ্রাও যাও না ; কোথাও গমনাগমনও তোমার নাই ; চলন বলন তোমার কিছুই নাই। এইটি সম্পূর্ণ সত্য। আমি চলি, আমি ফিরি, আমি খাই, আমি শুই—এই গুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এই মিথ্যা কর্ম্ম কে করে ? মায়া বা অবিদ্যা পরিচ্ছিন্ন যে জীবভাব যাহা পারমার্থিক মিথ্যা তাহাই এই সমস্ত করিতেছে। এই মিথ্যা আচরণ ছাড়াইতে পারিলে তবে জীবের মুক্তি।

ছাড়িবার কৌশলই হইতেছে "আমি সেই" এই ভাবিয়া ভাবিয়া মিথ্যা আমিকে গায়ত্রী জপ করান। মিথ্যামত আমি, খণ্ডবৎ আমি, পরিচ্ছিন্ন মত ভ্রম আমি—যদি আপনাতে আপনার স্বরূপটি নিরন্তর স্মরণ করিয়া দিতে পারে এবং সেই স্বরূপটি মনে রাখিয়া যদি বলিতে পার দেখা, শুনা, খাওয়া, বেড়ান সকল কর্ম্ম হইতেছে সত্য কিন্তু সত্য কথা হইতেছে পরমপদ কোন কিছুই করেন না তবেই ত হইল করিয়াও করি না, বলিয়াও বলি না, আমি নিরন্তর একভাবেই আছি ইহাকেই বলা হয় পরমপদের ভাবনাতে থাকিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম করা। জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে আবার ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ ইহাই হইল। তাই বলা হয় ভাবনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধনা আর নাই।

— —

আরতি।

ওগো !

দেবতা আমার ! চিরসুন্দর দেবতা !
হৃদি-মন্দির দিলে উদাসি,
আমি প্রকাশিতে চাই ভাষা নাই পাই
এ নয়নে একি ওঠে ভাসি ?

বিশ্ব-মন্দিরে স্পন্দিত তোমারি আরতি
তপন তারকা চন্দ্র ভাতি,

অঞ্চল বীজনে চামর ঢুলায় বায়ু—
গাহে বিগহ সন্ধ্যা প্রভাতি।

বন-অন্তর-নন্দিত কুসুমিত ধ্যানে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনে পরাণে,
বিজন আলাপে মাতায় দীরঘ শ্বাসে
ছন্দে ছন্দে গন্ধ মর্ম্ম গানে।

জলধি মথিয়া মর্ম্মের সুধা ঢালিয়া
সখা! হৃদয়-পাত্র ভরিয়া;
আনে তোমারি ভকত তোমারে পিয়াতে
মুগ্ধ নয়নে রহে চাহিয়া॥ ২৫।৭

——

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥৯।১৮

(১)

নিখিল জগৎ প্রভু করেছ সৃজন।
তুমিই সবার হও সংহার কারণ॥
ইন্দ্রজাল মত সবে, আসে যায় নানা ভাবে
ঘুরে ফিরে শেষে হয় তোমাতে মিলন।
সবারি চরম গতি তুমি সনাতন॥

(২)

অন্নজল বায়ুরূপে পালিছ জগতে
ভরণ পোষণ সবে কর নানা মতে
জীবে পালিবার তরে, সাজায়েছ থরে থরে,
কত মত দ্রব্য এই ব্রহ্মাণ্ড মাঝেতে
তুমিই সবার ভর্ত্তা ওহে বিশ্বপতে!

(৩)

সবারি উপরে দেব ! তব অধিকার
দুর্জ্জনে দমিয়া কর সুজনে নিস্তার
ভূভার হরণ তরে, অবতরি বারে বারে
করিয়াছ নানামতে ধর্ম্মের প্রচার
সকলের প্রভু তুমি ওহে মুলাধাব।

(৪)

চিৎস্বরূপেতে তুমি আছ সর্ব্বময়
সমভাবে দেখ তুমি সৃষ্টিস্থিতিলয়
সর্ব্ব অগোচব যাহা, তোমার গোচব তাহা,
কিছুই তোমার কাছে অবিদিত নয়
সকলের সাক্ষী তুমি ওহে দয়াময়

(৫)

ওতপ্রোতভাবে আছ ব্যাপিয়া আকাশ
আধার আধেয় ভাবে তুমি স্বপ্রকাশ
তব সৃষ্ট জীবচয়, তোমাতেই হবে লয়,
তোমাতে মিশিবে সবে ছেদি মায়াপাশ
জগৎ নিবাস তুমি ওহে শ্রীনিবাস

(৬)

দুঃখিতের অশ্রুজল করহে মোচন
সকলে বিপদে লয় তোমার শরণ
নাহিক আশ্রয় যার, তুমিই আশ্রয় তার,
সকলে ত্যজিলে তুমি না কর হেলন
অনাথ-শরণ তুমি ওহে নারায়ণ

(৭)

প্রতি উপকার-আশে করে উপকার
জীবের ধরম এই দেখি অনিবার
না চাহিয়ে প্রতিদান, জগতে করিছ ত্রাণ,
বিনিময়ে নাহি চাহ কোন পুরস্কার
তাইতে সুহৃদ্ তুমি ওহে সবাকার

(৮)

নির্গুণ বলিয়া তোমা জানে জ্ঞানিগণ
সঙ্কল্পে জগৎ ভাসে প্রপঞ্চ কারণ
নতুবা কিছুই নাই, শূন্যময় সব ঠাঁই,
তোমারি মায়াতে দেখি দৃশ্য অগণন
জগৎ-প্রভব তুমি ওহে নিরঞ্জন

(৯)

তোমার বিকল্পে হয় সকলি সংহার
কিছুই অস্তিত্ব নাহি থাকয়ে কাহার
দৃশ্য নাই দ্রষ্টা নাই, বর্ণিবার সাধ্য নাই,
বর্ণনা অতীত হয় নিখিল ব্যাপার
সৃজনে প্রলয়ে কর্ত্তা তুমি নিরাকার

(১০)

সৃষ্ট জীব ধ্বংস হয়ে মিশয়ে তোমাতে
সংস্কার থাকয়ে মাত্র তোমার পাশেতে
কর্ম্মের নিধান তুমি, পাঠাইছ কর্ম্মভূমি,
কর্ম্মমত জীব দেহ গঠিয়া মায়াতে
জগৎ নিদান তুমি ওহে বিশ্বপতে !

(১১)

ব্রহ্মাণ্ড হইয়ে ধ্বংস সূক্ষ্মরূপ ধরি
তোমাতেই গুপ্ত রয় নিয়ম তোমারি
পুনঃ যবে সৃষ্টি হয়, গুপ্ত বীজ উপ্ত হয়,
ব্যক্ত হয় পঞ্চভূত নানারূপ ধরি
জগতের বীজ হও তুমি হে শ্রীহরি

(১২)

সংসারের দাব-দাহে কত যে জ্বলন
ভুঞ্জিতেছি দিবারাতি ভুলি শ্রীচরণ
মম চিত্ত ভ্রমবশে, মাতিয়াছে রঙ্গরসে,
ভুলিয়ে রহেছি প্রভু স্বরূপ আপন
প্রসন্ন হও হে হরি এই আকিঞ্চন ॥

শ্রীহরিপদ গঙ্গোপাধ্যায়।
জগারডাঙ্গা।

দ্বিতীয় সমর-ঋণ।

(2nd War-loan.)

চারি বৎসর ধরিয়া য়ুরোপে মহাসমর চলিতেছে। ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মবিশ্বাসী। তাহাদের বিশ্বাস যে পক্ষ ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহারাই অবশেষে জয়ী হইবে। আমাদের রাজা ও সম্মিলিত মিত্রপক্ষ পৃথিবীময় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও শান্তিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন সুতরাং তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতা ও শান্তির রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে জগৎ জুড়িয়া এই ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে—বীর-হৃদয় এই মহা-আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরা ভারতবাসী আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি যে, মিত্রপক্ষের এই ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হউক এবং ইহা দৈববাণীর মত সকল হৃদয়ে আশা ও উৎ-

সাহ সঞ্চার করুক। সকলেই জানেন, সকলেই বুঝিতেছেন যে, এই মহাযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কত লোক ও অর্থ ক্ষয় হইয়াছে তথাপি যুদ্ধের অবসান হয় নাই, সুতরাং জয়াশা করিতে গেলে আরও অর্থ চাই, আরও লোক চাই। আমাদের দেশ-রক্ষার জন্য, আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, জগতের স্বাধীনতা ও শান্তি রক্ষার জন্য আমাদিগকে আরও অর্থ ও আরও লোক সংগ্রহ করিতে হইবে। নতুবা যাহা এতাবত করা হইয়াছে তৎসমুদয় বৃথা হইয়া যাইবে, শেষ রক্ষাই রক্ষা।

আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অর্থসংগ্রহের জন্য পুনরায় সমর-ঋণ খুলিয়াছেন—যাহাদের এই সমর ঋণে অর্থ নিয়োগ করিবার সামর্থ্য আছে তাহাদের অচিরে ইহাতে অর্থনিয়োগ করা উচিত ; নতুবা তাহাদের মৌখিক দেশহিতৈষণা উপহাসের বিষয় হইবে। আমাদের দেশের কৃষককুল স্বভাবতঃ বড়ই বিপন্ন—আজ খায় তাহাদের এমন সংস্থান নাই—তাহারা বৎসরের ৬ মাস ধার করিয়া একবেলা খায় এবং ধার করিয়া চাষের খরচ চালায়। তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ফসল লইয়া ব্যবসায়ী ব্যাপারী ব্যাপার করে এবং জমিদার তাঁহার অর্থকোষ পূর্ণ করেন। এই সকল ব্যাপারী ও জমিদারগণ সম-ঋণ ক্রয় করুন এবং গরীব চাষী প্রজাগণকে সমরঋণ-দানরূপ কর্ত্তব্য পালনে অব্যাহতি দিন। জায়গা, জমি, বাড়ী, বাগান, হিরা, মুক্তা, সোণা, রূপা খরিদ করিয়া অর্থ আবদ্ধ করিবার এ সময় নহে। তাঁহারা সমরঋণে অর্থ নিয়োগ করিলে তাঁহাদের অলাভ নাই—অর্থ সঞ্চয় হইল এবং সুদে অর্থ বাড়িতে লাগিল। সোণা, রূপা, জহরত ঘরে থাকিলে টাকা ত বাড়িবে না—বৃথা অর্থ আবদ্ধ রাখার অপেক্ষা অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করা কি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য নহে ? ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব ভারতের পল্লীসমাজেও অনুভূত হইতেছে—নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—তাহাদের মূল্য

অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে—বস্ত্রের মহার্ঘতা হেতু কৃষককুল আর লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। তাই আমাদের সাকিঞ্চন নিবেদন যে সমর্থ পক্ষগণ সকলেই অর্থে, সামর্থ্যে রাজার ও মিত্র পক্ষের সাহায্য করিয়া দেশ রক্ষা করুন। যুদ্ধের যাহাতে অবসান হয় তাহার বিধান করুন, নতুবা ভারতের প্রজা বাঁচিবে না।

আমরা জানি যে আমাদের কৃষকগণ মধ্যে সমৃদ্ধ লোকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প; আমরা ইহাও জানি যে আমাদের কৃষকগণ আদৌ সঞ্চয়ী নহে। তাহাদের হাতে যখনই টাকা আসে তাহারা অযথা সেই টাকা খরচ করিয়া ফেলে। যদি কাহারও সামর্থ্যে কুলায় তাহারা যেন অন্ততঃ ৭৸০ দিয়া ১০৲ টাকা মূল্যের ৫ বৎসরের মেয়াদী ক্যাস সার্টি-ফিকেট (Post office 5 years' cash certificate) ক্রয় করে। কতক-গুলি কৃষকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এবং যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এই প্রকারে কিছু সঞ্চয় করা নিতান্ত অভিলষিত। কলে কারখানায় যাহারা চাকুরী করে তাহাদের মধ্যে অযথা ব্যয়ের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেরও কর্ত্তব্য সমরঋণ অথবা অন্ততঃ ক্যাস সার্টিফিকেট খরিদ করা।

সমর-ঋণের লাভ এই যে ইহাতে ১০০৲ টাকায় ৫৷৷০ টাকা বৎসরে সুদ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩৷৷০ টাকার অধিক নহে। ৩৷৷০ টাকার স্থলে ৫৷৷০ সুদ পাওয়া যাইবে, আবার কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে ইনকম ট্যাক্স প্রভৃতি বাদ যায় কিন্তু সমর ঋণের সুদ হইতে এক পয়সাও বাদ যায় না।

আর একটা লাভের কথা—সমরঋণের টাকা দ্বারা ব্রিটিশরাজের ও মিত্র পক্ষীয় সৈন্যগণের জন্য ভারত হইতে গম, চাউল, অন্যান্য খাদ্য, চা, চিনি, পাট, চামড়া, তুলা প্রভৃতি ক্রয় করা হইবে, সুতরাং ইহাতে পরোক্ষে কৃষকগণ ও ব্যবসায়িগণ লাভবান্ হইতে পারিবে। সমরঋণে অর্থ নিয়োগজনিত নিশ্চিত লাভ ত আছেই।

———

রামায়ণ বেদ চন্দ্রিকা বা সীতারাম তত্ত্ব-কৌমুদী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, করুণাময় নারায়ণ এই নিমিত্ত স্বয়ং (স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের বেদার্থ জ্ঞান হেতু) পূর্ব্বে ভারত করিয়াছিলেন, পরাৎপরতররূপে সম্মত রামায়ণ ইহার (মহাভারতের) বীজ। দেব নারায়ণ পুরাকালে ব্রহ্মাকে রামায়ণ প্রদান করেন, ব্রহ্মা আমাকে (বাল্মীকির উক্তি)উহা দিযাছিলেন,ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে আমা দ্বারা রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ হইয়াছে, বেদার্থের সারসম্মত রামায়ণকে আমি রুচিররূপে বিস্তারিত করিয়াছি("তত্র ত্রয়াণাং বর্ণানাং বেদে যোগ্যত্বমিষ্যতে। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা॥ স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং বেদার্থজ্ঞানহেতবে। ভারতং কৃতবান্ পূর্ব্বং দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্। রামায়ণং তস্য বীজং পরাৎপরতরং মতম্॥ আদৌ রামায়ণং দেবো ব্রহ্মণে দত্তবান্ পুরা। দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা মহ্যম্ শ্লোকবদ্ধং ময়া কৃতং। বিস্তারিতঞ্চ রুচিরং বেদার্থ সারসম্মতম্॥")। ব্রহ্মার আদেশে কাব্যস্বরূপিণী বাণী (সরস্বতী) আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিযাছিলেন, আমি তাই রামায়ণ কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সাধারণের বোধগম্য সুললিত কাব্যরূপে বেদব্যাখ্যা করিবার জন্যই ব্রহ্মা বাল্মীকিকে অবতারিত করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু। জগৎস্রষ্টিকর চতুর্মুখ ব্রহ্মা কাব্যরূপে বেদব্যাখ্যা করাইবার নিমিত্ত বেদার্থবক্তা বাল্মীকিকে মর্ত্ত্যধামে অবতারিত করিয়াছিলেন, একথাও কি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে আছে ?

বক্তা। হাঁ, ইহা উক্ত পুরাণেরই কথা। * ব্রহ্মা বাল্মীকির সমীপে আগমন পূর্ব্বক অপিচ বলিয়াছিলেন, হে বাল্মীকি, আমি জগতের স্রষ্টিকর্ত্তা, ভগবান্ হরি জগতে লীলাকর, তুমি ভগবান্ হরির লীলাবর্ণনকর্ত্তা হইয়া স্রষ্টির রক্ষাকর হও। †

---

* "ততো ব্রহ্মা সমাগত্য বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ।
মহর্ষে নমু বাল্মীকে ভগবন্ ভরতো মুনে॥

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা বর্ণন দ্বারা বাল্মীকি সৃষ্টিরক্ষাকর হইবেন কিরূপে, তাহা একটু পরিষ্কার করে বুঝাইয়া দিবেন?

বক্তা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণই তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুর লীলা লোকসমূহের মলাপহা (মলশোধনী) ধর্ম্মরূপিণী, হে বাল্মীকি, সেই মলাপসারণী বিষ্ণুলীলা তোমাকর্ত্তৃক বর্ণিত হইলে, লোকে পরধর্ম্ম স্থির হইবে ("লোকানাং ধর্ম্মরূপৈব বিষ্ণোর্লীলা মলাপহা। ত্বয়া সা বর্ণিতা লোকে পরো ধর্ম্মঃ স্থিরো ভবেৎ॥" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।)

জিজ্ঞাসু। রামায়ণকে পরব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের পরা মূর্ত্তি কেন বলা হইয়াছে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি, শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে যে, বেদপাঠ বা বেদ শ্রবণের ফললাভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এখন দ্বিজবন্ধু, সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ, ইহাঁরাই আমাদের পরম বন্ধু, ইহাঁরাই আমাদের গতি। মহাভারত রামায়ণের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এই সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আর কি কথিত হইয়াছে?

বক্তা। দুর্গাদেবীর মুখ হইতে এ সম্বন্ধে যাহা বহির্গত হইয়াছে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে তাহারই বর্ণন আছে। দেবীর উক্তি—রামায়ণ করিয়া বাল্মীকি যখন বিরত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা বাল্মীকির সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি! তুমি রামায়ণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার আর কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই বটে, তোমা দ্বারা অক্ষয়, ধর্ম্মরূপিণী পরমাকীর্ত্তি অর্জ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু গগনসম্ভবা দেবী সরস্বতী তোমার প্রস্ফুটিত মুখপদ্মে নিত্য ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা

অধিতষ্ঠৌ স্বয়ং দেবী বাণী কাব্যস্বরূপিণী।
এতদর্থেঽবতারস্তে ময়া সম্পাদিতঃ পুরা॥
যৎ ত্বং বেদার্থবক্তা স্যাঃ কাব্যরূপেণ সর্ব্বশঃ"
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

"অহং সৃষ্টিকরো ব্রহ্মা তত্র লীলাকরো হরিঃ।
তদ্বর্ণনস্য কর্ত্তা ত্বং সৃষ্টিরক্ষা করো ভব॥"
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

করিতেছেন, অতএব তুমি দেবীর ইচ্ছা অবগত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম কর। আমি যে মহাভারত নামক পরম পবিত্র সনাতন ও পুরাতন ইতিহাস প্রকল্পিত করিয়াছি, তুমি তাহাকে শ্লোকবদ্ধ কর। বাল্মীকি ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণানন্তর বলিয়াছিলেন, 'হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি আমার অন্তরের ভাব জানিতেছেন, তথাপি আপনাকে আমার আত্মবৃত্তি নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যাহা উপযুক্ত তাহা আপনি বলুন। ব্রহ্মন্! রামায়ণ করিয়াছি, মোক্ষের সাধন অভিব্যক্ত হইয়াছে, নিঃসন্দেহ হইয়াছি, ক্ষোভ ও মোহবর্জ্জিত হইয়াছি, আর কিজন্য অপর গ্রন্থ করিব? আমার পক্ষে ইহা বৃথা উদ্যম প্রভো! দেবী সরস্বতী যদি সতত বিহার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দ্বাপরে বিষ্ণুর অংশাবতার বেদব্যাস অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই বহুবিচিত্রার্থ মহাভারত করিবেন, তিনিই পুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিবেন, অল্প চেষ্টাতে মনুষ্যের ধর্ম্মে মতি হয় না, লোকসমূহের যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু গ্রন্থ করিবেন, বেদবিভাগ করিবেন, দেবীর ইচ্ছা বিষ্ণুকলা বেদব্যাস পূর্ণ করিবেন, হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছি, আমি বেদব্যাসকে সনাতন কাব্যবীজ বলিয়া দিব, এতদ্দারা তিনি বহুপ্রকার গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক কল্যাণভাজন হইবেন। মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া হংসে আরোহণ পূর্ব্বক নিজধামে গমন করিয়াছিলেন।*

---

* "দেব্যুবাচ। যদা রামায়ণং কৃত্বা বাল্মীকিবিররাম হ।
তদা ব্রহ্মা সমাগত্য বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ॥
মহর্ষে ননু বাল্মীকে কৃতং রামায়ণং ত্বয়া।
নৈবাবশিষ্টং কিঞ্চাস্তি কর্ত্তব্যং তব বর্ত্ততে॥
অর্জ্জিতা পরমা কীর্ত্তিরক্ষয়া ধর্ম্মরূপিণী।
কিন্তু ত্বন্মুখফুল্লাব্জে দেবী গগনসম্ভবা॥
দেবিতুং বাঞ্ছতে নিত্যং তৎকুরুষ্ব সনাতনম্।
দেব্যা ব্যবসিতং বুদ্ধ্বা মহাভারতনামকম্॥
সনাতনং মহাপুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রকল্পিতং ময়া সম্যক্ তব শ্লোকয় তন্মুনে॥

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রকমলেভ্যো নমঃ॥

যোগতত্ত্ব।

বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের তত্ত্বচিন্তা।

বক্তা। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতপাদ পাঠ করিয়া তোমার কি মনে হইয়াছে, তাহা বল। পাতঞ্জলদর্শনে যোগাভ্যাস দ্বারা যে সকল বিভূতির (সংযমসাধ্য অলৌকিকশক্তি বা ঐশ্বর্য্যের) বিকাশের কথা আছে, যোগাভ্যাস দ্বারা সেই সকল বিভূতির আবির্ভাব হইতে পারে, তুমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ কি ? পাতঞ্জলোক্ত বিভূতি সমূহের আবির্ভাব অসম্ভব নহে, যদি তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে,আমি জানিতে ইচ্ছা করি,কোন্ প্রমাণে যোগাভ্যাস দ্বারা অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইতে পারে, তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে ?

বাল্মীকিরুবাচ। প্রভো ব্রহ্মন্ ত্বয়া সর্ব্বং জ্ঞায়তে তত্ত্বথাপি তে।
নিবেদয়াম্যাত্মবৃত্তিং যদ্যুক্তং তদ্বদস্ব মে।
কৃতং রামায়ণং ব্রহ্মন্ ব্যক্তং মোক্ষস্য সাধনম্।
নিঃসন্দেহো হ্যহং ভূত, ক্ষোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
কিমর্থমপরং গ্রন্থং করিষ্যামি বৃথোদ্যমঃ।
সরস্বতী চেৎ সততং বিহর্ত্তুং দেব বাঞ্ছতে।
তদর্থং দ্বাপরে বেদব্যাসনামা ভবিষ্যতি।
স এব বহুচিত্রার্থমহাভারতকৃদ্ভবেৎ।
পুরাণোপপুরাণানি স এব বিরচিষ্যতি।
নান্যেন ব্যবসায়েন নৃণাং ধর্ম্মমতির্ভবেৎ॥
লোকানাং ধর্ম্মমত্যর্থং কর্ত্তা গ্রন্থান্ বহূন্ স বৈ।
বিষ্ণোঃ কলাসৌ ভবিতা বেদভাগান্ করিষ্যতি॥
অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোঽভবমীশ্বর।
ব্যাসায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনং॥
যেনাসৌ বহুধা গ্রন্থান্ বিধায় কুশলং ভজেৎ॥

দেব্যুবাচ। ইত্যুক্তস্তেন বৈ ব্রহ্মা হংসারূঢ়শ্চতুর্মুখঃ।
এবমেবেতি সংমন্ত্র্য যযৌ লোকং নিজং সখি॥

জিজ্ঞাসু। পাতঞ্জলদর্শন সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা মহর্ষি পতঞ্জলিদেব কর্ত্তৃক বিরচিত, পতঞ্জলিদেবকে আমি আপ্ত (নিখিল বস্তুতত্ত্বজ্ঞ রাগদ্বেষ-বিনির্মুক্ত আপ্তকাম পরহিতৈকব্রত, পরমকারুণিক, সত্যবাদী) পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি, অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখন মিথ্যা হইতে পারে না, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা করুণার্দ্র হৃদয় ঋষিগণ পরহিতার্থ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, মিথ্যাবাক্য দ্বারা লোককে প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হইতে পারে না। পাতঞ্জলদর্শন আপ্তবাক্য, এই নিমিত্ত আমি বিভূতিপাদের কোন কথাই অবিশ্বাস্য মনে করি না, যোগাভ্যাস দ্বারা অলৌকিক-সামর্থ্যের বিকাশ হওয়া সম্ভব, আপ্তোপদেশপ্রমাণেই আমার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে।

বক্তা। তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। আপ্তোপদেশই সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবধারণের প্রধান উপায়, স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অবিষয় পদার্থসমূহের যথাভূত সংবাদ আপ্তব্যক্তি ভিন্ন আর কে দিতে পারেন? 'পতঞ্জলিদেব মহর্ষি, অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না', তোমার এই উত্তর স্বল্পাক্ষরাত্মক হইলেও, অতিমাত্র সারগর্ভ। 'ঋষি' শব্দের অর্থ কি, তাহা যিনি অবগত আছেন, তোমার উত্তরের সারবত্তা তিনিই উপলব্ধি করিবেন। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা (সাক্ষাৎকৃত—বিশিষ্ট তপস্যা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে ধর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক) তাঁহারাই 'ঋষি' এই নামে অভিহিত হয়েন। দর্শনার্থক 'ঋষ্' ধাতু হইতে 'ঋষি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি অখিল বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, কোন্ বস্তুর বা কোন্ ধর্ম্মীর কি ধর্ম্ম, কিরূপ শক্তি, কোন্ কর্ম্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে কিরূপ ফলের পরিণাম হয়, তাহা যাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা অসাক্ষাৎকৃত শক্তিহীনদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা 'ঋষি'। *

---

* "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুরুপদেশায়।" নিরুক্ত।

"সাক্ষাৎকৃতো যৈর্ধর্ম্মঃ সাক্ষাৎ দৃষ্টঃ প্রতিবিশিষ্টেন তপসা, ত ইমে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। কে পুনস্তে? ইতি। উচ্যতে—ঋষয়ঃ।

'ঋষি' শব্দ যে নিমিত্ত বেদের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবে। মনুষ্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, অন্যকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রভাষ্যে সত্যবাক্যের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, যে বাক্ পরপ্রতারণার্থ প্রযুক্ত হয, যে বাক্ ভ্রান্তিজ্ঞ, যে বাকের অর্থ পরিগ্রহ হয় না এবং যাহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ উচ্চারিত না হয়, তাহা সত্যবাক্ নহে। সত্যপ্রাণ মহর্ষি পতঞ্জলিদেব অন্যকে প্রবঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে যোগদর্শনের বিভূতিপাদে মিথ্যাবাক্য বলিয়াছেন, ইহা কি কোনও প্রেক্ষাবানের বিশ্বাস হইতে পারে? সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা, আপ্তকাম মহর্ষির মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু। যোগদর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল বিভূতির বর্ণন আছে, সংযম দ্বারা তাহাদের বিকাশ হওয়া অসম্ভব নহে, আমার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে বটে, কিন্তু বিভূতিপাদ পাঠপূর্ব্বক আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই।

বক্তা। কেন? তুমি কি বিভূতিপাদের সর্ব্বস্থল হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই?

জিজ্ঞাসু। আজ্ঞে, বিভূতিপাদের কোন স্থলই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

বক্তা। তুমি ত ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছ, তবে বিভূতিপাদ বুঝিতে না পারিবার কারণ কি? ভাষ্যের পাঠ লাগাইতে পার নাই? তুমি বাচস্পতি মিশ্রের টীকা দেখিয়াছ? বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যবার্ত্তিক অবলোকন করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু। আজ্ঞে ব্যাকরণাদি পড়িলেই কি, পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে? আপনি আমাকে এই রূপ প্রশ্ন করিতেছেন কেন?

বক্তা। ইদানীং যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্র পাঠ করা হয়, তোমার তদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইয়াছে, কি না, তাহা জানিবার জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি।

জিজ্ঞাসু। আমি বিভূতিপাদ পাঠপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভে সমর্থ হই নাই, তাহার কারণ সংযম (ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) দ্বারা কিরূপে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি পাতঞ্জলদর্শন কাব্যজ্ঞানে পড়িতে অভিলাষী নহি, সংযম দ্বারা পতঞ্জলিদেবের উপদেশের যাথার্থ্য অনুভবপূর্ব্বক কৃতার্থ হইবার প্রার্থী। সংযমতত্ত্ব আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বিভূতিপাদে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম এই পরিণাম-ত্রয়ে সংযম করিলে যোগীর অতীত ও অনাগত বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় ("পরিণামত্রয় সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। পাং দং বি-পা ১৬ সূ)। পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে, অতীত ও অনাগতবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, আমি এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত কিরূপে পরিণামত্রয়ে সংযম করিতে হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করি-য়াছি. কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অতীত ও অনাগত বিষয় সমূহের জ্ঞান হইবার উপায় আছে, জানিয়াও আমি তাহাকে অবলম্বন করিতে পারিতেছি না, ইহা কিরূপ কষ্টজনক, আপনি তাহা বুঝিতে পারেন। করুণানিধি পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের পরস্পরে পরস্পরের অধ্যাস (একে অপরের অভেদ আরোপ to attribute the nature of one thing to another, to attribute or ascribe falsely), হইয়া সঙ্কর হয়, উক্ত তিনটী-কেই এক—অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, বিভাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেকে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীর শব্দ জানা যায়, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ কি অভিপ্রায়ে কিরূপ শব্দ করে, তাহা বুঝিতে পারা যায়, ("শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্ব-ভূতরুতজ্ঞানম্।" পাং দং বি, পা ১৭ সূত্র) ভিন্নদেশবাসিমনুষ্য-দিগের কথা বুঝিতে না পারায় কত বাধা বোধ হয়, বুঝিতে পারিলে কত সুখানুভব হইয়া থাকে। পরদুঃখকাতর, করুণাময় পতঞ্জলিদেব

ক্রমশঃ

বিনাশের পূর্ব্বে জীবের দুর্ব্বুদ্ধিই হয়। আমার তাই হইল। আমি কি তপস্যা করিয়া নিজের মস্তক নিজেই ভক্ষণ করিলাম ?

কর্কটীর বিষাদ যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা অবসাদ নহে। মিলাইয়া লাও তোমার দেহও যে তোমার বহু দুর্গতির কারণ তাহা দেখিতে পাইবে। বহু কেন সকল দুঃখেরই কারণ। তুমিও দিনান্তে একবার করিয়া এই বিষাদযোগ অভ্যাস কর না কেন, তোমার শুভ হইবে।

হায়! কে আমায় উদ্ধার করিবে? কোন মানুষে পারে না। যোগিগণ পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গিরিবাসী বিবিক্তমনা উদাসীন যোগিগণের কৃপাপাত্র আমি কিরূপে হইব ? আমি কি এক অজ্ঞান মহাসমুদ্রে বাস করিতেছি ; এখানে অভ্যুদয়ের প্রত্যাশা কি ? কত-কাল—কতকাল আমি এই সমস্ত আপদগর্ভে লুণ্ঠিত হইব ?

জীবন একটা অজ্ঞান মহাসমুদ্রই বটে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা দেখিতেছি যাহা শুনিতেছি যাহা করিতেছি তাহাই মিথ্যা, তাহাই মায়া, তাহাই অজ্ঞান। আমি দেখি ইহা অজ্ঞান, আমি করি ইহা অজ্ঞান, আমি খাই ইহা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান সমুদ্রের পরপার কোথায় ? জগৎ মিথ্যা জানিয়াও, দেহ মিথ্যা জানিয়াও, মন মিথ্যা জানিয়াও ব্যব-হারিক জগতে জগৎ, দেহ, মন লইয়া নিরন্তর হাহা হিহি করিতেছি।

রাক্ষসী পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল কবে আমি

"মেঘমালা সমভুজা চিরং বিদ্যুৎপদেক্ষণা।
নীহারজালবসনা প্রোচ্চকেশমিতাম্বরা ॥২৩॥
লম্বোদরাভ্রসন্দর্শ প্রনর্ত্তিত শিখণ্ডিনী।
লম্বলোলস্তনী শ্যামা দেহবাতদ্রবৎ স্তনী ॥ ২৪
হাসভস্মচ্ছটাচ্ছন্ন সূর্য্যমণ্ডলরোধিনী।
কৃতান্তগ্রসনোদ্যুক্ত কৃত্যৈকাকৃতিধারিণী ॥ ২৫

কবে আমি আবায় মেঘমালার ন্যায় দীর্ঘবাহুধারিণী, বিদ্যুৎস্থানীয় নয়নদ্বয়শোভিনী, নীহারজাল সম বসনে আবৃতা, আকাশস্পর্শী উচ্চ

কেশ কলাপে ভূষিতা হইব ? কবে আবার আমি অভ্রসন্দর্শনে নৃত্য-পরায়ণা শিখণ্ডিনীর মত আপন লম্বোদর দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিব ? কবে আমি আমাকে লম্বলোলস্তনী শ্যামা দেখিব এবং ঘন ঘন নিশ্বাস পবনে লোলায়িত পয়োধরা দেখিব ? কবে আমার অট্ট অট্টহাস্য নির্গত তেজঃশিখায় অরণ্য সমূহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইবে এবং সেই ভস্মচ্ছটায় আমি সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন করিব ? রাক্ষসী আরও কত কি বলিতে লাগিল—

পর্ব্বতাৎ পর্ব্বতে শৃঙ্গে ন্যস্ত পাদো বিহারিণী ॥ ২৫

কবে আমি সূর্য্যস্রগ্‌দাম-হারিণী সূর্য্যবিম্বের ন্যায় হার ধারণ করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরের শৃঙ্গে পদবিক্ষেপ পূর্ব্বক বিহার করিব ? কবে আমি হাস্য সহকারে মহারণ্যে আনন্দে স্ফিগ্‌ বাদ্য-(নিতম্বপার্শ্ব পাছা-বাদ্য) করতঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইব ?

যোগবাশিষ্ঠ-উৎপত্তি।

৭২ সর্গ।

দ্বিতীয়বার তপস্যা।

অবসাদে মানুষ জড়ের মত ক্রমে অসাড় হয় কিন্তু বিষাদ যোগ তাহা যাহা মানুষকে দুঃখের প্রতীকার জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ করায়। মৃত্যু ! আসে আসুক ; আমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবই।

কর্কটী স্থির করিল "ভবাম্যাশু তপস্বিনী" নিশ্চয়ই আজই তপস্বিনী হইব। কর্কটী আবার তপস্যা করিতে চলিলেন। একথা আমরাও বলি আবার নূতন করিয়া তপস্যা করি এস।

সূচী "হিমবচ্ছৃঙ্গং জগাম"। হিমালয়ের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সূচী তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। রাম ! যদি জিজ্ঞাসা কর সূচী শরীরে যাওয়া হইল কিরূপে ?

দেহধারণটা সঙ্কল্প মাত্র। প্রথমেই আত্মাতে মনঃকল্পিত দেহত্ব

অনুভব কর। করিলে বুঝিবে দেহটা যাহা ছিল এখন তাহা কল্পনায় আত্মার মধ্যে রহিয়াছে। যেমন বাহিরের সমুদ্রটি দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত কর তখন সমুদ্রটি কল্পনায় মনের মধ্যে ঢুকিয়া যায় সেইরূপ নিজের দেহটাকে কল্পনায় যখন দেখ তখন যেহেতু কল্পনা মনেরই সেই জন্য দেহাকার কারিত একটি কল্পনা তুমিই দেখিতে থাক। কল্পনা থাকে মনে। মন আবার স্থির হইলে বুঝা যায় কল্পনা বা স্পন্দনই আত্মাকে নাচাইয়া মন নামক একটি অবাস্তবিক কিছু সৃষ্টি করিয়াছিল তুমি এই ভাবে আত্মাতে আইস। সমস্তই ভাবনা দ্বারা হয়। সূচী পরে ভাবনায় প্রাণবায়ুরূপিণী হইয়া ভিতরে ক্রিয়াশক্তি অনুভব করিল। তখন তাহার গতিশক্তি আসিল। সূচী তখন ভাবনাবলে এক গৃধ্র শরীরে প্রবেশ করিয়া হিমাচলে আসিল। তপস্যার স্থান নিশ্চয় হইয়া গেল। সূচী তত্রস্থ সর্ব্বভূতবিবর্জ্জিত, দাবানলদগ্ধ, আতপতাপ-রূক্ষ, পাংশু বিধূসর, নিস্তৃণ বিপুল স্থলে গিয়া আবির্ভূতা হইল। ঐ স্থানে ঐ তপস্বিনীকে দেখিলে মনে হয় যেন মরুভূমিতে অকস্মাৎ সঞ্জাত তৃণাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। সূচী ত একপদী। কিন্তু ভাবনাই তপস্যা, সূচী ভাবনা বলে মানুষের মত পদদ্বয় পাইয়া তাহারই একপদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সূচী অন্যদিকে না চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখে এক দৃষ্টিতে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

যাঁহারা তপস্যা করিতে চান তাঁহারা অগ্রেই ভাবনাবলে স্থান কাল পাত্রকে আপনার অনুকূল করিয়া লইবেন ইহা অতি প্রয়োজনীয় কথা।

যেমন জলৌকাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরস্থিত আহার দর্শনের নিমিত্ত মুখোত্তোলন করতঃ দেহের নিম্নভাগ দ্বারা তৃণপর্ণাদির অগ্রভাগে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সূচীও বায়ু ভক্ষণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধমুখে ও এক-পদে সুস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল।

যেখানে কেহ তপস্যা করে—তপস্যার প্রভাবে সে স্থানের দ্রুম-লতাদিও সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেখানকার দ্রুমলতাদি স্ব স্ব কুসুমবাসিত

অনিল দ্বারা তপস্বিনীর বায়ু ভোজন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। তপো-বিষয়ে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য স্ব স্ব সুগন্ধি কুসুমনিকর ও পুষ্পরজোরাজি দেবতাদিগকে বা অন্য কাহাকে প্রদান না করিয়া সমস্তই তাহাকে অর্পণ করিতে লাগিল। বাসবপ্রেরিত তপোবিঘ্ন স্বরূপ অপ-বিত্র যাহা কিছু বায়ু তাড়িত হইয়া তাহার ছিদ্ররূপ বদনকুহরে প্রবেশ করিত : সূচী তাহা অপবিত্র বলিয়া বুঝিত ও কদাচ তাহা আহার করিত না। কারণ অন্তরে সারভাগ উদিত হইলে অত্যন্ত লঘুচেতারাও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর হয়। বহু বিঘ্ন আসিল কিন্তু তপস্বিনী সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাসুপ্ত জনগণের ন্যায় নিস্পন্দ থাকিল—পাদাগ্র ভাগও বিচলিত করিল না।

বহুকাল তপস্যার পর তাহার হৃদয়ে জ্ঞানালোক সমুদিত হইল। তখন সে সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবতী হইল এবং অজ্ঞান কালিমা বর্জ্জিত হইল। তাহার উগ্র তপস্যারূপ অগ্নিতে সেই মহাগিরি সূর্য্যবৎ জ্বলিত হইতে লাগিল।

যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তিপ্রকরণ।

৭৩।৭৪ সর্গ।

তপস্যা ও পরিপাক।

এই কর্কটী প্রথম তপস্যায় বহু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ভোগবিষয়ে কথঞ্চিৎ মানসিকী তৃপ্তিলাভ করিলেও কিছুমাত্র শারীরিকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। এক্ষণে সে জীবসূচী হইয়া আজ লৌহ-সূচীকে আধার গ্রহণ করতঃ স্থির হইয়াছিল। আধার গ্রহণ চাইই, কেননা ঈশ্বরও বিনা আধারে কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হন না।

ন হ্যমূর্ত্তস্য সিদ্ধন্তি বিনাধারং কিলক্রিয়াঃ ॥ ৭৩।৪৫

এই সময়ে বাসব নারদের নিকটে সূচীর তপস্যার কথা শ্রবণ করিয়া বায়ুকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। বায়ু দেবতা সপ্তদ্বীপ ঘুরিয়া শেষে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হিমাচল শিখরে তপস্বিনীর

আহূয় রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরম্।
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় কৌশিকায় সমর্পয়ৎ ॥ ২২
ততোঽতিহৃষ্টো ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ আগতৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৩
গৃহীত্বা চাপতূণীর বাণখড়্গধরৌ যযৌ।
কিঞ্চিদ্দেশমতিক্রম্য রামমাহূয় ভক্তিতঃ ॥ ২৪
দদৌ বলাং চাতিবলাং বিদ্যে দ্বে দেবনির্ম্মিতে।
যয়োর্গ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎক্ষামাদি ন জায়তে ॥ ২৫
তত উত্তীর্য্য গঙ্গাং তে তাড়কা বনমাগমন্।
বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২৬

১৩। পৃথিবীর পাপভার দূর করিবার জন্য পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন। হে অনঘ! তিনিই এখন তোমার গৃহে কৌশল্যার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১৪। তুমিও পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপ প্রজাপতি ছিলে এবং কৌশল্যাও পূর্ব্বজন্মে যশস্বিনী দেবমাতা অদিতি ছিলেন।

১৫। তোমরা দুইজনে বহুবর্ষ পর্য্যন্ত উগ্র তপস্যায় কাটাইয়াছ। আর গ্রাম্য বিষয়ভোগে অনাসক্ত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলে। এবং বিষ্ণুভগবানের-পূজা ধ্যানে তৎপর ছিলে।

১৬। সেই সময়ে বরদাতা ভক্তবৎসল ভগবান্ তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন—বর প্রার্থনা কর। তুমি বলিয়াছিলে ভগবন্ তুমি আমার পুত্র হও।

১৭। তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভূতভাবন ভগবান্ বলিলেন তাহাই হউক। সেই ভগবানই তোমার রামনামক পুত্ররূপে জন্মিয়াছেন।

১৮। হে রাজন্! শেষ ফণিরাজ লক্ষ্মণ হইয়া রামের ভজন করিতেছেন আর ভগবানের আয়ুধ যে শঙ্খ আর চক্র তাহাই ভরত আর শত্রুঘ্ন-রূপে জন্মিয়াছেন।

এই বনে রাম, তাড়কা নামেতে, রাক্ষসী কামরূপিণী।
সবে হিংসা করে, বধহ তাহারে, স্ত্রীবধ না মনে গণি ॥২৭
তাহা শুনি প্রভু, ধনু লয়ে হাতে, গুণ তাহে টানি দিয়া।
তোলেন টঙ্কার, বনভূমি সেই, শব্দেতে উঠে ভরিয়া ॥ ২৮
সে ঘোরা তাটকা, শুনিয়া টঙ্কার, একান্ত অধীরা হ'য়ে।
ক্রোধমূর্চ্ছা হ'য়ে রঘুনাথ প্রতি আসে মেঘবৎ ধেয়ে ॥ ২৯
ক্ষিপ্রহস্তে প্রভু, এক শরে তার, বক্ষ করে বিদারণ।
পড়িল বিপিনে, ঘোররূপা বহু, রুধির করি বমন ॥ ৩০
পরমা সুন্দরী যক্ষী উঠে তথা, নানা আভরণ গায়।
শাপে পিশাচতা. প্রাপ্ত হয়েছিল, মুক্ত শ্রীরাম-কৃপায় ॥ ৩১
বিস্ময়ে যক্ষিণী, কমলনয়নে, ভরিত নয়নে চায়।
প্রণাম করিয়া, করি প্রদক্ষিণ স্বর্গে গেল রামাজ্ঞায় ॥ ৩২

হর্ষভরে রামে হৃদয়ে ধরিয়া
শিরঘ্রাণ করি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া
সর্ব্ব অস্ত্র মুনি অতি প্রীত মনে,
গুপ্তমন্ত্রসহ দিলেন শ্রীরামে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
বালকাণ্ডে কবিতাপ্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়।

ওঁ হ্রীং বলে মহাদেবি হ্রীং মহাবলে ক্লীং চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থসিদ্ধিপ্রদে তৎসবিতুর্ব্বরদাত্মিকে হ্রীং বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য বরদাত্মিকে অতিবলে সর্ব্বদয়ামূর্ত্তে বলে সর্ব্বক্ষুচ্ছ্রমোপনাশিনি ধীমহি ধিয়ো যো ন গতি প্রচুর্যঃ প্রচোদয়াত্মিকে প্রণব শিরস্কাত্মিকে হুং ফট্ স্বাহা ইতি সাবিত্রী উপনিষদি।

২৭। অবিচারয়ন্ স্ত্রিয়া অবধাত্বমবিচারয়ন্নিত্যর্থঃ।

অত্রাস্তি তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্‌॥ ২৭
তথেতি ধনুরাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ।
টঙ্কারমকরোত্তেন শব্দেনাপূরয়দ্বনম্‌॥ ২৮
তচ্ছ্রুত্বাঽসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী।
ক্রোধসংমূর্চ্ছিতা রামমভিদ্রুদাব মেঘবৎ॥ ২৯
তামেকেন শরেণাশু তাড়য়ামাস বক্ষসি।
পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং বহু॥ ৩০
ততোঽতি সুন্দরী যক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ॥ ৩১
নত্বা রামং পরিক্রম্য গতারামাজ্ঞয়া দিবম্‌॥ ৩২

ততোঽতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
মূর্দ্ধন্যবঘ্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ।
সর্ব্বাস্ত্রজালং সরহস্যমন্ত্রং
প্রীত্যাঽভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
বালকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

১৯। যোগমায়াও জনকনন্দিনী সীতারূপে জন্মিয়াছেন! বিশ্বামিত্র রামের সহিত সীতার মিলন করিবার জন্য আসিয়াছেন।

২০। হে রাজন্‌! এই গুপ্ত রহস্য কাহারও নিকটে ব্যক্ত করা উচিত নহে। অতএব প্রীতমনে কৌশিককে পূজা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রমানাথ রাঘবকে প্রেরণ কর।

২১।২২। বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে রাজা দশরথ আপনাকে আপনি কৃতকৃত্য মানিলেন। তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে রাম ও লক্ষ্মণকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং উভয়কে আলিঙ্গন ও উভয়ের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কৌশিকের হস্তে উভয়কে সমর্পণ করিলেন।

২৮। সগুণমারূঢ়জ্যং তেন শব্দেন ধনুঃ শব্দেন।

২৯-৩২। অসহমানেতিচ্ছেদঃ। ক্রোধসংমূর্চ্ছিতা অতিক্রুদ্ধা।

৩৩। ততস্তাটকাবধকর্ম্মবশাদতিহৃষ্টো বিশ্বামিত্রঃ কিঞ্চিদ্বিচিন্ত্য রামগুরুত্বেন স্বস্যান্তকালে মুক্তিপদপ্রাপ্তিযোগ্যতা লাভং বিচার্য্যেত্যর্থঃ। অভিরামায রামায় সরহস্য মন্ত্র মন্ত্রজালং দদাবিত্যন্বয়ঃ।

ইতি শ্রীমৎ সকলরাজবিপদুদ্ধরণসমর্থেত্যাদিবিরুদা-
অধ্যাত্মরামায়ণে সেতৌ বালকাণ্ডে
চতুর্থঃ সর্গঃ।

২৩।২৪ অতঃপর অতিহৃষ্ট প্রতাপবান্ ভগবান্ বিশ্বামিত্র চাপ-ধনু, তূণীর, বাণ, খড়গধারী রামলক্ষ্মণকে স্বসমীপে আসিতে দেখিয়া বহুবিধ আশিস্ বাক্যে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পরে কিছুদূর আসিয়া ভক্তিভাবে রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন।

২৫। আহ্বান করিয়া দেবনির্ম্মিত বলা ও অতিবলা নামক দুই বিদ্যা, যে বিদ্যা গ্রহণমাত্রে ক্ষুধা পিপাসা অবসাদাদি উপদ্রব থাকেনা—সেই দুই বিদ্যা দান করিলেন।

২৬।২৭ তৎপরে গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা তাড়কা রাক্ষসীর বনে আগমন করিলেন। বিশ্বামিত্র তখন সত্যপরাক্রম রামকে বলিলেন—এই বনে কামরূপিণী বহুরূপধারণ সমর্থা তাড়কা নামক রাক্ষসী বাস করে। এই রাক্ষসী সকল লোকের বিঘ্ন উৎপাদন করে। এটা রাক্ষসী স্ত্রীলোক্ ইহাকে বধ করিব কিরূপে এইরূপ কোন বিচার না করিয়া ইহাকে বধ কর।

২৮। রঘুনন্দন বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া সগুণ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে টঙ্কার উত্তোলন করিলেন আর সেই শব্দে বন-ভূমি আপূরিত হইল।

২৯। সেই শব্দ শুনিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোররূপিণী সেই তাড়কা রাক্ষসী ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত রামের দিকে ছুটিয়া আসিল।

৩০। রামচন্দ্র শীঘ্র এক বাণ দ্বারা তাহার বক্ষদেশ বিদ্ধ করি-লেন। ঘোরা রাক্ষসী তাহাতেই বহু রুধির বমন করিতে করিতে সেই বিপিনে ধরাশায়ী হইল।

৩১।৩২। তৎপরে দেখা গেল এক অতি সুন্দরী যক্ষী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা সম্মুখে। যক্ষী শাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, রাম-প্রসাদে মুক্ত হইয়া গেল। সে তখন রামকে প্রণাম করিল। পরে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করিল।

৩৩। তৎপরে অতি হৃষ্ট ভগবান্ বিশ্বামিত্র রামকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কিঞ্চিৎ এই চিন্তা করিলেন যে, ইহার পরে আরও অনেক তোমার করণীয় আছে—এই চিন্তা করিয়া মুনীশ্বর অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রয়োগ ও সংহার মন্ত্র সহিত সমগ্র অস্ত্র-জাল রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

ইতি শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে বালকাণ্ডে
বঙ্গানুবাদে চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বন মুনিজনাকীর্ণ, নাম কামাশ্রম, রমণীয় অতি।
হর কোপানলে, ভস্মীভূত যথা, হইলেন রতিরতি ॥ ১
এক রাত্রি থাকি তথা, যাত্রা সবে প্রাতে, করিলেন ধীরে।
সিদ্ধচারণের স্থান, রম্য সিদ্ধাশ্রমে, উপনীত পরে ॥ ২
যত বনবাসী মুনি, বিশ্বামিত্র আজ্ঞা, শিরোধার্য্য ক'রে।
করিলেন পূজা, শ্রীরামলক্ষ্মণে, সবে অতি সমাদরে ॥ ৩
অতঃপর রাম, বলেন কৌশিকে, প্রভু এবে যজ্ঞভূমে।
করুন প্রবেশ, তবে দেখিবারে, পাইব রাক্ষসাধমে ॥ ৪
তথাস্তু বলিয়া মুনি, মুনিগণ সহ, যজ্ঞ আরম্ভিল।
কামরূপী রক্ষদ্বয়, মধ্যাহ্নবেলায়, আসি দেখা দিল ॥৫
মারীচ সুবাহু যজ্ঞে, রুধিরাস্থি যবে, করে বরিষণ।
সেই কালে রাম, ধনু নম্র করি, যুড়িলেন দুই বাণ ॥ ৬

১। তত্র কামাশ্রমে তাটকাবধস্থানভূতে কামাশ্রমাখ্যে কামস্য রুদ্রেণানঙ্গতাসম্পাদকে বনে তাটকাভয়াদেব মুনিসঙ্কুলে।

২।৩। সিদ্ধাশ্রমং বিশ্বামিত্রবাসস্থানং বামনাশ্রমাখ্যং তন্নিবাসিনঃ সিদ্ধাশ্রমবাসিনঃ।

৪। কুতঃ আগচ্ছতঃ কস্মিন্ কালে ইতি শেষঃ।

৫। দদৃশাতে দৃষ্টৌ।

৬। দ্বৌ বাণৌ সন্দধে ঈষৎ কালান্তরত্বেঽপি যুগপৎ ইব।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তত্র কামাশ্রমে রম্যে কাননে মুনিসঙ্কুলে।
উষিত্বা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ॥ ১
সিদ্ধাশ্রমং গতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধচারণসেবিতম্।
বিশ্বামিত্রেণ সন্দিষ্টা মুনয়স্তন্নিবাসিনঃ ॥ ২
পূজাং চ মহতীং চক্রু রামলক্ষ্মণয়োর্দ্রুতম্। ৩
শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষাং প্রবিশ্যতাম্।
দর্শয়স্ব মহাভাগ কুতস্তৌ রাক্ষসাধমৌ ॥ ৪
তথেত্যুক্ত্বা মুনির্যষ্টুমারেভে মুনিভিঃ সহ।
মধ্যাহ্নে দদৃশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ॥ ৫
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বর্ষন্তৌ রুধিরাস্থিনী।
রামোঽপি ধনুরাদায় দ্বৌ বাণৌ সন্দধে সুধীঃ ॥ ৬

১। সেই কামাশ্রমে রমণীয় মুনিজনাকীর্ণ কাননে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে ধীরে ধীরে তাহারা যাত্রা করিলেন।

২। সকলে সিদ্ধচারণসেবিত সিদ্ধাশ্রমে গমন করিলেন।

৩। বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাক্রমে সেই বনবাসী মুনিগণ শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সত্বর বিশেষ সৎকার বা পূজা করিলেন।

৪। অতঃপর শ্রীরাম কৌশিককে বলিলেন হে মুনে! আপনি যজ্ঞশালায় প্রবেশ করুন। হে মহাভাগ! কোথায় সেই দুই রাক্ষসাধম দেখাইয়া দিউন।

৫। তথাস্তু বলিয়া বিশ্বামিত্র মুনি মুনিগণের সহিত যজ্ঞারম্ভ করিলেন এবং মধ্যাহ্নকালে কামরূপী যথেচ্ছরূপধারী দুই রাক্ষসকে (আকাশে) দেখা গেল।

আকর্ণান্ত টানি পৃথক্ পৃথক্ ছাড়িলেন বাণ যবে।
মারীচ এক বাণে ঘুরিতে ঘুরিতে দশম যোজনে তবে ॥ ৭
পড়িল দুর্ম্মতি সাগরের জলে অদ্ভুত হইল তায়।
আর এক বাণ অগ্নিময় হ'য়ে ক্ষণে সুবাহু পোড়ায় ॥ ৮
রাক্ষসানুচর আর যত ছিল লক্ষ্মণের বাণে পড়ে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে, দেবতারা তবে পুষ্প বরিষণ করে ॥ ৯
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল তুষ্ট সিদ্ধ ও চারণে।
বিশ্বামিত্র পূজে পরম হরষে পূজার্হ রঘুনন্দনে ॥ ১০
ক্রোড়ে বসাইয়া, করি আলিঙ্গন, আঁখি ভরে প্রেমনীরে।
সুমিষ্ট সুপক্ক ফল, আনিলেন পরে, দুয়ের ভোজন তরে ॥ ১১
মধুর পুরাণ কথা, শুনাইল মুনি, তিন দিন ধরি'
চতুর্থ দিবসে কহিলেন রামে বিশ্বামিত্র বনচারী ॥ ১২
হে রাঘব মহাযজ্ঞ, দেখিবারে চল, যাই মোরা সবে।
মহাত্মা জনক বিদেহ নগরে আরম্ভিল ইহা এবে ॥ ১৩

৭। জলধৌ তৎসমীপে সম্পূর্ণ শতযোজনম্। ক্ষিপ্তঃ সাগররোধসি ইতি বাল্মীক্যুক্তেঃ।

৮-১২। অগ্নিময় আগ্নেয়াস্ত্রযুক্তঃ অজয়ৎ হতবানিতি যাবৎ।

১৩। ন্যস্তং তন্নগরাধিপে রাজ্ঞি কস্মিংশ্চিন্ন্যাসত্বেন স্থাপিতম্। মহাসত্ত্বং অতিদৃঢ়ম্।

"স্ববর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানস্বরূপ তপস্যা দ্বারা হরিতোষণ হেতু পুরুষ সকলের বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কাকবিষ্ঠার ন্যায় ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিষয় সকলে যে বিরক্তি তাহাই নির্ম্মল বৈরাগ্যপদবাচ্য। আত্মস্বরূপটিই নিত্য এবং সমস্ত দৃশ্য বস্তুই অনিত্য, এবম্ভূত যে সম্যক্ নিশ্চয় তাহা বস্তুবিবেক। সর্বিদা যে বাসনার ত্যাগ তাহাই শম শব্দে কথিত হয়। বাহ্যবৃত্তি সকলের নিগ্রহ করাকে দম বলে।

বিষয় সমস্ত হইতে যে পরাঙ্মুখতা তাহাই পরম উপরতি। দুঃখ সকলের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা জানিও। শাস্ত্রাচার্য্যোক্ত বাক্য সকলে যে ভক্তি তাহাই শ্রদ্ধা। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বরূপ লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাকে শ্রুতি সকল সমাধান নাম দিয়াছেন এবং আমার সংসারবন্ধন কখন্ কি প্রকারে মোচন হইবে এই যে সুদৃঢ়া বুদ্ধি তাহাই মুমুক্ষুতা পদবাচ্য।

শ্রুতিস্মৃতি একবাক্যে বলিতেছেন, বর্ণাশ্রম কখনও ত্যাগ করিবে না। এই শ্রুতিস্মৃতি বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া যদি ভাগবতের আধুনিক ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ—যেমন শ্রীমান্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যাখ্যায় লেখেন যে, বৈষ্ণব হইতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটি ত্যাগ করাই চাই তবে তাঁহারা শ্রীভাগবতকে শ্রুতির বিরুদ্ধাচরণ করান কি না ইহা সুবিচারকেরা বিবেচনা করিবেন।

যাঁহারা শাস্ত্রের উত্তম ব্যাখ্যাকর্ত্তা তাঁহারা কেহই বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিয়া ছত্রিশ জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণকে বৈষ্ণব হওয়া বলেন নাই।

শ্রুতিস্মৃতি যাহা বলিয়াছেন তাহা ত দেখান গেল। বাকী রহিয়াছে তন্ত্র। আমরা তন্ত্র হইতেও দেখাইতেছি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থা রহিত করা কোথাও নাই।

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চমখণ্ডে মহাদেব বলিতেছেন,—

"স্বস্ববর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনাৎ দুষ্পরিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ॥"

আপন আপন বর্ণাশ্রমের আচার লঙ্ঘন করিয়া, অসৎ জন হইতে দান গ্রহণ করিয়া, পরস্ত্রী ও পরধনে লুব্ধ হইয়া মানুষ আয়ুক্ষয় করে।

ঐ কুলার্ণব তন্ত্র ইহাও বলিতেছেন যে, সকামভাবে বর্ণাশ্রম পালন করিলে জীবের ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্তই বৃথা। এই জন্য বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করাই ভক্তির কার্য্য ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি জন্মে—ছত্রিশ জাতি এক সঙ্গে খাওয়া আর সন্ধ্যা আহ্নিক, শ্রাদ্ধতর্পণাদি বাদ দিয়া "শুধু খোল বাজাইলেই শুচি" হওয়া ইহা প্রকৃত বৈষ্ণবের অভিপ্রায় নহে।

প্রঃ। মুকুন্দসেবী তবে কে?

উঃ। মুকুন্দের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মুকুন্দসেবী হওয়া যায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মমত কর্ম্মে মুকুন্দ অর্চ্চনা করিতে হইবে "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ" ইহা মুকুন্দেরই আজ্ঞা। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং" ইহা মুকুন্দেরই বাক্য। এ জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না, সন্ধ্যা আহ্নিক বাদ দিয়া এবং ছত্রিশ জাতির উচ্ছিষ্ট খাইয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না। শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বাদ দাও দিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন কর। বরং শাস্ত্র ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—সন্ধ্যা বন্দনাদি বাদ দিয়া যে ব্রাহ্মণ হরিসঙ্কীর্ত্তন করে, তাহার হরিনাম করাই হয় না। শুধু কি তাই, সে ব্যক্তি অশেষ পাপের পাপী।

বিহায় সন্ধ্যাং গায়ত্রীং হরের্নাম বদেৎ যদি।
তদা পাপান্যশেষাণি ভবন্তি সুরবন্দিতে॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

দলাদলী সম্প্রদায়কে খাড়া করিবার জন্য আধুনিক বৈষ্ণবদিগের, ৩৬ জাতি মিলিয়া ভোগ লাগান এবং সন্ধ্যাপূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বাদ দিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করা—ইহা পরিবর্জ্জনের সময় আসিয়াছে। হরিসঙ্কীর্ত্তনের প্রবল বন্যার সময়েও মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছিলেন "তোমা-

দের দলের মধ্যেই অর্থাৎ হরিসঙ্কীর্ত্তনের দলের মধ্যেই কলি লুকাইয়া রহিল” নতুবা হরিসঙ্কীর্ত্তন করা ত মুকুন্দেরই আজ্ঞা।

“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে”

এই মন্ত্র উপনিষদেরই মন্ত্র। মুকুন্দের একটি আজ্ঞা পালন করিব, অন্য আজ্ঞা পালন করিব না—ইহা পাপের কথা। বহিরঙ্গজনের জন্য নাম সঙ্কীর্ত্তন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কর্ম্মগুলি কালধর্ম্মে যতদূর মান্য করা সম্ভব ততদূর পালন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন কর। করিয়া অন্তরঙ্গ হও। ক্রমে ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইবে। তখন সঙ্কীর্ত্তনেরও আবশ্যক হইবে না। নাম করিতে করিতে যখন নামীকে লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে তখন হইবে অন্তরঙ্গ সাধক। আবার নামীকে যখন ঠিক ঠিক বুঝিবে—যখন জানিতে পারিবে নামীটিই অদ্বৈত জ্ঞান, আর নামীই পরমপদ বা তুতীয় ব্রহ্ম হইয়াও সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার এবং আত্মা, এই যখন হইবে তখন তুমি যথার্থ বৈষ্ণব হইবে। যিনি আত্ম জ্ঞানী হইয়াছেন তিনি ভক্ত হইয়াই জ্ঞানী হয়েন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ভগবান্ বশিষ্ঠ জ্ঞানী—অদ্বৈত জ্ঞানী। কিন্তু তিনি কি ভক্ত নহেন? একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে রাজা করিবেন। তাই ভগবান্ বশিষ্ঠকে রামচন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন সীতার সহিত সংযম করিয়া থাকিতে। তিন কক্ষ অতিক্রম করিয়া বশিষ্ঠদেব রামমন্দিরে আগমন করিলেন। তিনি গুরু—রামমন্দির তাঁহার জন্য সর্ব্বকালে অবারিত দ্বার। গুরু আগমন করিলেন,—আর

গুরুমাগতমাজ্ঞায় রামস্তূর্ণং কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রত্যুৎগম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবৎ ভক্তিসংযুতঃ॥
স্বর্ণপাত্রেণ পানীয়মানিনায়াশু জানকী।
রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ॥

তথাপি শিরসা ধৃত্বা সীতয়া সহ রাঘবঃ।
ধন্যোঽস্মীত্যব্রবীৎ রামস্তব পাদাম্বুধারণাৎ ॥
শ্রীরামেণৈব মুক্তস্তু প্রহসন্ মুনিরব্রবীৎ।
তৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূদ্ গিরিজাপতিঃ ॥
ব্রহ্মাপি মৎ পিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ।
ইদানীং ভাষসে যৎ ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ ॥
জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরম্।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ভক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে ॥
রাবণস্য বধার্থায় জাতং জানামি রাঘব।
তথাপি দেবকার্য্যার্থং গুহ্যং নোদ্ঘাটয়াম্যহম্ ॥
যথা ত্বং মায়য়া সর্ব্বং করোষি রঘুনন্দন।
তথৈবানুবিধাস্যেঽহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহম্ ॥
গুরুর্গুরূণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ॥
অন্তর্যামী জগদ্‌যাত্রাবাহকস্ত্বমগোচরঃ।
শুদ্ধ সত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসম্ভবম্ ॥
মনুষ্য ইব লোকেঽস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া।
পৌরোহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দুষ্যজীবনম্ ॥
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে।
ইতি জ্ঞাতং ময়া পূর্ব্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ॥
ততোঽহমাশয়া রাম তব সম্বন্ধ কাঙ্ক্ষয়া।
অকার্য্যং গর্হিতমপি তবাচার্য্যত্বসিদ্ধয়ে ॥
ততো মনোরথো মেদ্য ফলিতো রঘুনন্দন।
ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্বলোকৈকমোহিনী ॥
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘূদ্বহ।
গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে ॥

সহজ সংস্কৃত বলিয়া অনুবাদ দেওয়া হইল না। ভগবান্ বশিষ্ঠ অদ্বৈতজ্ঞান গুরু। আর উপরের লিখিত রাম-বশিষ্ঠসংবাদ ভক্তির

জ্ঞাপক। যদি অদ্বৈতজ্ঞান ও রামভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি খাদ্য খাদক হইত, তবে কি অদ্বৈতজ্ঞানী বশিষ্ঠদেব এরূপ ভক্ত হইতে পারিতেন? বশিষ্ঠদেবের এই ভক্তির কথা পড়িয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই এরূপ লোকও আমরা দেখি নাই। তবে ত দেখা গেল ভক্তও জ্ঞানী হয়েন। এখন কথা হইতেছে তোমার ভক্তিটি কিরূপ তাহা কি তোমার একবার বিচার করা উচিত নহে? তুমি যদি মনে কর জ্ঞানের আলোচনা করিলে ভক্তির রস শুখাইয়া যায়, তবে কি তোমার সন্দেহ উঠা উচিত নহে যে—এ তোমার কোন্ ভক্তি যাহা জ্ঞানের নাম করিলে শুখাইয়া যায়? আর এই বা তুমি কোন্ জ্ঞানের কথা কও যে জ্ঞান নীরস? জ্ঞানই ত রস। রসশূন্য জ্ঞান আবার জ্ঞান কি! অধ্যাত্মবিদ্যা কি কখন প্রেম শূন্য হয়? তাহা হইলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেন, অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যা-নাম্। অধ্যাত্মবিদ্যা রসে ভরা বলিয়াই রসময় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আমি।

আধুনিক বৈষ্ণবগণকে গোঁড়ামি ছাড়াইবে কে? আমরাও বৈষ্ণব। আমরা আমাদের স্বগণের গোঁড়ামি মূর্খতা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াই এত কথা লিখিলাম। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার এই সমস্ত তামসভক্তের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থান নিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি বৈ
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥

তদেব ভগবল্লীলাং প্রাধান্যেনানুবর্ণয় ইত্যুক্তং তত্র কো ভগবান্ কা চ তস্য লীলা ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

হি যস্মাৎ ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং ভগবান্ ইব এব। অত্রত্য এব শব্দঃ খলু মূলোক্ত ইব শব্দস্যার্থভূতঃ। ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপো ভগবানেব সত্তামাত্রাত্মকত্বাৎ। ন তু ভগবান্ বিশ্বমিব।

যতঃ ইতরঃ, বিলক্ষণঃ যতোঽসৌ ভগবানিতরঃ অস্মাৎ বিশ্বাৎ অন্যঃ। ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চো ন পৃথক্ ঈশ্বরস্তু প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতঃ মায়াশক্তিমতো ভগবতঃ সকাশাৎ জগতঃ স্থাননিরোধসম্ভবাঃ স্থিত্যাদয়ো ভবন্তি। অনেনৈব লীলা অপি দর্শিতা।

যদ্বা ইদং বিশ্বং ভগবান্। ইতরঃ ইব যঃ স জীবোঽপি ভগবান্ চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি স একৈকস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বং হি শব্দেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণম্ সূচিতম্। তদ্ধি ভবান্ স্বয়মেব বেদ। ভবান্ ভগবতোঽবতারত্বাৎ স্বয়ং বেদ। তথাপি সর্ব্বজ্ঞস্যাপি ভবতঃ পরিতোষার্থং তে তুভ্যং প্রাদেশমাত্রং একদেশ-মাত্রং প্রদর্শিতম্। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিশ্রুত্যর্থসম্পাদনায় কোটিপরার্দ্ধাদপ্যধিক প্রমাণস্য ভগবতস্তদীয়য়া ভক্তেস্তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য চ প্রাদেশমাত্রং দশাঙ্গুলমাত্রং প্রদর্শিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০

ভগবানের লীলা বর্ণনা করিবে ইহাই আপনি বলিতেছেন, কিন্তু সেই ভগবান্ কে? তাঁহার লীলাই বা কি? ইহার আভাস দিবার জন্য বলিতেছেন—এই যে বিশ্ব ইহা ভগবানই। কিন্তু ভগবান্ যিনি তিনি এই বিশ্ব হইতে ইতর—অন্য; বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ। কেন বলিতেছি বিশ্ব হইতে তিনি অন্য একজন, কারণ ভগবান্ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় হইতেছে। এই কথাতে লীলাও দেখান হইল। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই অংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। স্বামী বলিতেছেন—এই বিশ্বই ভগবান্। ইতর মত অন্য মত যে জীব তিনিও ভগবান্। চেতন অচেতন যাহা কিছু প্রপঞ্চ ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়, তিনিই একমাত্র তত্ত্ব। কে ভগবান্ তাঁহার লীলাই বা কি, এই সমস্ত আপনি স্বয়ং জানেন। কারণ আপনি নারায়ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। তথাপি আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও আপনার সন্তোষের জন্য আপনাকে সেই ভগবানের লীলার একদেশমাত্র বলিলাম ॥ ২০

ব্যাসদেব। শ্রীভগবানের যশোকীর্ত্তন যে করিব, তা শ্রীভগবান্ কে? তাঁহার লীলাই বা কি? তাহাও কিছু বলুন।

নারদ। আপনি নারায়ণের অবতার আপনার না জানা কি আছে? তথাপি আমাদের কথাবার্ত্তায় লোকের উপকার হইবে এই জন্য আপনি এই আলোচনা তুলিতেছেন বুঝিতেছি। এক কথায় আপনার প্রশ্নদ্বয়ের এই উত্তর দিতেছি যে (১) এই বিশ্বই ভগবান্। (২) এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিনাশই তাঁহার লীলা।

ব্যাসদেব। লোক-উপকারই আপনার ব্রত। তবে বলুন এই বিশ্বই ভগবান্ কিরূপে?

নারদ। এই বিষয় আপনিই বলুন না?

ব্যাসদেব। সাধারণে যে ভাবে ইহা গ্রহণ করিতে পারে সেইরূপ করিয়াই বলা উচিত। আপনার যখন ইচ্ছা, আমি বলি, তখন আমাকে ইহা প্রতিপালন করিতেই হইবে।

কোন্ বস্তুতে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিশ্বকে ভগবানভাবে দেখিতে পারা যায় তাহাই বলিতেছি।

শ্রীভগবানের সম্বন্ধে (১) নাম (২) রূপ (৩) গুণ (৪) কর্ম্ম এবং (৫) স্বরূপ এই পাঁচটি আমরা পাই।

(১) শ্রীভগবানের নাম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীদুর্গা, শ্রীকালী, শ্রীসীতা, শ্রীশিব ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বের নাম বিশ্ব, জগৎ, সংসার, পৃথিবী ইত্যাদি। দেখা গেল নামে মিলিল না।

(২) শ্রীভগবানের রূপ যাহা, তাহা ধ্যানে পাওয়া যায় এবং যখন তিনি প্রকট হয়েন, তখন দেখা যায়। এই রূপের সহিত বিশ্বের রূপেরও মিল হইল না।

(৩) শ্রীভগবানের গুণ ও বিশ্বের গুণ এক কি? যিনি চেতন তাঁহার গুণের সহিত অচেতন ও জড়ের গুণের কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে?

(৪) গুণসম্বন্ধেও যে কথা, কর্ম্মসম্বন্ধেও সেই কথা।

দেখা গেল নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম এই চারিটি বস্তু ধরিলে বিশ্বের সহিত শ্রীভগবানের কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি যে বিশ্বই ভগবান্—

ইহা কেবল স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হয়। বিশ্ব স্বরূপে যাহা, শ্রীভগবানও স্বরূপে তাই।

বিশ্বের স্বরূপ কি? স্থূল বিশ্বের কোলে কোলে সূক্ষ্ম বিশ্ব আছে। স্থূল বৃক্ষ দেখিয়া যখন আমরা চক্ষু মুদ্রিত করি, তখন একটি সূক্ষ্ম বৃক্ষ মনের মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু মনে যাহা থাকে, তাহা সঙ্কল্প ও বিকল্প মাত্র। ইহাই স্থূলের সূক্ষ্মাংশ। আবার প্রতি সূক্ষ্ম বস্তুর একটি করিয়া বীজাংশ আছে। ঐ যে সঙ্কল্প বিকল্পরূপ সূক্ষ্ম বৃক্ষ-সংস্কার এই সঙ্কল্প বিকল্প কি? সঙ্কল্প যাহা, তাহা স্পন্দন কম্পন চলন—ইহা ভিন্ন সঙ্কল্প আর কিছুই নহে। কিন্তু স্পন্দন বা কম্পন কোথায় থাকে? এক পূর্ণ চলনরহিত পদার্থের তিন পাদ শান্ত, এক পাদের এক অতি সূক্ষ্ম অংশে আদি স্পন্দন উঠে। এই আদি স্পন্দনই মায়া। এই স্পন্দনের ভিতরেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই এই স্পন্দনকেই বলা হয় বীজ। স্থূলের ভিতরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের ভিতরে বীজ। এই বীজাংশ যাঁহার একদেশে ভাসে তিনিই সাক্ষী। এই সাক্ষীই চেতন।

বিশ্বকে সূক্ষ্মে আন তাহাকে বীজে আন, বীজকে সাক্ষী-দৃষ্টিপথে আন, দেখিবে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও বীজাংশ মায়িক, কিন্তু ঐ সাক্ষী অংশই সত্য। বিশ্বের সাক্ষী অংশই শ্রীভগবান্ অন্য অংশগুলি মিথ্যা ইন্দ্রজাল মাত্র। কাজেই বলিতে হয় বিশ্বের মধ্যে যাহা সত্য তাহা না থাকিলে, অসত্য ইন্দ্রজাল তাহার উপরে কখন ভাসিত না। তাই বলা হয় শ্রীভগবানই বিশ্বের সত্তা। আর এই সত্তা ভিন্ন বিশ্বের অন্য সমস্তই মিথ্যা। সত্তা মাত্রাত্মকং বিশ্বং এইজন্য বলা হয়। এই জন্যই বলা হয় এই বিশ্বই শ্রীভগবান্। সাধারণে যে মনে করে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" শ্রুতির এই বাক্যে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, পর্ব্বত, সাগর সব ব্রহ্ম ইহা তাহাদের বুঝিবার ভুল। কেননা যিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তিনি ইন্দ্রিয়-গোচর জড় বস্তু হইবেন কিরূপে? তবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থে পাওয়া যাইতেছে—যাহা দেখা যায়, শুনা যায় তাহা ইন্দ্রজাল, তাহা মিথ্যা কিন্তু ইন্দ্রজাল যাহার উপরে ভাসিয়াছে তাহা মাত্র সত্য।
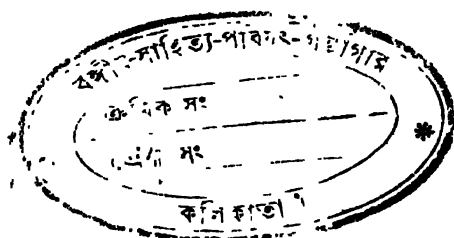
উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

মূল সাধনা—সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার আলোকে।

সুন্দর নীল আকাশ! কতদূব ছাইয়া আছে, কি ছাইয়া আছে ধারণা হয় না। যেখানে যাই সেখান হতেই দেখি—যত দেখি শেষ আর হয় না। মনে হয় সীমাশূন্য।

এই সীমাশূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয় ইহা যেন নীল অভ্র মত—যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, যেন ইহার ঈষৎ চলন হইতেছে, ঈষৎ স্পন্দন হইতেছে। ফলে ইহা অস্পন্দ স্বভাব—তথাপি মনে হয় যেন ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। অগাধ কোন কিছুতে এইরূপ যেন স্পন্দন উঠে। পুরীধামে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যদেবকে দেখিলে স্পন্দিত নীল মত দেখায়।

এই অস্পন্দ স্বভাবের সঙ্গে যেন একটা স্পন্দন স্বভাবও জড়িত।

"আপনি আপনিটি"ই জ্ঞান। ইহার সঙ্গে আর কিছুই নাই" এই এক অজ্ঞান যেন জড়িত। ফলে আর কিছুই নাই। ইহা কল্পনা মাত্র। তাহাতেই বলা হয় অনাদি জ্ঞান যেন একটি অনাদি অজ্ঞান কল্পনা

করেন। বাস্তবিক এই "যেনকে" প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যাহা কখন নাই তাহা যেন আছে ইহাই বলিতে হইবে। তাই বলা হয় আপনি আপনি যিনি তাঁহার দুটি স্বভাব—অস্পন্দ ও স্পন্দ। স্পন্দ স্বভাবটির সঙ্গে "যেন" যাইতেছে।

নীল আকাশের স্পন্দনটি একটু যেন ঘন হইয়া মেঘমত হইল। নীল আকাশে মেঘ উঠিল। আকাশের গায়েই ত মেঘ? আকাশ ইহা দেখিলেন।

এই দেখাতে হয় কি? কোন কিছু দেখিতে গেলে যাহা হইয়াছিলাম তাহা ছাড়িয়া দেখিতে হয়; এক অবস্থার বিস্মৃতি না ঘটিলে অন্য কিছু দেখা বা শুনা যায় না। নীল আকাশ আপনার আপনি আপনি ভাব, আপনার সীমাশূন্য ভাব যেন বিস্মৃত হইলেন হইয়া আপনার গায়ে মেঘ উঠিতে দেখিলেন। আপনি আপনি আকাশ ইহা ভুলিয়া আপনাকে যেন মেঘমত দেখিলেন। এই এক উল্লাস। ইহাকেই বলা হইল স্বয়মন্য ইবোল্লসন্। আপনি আপনিই স্বয়ং। আপনি আপনি স্বয়ং যেন অন্য কিছু ইহা উল্লাস। মানুষ মানুষিই আছে। গায়ে একখানা কল্পনার কম্বল চড়াইয়া বলিল আমি ভল্লুক সাজিলাম। ফলে ভল্লুকটি কল্পনা মাত্র। আকাশের মেঘ হওয়া কল্পনা মাত্র। আকাশ আকাশই আছে। আত্মবিস্মৃতিটা কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা সাহায্যে যেন আমি মেঘ—এই হওয়া হইল।

আকাশটি ব্রহ্ম। স্বস্বরূপ বিস্মৃতিটি মায়া। আর আকাশের মেঘ হওয়া মত ভাবনাটি ব্রহ্মের স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটাইয়া জীবভাব ধারণ করা।

এই জীবভাবটি কি? অখণ্ড যখন কোন কিছু অবলম্বন পাইয়া আপনাকে খণ্ডমত যেন ভাবনা করেন, সেই খণ্ডমত ভাবটি জীবভাব। ফলে অখণ্ড কখন স্বরূপতঃ খণ্ডিত নহেন। অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ডমত মনে করা ইহাই জীবত্ব। শ্রুতি তাই বলিতেছেন "ময়ি জীবত্বমীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি"।

বস্তুতঃ খণ্ডভাব, পরিচ্ছিন্নভাব, জীবভাব হইতেই পারে না। বস্তুতঃ হয় না—তবে কি ইহা নাই? না তাও বলা যায় না। ইহা ত ভারি অদ্ভুত। খণ্ডভাব আছে ইহাও যেমন বলা যায় না, খণ্ডভাব নাই ইহাও সেইরূপ বলা যায় না।

আর এক প্রকারে স্পষ্ট করা যাউক।

জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে ইহা বলা যায় না। মেঘের উদয়ে অখণ্ড আকাশ যেমন খণ্ডমত বোধ হয়, সেইরূপ মায়ার উদয়ে ব্রহ্মই যেন জীব এইরূপ বোধ হয়। ফলে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন।

ভেদ আছে বলা যায় না, তবে বলা হউক অভেদ। না তাও বলা যায় না। কারণ জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই হন, তবে ত দুয়ে এক হইয়াই আছেন। যদি একই সর্ব্বদা হইয়া থাকেন, তবে জীবকে ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্য এত সাধনা করিতে হয় কেন? বিহিত কর্ম্মগ্রহণ, নিষিদ্ধত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি মুমুক্ষত্ব—এই সকলের পরে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির শ্রবণে তবে ত জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। যদি অভেদই হইল, তবে এত করিতে হয় কেন? এই জন্য বলিতেছি অভেদও বলা যায় না।

বড়ই ত চমৎকার। ভেদ আছে বলা যায় না। অভেদও বলা যায় না। তবে কি বলা যাইবে?

স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও মায়ার কৌশলে একটা কাল্পনিক ভেদ দাঁড়াইয়াছে। এই কল্পনাটা ছাড়িয়া দিলে বাস্তবিক অভেদ।

তবেই দেখ কল্পনাই যত অনর্থ বাধাইয়াছে। "মান লিয়া" করিয়াই গোল বাধিয়াছে।

কল্পনা, স্পন্দন চলন মত অন্য কিছু। কল্পনাতে "অন্য কিছু" দেখিয়া "আমিই অন্যমত" এই কাল্পনিক উল্লাস। এই কাল্পনিক ব্যাপারই আত্মার সংসার করা, আত্মার সুখদুঃখবোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কল্পনাটুকু কাটাইবার জন্যই সাধনা।

যখন "আপনি আপনি" কল্পনাতে "অন্য" সাজেন, তখন কোন ক্লেশ নাই। সত্য সঙ্কল্প যিনি, তিনি মনে করিলেই যা ইচ্ছা তাহাই হন। তাঁহার এ পথ খোলা। কিন্তু একবার অন্য হইয়া গেলে খণ্ড ভাব—কাল্পনিক খণ্ডভাবটি সত্যসঙ্কল্প হইতে আর দেয় না। কল্পনাতে খণ্ড হইলেই সর্ব্বশক্তিমত্তার বিচ্যুতি ঘটে। তাই নীচে পড়িয়া গেলে স্বরূপে যাওয়া বড় কঠিন।

একবার জীবভাব—কাল্পনিক জীবভাব—অসত্য জীবভাব গ্রহণ যখন হয়, তখন এই মিথ্যা জীবভাবকে "মিথ্যা আমি"টা কে "সত্য-সঙ্কল্প আমি"তে তুলিতে হইলে অনেক সাধনা করিতে হয়।

এই সাধনা হইতেছে (১) ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতিজন্য বর্ণাশ্রমমত কর্ম্ম করা বা স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য অভ্যাস করা অথবা ভাবনা, কর্ম্ম ও বাক্যে তোমারই অর্চ্চনা করি ইহা একবারও না ভুলা।

(২) কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিলাভ করা।

(৩) ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করা।

(৪) জ্ঞান হইলে তবে অজ্ঞাননাশরূপ মুক্তি পাওয়া।

এই চারি প্রকার সাধনা ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাতে আছে। গায়ত্রী জপ করিতে হয় "আমি সেই" এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া। "আমিই সেই" এই ভাবে স্থিতিতে কোন কর্ম্ম নাই। তবে কর্ম্ম কে করে অথবা সন্ধ্যা পূজা কে কাহাকে করায় বেশ করিয়া বিচার কর, তোমার দুঃখের মূল কারণ ধরা পড়িবে এবং চোর ধরা পড়িলেই চোরকে জেলে দিয়া সুখে উৎপাত শূন্য হইয়া স্থিতি লভিবে।

ভারতের সাররত্ন।

ভারতের সাররত্ন ছিল তপস্যা। নির্জ্জন বনে বা জনশূন্য গিরি-গুহায় অথবা পর্ব্বতশিখরে এই তপস্যা হইত। কত শত বৎসর এই তপস্যায় কাটিয়া যাইত তাহাও শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। যে

তপস্যায় পার্শ্ববর্ত্তী দ্রুমলতা অনুপ্রাণিত হইয়া তপস্বী বা তপস্বিনীর সুবিধা করিয়া দিত, যে তপস্যায় বনের পশু, বনের পাখীও যেন মানুষকে আপ্যায়িত করিয়া যাইত, যে তপস্যায় দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিতেন—সেই তপস্যাই ছিল ভারতের সাররত্ন। ভারতের এখনও সেই বন, সেই পর্ব্বত, সেই আকাশ, সেই সমুদ্র, সেই পশু পাখী, সেই ফুল ফল সবই আছে কিন্তু ভারতে আর সে মানুষ নাই। তপস্যা নাই বলিয়া সে মানুষ আর দেখা যায় না। আর যদিও সে তপস্যা এখনও কোন নিভৃত কাননে বা নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে থাকে তবে মানুষ বুঝি তাহা আর মানে না। মানুষ ঈশ্বরকেও মানে না—তা বলিয়া শ্রীভগবান্ মানুষের কাছে আসিয়া যেমন বলেন না, রে মানুষ! এই দেখ্ আমি আছি তুই আমাকে মান—এ গরজ যেমন ঈশ্বরের হয় না সেইরূপ তপস্বী বা তপস্বিনীরও বুঝি সে গরজ হয় না। তৃষ্ণা পাইলে নদী তড়াগ মানুষের কাছে আসে না মানুষকেই জলাশয়ের নিকটে যাইতে হয়। ঋষি তপস্বী লোকালয়ে আসেন না বলিয়া যদি তাঁহারা স্বার্থপর হন তবে ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে বল তাঁহারমত বড় স্বার্থ-পর বুঝি আর কেহ নাই। ঈশ্বরকে সকলদিকে বড় বল এ জন্যই বুঝি স্বার্থপরতাতেও বড় বলিবে? হরি! হরি! এই কি ঈশ্বরের ধারণা? তিনি সর্ব্বশক্তিমা ন্ বলিয়া কি পাপের সর্ব্বশক্তি ও অধর্ম্মের সর্ব্বশক্তি ও স্বার্থপরতার সর্ব্বশক্তিও তাঁতে দিবে? তোমার বিচারেরই ভুল। ঈশ্বরের কোন পাপ থাকিতে পারে না; কোন নীচতা স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। পাপ, নীচতা, স্বার্থপরতা এ গুলি ভাল জিনিসের বিকার মাত্র। কোন প্রকার বিকার ঈশ্বরে নাই। তোমাকে তিনি যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, যে শক্তি দিয়াছেন তাহার ব্যবহার ও অপ-ব্যবহার দুই তোমাতে আছে বলিয়াই তুমি তাঁহার প্রধান দান যে স্বাধীনতা তাহাই পাইয়াছ। সেই স্বাধীনতার, সেই শক্তির অপব্যবহার করিয়াই তুমি পাপ সৃজন কর ঈশ্বর কখন পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।

এই যে পুত্রশোক তুমি পাইয়াছ, তোমার সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

যাইতেছে তুমি এই দেখিয়া বলিতে সুরু করিয়াছ—Is there any God ? Is he a merciful God ?" ঈশ্বর, জীবন্ত ঈশ্বর দয়াময় ঈশ্বর কি আছেন ? সভ্যতার শিখরে গিয়াছ মনে করিতেছ ; আর ঈশ্বর সম্বন্ধে নিতান্ত মূর্খের মত ধারণা করিয়াছ—ইহা কি সভ্যতা ? বিশ্বাসে ঈশ্বর মানা, ভক্তিতে ভজা এবং জ্ঞানে মানা এই সব গুলি পৃথক্। যথার্থ বিশ্বাস যদি থাকে তবে ভক্তি আসিবেই, যথার্থ ভক্তি যদি থাকে তবে জ্ঞান আসিবেই। ভক্তিব পরিণামই জ্ঞান ইহা ঋষি-দিগের সিদ্ধান্ত। এসনা বাঁচার সুখ কত তাহা ত দেখিয়াছ, দেখি-তেছ আর দেখিবে একবার তপস্যা করিয়া দেখ না তোমার তপস্যা প্রভাবে সর্ব্বত্র একটা শক্তির বিকাশ হয় কি না ? স্থির হও দুই এক ঘণ্টার জন্য নহে বৎসরের পর বৎসব ধরিয়া স্থির হও। দেখ কেমন তপস্যা হয়—দেখ ভারতের সাররত্ন আবাব পাও কি না ?

প্রেম-আকুলতা।

সখা !

যদি নাহি নিরখিল
তব প্রেম আনন,
তবে কি সুখে হ'ল সুখী
চির অন্ধ-নয়ন ?
যদি শ্রবণে না পশিল
ও আকুল আহ্বান,
তবে শুনেও না শুনিল
সে বধির শ্রবণ।
যদি হৃদয়ে না মাখিল
সে প্রেম অনুরাগ,
তবে বৃথা সে জীবন হে
বৃথা সে সকল যাগ॥

সত্যই কি বিশ্বাস কর ?

বল ত আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করি ! তাই কি কর ? না কোথাও আত্ম-প্রবঞ্চনা আছে ? কেন জান এ কথা বলিতেছি—সত্য সত্যই যদি বিশ্বাস কর সে সবই দেখিতে পায়, ডাকিলেই সে শুনিতে পায় ; তার অপার করুণা আর অনন্ত শক্তি যদি সত্যই এই সব বিশ্বাস কর, তবে কি তোমার দুঃখ থাকিতে পারে ? না ভাবনা থাকিতে পারে ? বল কেমন করিয়া থাকিবে ?

তুমি বিপদে পড়িয়া ডাকিতেছ ! তুমি পরিবারভুক্ত ঘোরতর বিষয়ী, মিথ্যাবাদী, শাস্ত্র-সাধু-অবিশ্বাসী ফন্দিবাজ লোকের হাতে পড়িয়াছ। কিছুই বলা এক্ষেত্রে অসম্ভব। তুমি এখানে করিবে কি ? তুমি শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেছ আর বলিতেছ ঠাকুর, তোমাকে একটু ডাকিতে চাই, সত্য সত্যই আর কিছুতেই আমি মনের শান্তি পাই না,—কিন্তু বড় বিঘ্ন পাইতেছি। জানি এই সব, নিজ কর্ম্মদোষে আমার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। আমারই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম দুর্জ্জন অবলম্বন করিয়া তাহাদের দ্বারা ফলদান করিতেছে। ইহার জন্য দোষ কাহারও দিতে পারি না। জানি "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা। পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা ॥ জানি "কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা। স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ।" জানি কে কার দুঃখের হেতু, কেবা কার সুখের হেতু। নিজেরই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সুখদুঃখের কারণ। ইহাও তুমি জানাইয়াছ

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ।
যদ্ যদ্ যথা গতং তত্তদ্ ভুক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ ॥

সুখই বল বা দুঃখই বল আপন আপন কর্ম্মবশতই আইসে। ইহারা যেমন যেমন আসিবে সেই সেইরূপে ইহাদিগকে ভোগ করিয়া সুস্থ মন হও। কেন না ভোগ হইলেই ইহাদের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। তোমার উপদেশ ত অতি সুন্দর। বলিতেছ—

তস্মাৎ ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যতি ন মুহ্যতি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥

বিদ্বান্ যাঁহারা তাঁহারা ইষ্ট আসুক বা অনিষ্ট আসুক তাহাতে হর্ষও করেন না বা শোকও করেন না। সুখ বা দুঃখ সমস্তই মায়া ভাবিয়া তাঁহারা অবিচলিতই থাকেন। তুমি ত সুখ আসিলে বেশ স্ফূর্ত্তি কর কিন্তু দুঃখ আসিলেও কি তাই কর?

আমি কিন্তু ঠাকুর, বাহিরে কিছু কাহাকেও না বলিলেও ভিতরে বিচলিত হই। তোমার উপদেশ মনে থাকিলেও সুখদুঃখে একভাবে দ্রষ্টাভাবে, উদাসীনভাবে থাকিতে পারি না। খুব মানসিক উৎপীড়নের সময়েও ভাবি এই মনের গোলমাল চলিতেছে ইহা ত আমি জানিতেছি আর উপদ্রবের অভাবও কিন্তু জানি। উপদ্রবের সময়ে উপদ্রবের অভাবের অবস্থাও চিন্তা করি। ভাবনা করি সেই যে আমার ধারণা-ভ্যাসের স্থান তাহা কেমন উপদ্রবশূন্য! স্থান কেমন নির্জ্জন! সেখানে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা কেমন সুন্দর ব্যবহার লইয়া থাকেন। কি সুন্দর ইহাঁদের মুখমণ্ডল! কেমন করুণা-মাখা ইঁহাদের দৃষ্টি! আরও কত কি! সপ্তাবরণের প্রতি আবরণেই জগতের সমস্ত ভক্ত, সমস্ত জ্ঞানী, সমস্ত শুদ্ধ বস্তুর অন্তর্যামী দেবতা ইঁহাদিগকে দেখিয়া কেমন রসের সহিত স্তবস্তুতি করিতেছেন! এই সমস্ত ভাবনা, উপ-দ্রবের মধ্যে পড়িয়াও একটু নেত্রান্তসংজ্ঞা করিয়া যখন করি তখন তুমি যে চিত্তকে শান্ত করিয়া দাওনা তাহা নহে; দাও কিন্তু উপ-দ্রবের বস্তুটি যখন ঠিক থাকে তখন নিত্য ঐ দুর্জ্জন সঙ্গ করিতে করিতে বড় ফাঁফরে পড়ি। ক্রমে নিত্যকর্ম্ম আল্‌গা হইয়া গেলে আবার বিষম হইয়াও যাই। পরক্ষণে স্মরণ হইলে নেত্রান্তসংজ্ঞা হয়, হাসিও পায়।

এখন কথা হইতেছে তোমার মহিমা এত অল্পক্ষণ থাকিবে কেন? দুর্জ্জনসঙ্গের এত বল কোথা হইতে আইসে যে, তোমার কৃপাকেও এত অল্পক্ষণ স্থায়ী করে। এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি?

এত অল্পক্ষণ স্থায়ী হয় কেন—তুমি লোকের কাছে শুনিয়া বা শাস্ত্রে দেখিয়া যে বিশ্বাসটুকু আনিয়াছ বা যে বিশ্বাসটুকু তোমার আসিয়াছে সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাহাতে হয় তাহা কর নাই বলিয়া।

তোমাব পরিচিত লোকের নাম ধরিয়া যখন ডাক তখন সে যতক্ষণ সাড়া না দেয় ততক্ষণ ত তোমাব ডাকার বিরাম হয় না। তুমি যদি সেই বিশ্বাসে আমায ডাকিতে, তবে ত আমার সাড়া নিশ্চয়ই পাইতে। তোমাব পরিচিত লোক শুনিতে পায না, তাই যতক্ষণ না শুনিতে পায় ততক্ষণ তোমায় ডাকিতে হয়। আমি কিন্তু অতি আস্তে আস্তে ডাকাও ত শুনিতে পাই। মনে মনে তুমি যা বল তাহাও শুনিতে পাই। কিন্তু কে আমায ডাকিতেছে যথার্থ প্রাণে, আর কেবা আমায় ডাকে "যদি থাকে তবে শুনিবে" এই অবিশ্বাসযুক্ত শোনা কথায়, তাহাও আমি জানি। যার ঐরূপ অবিশ্বাস নাই সে অনুভব করে আমার দুর্গা আমায় বাল্যকাল হইতে ভালবাসেন- আমার কৃষ্ণ আমায় চিরদিন ভালবাসেন। তাই বলি আমি আছি সর্ব্বশক্তিমান্, দযার সমুদ্র আমি সকল জীবের জন্যই আছি। আমি সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং—মানুষ বিশ্বাস করিয়া যেমন পরিচিত লোককে ডাকে, সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বজনের সুহৃদ্ আমাকে ডাকুক্, দেখুক্ প্রাণ জুড়াইয়া যায় কি না?

"কতরূপে"

তুমি কতইরূপে এস প্রাণে
আকাশে আলোকে সুগন্ধে গানে
প্রভাত-সমীরে রক্ত-কিরণে
হে হৃদ্‌বিহারি!
মাতার স্নেহ শিশুর হাসি
প্রাণে বাজায় তোমার বাঁশী
কতই দেখাও কাছে বসি
ভুলিতে না পারি॥

চাঁদের মাঝে তোমার হাসি
গানের মাঝে তোমার বাঁশী
তোমায় কতই ভালবাসি
জীবনকাণ্ডারি !
আজকে এমন সন্ধ্যাবেলা
খেলগো নাথ নূতন খেলা
মুছুক্ আমার মায়ার ছলা
রূপেতে তোমারি।

সরলা দেবী।

আগে কোন্‌টি ?

(১)

তোমায় ভজা আর তোমার ভজনের অন্তরায় তিরোধান করা—এ দুয়ের আগে কোন্‌টি ?

তুমি কে, তুমি কোথায় থাক, এ সব শুনিয়া শুনিয়া পরে তোমায় ভজা অথবা তোমায় ভজিতে ভজিতে এ সব শুনা—এ দুয়ের আগে কোন্‌টি ?

অজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানলাভ করা আর জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা দ্বারা অজ্ঞান দূর করা এ দুয়ের আগে কোন্‌টি ?

রস পাইলে ভজা অথবা ভজিয়া ভজিয়া রস পাওয়া এ দুয়ের আগে কোন্‌টি ?

এ সমস্ত প্রশ্নের সম্বন্ধে অনেকের নিকট অনেক রকম উত্তর পাওয়া যায়। ঋষিগণও ইহার উত্তর দিয়া গিয়াছেন।

আমরা ঋষিগণের বাক্যে এই দুয়ের সামঞ্জস্য দেখাইতেছি।

জ্ঞানটি পরে আসিবে। অগ্রে কিন্তু অভ্যাস হইতে আরম্ভ করা চাই। বালক বুঝুক বা না বুঝুক, অগ্রে বালককে অভ্যাস করাইতে হয়।

এই অভ্যাসেরও একটু কৌশল আছে। যিনি অভ্যাস করাইবেন, তিনি ভালবাসিয়া যদি অভ্যাস করান তবেই হয়। তিনি নিজে করিয়া যদি অন্যকে করান, তবে হয়।

যাহাকে ভালবাসি তাহাকে বিশ্বাস করি। বুঝি না বুঝি, তিনি যাহা করেন বা করিতে বলেন তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া করিতে চাই।

আগে বিশ্বাসে কর্ম্ম করা চাই। রস পাই বা না পাই তাহা গণনা না করিয়া যাহাকে ভালবাসি তার আজ্ঞামত যদি কার্য্য করি তবে পরে রস আসিবেই।

ভজিতে বসিলে অন্তরায় ত আসিবেই। ভজা ও অন্তরায় তিরো-ধানের জন্য কর্ম্ম করা সমকালে চাই। শেষে অন্তরায় তিরোধানের কর্ম্মও ভজনের অঙ্গ হইয়া যায়। কাজেই সমকালেই দুই চলিতে থাকে।

তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তুমিই আমার হৃদয়বল্লভ। তোমার নাম জপ করা, তোমার ধ্যান করা, বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে মিলন করা বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ইহাই প্রধান কর্ম্ম। সেই জন্য তোমার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে অভ্যাস করা ইহাই উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে তুমি ভিন্ন যাহা কিছু তাহা আমার অগ্রাহ্য, ইহাও চাই।

তবেই পাওয়া গেল তোমায় লইয়া থাকা এবং তুমি ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহা নাই এই বিচার সমকালে হওয়া চাই। তুমিই সত্য জগৎ অসত্য ; তুমিই আছ জগৎ ভ্রমে দেখা যায় ইহা ইন্দ্রজাল সম-কালে ইহা চাই। সংসারের উপরে তোমাকে মাখাইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে তোমার স্মরণ তোমার অর্চ্চনা ইহা মাঝামাঝি পথ।

(২)

আর একটি "আগে" বলিবার স্থল আছে। সেটি বহু বিবাদপূর্ণ প্রশ্ন। আগে কোন্‌টি? ভক্তি না জ্ঞান?

ভক্তিটি হইতেছে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। যদি অন্যরূপে ভক্তিটি কি বলা যায় তবে আধুনিক বৈষ্ণব সমাজ কি তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইবেন? না শাণ্ডিল্যসূত্রের কথার উপরে কথা চলিতেছে বলিয়া একেবারে অশ্রদ্ধা করিবেন?

শাণ্ডিল্যসূত্রের লক্ষণটি যদি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যায় তবে ঈশ্বরানুরাগই যে ভক্তি ইহাতে কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ঈশ্বর কি তাহা না বুঝিলে অনুরাগ করিব কাহাকে? ঈশ্বর বলিলে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম এই গুলি সাধারণে লক্ষ্য করে। কিন্তু নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম যাঁহার তিনি বস্তুটি কি? স্বরূপটিকেই নাম, রূপ, গুণ কর্ম্ম ধরিতে বলা হইতেছে। এই স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য। স্বরূপটিতে যদি না লক্ষ্য পড়ে তবে নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়? নাম রূপ গুণ ও কর্ম্ম কি তবে পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি বা শাস্ত্রের লেখা ধ্যানের কথা মাত্র হয় না? শাস্ত্র যাঁহার ধ্যান করিতে বলিতেছেন তিনি চৈতন্য না চৈতন্য ব্যতীত শুধু নাম শুধু রূপ?

তবে আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরে অনুরক্তিতে বা ভক্তিটিতে স্বরূপকেই অনুরাগ করিতে বলা হইতেছে। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তিকে যাহা বলা হইয়াছে ভগবান্ শঙ্কর তাহাই আরও পরিস্ফুটরূপে বলিতেছেন—

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ বিবেকচূড়ামণি।

স্বস্বরূপের অনুসন্ধান যাহা তাহাই ভক্তি। স্বস্বরূপের অনুসন্ধান ও স্বস্বরূপ চৈতন্যে অনুরক্তি—এই দুই লক্ষণে কিছু পার্থক্য থাকিলেও ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যায় চৈতন্যের অনুসন্ধান করিয়া যখন চৈতন্যকে পাওয়া যায় তখন চৈতন্যে অনুরক্তি নিশ্চয় আইসে। তবেই দেখা গেল

শাণ্ডিল্যসূত্রে যাহা বলা হইয়াছে ভগবান্‌ শঙ্করের স্ব স্বরূপানুসন্ধান-রূপ ভক্তির সহিত তাহার বিশেষ বিরোধ নাই। থাকিবে কিরূপে ? এক জন ঋষি আর দ্বিতীয় জন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শঙ্করের অবতার। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ স্পষ্টাক্ষরে ভগবান্‌ শঙ্করকে মহাদেবের অবতার বলিতেছেন। কাজেই ভক্তি স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই বটে।

কিন্তু জ্ঞান আগে না ভক্তি আগে ইহার উত্তর কি ?

আগে জ্ঞান পরে ভক্তি ইহা যদি বলা যায় তবে বহুস্থানে শাস্ত্র-বিরোধ হয়।

যোগিনীতন্ত্রে ত্রয়োদশপটলে পাওয়া যায়—

কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যা জ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্ম্মহাদেবি ! সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥

আবার যে সমস্ত মহাজন ভক্তি জ্ঞান মুক্তি সম্বন্ধে মীমাংসা বাক্য বলিয়াছেন তাঁহাদের উক্তিতেও পাওয়া যায়—

যথা ভক্তিপরিণামো জ্ঞানং তদবধারয়।
অথবা ভক্তেহস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্‌॥ দেবীভাগবত

যোগিনীতন্ত্রে মহাদেব বলিলেন কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তিলাভ হয়, ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায় আবার পাওয়া গেল ভক্তির পরিণাম হইতেছে জ্ঞান।

আবার ব্যাসদেব অধ্যাত্মরামায়ণে বলিতেছেন—

মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতাম্‌।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাত্তেষাং জন্মশতৈরপি ॥

ভক্তিহীন জনের কখন জ্ঞানও হয় না শত জন্মেও মুক্তি হয় না। অধ্যাত্মরামায়ণে আরও বহু স্থানে পাওয়া যায় ভক্তি হইলে তবে জ্ঞান লাভ হয়।

তথাপি যাঁহারা বলেন আগে জ্ঞান পরে ভক্তি তাঁহারা জ্ঞান শব্দে যাহা লক্ষ্য করেন তাহা কি ঋষিদিগের প্রদর্শিত জ্ঞান নহে ? তাহা কি পরোক্ষ জ্ঞান ? অপরোক্ষানুভূতি নহে ?

জ্ঞান অর্থে পরোক্ষজ্ঞান যদি বলা যায় তাহা হইলেও বলা যায় পরোক্ষ জ্ঞান হইলেই যে অনুরাগ হয় তাহা বলা যায় না। অনুরাগ কিছু না জানা থাকিলেও হইতে দেখা যায়। অনুরাগকে যদি ভালবাসা আখ্যা দেওয়া যায় তবে এই অনুরাগ,নাম শুনিয়াও হয়, প্রথম দৃষ্টিতেও হয়; অনুরাগ জন্মিলে তবে যাঁহার উপর অনুরাগ তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হয়। জানিয়া শুনিয়া যদি অনুরাগ করা যাইত তবে ব্যবহারিক কার্য্যে যে শিশুকেও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ঋষিগণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ঋষিগণের শিক্ষামতই এই জাতি সমস্ত কার্য্য করিতেছে। কারণ "কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং" কর্ম্ম করিলে ভক্তিলাভ হয় মহাদেবের এই সিদ্ধান্তই ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। তাই কর্ম্মই ভক্তির প্রসূতি। কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ মনন যখন চলে তখন শীঘ্রই সুফল ফলিতে দেখা যায়।

তবেই হইল ভক্তি আগে তবে জ্ঞান। জ্ঞান অর্থে ঋষিগণ অভেদ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীভাগবতও অদ্বয় জ্ঞানের কথা বলিতে-ছেন। ইতি।

সমালোচনা।

হিন্দুব উপাসনা-তত্ব প্রথম ভাগ—ঈশ্বরের স্বরূপ মূল্য ৶০ আনা। উপাসনা-তত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ—ঈশ্বরের উপাসনা। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির, গৌহাটি কামরূপ। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, দাস গুপ্ত এণ্ড কোং কলেজস্কোয়াব এবং ঢাকা কটন লাইব্রেরী, বাঙ্গালাবাজার।

এই দুই খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রায় বাহাদুব কালীচবণ সেন বি, এল, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, গৌহাটী প্রণীত।

আজকাল ঠিক ঋষিগণেব পদানুসবণ করাব লোক প্রায়ই পাওয়া যায় না। ধর্ম্মানুষ্ঠান ত দূরেব কথা কিন্তু নিজেব মতগুলি লোকের নিকট এত আদরেব হইয়া উঠিয়াছে যে প্রায় পুস্তকে খাঁটি ঋষিদিগেব মত-ব্যাখ্যা পাওয়া অত্যন্ত দুর্ল্লভ। শ্রীকালীচবণ বাবুব এই দুই পুস্তকেব বিশেষত্ব এই যে ইনি ঋষিদিগের মতগুলি সুন্দর ভাবে বিবৃত কবিয়াছেন। যাঁহাবা সাধনা কবিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই দুই পুস্তক পাঠে যে সাধনাব উপযোগী খাঁটি তত্ত্ব সর্ব্বত্রই পাইবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ পুস্তকটিতে সাধ্যবস্তুর নির্ণয় করা হইয়াছে। উপাসনার বস্তুটি যে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতাব ইহা বহু শাস্ত্র উদ্ধার কবিয়া গ্রন্থকাব দেখাইয়াছেন। উপাসনা করিতে হইলে সদাচার, আহার, কর্ম্মার্পণ কেন আবশ্যক তাহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকিবার জন্য যে যে অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা দেখাইয়া গ্রন্থকার সমাজ সেবক পুস্তকাবলী এই নামেব সার্থকতা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম কি, ইহা জানিতে চান তাঁহারা এই দুই পুস্তক পাঠে যে বিশেষ পবিতৃপ্তি লাভ করিবেন ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পাবি। আজকালকার দিনে শাস্ত্রমত চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ খাঁটি হিন্দুমতের ব্যাখ্যা পুস্তক সমাজে অল্পই চলিতেছে। এই পুস্তকে আমরা আবও এই একটি বিশেষত্ব দেখি যে গ্রন্থকাব হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। কালীচরণ বাবুব শাস্ত্র অধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে। বঙ্গদেশেব সমস্ত সনাতনধর্ম্ম সভা হইতে এইরূপ পুস্তক বাহির হইলে দলাদলি সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ হইবে—ইহা আমরা আশা করিতে পারি। আমরা সময়ের এবং স্থানের অভাবে এই পুস্তকের সুন্দর স্থান গুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। ধর্ম্মজগতের প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় উপদেশ এই দুই ক্ষুদ্র পুস্তকে পাওয়া যায়। আশা করি যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু তাঁহারা এই দুই খানি পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি করিবেন।

যোগতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রাণীর শব্দজ্ঞান হইবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে উপায়ের ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। কোথায় ছিলাম, কি ভাবে, কোন্ শরীরে ছিলাম, কিরূপ কর্ম্মবশতঃ এই বর্ত্তমান জন্ম হইয়াছে, পরেই বা কি হইবে, মরণের পর কোথায় যাইব, কি ভাবে থাকিব, আবার জন্ম হইবে কি না ইত্যাদি বিষয় জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়, পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া ত দূরের কথা, এতাদৃশ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব এবম্প্রকার আশাও দেন না। জন্মান্তর আছে কি না, পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, জন্মান্তরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিতেই তাঁহারা বিশেষতঃ উৎসাহী। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সংস্কারসাক্ষাৎকার করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয় ("সংস্কারসাক্ষাৎকারণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্। পাং দং, বি, পা, ১৮ সূ)। সংস্কারসাক্ষাৎকার কিরূপে করিতে হয় তাহা না জানিলে এবং যথাবিধি সংস্কারসাক্ষাৎকারের চেষ্টা না করিলে, বিভূতিপাদের এই অমূল্য সূত্রটী দ্বারা কোন লাভ হইতে পারে না। পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদ পাঠপূর্ব্বক আমি যে কারণে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হই নাই তাহা জানাইবার জন্য বিভূতিপাদ হইতে কতিপয় সূত্র উদ্ধৃত করিলাম।

বক্তা। তোমার মনোভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। পাতঞ্জল-দর্শন অধুনা সাধারণতঃ যে ভাবে যদুদ্দেশ্যে অধীত হয়, তুমি সে, তদ্ভাবে ও তদুদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পাতঞ্জলদর্শন অধ্যয়ন করিতে অভিলাষী নহ, তাহা অবগত হইয়া আমি আনন্দিত হইলাম। পাতঞ্জল-দর্শন কাব্য নহে, যে ভাবে কাব্য পড়া হয়, পাতঞ্জলদর্শন তদ্ভাবে পাঠ করিলে কোন লাভ হইবে না। সংযম কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, যিনি সংযমশীল, যিনি ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস করেন,

প্রাগ্‌ভবীয় (পূর্ব্বজন্মের) যোগাভ্যাসের সংস্কার বশতঃ যিনি বর্ত্তমান জন্মে যোগাভ্যাস করেন, যোগাভ্যাস দ্বারা অলৌকিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, যাঁহার ইহা সহজ বিশ্বাস, তাদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; যোগী না হইলে যোগশাস্ত্রের উপদেষ্টা হইতে পারেন না। বিভূতিপাদে সংযম দ্বারা অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়, পতঞ্জলিদেব কি জন্য এই কথা বলিযাছেন, তাহা তুমি চিন্তা করিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু। বাচস্পতি মিশ্র এ সম্বন্ধে যাঁহা বলিযাছেন, তাহা মনে আছে।

বক্তা। বাচস্পতি মিশ্র বলিযাছেন, এতদ্দারা আমার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এবম্প্রকার শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হইলে, কেহ কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, পতঞ্জলিদেব এই নিমিত্ত সংযম দ্বারা সাধ্য বিভূতি সমূহের বর্ণন করিযাছেন, বিভূতির কথা শুনিয়া লোকের যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে; ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাসে প্রবৃত্তি জন্মিবে।† যাঁহাদের যোগাভ্যাসে স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়, যোগাভ্যাস দ্বারা বিভূতির বিকাশ হইয়া থাকে, যাঁহারা বিনা সন্দেহে ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে পূর্ব্বজন্মে যোগাভ্যাস করিযাছিলেন, পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা বশতঃ তাঁহারা যে বর্ত্তমান জন্মে যোগে শ্রদ্ধাবান্ হইযাছেন তাহা অনুমান করিতে হইবে। এতাদৃশ পুরুষদিগের (প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবশতঃ) প্রতিভা উপাসনীয় ("তেষামপি প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবশাৎ প্রতিভোপাসনীয়েতি।"—বাচস্পতিমিশ্রকৃত ন্যাযবার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা)।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিভূতিপাদে সংযমসাধ্য অলৌকিক শক্তিবিকাশের কথা বলিয়াছেন, ইদানীং কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে? বিভূতিপাদ পাঠ করিয়াছেন

† "তৃতীয়পাদে তৎপ্রবৃত্ত্যনুগুণাঃ শ্রদ্ধোৎপাদহেতবো বিভূতযো বক্তব্যাঃ। তাশ্চ সংযমসাধ্যাঃ।"
বাচস্পতিমিশ্রকৃত যোগসূত্রভাষ্যটীকা।

বিভূতিপাদ পড়াইতেছেন, কিন্তু কোন দিন পতঞ্জলিদেবের উপদেশানু-সারে সংযম করিবার চেষ্টা করেন না, এইরূপ পুরুষের সংখ্যা কি এখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়েছেনা ?

বক্তা। পতঞ্জলিদেব মহর্ষি, তিনি মহর্ষির কার্য্য করিয়াছেন, তুমি আমি যদি তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য না করি, তাহা হইলে, আমা-দের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবিনী। তুমি যে, বিভূতিপাদ পাঠ করিয়া সংযম তত্ত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই, তাহার কারণ, তোমার যথা-রীতি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস হয় নাই

জিজ্ঞাসু। আপনার কথা মিথ্যা নহে, যোগাভ্যাসে শ্রদ্ধা থাকি-লেও, আমি নানা কারণ বশতঃ রীতিমত যোগাভ্যাস করিতে পারিনাই। কিরূপে যোগাভ্যাস করিতে হইবে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে তাহা উপদেশ করুন। আমার আপাততঃ বিভূতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসাই প্রবল হইয়াছে।

বক্তা। তোমার বিভূতিতত্ত্বের জিজ্ঞাসা যে প্রবল হইয়াছে, তাহার কারণ কি? তুমি কি বিভূতির প্রার্থী হইয়াছ ? অলৌকিক শক্তিতে কি তোমার লোভ জন্মিয়াছে ?

জিজ্ঞাসু। বিভূতির জন্য বিভূতির আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা না হইলেও, বিভূতির আকাঙ্ক্ষা নাই একথা বলিতে পারি না। বিভূতির আকাঙ্ক্ষা করিলে অত্যন্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না, মুক্তিলাভে বঞ্চিত হইতে হয় এই ভয়ে বিভূতি প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারি, হৃদয়ে বিভূতির আকাঙ্ক্ষা আছে।

বক্তা। যিনি কৈবল্যপদে আরূঢ় হইতে ইচ্ছুক, যিনি যোগাভ্যা-সের পরমফলের প্রার্থী, বিভূতির জন্য বিভূতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিপথের অন্তরায় হইয়া থাকে, তাদৃশ ব্যক্তির বিভূতির জন্য বিভূতির আকাঙ্ক্ষা হয় না, হওয়া উচিত নহে। বিভূতি যোগাভ্যাসের ফল, যিনি যথাবিধি যোগাভ্যাস করেন, তাঁহার বিভূতির আবির্ভাব হইবেই। কোন্ কর্ম্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে কিরূপ

ফলের পরিণাম হয়, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা মহর্ষি পতঞ্জলিদেব বিভূতিপাদে তাহাই বলিয়াছেন ; বিভূতিকে লক্ষ্য করিয়া যোগাভ্যাস করিতে বলেন নাই। পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, স্বার্থে (চৈতন্যময়পুরুষে) সংযম করিলে, পুরুষজ্ঞান (আত্মসাক্ষাৎকার) হয়। অভ্যস্যমান স্বার্থসংযম হইতে পুরুষজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে যোগীর প্রাতিভ (চিত্তের সামর্থ্য-বিশেষ, এতদ্দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরবর্ত্তী, অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে), শ্রাবণ (এতদ্দ্বারা দিব্য শব্দজ্ঞান হয়), বেদন (ত্বগিন্দ্রিয়ের শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে দিব্য স্পর্শের বোধ হয়), আদর্শ (চক্ষুর শক্তিবিশেষ—ইহা হইতে দিব্যরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে) ; আস্বাদ (রসনার শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে দিব্য রসবোধ হয়) এবং বার্ত্তা (ঘ্রাণের শক্তিবিশেষ—ইহা হইতে দিব্য গন্ধের জ্ঞান হইয়া থাকে) এই ষড়্বিধ সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয় ("ততঃ প্রাতিভ-শ্রাবণ-বেদনাদর্শনাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে।" পাং দং বি, পা ৩৬ সূ)। প্রাতিভাদি ষড়্বিধসিদ্ধিসমাহিতচিত্ত (আত্মদর্শনার্থ কৃতসংযম) যোগীর পক্ষে উপসর্গ বিঘ্নস্বরূপ, ব্যুত্থান অবস্থায় উহারা সিদ্ধি (ঐশ্বর্য্য) রূপে পরিগণিত হইলেও, আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া মোক্ষোপ-যোগী সমাধির অন্তরায় ("তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।"—পাং দং বি, পা ৩৭ সূ)। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—জিতেন্দ্রিয়, দান্ত (বশীকৃতান্তঃকরণ), জিতশ্বাস (প্রাণায়াম দ্বারা জিতপ্রাণ), জিতদেহ (আমাতে যোজিতহৃদয়) যোগীর কোন্ সিদ্ধি সুদুর্লভ ? তথাপি সিদ্ধি প্রার্থনীয় নহে, মদুপা-সনাত্মক উত্তম যোগকারি যোগীর অণিমাদি সিদ্ধিসমূহকে বৃদ্ধগণ অন্তরায় বলিয়াছেন, ইহারা কালক্ষেপের কারণ হয় অর্থাৎ জন্মভোগাদি দ্বারা উত্তম যোগসিদ্ধির—আমাকে পাইবার বিলম্বের হেতু হইয়া থাকে ("জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ। মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্। ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষেপণহেতবঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫)। যোগ-

বাশিষ্ঠরামায়ণেও অণিমাদিসিদ্ধি সমূহ যে পরমাত্মপদপ্রাপ্তির কোন উপকার করে না তাহা উক্ত হইয়াছে ("দ্রব্যমন্ত্র ক্রিয়াকালশক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ। পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন॥"—যোগ-বাশিষ্ঠরামায়ণ নির্ব্বাণপ্রকরণ)। বিভূতির জন্য যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তির কখন যোগের পরমফল লাভ হয় না, কোনরূপ কামনা থাকিতে কৈবল্যপদে সমারূঢ় হওয়া সম্ভব নহে, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যও বিরক্ত যোগীর দৃষ্টিতে বিঘ্নস্বরূপ, অতএয় হেয়। তুমি বিভূতির আকাঙ্ক্ষা করিও না। তুমি বলিলে, আমার হৃদয়ে বিভূতির আকাঙ্ক্ষা আছে, বিচার করিয়া দেখ, তুমি কি নিমিত্ত বিভূতির প্রার্থনা কর।

জিজ্ঞাসু। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি, চিন্তা পূর্ব্বক আমার যাহা স্থির হইয়াছে, আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

বিভূতি প্রার্থনার প্রয়োজন আছে, আমি তাই বিভূতির প্রার্থনা করি, নিরতিশয প্রয়োজনসিদ্ধির যিনি অভিলাষী—বিভূতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অনিষ্টকারী, বহুবার তাহা শুনিলেও, আমি যে, হৃদয় হইতে ইহাকে একেবারে তাড়াইতে পারি না, বিভূতির প্রয়োজন বোধই, আমার বিশ্বাস, তাহার কারণ।

বক্তা। 'প্রয়োজন' বলিতে তুমি কি বুঝিয়াছ?

জিজ্ঞাসু। যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, যাহার অভাবে কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয় না, প্রয়োজন বলিতে আমি তৎপদার্থকেই বুঝিয়া থাকি।

বক্তা। যৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লোকে কর্ম্ম করে, তাহা কি?

জিজ্ঞাসু। সুখপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার বা দুঃখনিবৃত্তির জন্যই সকলে কর্ম্ম করে, অতএব ইহারাই প্রয়োজন।

বক্তা। প্রয়োজনকে মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, মুখ্য ও গৌণ এই দ্বিবিধ প্রয়োজন সম্বন্ধে তুমি কি বুঝিয়াছ, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য প্রয়োজন এবং

এই মুখ্য প্রয়োজনের যাহা সাধন, তাহা গৌণ প্রয়োজন। যে প্রয়োজনের অন্য প্রয়োজন নাই, তাহাই মুখ্য প্রয়োজন, যে প্রয়োজনের অন্য প্রয়োজন আছে, তাহা গৌণ প্রয়োজন। অন্নপাক কার্য্যের প্রয়োজন ভোজন, ভোজনের প্রয়োজন সুখবিশেষপ্রাপ্তি বা ক্ষুধাজনিত দুঃখের নিবৃত্তি। সুখ প্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তির অন্য প্রয়োজন নাই; এই নিমিত্ত সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য প্রয়োজন।

বক্তা। তুমি কিরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত বিভূতির প্রার্থনা কর?

জিজ্ঞাসু। সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি এই দ্বিবিধ মুখ্য-প্রয়োজন-সিদ্ধি যখন লৌকিক উপায় দ্বারা হয় না, তখন অলৌকিক উপায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা হয়। দেখিতে পাই, জ্বরাদিরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্যলাভ করে বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে আবার সেই রোগে অথবা ততোঽধিক যন্ত্রণাপ্রদ রোগান্তর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এরূপ রোগ আছে যাহার প্রকৃত ঔষধ অদ্যাপি সাধারণে জানে না; অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতিদেবী, মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন-সংহারক দুরাধর্ষ অসংখ্য নব নব রোগের সৃষ্টি করিতেছেন; স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পবল মানব তৎপ্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবে কি, তাহাদের বীর্য্য ও পরাক্রম দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতি মুহূর্ত্তের মধ্যে যে সকল রোগ উৎপাদন করিতে পারেন, মানব শত সহস্র বৎসরব্যাপক চেষ্টা দ্বারাও তৎপ্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না। সমরোগে আক্রান্ত দশটী রোগীকে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, তন্মধ্যে পাঁচটী আরোগ্যলাভ করিল, দুইটীর কিছু উপশম হইল, অবশিষ্ট তিনটীর কোনই উপকার হইল না, তাহাদের ইহাতেই জীবন শেষ হইল। এইরূপ ঘটনা সকলেই নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির নিগ্রহ ও অনুগ্রহাধীন, প্রকৃতি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহাকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষিত হয়, প্রকৃতি যাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা

করেন, সে সংহৃত হয়। লৌকিক শক্তি দ্বারা যখন স্বীয় ও পরকীয় দুঃখ দূর করা অসম্ভব মনে হয়, তখন অলৌকিক শক্তি পাইবার প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, দুঃখিতজীবে করুণা-ভাবনা দ্বারা করুণাবল লাভ হয়, করুণাবল লাভ হইলে দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার অবন্ধ্য বীর্য্যের অব্যর্থ শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখ দূরীকরণের ইচ্ছা বলবতী, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে অক্ষম হইয়া যিনি নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করেন, মহর্ষি পতঞ্জলিদেবের দুঃখিতজীবে করুণা ভাবনা দ্বারা করুণাবল লাভ হয়, করুণাবল লাভ হইলে দুঃখ দূর করিবার অমোঘ বীর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এই উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার এই বিভূতি বা অলৌকিক শক্তির প্রার্থনা না হইয়া থাকিতে পারে কি? সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি যখন কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই যখন আমরা লৌকিক শক্তির প্রার্থনা করি, তখন অপূর্ণকামের অলৌকিক শক্তির আকাঙ্ক্ষা হওয়া কি প্রাকৃতিক নিয়ম নহে?

বক্তা। তথাপি বিভূতির জন্য বিভূতির আকাঙ্ক্ষা করিলে যে, মুখ্যপ্রয়োজনসিদ্ধির বাধা হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। মুখ্যপ্রয়োজনসিদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া যোগাভ্যাস কর, বিভূতি স্বয়ং উপস্থিত হইবে, সিদ্ধির জন্য যেন সিদ্ধি প্রার্থনীয় না হয়। যোগশিখোপনিষৎ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করিবে।

জিজ্ঞাসু। যোগশিখোপনিষদে এ সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে?

বক্তা। আকাশকে লক্ষ্য করিয়া গমনশীল পথিকদিগের পথিস্থিত নানা তীর্থ, নানা মার্গ যেমন দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাঁহারা ইহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা না করিলেও, ইহারা যেমন আপনা হইতে তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগাভ্যাসের মুখ্যপ্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া যোগানুষ্ঠানে নিরত ব্যক্তিগণের সমীপে সিদ্ধিজাল স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে, সিদ্ধির আবির্ভাব হইবেই, অতএব যোগাভ্যাস করিলেও যাঁহার সিদ্ধির আবি-

র্ভাব না হয়, বুঝিতে হইবে, তাঁহার যোগাভ্যাস বিধিপূর্ব্বক হয় নাই। ইহা স্বর্ণ কি না, পরীক্ষক স্বর্ণকার দ্বারা, তাহা যেমন অবধারিত হয়, সেই প্রকার আমার যোগাভ্যাস যথাবিধি হইতেছে কি না, বিভূতিরূপ পরীক্ষক দ্বারা তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে ; সিদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধকে সিদ্ধ বলিয়া জানা যায়। সিদ্ধযোগীর অলৌকিক গুণ যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, তাহা স্থির, সিদ্ধিহীন মনুষ্যকে বদ্ধ বলিয়া জানিবে। অব্যয় পরমাত্ম-পদ প্রাপ্তির জন্য মহাযোগানুষ্ঠানে নিরত বাসনারহিত যোগীর বহুদিন যোগাভ্যাস করিতে করিতে স্বযোগজ, মহাবীর্য্য, ইচ্ছারূপ (ইচ্ছামাত্রেই যাহারা আবির্ভূত হয়) নিত্য সিদ্ধি সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এই সমস্ত সিদ্ধি সদা-গোপনীয়, বিনা কার্য্যে (বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে) এতাদৃশ যোগীরা সিদ্ধির প্রকাশ করেন না, যোগসিদ্ধের ইহা লক্ষণ, এতদ্দারা যোগসিদ্ধ লক্ষিত হয়েন, যিনি নিজ সিদ্ধির প্রচারে সদা যত্নশীল, তিনি দুর্ভাগ্য, তিনি প্রকৃত যোগী নহেন ("যথাকাশং সমুদ্দিশ্য গচ্ছন্তিঃ পথিকৈঃ পথি। নানাতীর্থানি দৃশ্যন্তে নানামার্গাস্তু সিদ্ধয়ঃ॥ স্বয়মেব প্রজায়ন্তে লাভালাভ বিবর্জ্জিতে। যোগমার্গে তথৈবেদং সিদ্ধিজালং প্রবর্ত্ততে॥ পরীক্ষকৈঃ স্বর্ণকারৈ র্হেম সংপ্রোচ্যতে যথা। সিদ্ধিভির্লক্ষয়েৎ সিদ্ধং জীবন্মুক্তং তথৈব চ॥ অলৌকিকগুণস্তস্য কদাচিদ্দৃশ্যতে ধ্রুবং। সিদ্ধিভিঃ পরিহীনং তু নরং বদ্ধং তু লক্ষয়েৎ॥ সিদ্ধাঃ নিত্যমহাবীর্য্যা ইচ্ছারূপাঃ স্বযোগজাঃ। চিরকালাৎ প্রজায়ন্তে বাসনারহিতেষু চ॥ তাস্তু গোপ্যা মহাযোগাৎ পরমাত্মপদেঽব্যয়ে। বিনাকার্য্যং সদা গুপ্তং যোগসিদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥" যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু। 'সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কি এক নহে? বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি (Occult power) বিকাশের জন্যই কি যোগসাধনের প্রবৃত্তি হয় না?

বক্তা। তুমি আমার কথা এখনও ভাল বুঝিতে পার নাই। যাহা পাইলে আর কিছু পাইবার অবশিষ্ট থাকে না, যাহা ঈপ্সিততম, যাহা উন্নতির চরমাবস্থা তাহাকে পাইবার জন্যই (সকলে তাহা বুঝিতে না

পারিলেও) জীব কর্ম্ম করে, যাবৎ তাহা না পাওয়া যায়, যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হয়, তাবৎ কর্ম্ম করিতেই হইবে, গন্তব্য দেশে যাবৎ উপনীত হওয়া না যায়, তাবৎ চলিতেই হইবে, তাবৎ গতি স্থগিত হইবে না। যে পথিক পথিমধ্যে অপেক্ষাকৃত সুখকরী অবস্থা পাইয়া গন্তব্য স্থান বিস্মৃত হয় ও পথিমধ্যেই বাস করিতে থাকে, সে যেমন অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী, সেইরূপ ঈপ্সিততম পরমাত্মাকে পাইবার জন্য যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি বিভূতির আপাতরমণীয় রূপে মুগ্ধ হয়, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যোগাভ্যাসের মুখ্য প্রয়োজন কি, তাহা বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তিও ততোঽধিক অল্পবুদ্ধি ততোঽধিক দুর্ভাগ্য ও অদূরদর্শী। বিভূতি বা অলৌকিক শক্তিবিকাশের জন্য যাঁহারা যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা গন্তব্য স্থান বিস্মৃত হইয়া পথিমধ্যে নিবাসী, অতএব ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় দুর্ভাগ্য। আমি যাহা করিতে পারি না, দেখিতে পাই, অন্য ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন, পূর্ব্বে আমি যাহা করিতে পারিতাম না, এখন আমি তাহা করিতে পারি, যাহা এক সময়ে অসাধ্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, কালান্তরে উপায়বিশেষের অবলম্বন দ্বারা তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। দুর্ব্বল সবল হয়, অবনত উন্নত হয়, জিত জেতা হয়, অসাধু সাধু হন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস হয়, প্রকৃতি সর্ব্ব-শক্তিমতী, প্রকৃতি সব করিতে পারেন। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, তাই প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে যাঁহারা সদা নিরত, সর্ব্বশক্তিমতা প্রকৃতির যথাবিধি উপাসনা করিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বিশ্বাস যাঁহাদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছে, তাঁহারা কখন হতাশ হন না, তাঁহাদের উদ্যম কখন ভগ্ন বা অবসন্ন হয় না, বহু বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহারা ইষ্টসাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন, উন্নত পদবীতে অধিরূঢ় হয়েন। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী হইলেও, তিনি যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সব করেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের কৃপায় তুমি তাহার কারণ অবগত হইয়াছ, সুতরাং সে বিষয়ের জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ধর্ম্মা-

ক্রমশঃ

কাজেই যাহা দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মই। তুমি দেখার দোষে তাহাকে বিশ্ব বলিয়া দেখিতেছ।

আরও একরূপে দেখান যায় এই বিশ্ব ভগবান্ই। যেমন সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে তাহা জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—জলই কিন্তু চঞ্চল জল সেইরূপ ভগবৎ স্বরূপের বিবর্ত এই বিশ্ব। বিশ্বই চৈতন্য—কিন্তু আকারবিশিষ্ট চৈতন্য। আকারটা মায়িক বলিয়া মিথ্যা। কাজেই ইহা চৈতন্যই। এই কারণে বলা হইল বিশ্বই ভগবান।

নারদ। ইহাই ঠিক। তবেই দেখুন এই বিশ্ব দেখিয়া শ্রীভগবানে পৌঁছিতে হইলে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম হইতে বীজে এবং বীজ হইতে সাক্ষীতে যাইতে হইবে। যাহারা এই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষীর কথা শ্রবণ করে তাহারাই বুঝিতে পারে শ্রীভগবান্ই সাক্ষী তিনিই চেতন। এখন ইহার লীলা কি তাহাই বলুন?

ব্যাসদেব। তাঁহার লীলার কথা আপনি বলুন।

নারদ। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং ভঙ্গই তাঁহার লীলা। স্থূল বিশ্বে আত্মারূপী শ্রীভগবানের লীলা। আবার যে সময়ে অবতাররূপে তিনি প্রকটিত হয়েন তখন ভক্তের সঙ্গে তাঁহার লীলা। আবার বিশ্বরূপে লীলা যাহা তাহা অব্যক্ত। আর নির্গুণের কোন লীলা নাই। সগুণ ব্রহ্ম, আত্মা ও অবতারের লীলা যুগে যুগে যাহা হইতেছে তাহাই আপনাকে লিখিতে বলিতেছি। এই লীলা চিন্তায় সকলেরই চিত্ত সরস হইবেই, লীলা চিন্তা কলির উপদ্রুত জীবের লঘূপায়।

ত্বমাত্মনাত্মানমবেহ্য মোঘদৃক্
পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাম্।
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তৎ
মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধি গণ্যতাম্॥২১॥

হে অমোঘদৃক্ যথার্থদর্শিন্! ত্বং আত্মনা স্বয়ং আত্মানং স্বং অজমেব সন্তং জগতঃ শিবায় প্রজাতং অবেহি। কুতঃ? পরস্য পরমাত্মনঃ পুংসঃ

কলাং অংশভূতং। তৎ তস্মাৎ মহানুভবস্য হরেঃ অভ্যুদয়ঃ পরাক্রমঃ পরমমঙ্গলং যশঃ অধি অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাম্॥ যতঃ পরমাত্মনঃ ত্বমংশোঽসি তথাপি আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি শ্রুত্যর্থদিক্ দর্শিতা। তস্মাৎ হরের্ব্বিক্রমো গণ্যতাম্॥ ২১

হে অবর্থজ্ঞানসম্পন্ন যথার্থদর্শিন্! আপনি স্বয়ং আপনাকে জানুন যে, জন্মরহিত হইয়াও জগতের হিতের জন্য আপনি জন্মিয়াছেন কেননা আপনি সেই পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশভূত। অতএব মহানুভব শ্রীহরির পরাক্রম-পরমমঙ্গল যশ বিশেষরূপে নিরূপণ করুন।

প্রশ্ন। পরমাত্মার অংশভূত ত সকল আত্মাই। সকলেই ত মনে করিতে পারে যে জন্মরহিত হইয়াও যে সে জন্মিয়াছে সে কেবল জগতের মঙ্গলের জন্য?

উত্তর। ইহা ত সত্যকথা। ইহা মনে করিলে বিশেষ ক্ষতি ত নাই। সেই জন্য যাহাতে জগতের হিত হয় তাহাই ত সকলের করা উচিত। শ্রীহরির যশ বর্ণন করাই জগতের মঙ্গল করা। কিন্তু প্রধান ব্যক্তি আপনি আপনি ইহা সুন্দররূপে পারিবেন।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥ ২২

হরিগুণকীর্ত্তনেনৈব তপ আদি সর্ব্বং তব সাফল্যং স্যাদিত্যাহ—ইদমিতি। পুংসঃ পুরুষস্য ইদং যৎ উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনমেব হি নিশ্চিতং তপসঃ শ্রুতস্য শাস্ত্রশ্রবণস্য, স্বিষ্টস্য শোভন যজ্ঞস্য, সূক্তস্য প্রবচনস্য অধ্যয়নস্য, বুদ্ধিদত্তয়োঃ জ্ঞানদানয়োঃ চ অবিচ্যুতঃ নিত্যঃ অর্থঃ ফলং ইতি কবিভিঃ নিরূপিতঃ। ইদং সর্ব্বানুষ্ঠানস্য উত্তমং ফলমিত্যর্থঃ॥ ২২

এই যে উত্তমঃ শ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন ইহাকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যযন, উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দানের অবিচ্যুত বা নিত্যফল বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন ॥ ২২

প্রশ্ন। সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিত্য ফল হইতেছে শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন ইহা কিরূপে হয় ?

উত্তর। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণু স্মরণে ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং” করিতে পারিলেন তাঁহার দ্বৈতভাব অবলম্বনে অদ্বৈতস্থিতি হইবেই। ইহাতেই জীবনের সার্থকতা হয়॥ ২২

দেবর্ষি নারদ তখন ব্যাসদেবকে আপনার গত জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন, বলিলেন হে মুনে! আমি পূর্ব্বজন্মে কোন প্রাচীন কল্পে কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম। বর্ষাগমে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করিয়া তাঁহারা যখন একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করেন তখন জননী আমাকে সেই শৈশবেই তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন॥ ২৩

বালস্বভাবসুলভ নিখিল চপলতা ও ক্রীড়াসামগ্রী সমস্ত ত্যাগ করিয়া সংযতচিত্তে একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া আমি সর্ব্বদা ঐ মুনিগণের সেবা করিতাম। অধিক কথা কহিতাম না। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও আমার প্রতি সমধিক অনুগ্রহ করিয়াছিলেন॥ ২৪

আমার প্রার্থনা মত, আমি এক দিন তাঁহাদের ভোজনপাত্রলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছিলাম। তাহাতেই আমি নিষ্পাপ হইলাম এবং তদবধি উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে করিতে উত্তরোত্তর আমার চিত্তশুদ্ধি ও তাঁহাদের ধর্ম্মে রুচি জন্মিল।

এই প্রকার শ্লোক অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় আধুনিক বৈষ্ণবেরা

উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ প্রথা অনুমোদন করেন। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত নারদ সে জন্মে শূদ্রানীর গর্ভে জন্মিযাছিলেন কাজেই সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সত্যসত্যই ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। আর এই দুর্দ্দিনে, সত্যসত্যই ঈশ্বর পরায়ণ কে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অনেকেই সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং অনেকেই উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে বড় অভিলাষী। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাশ করিয়া মহাপাতক করিয়া এরূপভাবে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ঋষিগণ কখনই অনুমোদন করেন না।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগাযতা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিযশ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ২৬

অঙ্গ! অহো! তত্র অন্বহং প্রগায়তাং বিপ্রাণাং অনুগ্রহেণ মনোহরাঃ কৃষ্ণকথাঃ অশৃণবম্ শ্রুতবানস্মি। তাঃ মে শ্রদ্ধয়া মমৈব স্বতঃ-সিদ্ধয়া নত্বন্যেন বলাৎ জনিতয়া ইতি যাবৎ অনুপদং প্রত্যেকপদং বিশৃণ্বতঃ মম প্রিযশ্রবসি প্রিযং শ্রবো যশো যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে রতিঃ মতিভক্তিশ্চ অভবৎ॥ ২৬

ঋষিগণ প্রতিদিনই মনোহারিণী কৃষ্ণকথা কহিতেন তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি সেই সমস্ত শুনিতাম। স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা সহকারে সেই পবিত্র কৃষ্ণকথা পদে পদে শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার হৃদয়ে প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীভগবানে রতি জন্মিল॥ ২৬

তাস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্ম্মহামতে
প্রিযশ্রবস্যস্খলিতা মতির্ম্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥ ২৭

হে মহামতে! তদা তস্মিন্ প্রিয়শ্রবসি প্রিয়ং শ্রবো যস্য তস্মিন্

ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে লব্ধরুচেঃ লব্ধাস্বাদবিশেষস্য মম অস্খলিতা স্খলনশূন্যা মতিরভবৎ। যয়া মত্যা অহং এতৎ পরিদৃশ্যমানং সদসৎ ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মকং জগৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতচ্ছরীরং স্বমায়য়া স্বাবিদ্যয়া পরে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মরূপে ময়ি কল্পিতং ন তু বস্তুতোঽস্তীতি ইতি তৎক্ষণমেব পশ্যে পশ্যামি।

যয়া মত্যা ব্রহ্মরূপে ময়ি ইদং মায়াকল্পিতং বিশ্বং অহং তৎক্ষণমেব পশ্যামি ॥২৭॥

হে মহামতে ব্যাস! প্রিয় কীর্ত্তি শ্রীভগবানে রুচি লাগিবার পর দেখিতে দেখিতে আমার মতি অস্খলিত ভাবে তাঁহাকে লাগিয়া গেল। সেই পরব্রহ্মলগ্না মতি দ্বারা আমি জানিতে পারিলাম যে এই পরিদৃশ্যমান্ স্থূল জগৎ ও অবিদ্যমান সূক্ষ্ম জগৎ পরমব্রহ্ম স্বরূপ আমাতেই আত্মমায়া দ্বারা কল্পিত ॥২৭

ব্যাসদেব। শ্রীভগবানে আপনার রতি লাগিল। তাহার পর কি হইল?

নারদ। পরম ব্রহ্মে আমার মতি অস্খলিত ভাবে লাগিয়া রহিল। ভক্তি জন্মিলেই মন পরব্রহ্মে লাগিয়া যায়। মন পরব্রহ্মে লগ্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ বুঝা যায় এই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এই ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ আমাতেই আমার মায়া দ্বারা কল্পিত।

প্রশ্ন। জগৎটা যে মায়া কল্পিত—বস্তুতঃ জগৎটা নাই—ইহাই দেখিতেছি সব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

উত্তর। নিশ্চয়ই। শ্রীভাগবত এত করিয়া দ্বৈতভাব দেখাইতেছেন, তথাপি বলিতেছেন জগতটা বস্তুতঃ নাই এটা মায়াকল্পিত মাত্র।

ভক্তি হইবামাত্র যখন মন পরব্রহ্মে লগ্ন হইয়া যায় তখনই এই জ্ঞানের উদয় হয় যে আমিই সেই পরব্রহ্ম এবং এই মায়া কল্পিত বিশ্ব আত্মমায়া দ্বারা আমাতেই ভাসিয়াছিল। জ্ঞানের উদয়ে বিশ্ব আর রহিল না।

জীবগোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লেখেন যে "যয়া মত্যাহ মেতৎ সদসদ্ব্যষ্টিসমষ্ট্যাত্মকং যজ্জগৎ তদ্ব্যষ্ট্যংশঃ ময়ি জীবরূপে স্ববিষয়ক ভগবন্মায়য়া কল্পিতং পশ্যে। পরে ব্রহ্মণি তু সমষ্ট্যাত্মকং তয়া কল্পিতং পশ্যে জ্ঞাতবানস্মি।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানে যখন রুচি লাগিল তখন অস্খলিত ভাবে মন তাঁহাতে স্থির হইল। তখন দেখিলাম জগতের ব্যষ্টি অংশ জীবরূপ যে আমি. সেই আমাতে ভগবন্মায়া দ্বারা কল্পিত এবং সমষ্টি জগৎ পরম ব্রহ্মে তাঁহার দ্বারা কল্পিত। জীব গোস্বামী পাছে দ্বৈতভাব না থাকে পাছে জীবই ব্রহ্ম ইহা ভাগবত শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ হয় সেইজন্য জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ রাখিলেন। ইহা ভাগবতের অভিপ্রায় নহে। ভক্তির উদয়ে জ্ঞান জন্মিবেই। তখন বুঝা যাইবে আমিই সেই পরব্রহ্ম। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা যখন মন সেই পূর্ণ চলন রহিত অদ্বয় জ্ঞানকে স্পর্শ করে তখন লবণপুত্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া নিজে গলিয়া যাইবার মত মনোনাশ হইযা যায়। মনোনাশ হইবা মাত্র অভেদ জ্ঞান জন্মে। এই অভেদ জ্ঞানে খণ্ড চৈতন্যই যে অখণ্ড চৈতন্য ইহার অনুভব আইসে। আর এই জগৎটা যে মায়া কল্পিত, এই বিশ্বটাকে মায়া পরমাত্মাতে যে কল্পনা করেন অর্থাৎ ইহাই যে আমাতেই আমার মায়া কল্পিত ইহা অনুভব হয়। শ্রীভাগবত এখানে জ্ঞান অর্থে যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই দেখাইলেন। আর দেখাইলেন জ্ঞানের উদয়ে দেখা যায় কল্পিত জগৎ বাস্তবিক নাই। অদ্বৈতজ্ঞানের কথা কহিয়াও শ্রীভাগবত বলিতেছেন কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অদ্বৈতজ্ঞানে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। জীবগোস্বামী প্রভৃতির, জীব যদি ব্রহ্মই হয়েন তবে লীলা থাকে না ভক্তির স্থান থাকে না ইত্যাদি ভীতি নিরর্থক। সুতরাং জীবকে চিরদিন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রাখার ব্যাখ্যাতে তাঁহারা আধুনিক বৈষ্ণব মতকে বেদবিরোধী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বেদ স্বয়ং বলিছেন দ্বৈত অবলম্বন করিয়াই অদ্বৈতস্থিতি লাভ হয় অন্য উপায়ে হয় না। সেই জন্য বেদ প্রবর্ত্তক ঋষিগণ বলিতেছেন বর্ণাশ্রমমত কর্ম্ম ঈশ্বর

অর্চনা জন্য কর এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি জন্মিবে, ভক্তি দ্বারা (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) তুমি আমি এই সাধনা গুলি হইবে। তুমি আমি সাধনা দৃঢ় হইলেই অদ্বৈতস্থিতি লাভ হইবে।

ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সঙ্কীর্ত্ত্যমানং মুনিভির্ম্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোঽপহা ॥ ২৮

ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকৌ ঋতূ ঋতুদ্বয়ং ব্যাপ্য মহাত্মভিঃ মুনিভিঃ সঙ্কীর্ত্ত্যমানং হরেঃ অমলং যশঃ অনুসবং ত্রিকালং প্রতি সময়ং বিশৃণ্বতঃ মে মম আত্মনঃ জীবাত্মনঃ রজস্তমোপহা ভক্তিঃ প্রবৃত্তা জাতা। নদীব প্রকর্ষেণ মুহুর্বর্ত্তমানাভূদিত্যর্থঃ। ইত্থং হরের্যশস্ত্রিকালং শৃণ্বতো মে রজস্তমোঽপহা ভক্তির্জাতা ইত্যর্থঃ। সা ভক্তিঃ প্রেমা আত্মনাং জীবাত্মানামপি রজস্তমসী অপহন্তীতি। তদা তাং ভগবদ্ভক্তিং দৃষ্টবতামনেষামপি রজস্তমসোর্নাশোঽভূদিত্যর্থঃ ॥২৮॥

এইরূপে বর্ষা ও শরৎ এই ঋতুদ্বয় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় সেই মহাত্মা ঋষিগণের মুখে শ্রীভগবানের নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার রজোগুণ ও তমোগুণের নিবৃত্তি হেতু অর্থাৎ লয় বিক্ষেপ নাশ হেতু ভক্তি বা শ্রীভগবানে দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল।

প্রশ্ন। ভক্তি কিরূপে জন্মে?

উত্তর। ঋষিগণ সকলেই বর্ণাশ্রম মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের মুখে শ্রীহরির যশঃকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে একদিকে মানুষ আচারবান্ হয় অন্য দিকে শ্রীভগবানে অনুরাগী হয়। আচার অনুষ্ঠান বর্ণাশ্রমমত হওয়া চাই। তখন রজস্তমের নিবৃত্তি জন্য বা লয় বিক্ষেপ নাশ জন্য ভক্তি জন্মে ॥ ২৮

২৯।৩০।৩১ এইরূপে সেই বাল্যাবস্থাতেই অনুরক্ত বিনয়ী পাপপরিশূন্য, শ্রদ্ধাবান্ সংযমী ও পরিচর্য্যাপরায়ণ আমাকে, সেই দীনবৎসল ঋষিগণ, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় কৃপা করিয়া সাক্ষাৎ

ভগবৎ কথিত অত্যন্ত গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞান বলেই আমি মায়াপ্রবর্ত্তক ভগবান্ বাসুদেবের মায়াপ্রভাব জানিয়াছি। ইহা জানিলে জীব তদ্বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে।

৩২।৩৩ হে ব্রহ্মন্! তাপত্রয় নির্ম্মূলনের মহৌষধ হইতেছে ঈশ্বরে ভগবানে ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ। হে সুব্রত! ভূতসমূহের যে রোগ যে দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সেই রোগকে দূর করিতে পারে না কিন্তু চিকিৎসিত হইলে অর্থাৎ রোগজনক দ্রব্য দ্রব্যান্তর দ্বারা প্রযুক্ত হইলে তবে রোগের উপশম হয়।

এবং নৃণাং ক্রিযাযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪

যথা রোগজনকং দ্রব্যং দ্রব্যান্তরমিশ্রিতং সৎ রোগনাশকং ভবতি তথা কর্ম্মাণি ভগবদর্পিতং সৎ কর্ম্মনাশায় ভবতি।

এবং নৃণাং মনুষ্যাণাং সর্ব্বে ক্রিয়াযোগাঃ নিত্যাঃ কাম্যাঃ নৈমিত্তিকাশ্চ কর্ম্মযোগাঃ সংসৃতিহেতবঃ। তে এব পরে ঈশ্বরে কল্পিতা অর্পিতাঃ সন্তঃ আত্মবিনাশায় কর্ম্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে সমর্থা ভবন্তি।

অত্র চ প্রথমং মহৎ সেবা ততস্তৎ কৃপা ততস্তদ্ধর্ম্মশ্রদ্ধা ততো ভগবৎ কথা শ্রবণং ততো দৃঢ়াভক্তিঃ ততো ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানং ততস্তৎ কৃপয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবৎ গুণাভির্ভাবঃ ইতি ক্রমো দর্শিতঃ ইতি শ্রীধরঃ।

পূর্ব্বদৃষ্টান্তমত কর্ম্মযোগমাত্রই সংসার প্রাপ্তির কারণ। কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইলে ঐ কর্ম্মই আবার আপনাকে বিনাশ করে অর্থাৎ কর্ম্ম নাশ করে।

প্রশ্ন। কর্ম্ম আপনাকে আপনি বিনাশ করে কিরূপে? কর্ম্ম হইতেছে অজ্ঞান। অজ্ঞান জনিত কর্ম্ম কিরূপ ভাবে কৃত হইতে ইহা নিজে বিনষ্ট হইবে?

দর্শন পান। তপস্বিনীর দর্শন লাভ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। এবং দেবরাজের নিকট গিয়া বলেন সূচীকে বর প্রদান জন্য ব্রহ্মাকে অনুরোধ করা উচিত।

দেবরাজের অনুরোধে ব্রহ্মা বলিলেন অদ্যই আমি সূচীকে বর দিতে হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিব।

এদিকে জীবসূচী সহস্র বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিল। শেষে এক অদ্বয়, প্রত্যগাত্মচেতন সম্বিদের বিচার দ্বারা সে সর্ব্বকারণ কারণ পরব্রহ্মকে জানিয়াছিল।

---

৭৫ সর্গঃ।

ব্রহ্মা আসিলেন; আসিয়া বলিলেন পুত্রি! বর গ্রহণ কর। জীব সূচীর বাগিন্দ্রিয় নাই—কিছুই বলিতে পারিল না কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল আমি আর বর লইয়া কি করিব? আমি পূর্ণা হইয়াছি এবং বিগতসর্ব্বসন্দেহা হইয়া শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি পরমানন্দে আছি। সকল সন্দেহ উপশান্ত হওয়ায় আমার জানিবার কিছুই নাই। আর বর লইয়া কি হইবে? যেমন আছি চিরদিন তেমনই থাকি।

সত্য পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বর লইয়া আর কি হইবে? যেমন বালিকাগণ বেতাল দ্বারা আক্রান্ত হয় সেইরূপ আমার সঙ্কল্পজাত অবিবেকই এতাবৎকাল আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছিল। অধুনা আত্ম বিচার দ্বারা আমার সঙ্কল্প-সমুদিত অবিবেক বেতাল শমতা প্রাপ্ত হই-হইয়াছে। এখন আর আমার ঈপ্সিত অনীপ্সিত কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই, এবং কোন কিছুতে আর আমার ইষ্টানিষ্ট সংঘটনা হইবে না।

রাক্ষসী এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ব্রহ্মা তাহার মনোভাব বুঝিলেন; বুঝিয়া আবার বলিলেন পুত্রি! বর গ্রহণ

কর। তুমি এই পৃথিবীর সমস্ত ভোগ কিছুদিন ভোগ কর পরে পরমপদ পাইবে। হে উত্তমে! এই তপস্যা দ্বারা তোমার সঙ্কল্প সফল হউক। তুমি তোমার সেই পূর্ব্বকার জলদসদৃশ রাক্ষসী-দেহ—যাহা তুমি পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছিলে তাহা আবার গ্রহণ কর। হে পুত্রি! বীজের অন্তর্গত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষতা প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ তুমি যে বিশাল দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলে পুনরায় তুমি সেই দেহে সংযুক্ত হও।

তুমি রাক্ষসী দেহ পাইলেও যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছ বলিয়া কাহাকেও আর বাধা দিবে না। অন্তঃশুদ্ধা হইয়া তুমি শারদীয় অভ্র-মণ্ডলীর ন্যায় মাত্র স্পন্দনশীলা হইবে। সর্ব্বাত্মধ্যান হইয়া তুমি অবিশ্রান্ত ধ্যানপরায়ণা হইবে এবং ব্যবহারাত্মক ধ্যান ধারণ আধার হইয়া বায়ুস্বভাবের ন্যায় মাত্র দেহস্পন্দন দ্বারা বিলাস করিবে। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বাত্মধ্যানে থাকিবে যদি কখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হও—তাহা হইলেও তোমার রাক্ষসোচিত হিংসাদি থাকিবে না; কেবল মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি জন্য ন্যায়ানুসারে প্রাণিহিংসা করিবে। তুমি স্বয়ং ন্যায় বৃত্তির অনুসারিণী হইয়া অশাস্ত্রীয়পথে চালিত জনগণের হিংসা-সাধনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া স্বদেহে প্রাপ্ত বিবেককে পালন করিবে।

ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেখিতে দেখিতে সূচী বর্দ্ধিত হইয়া বিশাল রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইল। তাহার সকল শক্তিই সে পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

---

৭৬ সর্গঃ।

সূচী রাক্ষস হইল বটে কিন্তু রাক্ষসোচিত মনোবৃত্তি তাহার রহিল না। সে সাত্মভূত ব্রহ্মাকাশলাভে প্রমুদিত হওয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে অবৈধ হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ করিল। বদ্ধপদ্মাসনা ও ধ্যান-পরায়ণা হইয়া সে বিশুদ্ধ সম্বিদ্ লইয়াই পর্ব্বত শৃঙ্গে দ্বিতীয় শৃঙ্গবৎ

নিশ্চল রহিল। প্রাবৃটাগমে জলদজালের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে শিখণ্ডিনী যেমন কামাতুরা হইয়া উত্থিত হয় সেইরূপ সমাধিতে ছয় মাস থাকিয়া তপস্বিনী প্রবুদ্ধা হইল ও সাতিশয় ক্ষুধাতুরা ও বাহ্যবৃত্তিসম্পন্না হইল।

যতদিন দেহ থাকে ও দেহে অভিমান না যায় ততদিন ক্ষুধাদি স্বভাব নিবৃত্ত হয় না।

ক্ষুধাতুরা রাক্ষসী ভাবিতে লাগিল এখন আমি কি খাই? অন্যায়-পূর্ব্বক জীবভক্ষণ আর আমার দ্বারা হইবে না। যাহা অনার্য্যজুষ্ট ও অন্যায়োপার্জ্জিত তাহা ভক্ষণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। যদি ন্যায় মত গ্রাস উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করি তাহাতে কোন দোষ হয় না। অন্যায়ে উপার্জ্জিত খাদ্য ভক্ষণে তাহা বিষে পরিণত হয়। যাহা লোকসম্মত ন্যায়ে উপার্জ্জিত নহে তাহা ভক্ষণ করা উচিত নহে। ফলতঃ জীবনে মরণে আমার কোনই ইষ্টানিষ্ট নাই।

তপস্বিনী আবার বিচার করিতে লাগিল—ক্ষুধা আক্রমণ করিয়াছে তথাপি বিচার চলিল—

আমি কে?

মনোমাত্রমহং হ্যাসং দেহাদিভ্রমভূষণং।
তৎশান্তং স্বাববোধেন দেহাদেহদৃশৌ কুতঃ ॥১০

দেহাদেহদৃশৌ = জীবনমরণভ্রমৌ ॥

দেহ ইন্দ্রিয়াদি ভ্রমভূষিত যে আমি ছিলাম তাহা ত মনোমাত্র। পাপ-স্বরূপ যে আত্মা তাহার বোধটি প্রাপ্ত হইলে মনোমায়া ত শান্ত হইযা যায় তখন আবার জনম মরণ ভ্রম কি থাকে?

এই ভাবিয়া রাক্ষসী দেহাদির অভিমান ত্যাগ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং মৌনী রহিল। তখন রাক্ষসী গগনমণ্ডল হইতে বায়ুর বক্ষ্যমাণ বচনপরম্পরা শুনিল।

হে কর্কটিকে! তুমি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ়জনগণকে প্রবুদ্ধ কর। যাও! এই কর্ম্ম তুমি কর। কেননা,

মূঢ়োত্তারণমেবেহ স্বভাবো মহতামিতি ॥ ১২

মূঢ়জনগণকে উদ্ধার করাই মহতের স্বভাব। আর যদি তুমি প্রবুদ্ধ করিলেও কেহ প্রবুদ্ধ না হয়, নিশ্চয়ই জানিও সে সব লোক আত্ম-বিনাশের জন্য জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহারাই তোমাব ন্যায়ানুসারী ভক্ষ।

কর্কটী আকাশবাণী শুনিয়া উত্তর করিল আমি অনুগৃহীত হইলাম।

তখন সে সেই রাত্রেই হিমাচলশিখর হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিল। পূর্ব্বকার মত অশান্ত দ্রুতবেগ আর রহিল না।

বল ত ইহা কেমন দেখাইল? অঞ্জনশৈলাভা দীর্ঘদেহা নিশাচরী ধীরে ধীরে হিমাচলের অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া উপত্যকা তটে আসিতেছে ইহা দেখাইতেছে কেমন?

রাক্ষসী তখন বহুপ্রাণি পরিপূর্ণ, বহু দ্রব্য ও উদ্ভিজ্জ পরিপূর্ণ এক কিরাত-জনপদে প্রবেশ করিল।

---

৭৭ সর্গঃ।

তাপসী রাক্ষসীর বিচার।

তপঃসিদ্ধা রাক্ষসী সেই রাত্রে হিমাচল-শিখর হইতে অবতরণ করিল, আসিল কিরাত-জনপদে।

বলা হইল তখন রাত্রিকাল, ভয়ঙ্করী কৃষ্ণা নিশা। অন্ধকার এত ঘনীভূত যেন ইহা হস্তগ্রাহ্য—হাতে করিয়া ধরা যায়।

নীলমেঘপটচ্ছন্না নিরিন্দু গগনাম্বরা।
তমালবনসম্পিণ্ডা মাংসলোড্ডীন কজ্জলা ॥ ২

আকাশ নীলমেঘমালায় আচ্ছন্ন আর ঐ ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পাছে চন্দ্রের সর্ব্বস্ব যে অমৃত তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয় এই ভয়ে চন্দ্র গগন ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। নীচে তমালবন সকল অতি গাঢ় অন্ধ-কারে এক পিণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। রজনী মাংসলা—কৃষ্ণাঙ্গী স্ত্রীলোকের মত পরিপুষ্টা—মনে হয় যেন কৃষ্ণা-বিভাবরীর নেত্রকজ্জল

চতুর্দ্দিকে প্রলিপ্ত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সেই গিরিগ্রামে লতা সমূহের বন—মনে হয় যেন কৃষ্ণা রজনী মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া গিরিগ্রামকোটরে মন্থরভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই গিরিগ্রামের গৃহে গৃহে চত্বরে চত্বরে দীপমালা সঞ্চারিত হইতেছে, মনে হইতেছে যেন নবযৌবনা কোন কৃষ্ণা যুবতী অভিসার করিতে চলিয়াছে। গৃহে গৃহে গবাক্ষবিবর হইতে দীপালোক বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে আর বাহিরের অন্ধকারের অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে। কৃষ্ণা রজনী যেন রাক্ষসীর সহচরী। রজনী ভয়ে নিস্তব্ধা হইয়া যেন দেখিতেছে স্থানে স্থানে পিশাচীগণ নৃত্য করিতেছে আর বেতালগণ উন্মত্ত হইয়া নর-কঙ্কাল আহরণ করিতেছে। মৃগাদি সুষুপ্ত, ঘন নীহার পাত হইতেছে, মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে হিমকণা ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। রজনীর বড় শোভা হইয়াছে। ভেক সকল সরোবরের আশ্রয় লইয়াছে আর বায়সাদি পক্ষিগণ বটবৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। নায়ক নায়িকার মধুরালাপে অন্তঃপুর সকল রণিত। বনৌষধির আলোকে জঙ্গল সমুদায় কোথাও কোথাও যেন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। নভোমণ্ডলে নক্ষত্রবৃন্দ যেন স্পন্দিত হইয়া বিভক্ত হইয়াছে। বনভূমিতে মারুত সঞ্চারে দ্রুমরাজি হইতে পুষ্প ও ফল সমূহ নিপতিত হইতেছে। বৃক্ষকোটরে পেচকধ্বনি শ্রবণে বায়সগণ নিস্তব্ধ। কোথাও কোন গ্রামবাসী তস্করাক্রান্ত হইয়া কর্কশ ক্রন্দনধ্বনি ছড়াইতেছে।

বন ঈষৎ মৌন, নগর নিস্তব্ধ, সমীরণ সঞ্চারিত, পক্ষিগণ নীড়ে অস্পন্দ, সিংহগণ গুহায় সুপ্ত, শ্বাপদগণ বনকুঞ্জে শয়িত। কজ্জল জলধর মধ্যশ্যামা, কাচশৈলোদরোপমা, তিমিরমাংসলা, পঙ্কপিণ্ডোদরঘনা রজনী যেন আকাশে ও বিপিন মধ্যে মৌনভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

তস্যাং রজন্যাং ভীমায়াং কিরাতজনমণ্ডলে।
মন্ত্রিণা সহ ভূপালস্তস্মিন্নবসরে তদা॥ ১৬

নির্জ্জগাম সুধীরাত্মা নগরাৎ স্বপ্তনাগরাৎ।
অটবীং বিক্রমো নাম বিষমাং বীরচর্য্যয়া ॥ ১৭

সেই ভীমা রজনীতে কিরাতজনমণ্ডলের কোন এক রাজা মন্ত্রিসহ স্বপ্তনাগর-নগর হইতে তস্করাদি বধ-চর্য্যার নিমিত্ত বাহির হইলেন। তাঁহারা আসিলেন সেই বিক্রম অটবীতে। নিশাচরী কর্কটী ধৃতাস্ত্র সমন্ত্রী কিরাতরাজকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি আজ ভাগ্যবলে ভক্ষ্য লাভ করিলাম। ইহারা নিশ্চয়ই অনাত্মজ্ঞ ও মূঢ়। ইহাদের দেহধারণ বৃথা।

ইহামুত্র চ নাশায় মূঢ়ো দুঃখায় জীবতি ॥ ২০

মূঢ়জন ইহলোকে আত্মবিনাশ জন্য ও পরলোকে দুঃখভোগ জন্য জীবন ধারণ করে। সুতরাং ইহারাই আমার ভক্ষ্য ও বিনাশ্য। কারণ আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়ের জীবন অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। যেহেতু মরণ হইলে তবে তাহাদের পাপের বিরাম হয়; যত দিন জীবন থাকিবে তত দিন তাহারা পাপই বাড়াইবে।

আদিসর্গে চ নিয়মঃ কৃতঃ পঙ্কজজন্মনা।
হিংস্রাণাং ভোজনায়াস্তু মূঢ়াত্মা নাত্মবানিতি ॥ ২২

আদি সৃষ্টিতে পদ্মজ ব্রহ্মা এই নিয়ম করিয়াছেন অনাত্মবান্ মূঢ়গণ হিংস্র জন্তুর ভক্ষ্য হইবে। অতএব ইহাদিগকে আমি ভক্ষণ করিব। এ বিষয়ে উপেক্ষা করা পণ্ডিতোচিত কার্য্য নহে। যাহারা হতভাগ্য তাহারাই ন্যায়লভ্য বস্তু উপেক্ষা করে।

রাক্ষসী আবার ভাবিতেছে তথাপি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি ইঁহারা গুণবান্ হন তবে ইঁহারা আমার অভক্ষ্য। গুণীর হিংসাতে আমার অভিরুচি নাই। পণ্ডিতেরা বলেন গুণীকে কখন হিংসা করিও না; অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি, আয়ু ও বাঞ্ছিত দ্রব্য ত্যাগ করিয়াও গুণীর পূজা করা উচিত। অতএব বরং দেহত্যাগ করিব, তথাপি গুণীর হিংসা করিব না।

পণ্ডিতেরা বলেন জীবন পর্য্যন্ত দিয়াও গুণীর পূজা করা উচিত।

গুণিগণের সংসর্গরূপ বশীকরণ ঔষধ দ্বারা মৃত্যুও মিত্র হইয়া থাকেন। গুণবানকে নির্য্যাতন করাই মৃত্যু এবং সৎসঙ্গই জীবন।

অতএব অগ্রে পরীক্ষা করিব ইহারা কিরূপ? আমি ইহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিব, পরে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিব।

---

৭৮ সর্গঃ।

রাক্ষসী প্রশ্ন।

রক্ষকুল-কানন-মঞ্জরী সেই রাক্ষসী সেই ভীষণ অন্ধকারে তখন বলিতে লাগিল—কে তোমরা? তোমরা কি মহাবুদ্ধিসম্পন্ন? অথবা দুর্ব্বুদ্ধি? তোমরা কি এই মুহূর্ত্তে মদীয় গ্রাসে পতিত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইবে?

রাজা। ওই অদৃশ্য কুৎসিত প্রাণিন্! তুমি কে? অদৃশ্য রহিয়াছ কেন? আমাদিগের দর্শনপথে আগমন কর? ভৃঙ্গধ্বনি সদৃশ তোমার শব্দে কে ভয়প্রাপ্ত হয়? তোমার অভিলাষ কি ব্যক্ত কর। তুমি কি শব্দ করিয়াই আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? অথবা নিজে ভীত হইয়াছ? শীঘ্র তুমি আমাদের সম্মুখীন হও।

রাক্ষসী তুষ্ট হইয়াছে। আত্মপ্রকাশের জন্য অধৈর্য্যা হইয়া রাক্ষসী তখন ভীষণ নিনাদ করিল ও বিকট হাস্য করিতে লাগিল। রাজা ও মন্ত্রী বিকট হাস্যধ্বনি শুনিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সম্মুখেই দেখিলেন এক বিকটাকৃতি রাক্ষসী ভীষণ শব্দ করিয়া দশদিক নিনাদিত করিতেছে, তাহার অট্টহাস সমলঙ্কৃত দশনপ্রভায় তাহার বৃহৎ শরীর প্রকাশীকৃত হইল। আরও দেখিলেন চৌর ব্যাঘ্র জম্বুক প্রভৃতি রাত্রিঞ্চরগণ রাক্ষসীর কটকটায়মান দশন সংরম্ভে ভীত হইয়া পলাইতেছে। রাক্ষসী ঊর্দ্ধকেশী শিরাপরিবৃতাঙ্গী সর্ব্বাঙ্গে শিরা উঠিয়াছে। অট্টহাসিনী তমোময়ী রাক্ষসী মুসল, উদূখল, দগ্ধকাষ্ঠ, হল ও ছিন্ন সূর্প, সমূহ মস্তকে আভরণরূপে ধারণ করিয়া কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

রাজা ও মন্ত্রী ভীত হইলেন না—দেখিয়াও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যাঁহারা বিবেকী কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তে ভয় বা মোহ উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন।

মহারাক্ষসি! তুমি কি মহাত্মা? তবে এই ক্রোধ ত্যাগ কর। তোমার ন্যায় সহস্র সহস্র মশক আমাদের ধীরতারূপ প্রচণ্ড মারুত দ্বারা শুষ্ক পর্ণবৎ ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। হে অর্থিনি! তোমার অভিপ্রায় প্রকাশ কর। নিশ্চয় জানিও আমাদের নিকটে অর্থী কখন ব্যর্থ মনোরথ হইবে না।

রাক্ষসী ভাবিতে লাগিল ইহাঁরা পুরুষসিংহ। ইহাঁদের মানসিক বল যথেষ্ট। ইঁহারা সামান্য মানব নহেন। মহাত্মাদিগের বাক্য দ্বারাই তাঁহাদের অন্তরের ভাব জানা যায়। ইহাঁরা আত্মজ্ঞ বলিয়াই মনে হইতেছে, কারণ ইহাঁরা মৃত্যুকেও ভয় করেন না। এখন আমি ইঁহা-দিগকে প্রশ্ন করিব।

রাক্ষসী বলিতে লাগিল ধীরপ্রকৃতি তোমরা কে শীঘ্র বল?

মন্ত্রী। ইনি কিরাতগণের অধিপতি আমি ইঁহার মন্ত্রী। ভবাদৃশ-জনের নিগ্রহার্থ আমরা রাত্রি-বিচরণে উদ্যত হইয়াছি। দিবারাত্র দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজধর্ম্ম।

রাক্ষসী। হে রাজন্! তোমার এই মন্ত্রী দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট! তুমি দুর্ম্মন্ত্রী। যে দুর্ম্মন্ত্রী সে রাজা নহে দস্যু। যে রাজা ও যে মন্ত্রী আত্ম-বিদ্যা দ্বারা প্রভুত্ব ও সমদৃষ্টিত্ব অবগত নহে সে রাজা রাজা নহে আর সে মন্ত্রী মন্ত্রীও নহে। যদি তোমরা আত্মবিদ্যা রহস্য জানিয়া থাক তবে পরিত্রাণ পাইবে নতুবা আমার ভক্ষ্য হইবে। যদি আমার প্রশ্ন সমূ-হের যথাযথ উত্তর করিতে পার তবেই রক্ষা পাইবে।

— —

আকর্ণান্তং সমাকৃষ্য বিসসর্জ্জ তয়োঃ পৃথক্।
তয়োরেকস্তু মারীচং ভ্রাময়ঞ্ছতযোজনম্॥ ৭
পাতয়ামাস জলধৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
দ্বিতীয়োঽগ্নিময়োবাণঃ সুবাহুমজয়ৎ ক্ষণাৎ॥ ৮
অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদনুযায়িনঃ।
পুষ্পৌঘৈরাকিরন্দেবা রাঘবং সহ লক্ষ্মণম্॥ ৯
দেবদুন্দুভয়ো নেদুস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু সম্পূজ্য পূজার্হং রঘুনন্দনম্॥ ১০
অঙ্কে নিবেশ্য চালিঙ্গ্য ভক্ত্যা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
ভোজয়িত্বা সহ ভ্রাত্রা রামং পক্কফলাদিভিঃ॥ ১১
পুরাণবাক্যৈর্মধুরৈর্নিনায় দিবসত্রয়ম্।
চতুর্থেঽহনি সম্প্রাপ্তে কৌশিকো রামমব্রবীৎ॥ ১২
রাম রাম মহাযজ্ঞং দ্রষ্টুং গচ্ছামহে বয়ম্।
বিদেহরাজনগরে জনকস্য মহাত্মনঃ॥ ১৩

৬। মারীচ এবং সুবাহু তখন যজ্ঞের উপর রুধির ও অস্থি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সুন্দরবুদ্ধি রাম ধনু নম্র করিয়া দুই বাণ সন্ধান করিলেন।

৭। কর্ণ পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়া বাণদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ পরিত্যাগ করিলেন। বাণদ্বয়ের একটী মারীচকে শতযোজন দূরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া গেল।

৮। বাণ মারীচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল কিন্তু প্রাণে মারিল না, ইহা অতি অদ্ভুত হইল। আর একবাণ অগ্নিময় হইয়া ক্ষণমধ্যে সুবাহুকে ভস্ম করিয়া ফেলিল।

৯। অপর বাণে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র তাহাদের অনুচরগণকে বিনাশ করিলেন। তখন দেবতাগণ শ্রীরামলক্ষ্মণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পুরাকাল হ'তে পিণাকী রক্ষিত, হরধনু আছে তথা।
ভয়ঙ্কর ধনু, জনক দেখাবে, তোমারে পূজি সর্ব্বথা ॥১৪॥
ইহা বলি মুনি, দুই ভাই সঙ্গে, গঙ্গাতটে উপনীত।
গৌতমের পুণ্যাশ্রমে, যথায় অহল্যা, তপস্যায় স্থিত ॥১৫॥
চারিধারে তথা, দিব্য পুষ্পে ফলে, শোভা ধরে তরুলতা।
মৃগ পক্ষী নাই, নাই কোন প্রাণী, নির্জ্জন আশ্রমে তথা ॥১৬॥
কমল লোচন, রাম রঘুমণি, দেখি কন মুনিবরে।
কার শুভাশ্রম, কহ মহামুনি, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তারে ॥১৭॥

১৪। গঙ্গাসমীপগমিতি গৌতমাশ্রমবিশেষণম্। যত্রাহল্যা তপ আস্থিতেত্যন্বয়ঃ।

১৫—১৭। নানাজন্তুভিঃ নানাপ্রকারৈঃ ক্ষুদ্রপ্রাণিভিরপি হীনং গৌতমশাপাদিতি ভাবঃ।

তত্র মাহেশ্বরং চাপমস্তি ন্যস্তং পিনাকিনা।
দ্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজ্যসে জনকেন চ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা মুনিভিস্তাভ্যাং যযৌ গঙ্গাসমীপগম্।
গৌতমস্যাশ্রমং পুণ্যং যত্রাহল্যাঽস্থিতাতপঃ॥ ১৫
দিব্যপুষ্পফলোপেত পাদপৈঃ পরিবেষ্টিতম্।
মৃগপক্ষিগণৈর্হীনং নানাজন্তু বিবর্জ্জিতম্॥ ১৬॥
দৃষ্ট্বোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
কস্যৈতদাশ্রমপদং ভাতি ভাস্বচ্ছুভং মহৎ॥ ১৭

১০-১২। দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল। সিদ্ধচারণেরা স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্র পূজার্হ রঘুনন্দনকে পূজা করিয়া আপন ক্রোড়ে লইলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তিভরে তাঁহার চক্ষু আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইল। তখন ভ্রাতার সহিত রামকে সুপক্ক ফলাদি ভোজন করাইয়া, মধুর পুরাণ কথা শ্রবণ করাইয়া, দিন অতিবাহিত করিলেন এবং চতুর্থ দিবসে কৌশিক মুনি রামচন্দ্রকে বলিলেন।

১৩। রাম চল আমরা বিদেহরাজ নগরে মহাত্মা জনকের মহাযজ্ঞ দেখিতে গমন করি।

১৪। তথায় মহাদেবের এক ধনু আছে মহাদেব ঐ ধনু জনক-পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। তুমি ঐ বলশালী ধনু দেখিবে চল, তথায় রাজা জনক তোমার সৎকার করিবেন।

১৫। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র মুনি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা-সমীপে গৌতম ঋষির পুণ্য আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রমে অহল্যা তপস্যা করিতেছেন।

১৬। দিব্য ফলপুষ্পযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে ঐ আশ্রম পরিবেষ্টিত। ঐ আশ্রমে কোন প্রকার মৃগ নাই, পক্ষীও নাই, অন্য কোন প্রাণীও নাই।

১৭। এই আশ্রম দর্শন করিয়া কমললোচন শ্রীমান্ রাম, মুনিকে

পত্রে পুষ্পে ফলে, রমণীয় অতি, জীবজন্তু পীড়া নাই।
চিত্ত আহ্লাদিত, যথার্থ সংবাদ শুনিবারে চাই তাই ॥১৮॥
বিশ্বামিত্র বলে, শুন রাম বলি, প্রাচীন গৌতম কথা।
লোকখ্যাত শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক গৌতম, হবি সাধিতেন হেথা ॥১৯॥
ব্রহ্মচর্য্যে তাঁর, ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে, সেবা করিবার তরে।
দিলেন আপন, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, কন্যা শ্রেষ্ঠ অহল্যারে ॥২০॥
তার সহ হেথা, সুখে করে বাস, শ্রীগৌতম তপোধন।
হেথা অহল্যার, রূপে লুব্ধ ইন্দ্র, ধর্ষণে করে মনন ॥২১॥
একদা গৌতম যান, কার্য্যব্যপদেশে, আশ্রম বাহিরে।
সুযোগ পাইয়া, ইন্দ্র মুনিবেশে, অহল্যা ধর্ষণ করে ॥২২॥

১৮—১৯। তপসা হরিমারাধয়ন্ স্থিত ইতি শেষঃ।

২০। অবাৎসীৎ বাসং কৃতবান্। তামহল্যাং ধর্ষয়িতুমুপভোক্তু-মন্তরং মুন্যসান্নিধ্যরূপং প্রেপ্সুরাসীদিতি শেষঃ।

২১। গৌতমে গৃহান্নির্গতে সতি মুক্তিবেশেন তদ্গৃহং প্রবিশ্যতা-মহল্যাং ধর্ষয়িত্বোপভুজ্য নিরগাৎ মুনিরপি স্বগৃহমগাৎ।

২২। স্বরূপেণ স্বস্যাত্মনো গৌতমস্বরূপেণ তুষ্টাত্মনে হেতুর্মদ্রূপ-ধরত্বম্।

পত্রপুষ্পফলৈর্যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জ্জিতম্।
আহ্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শৃণু রাম! পুরাবৃত্তং গৌতমো লোকবিশ্রুতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাংশ্রেষ্ঠস্তপসাবাধয়ন্ হবিম্ ॥ ১৯
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কন্যামহল্যাং লোকসুন্দরীম্।
ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তুষ্টঃ সুশ্রূষণপরায়ণাম্ ॥ ২০
তয়া সার্দ্ধমিহাবাৎসীৎ গৌতমস্তপতাং বরঃ।
শক্রস্তু তাং ধর্ষয়িতুমন্তরং প্রেপ্সুরন্বহম ॥ ২১
কদাচিন্মুনিবেশেন গৌতমে নির্গতে গৃহাৎ।
ধর্ষয়িত্বাঽথ নিরগাৎ ত্বরিতং মুনিরপ্যগাৎ ॥ ২২

জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন! এই আশ্রম কাহার? এই মহৎ পুণ্য আশ্রম সুন্দর প্রকাশমান হইতেছে।

১৮। পত্রপুষ্পফলে ইহা পরিপূর্ণ, কোন প্রকার জন্তু এখানে নাই। ইহা আমার চিত্তকে বড়ই আহ্লাদ প্রদান করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি যথার্থ বলুন এ আশ্রম কাহার?

১৯। বিশ্বামিত্র বলিতে লাগিলেন,—হে রাম! ইহার প্রথমকার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এক সময়ে লোকবিখ্যাত সর্ব্বধর্ম্মাচরণকারী ব্যক্তি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌতম ঋষি, তপস্যা দ্বারা এই আশ্রমে ভগবান্ হরির আরাধনা করিতেন।

২০। এই গৌতম ঋষিকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ত্রিলোক-সুন্দরী অহল্যা নামক এক কন্যা সৃজন করিয়া প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, গৌতম ঋষির ব্রহ্মচর্য্যে প্রসন্ন হইয়াই তাঁহার শুশ্রূষার জন্য ঐ কন্যা দিয়া-ছিলেন।

২১। তাপসশ্রেষ্ঠ গৌতম ঋষি, অহল্যার সহিত এই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র, অহল্যাররূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভোগ করিবার জন্য দিন দিন অন্তরে লালসা করিতে লাগিলেন।

দুষ্ট অভিপ্রায়, সাধি মুনিবেশে, বাহিরায় ইন্দ্র যবে।
গৌতম সম্মুখে ইন্দ্র, গৌতমের বেশে, ধরা পড়ে তবে ॥২৩॥
অতি ক্রোধে মুনি, জিজ্ঞাসেন তারে, কেরে দুষ্ট মম বেশে ?
সত্য-বল্ পাপা, নতুবা এখুনি, ভস্ম হবি মম রোষে ॥২৪॥
বলে ইন্দ্র প্রভু, আমি দেব রাজ, রক্ষ রক্ষ এ কামুকে।
নিন্দনীয় কর্ম্ম করি, আমি মন্দচেতা পড়েছি বিপাকে ॥২৫॥
রক্তবর্ণ আঁখি, গৌতম তখন, শাপ দেন ইন্দ্রদেবে।
যোনি-কীট তুই, দুষ্ট আত্মা তোর, সর্ব্ব অঙ্গে যোনি হবে ॥
শাপি দেবরাজে, দ্রুতপদে মুনি, আশ্রম ভিতরে যায়।
যোড় হাতে কম্পমানা, দেখি অহল্যারে, শাপ দেন মুনি তায় ॥২৬॥

২৩। কামকিঙ্করং কামপরবশতয়াঽযুক্তকর্ম্মকরমিত্যর্থঃ।
২৬। শিলায়ামিতি। লীনাভূত্বেতি শেষঃ।

দৃষ্ট্বায়ান্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্ত্বং দুষ্টাত্মন্ মমরূপধরোঽধমঃ।
সত্যং ব্রূহি নচেৎ ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥ ২৩॥
সোঽব্রবীৎ দেবরাজোঽহং পাহি মাং কামকিঙ্করম্।
কৃতং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ময়া কুৎসিতচেতসা॥ ২৪
গৌতমঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপম্।
যোনিলম্পট দুষ্টাত্মন্ সহস্র ভগবান্ ভব॥ ২৫
শপ্ত্বা তং দেবরাজানং প্রবিশ্য স্বাশ্রমং দ্রুতম্।
দৃষ্ট্বাঽহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ॥ ২৬

২২। একদিন গৌতম আপন আশ্রম হইতে বাহিরে কোথাও গিয়াছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র গৌতমরূপ ধাবণ করিয়া অহল্যার সতীধর্ম্ম নষ্ট করিলেন; করিয়া পলায়ন করিতেছেন এমন সময়ে গৌতম ঋষি আগমন করিলেন।

২৩। আপনরূপধারণকারী ইন্দ্রকে দেখিয়া ঋষি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দুষ্টাত্মন্! কে তুই? অধম! তুই আমার রূপ ধারণ কবিয়াছিস্ কি জন্য? সত্য বল; নচেৎ নিশ্চয়ই তোকে ভস্ম করিব।

২৪। সে বলিল, আমি দেবরাজ! কামকিঙ্কর আমি, আমি বড়ই কুৎসিৎচেতা, আমি অতিশয় নিন্দার কার্য্য করিয়াছি। আমাকে রক্ষা করুন।

২৫। গৌতমের চক্ষু ক্রোধে আরক্ত হইল। তিনি স্বর্গের রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন, রে যোনিলম্পট্ দুষ্টাত্মন্! তুই সহস্র ভগ অঙ্গে ধারণ কর।

২৬। দেবরাজকে এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া তিনি দ্রুতবেগে আপন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অহল্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত হইতেছে। গৌতম বলিতে লাগিলেন—

রে দুষ্টে দুর্ব্বর্ত্তে! তুই, থাক্ শিলারূপে, আমার আশ্রমে।
নিরাহারে দিবা রাত্র, কেবল ডাকিবি, পুরুষ উত্তমে ॥২৭॥
আতপ অনিল বর্ষা, সব সহ্য করি, একাগ্র হইয়া।
হৃদয় বিহারী, রামরূপ হরিপানে, রহিবি চাহিয়া ॥২৮॥
জীব জন্তু বড়, রহিবেনা হেথা, আশ্রমে আমার।
শেষে অনুভব হবে, শাপ কিম্বা বর, হইল তোমার ॥২৯॥
সহস্র সহস্র বর্ষ, এইরূপে তব, অতীত হইবে।
রাম দাশরথী তবে, অনুজের সহ, আশ্রমে আসিবে ॥৩০॥
যে শিলা আশ্রয়ে, রহিয়াছ তুমি, চরণ থুইলে তায়।
পাপ ধৌত হবে, পাষাণ ছাড়িয়া উঠিবে পূজিতে তায় ॥৩১॥

৩০। দয়য়া স্বয়মেব শাপান্তমাহ। এবমিতি
৩১। তদাশ্রয়শিলাং ত্বল্লয়াশ্রয়শিলাম্।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, আশ্বিন—কার্ত্তিক। { ৬।৭ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায়।

(১)

ব্রহ্ম-সমুদ্রের বিশিষ্ট তরঙ্গ মা তুমি! বড় সুন্দর, বড় মনোহর, বড় বৃহৎ। এত বড় বুঝি আর কিছুই হয না। এত বড়—যেন সমুদ্র আর তরঙ্গ একই। চন্দ্রের চন্দ্রিকার মত, সূর্য্যের দীধিতির মত এক হইয়াও যেন পৃথক্।

কতবার জগতের কাজ পড়িল মা তুমি ভাসিলে আবার কার্য্যান্তে "পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাদ্যং"—কার্য্যান্তে সেই আদ্য ব্রহ্মত্বে মা তুমি মিলিয়া রহিলে।

এই বিচিত্র সৃষ্টি—এই বিচিত্র সৃষ্টিতে যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়—সবই সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের তরঙ্গ। ব্রহ্মই তরঙ্গরূপে ভাসেন।

তরঙ্গ ও জল এক হইলেও এক নহে। চঞ্চলতার একটু পার্থক্য থাকে। চলন, স্পন্দন, কম্পন—এই চঞ্চলতাই ব্রহ্মকে সর্গরূপে দেখায়। চঞ্চলতাটুকু মুছিয়া ফেলিতে পারিলে পরম শান্ত সেই তরঙ্গ শূন্য ব্রহ্ম-সমুদ্র।

অন্য তরঙ্গ উঠে কর্ম্মের বশে আর এই তরঙ্গ—এই বিশিষ্ট তরঙ্গ, এই বড় সুন্দর, বড় মনোহর, বড় বৃহৎ বরণীয় ভর্গ তরঙ্গ এই তরঙ্গ উঠে কর্ম্মকে বশে রাখিয়া—কর্ম্মকে বশ করিয়া রাখিতে হয় কেমন করিয়া তাহার কৌশল জগৎকে শিক্ষা দিতে। যাহার সৌভাগ্য দেখা দেয় সেই ইহা শিক্ষা করে, যতদিন অভাগ্য থাকে ততদিন শিখিতে ইচ্ছা হয় না।

এই বিশিষ্ট তরঙ্গের সঙ্গে · এই সুন্দর তরঙ্গের সঙ্গে তবে অপর তরঙ্গের ভেদ আছে।

অনাদিরও আদি আমরা খুঁজি। কোন একবারের উত্থানকে আদি বলিয়া মানিয়া লই। যত যতবার জগৎ তোমার আগমনের সময়ের মত কার্য্যস্তরে দাঁড়াইবে ততবার ততবার তুমি আসিবে। এইরূপ কতবার হইয়া গিয়াছে, কত হইতেছে আরও কত হইবে। ইহাই মহানিয়তি।

(২)

প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ, বল ধরে বড় বেশী; তাই বহুকালের প্রত্যক্ষীভূত তুমি—তোমাকে সর্ব্বকালের প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য ঋষিগণ পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পূজার সময়ে যেন সেই সব প্রত্যক্ষীভূত হয়, যেন সেই সব ঘটনার সমাবেশ হয়, যেন সেই সেই যুগ ক্ষণকালের জন্য প্রবাহিত হয়। ভাবুক যিনি তিনি সবই প্রত্যক্ষ করেন; যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাও বিশ্বাসে প্রত্যক্ষ করেন, অন্যে তাঁহাদের সংস্পর্শে কি যেন কি হৃদয় ছুঁইয়া গেল দেখে।

ভাবুক তোমার পূজায় তোমাকে প্রত্যক্ষই করেন। যে মূর্ত্তিতে, যে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তুমি দেবতাগণের আরাধ্যা হইয়াছিলে এখনও কোন জগতে তাহাই হইতেছে ভাবুক সেই জগতে গিয়া ইহা দেখেন। সে দেখায় কত সুখ—প্রত্যক্ষ দেখায় কত আনন্দ! ভাবুক দেখেন আর সুখে আনন্দে ভরিত হইয়া যান।

ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটি। আমাদের এই পৃথিবীর এক অংশে যখন

দিন তখন অন্য অংশে রাত্রি। তেমনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে বা কত কত ব্রহ্মাণ্ডে সেই মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্য কপর্দ্দিনী শৈলসুতার পূজা এই মুহূর্ত্তে হওয়া বিচিত্র কি? এখন আমাদের এখানে "কলিযুগ"অন্য ব্রহ্মাণ্ডে ঠিক এই সময়ে সত্যযুগ না হইবে কেন? ভাবনায় সকল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করা যায়—স্বর্গ, নরক সকলই দেখা যায়। আবার সকল ভাবনার শেষ যেখানে সেখানে ততস্তিমিত গম্ভীরং—তুমি। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই তখন নাই। তখন শুধুই তুমি। তুমিই তুমি—আপনি আপনি।

(৩)

তোমার পূজা! কতদিনই ত ভারত পূজা করিল। আজও করিতে যাইতেছে। কিন্তু যাহার জন্য এই পূজা—তাহার কতদূর কি হইল?

কাহার জন্য এই পূজা? কাহার কতদূর কি হইল? আমরা বলি বলিদানের জন্যই এই পূজা। বলি—বলিদানের কতদূর কি হইল? মায়ের কাছে বলিদান দাও—তবেই এই পূজায় দেবীকে প্রত্যক্ষ করিবে। স্থূলে ত বলি দেখিতেছ। কিন্তু সূক্ষ্মে বলিটা অভ্যাস কর। ছাগ, মেষ, মহিষ ত বলি দেখিয়াছ—সূক্ষ্মে এই কাম-ছাগ, লোভ-মেষ, ক্রোধ-মহিষ মায়ের কাছে বলি দাও। নিত্য পূজায় নিত্য বলিদান দিও। কাম, ক্রোধ, লোভ—নরকের ত্রিবিধ দ্বার। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাকালী মায়ের এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি—এই ত্রিবিধ বলি গ্রহণ করেন। মায়ের খর্পরে এই ত্রিবিধ পশুর উষ্ণ শোণিত ধর—কর্ত্তিত রক্তাক্ত এই পশুমুণ্ডের উপরে প্রদীপ জ্বালিয়া মায়ের সম্মুখে ধর, ধরিয়া সমাংস এই খর্পর দিয়া মায়ের প্রসন্নতা অনুভব কর। তখন কাম ক্রোধ লোভ বিমুক্ত হইয়া দেখিবে মা কেমন করিয়া বাম পদাঙ্গুষ্ঠে এই মহাসুরকে চাপিয়া ধরিয়াছেন, কেমন করিয়া নাগপাশে এই মহামহিষাসুরকে বদ্ধ করিয়াছেন; দেখিবে মা কেমন করিয়া জগতের এই মহাসুরকে বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিতে জগতের পূজা লইতে আসিয়াছেন। বলিদান সাঙ্গ কর শুনিবে "দেব্যা

হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে” “ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু” দেবতা-কৃত এই মহাস্তুতি কত সুন্দর! বলিদান না দিতে অভ্যাস করিলে এই অসুরের অত্যাচারে কোন কিছুই ভাল আর দেখিবে না—অসুর অশুভকেই শুভ বোধ করাইয়া দিবে—অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া জানাইয়া দিবে। তাই বলিতেছিলাম যাহার জন্য এই পূজা তাহার কত দূর কি হইল?

(৪)

তিন দিনের জন্য এই পূজা নহে। এই পূজা নিত্য। শুধু নিত্য নয় প্রতিক্ষণেই মায়ের পূজা চাই। তথাপি বিশেষভাবে এই শরতে এই শরৎকুমারীর পূজা আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন, প্রতিক্ষণের জন্য কখন কর্ম্ম দিয়া, কখন বাক্য দিয়া, কখন ভাবনা দিয়া মায়ের পূজা করার বিধি ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। করেন নাই কি? যদি না করিতেন তবে “ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী” এই ‘সদার’ ব্যবস্থা দিয়াছে কে? তুমি আমি আজ এই ‘সদা’ টুকু বুঝিতে চাই না—বুঝিতে পারি না। পারিব কিরূপে? অনুরাগ লাগুক—পূজা যে সর্ব্বক্ষণের জন্য, পূজা যে একক্ষণও ছাড়িয়া থাকা যায় না তাহা সবাই আমরা ধরিতে পারিব।

আমরা মামুলী পাঁঠা আর মামুলী কুমড়া, আর মামুলী আক আর মামুলী মহিষ মায়ের পূজায় দি। আর আশ্বিনে মামুলী প্রবন্ধ লিখি। বলি—মা এস! এস মা! বলি মা আমরা বড় কষ্টে পড়িয়াছি। মা আমাদের দুঃখ দূর কর। এইরূপ কত মামুলী বচনে মা তোমাকে আমাদের দুঃখ দূর করিতে বলি।

কিন্তু ইহাতে হইবে কি? মা তুমিই ত দুঃখ দূর কর, করিতেছ, করিয়াছ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগকেও ত কিছু করিতে তুমি বলিতেছ? আমাদের প্রতিও ত তোমার কিছু আজ্ঞা আছে?

আমারা ত তোমায় দেখিতে পাই না। কিন্তু পাই তোমার কতকগুলি আজ্ঞা। আজ্ঞাগুলি যদি না মানি তবে কি তোমার পূজা ঠিক কখন হয়?

তোমাকে দেখিবার কৌশলই ত এই পূজা। হৃদয়-দহরে নিত্য তুমি আছ। চৈতন্যই তোমার স্বরূপ। তোমাকে দেখা—সে "যমেবৈষ বৃণুতে"। বিশুদ্ধ জ্যোতিই তোমার আত্মরূপ। জ্যোতির্ম্মণ্ডিত তোমাকে আমরা দেখিতে পাই না। তাই হৃদয়কমলের তুমি—তোমাকে পত্রে পুষ্পে ফলে তোয়ে মাখাইয়া আমরা দেখিতে চাই। হাতে পত্র লইয়া, পুষ্প লইয়া, ফল লইয়া, জল লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তোমায় দেখিবার প্রয়াস করি। সেখানেও দেখা পাই না। তাই আবার ঐ পত্র পুষ্প তোমার ছাঁচে ফেলা আমার হৃদয় চৈতন্যে অর্পণ করি—করিয়া দেখি—দেখি চৈতন্যের রূপ দাঁড়াইয়াছে—চৈতন্যের সুন্দর মূর্ত্তি ভাসিয়াছে। ছাঁচের মূর্ত্তির কোলে কোলে তোমার মধুর মূর্ত্তি। কুম্ভকারের ছাঁচে ঢালা মূর্ত্তি—সে মূর্ত্তি অবলম্বন মাত্র। যেমন দর্শনের অবলম্বন উপনেত্র। উপনেত্র ত কেহ দেখে না। চসমা অবলম্বন করিয়াই অন্য মূর্ত্তি আমরা দেখি। তেমনি চসমাস্থানীয়া তুমি। পটের ছবি, ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিকে উপনেত্রস্থানীয় করিয়া সত্যের তোমার মূর্ত্তি দেখা—অহো! ইহাই ত দেখায় কৌশল। ঋষিগণের জন্য, দেবতাগণের জন্য যে মূর্ত্তি তুমি ধরিয়াছিলে—যে মূর্ত্তির ছাঁচ তাঁহারা ধ্যানে ধরিয়া রাখিয়াছেন—সেই ছাঁচে তোমার যা হোক তা হোক মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আদত তোমাকে দেখি। প্রতিমার জড়ভাব কাটাইয়া দেখি। সে মূর্ত্তি খড় মাটি জড়ান নহে—সে মূর্ত্তি নির্ম্মল চৈতন্য জড়ান। ঐ তোমার জীবন্ত মধুর মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিতে তুমি আইস। তাই তোমায় সত্য সত্য দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চ হয়, চক্ষে জলধারা-বয়, বড় আনন্দ হয়।

কিন্তু যে তোমার আজ্ঞা পালন করে না সেকি কখন তোমার দর্শন পায়? তা ত পায় না।

আজ্ঞা পালনটিই ত মুখ্য কথা। ঐটিকে মুখ্য করিয়া পূজার কৌশলে দেখা শুনা সব তোমাকে অর্পণ করা হউক তবে ত তোমার দর্শন মিলিবে। তিন দিনের পূজায় বিশেষভাবে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ হয় কিন্তু প্রতি দিনের প্রতি ক্ষণের পূজায় বাক্য ভাবনা কর্ম্ম নেত্রান্ত সংজ্ঞা

করিতে করিতে নিত্য সমর্পণ অভ্যাস করা উচিত। তবেই তোমার পূজা ঠিক ঠিক হয়। তার পরে ব্যবহারিক জগতে কুমারী যুবতী বৃদ্ধাতে তোমার স্মরণ নিত্য চলুক—সর্ব্বত্র তোমায় মাখাইয়া সব দেখা হইতে থাকুক—চলুক না এই সাধনা—তবে ত দর্শন? শুধু মামুলীতে কি হইবে?

কত আর বলা যাইবে? এ বলার অন্ত কোথায়? এখন "ইতি" করিতে হয়।

"দুর্গা দুর্গা ক্ষবদ্বয়ং" "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং" এখনও ত লোকে করে। যাঁহারা করেন তাঁহারা যদি ঠিক ঠিক করেন তবে যাহারা করেন না তাহাদের সংখ্যা এত বেশী থাকে না। এই সম্বন্ধেই কিছু বলিয়া উপসংহার করা হউক।

জপের অভ্যাস খুব ভাল। জপ না হয় দশ হাজার বিশ হাজার চলিল। অথবা শতাধিক অষ্টই চলিল। ইহাই কিন্তু সব নহে। জপের অভ্যাস অপেক্ষা যার জপ কর তাহাকে জানা আরও ভাল। সে যে ব্রহ্মসমুদ্রের বিশিষ্ট তরঙ্গ—সে যে বড় সুন্দর, বড় মনোহর ইহা জানা কত ভাল। সেই যে সব দেহ ধারণ করিয়া আছে দেহ সংরক্ষণ জন্য ইহা জানা চাই আর সর্ব্বত্র ইহার স্মরণরূপ প্রয়োগ অভ্যাস চাই।

যাহার নাম জপিলে—যাহাকে সর্ব্ব জীবে স্মরিতে শিখিলে তাহার ধ্যান চাই। ধ্যান করিবে হৃদয়কমলে—সেখানেও দেখা পাওনা বলিয়া হৃদয় কমলের আত্মচৈতন্যের মূর্ত্তি বাহিরের ঋষিগণের দেখা ধ্যানের ছাঁচে ফেলিয়া মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া হৃদয়-কমলে তাঁরে দাঁড়াইতে দেখ। হৃদয়-কমলে দেখিয়া দেখিয়া পূজা কর মানস পূজা কর—সর্ব্বাপেক্ষা কথা কহিতে অভ্যাস কর—সব সুখ দুঃখ জানাইতে অভ্যাস কর—আর চক্ষে চক্ষু দিয়া ধ্যান কর। তবে ত সর্ব্বদা ধ্যান চলিবে। এই ধ্যান ত একান্তে করিবে কিন্তু বাহিরে যখন আসিবে তখন তাহাতে অন্তশ্চক্ষু রাখিয়া রাখিয়া তাহাকেই লইয়াই বাহিরে আইস। তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া কর্ম্মের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, বাক্য বা ভাবনার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম কর আর দেখ কেমন তার অর্চ্চনা

হয়! অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল—জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ভাল—ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ ভাল। এই ত্যাগ যিনি পাকা করিতে পারিলেন তাঁহারই শান্তি। অন্যের—ইতরের অশান্তি চিরদিনই।

(৫)

এই পতনোম্মুখ চণ্ডীমণ্ডপেই চল দাঁড়াই। চল এইখানেই মায়ের আবাহন করি। আর নূতনে কাজ কি? নূতনে জমিতে কত বিলম্ব হইবে কে জানে? নূতনে জমিবে কি না তাহাও ত বলা যায় না।

পতনোম্মুখ হইলেও এখনও সব আছে। এই চণ্ডীমণ্ডপ—মায়ের আগমনের স্থান। এই স্থানে আর না হইলেও লক্ষবার মা আসিয়াছেন। মণ্ডপের দরদালান হইতেছে মায়ের চণ্ডীপাঠের স্থান। বুঝি কত কোটি কোটিরূপ চণ্ডী এই দরদালানে পঠিত হইয়াছে। মার আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই কত কত ব্রাহ্মণ এইখানে চণ্ডী পড়িতেন। মণ্ডপ দালান বহু পূর্ব্ব হইতেই মুখরিত হইত।

দালানের পরেই ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিবার স্থান। এই স্থান-গুলি চণ্ডীপণ্ডপের একছাদেরই তলে।

চণ্ডীমণ্ডপের শেষ সোপানের উপর দিয়া ঠাকুর-বাড়ীতে ও অন্য বসৎ-বাড়ীতে যাইবার রাস্তা। তাহার পরেই নাটমন্দির। এই নাট-মন্দির মায়ের ছাগবলীর স্থান এবং মাকে উপলক্ষ করিয়া যাত্রা গানেরও স্থান। কত ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরিতে, কত পট কত ছবিতে, কত পাতায় কত ফুলে ইহা সাজিত।

নাটমন্দিরের বামভাগে বোধনের স্থান। এইখানে বিল্ববরণ হইত এখনও হয়। ছোট একটি মন্দিরের মধ্যে বিল্ববরণের স্থান। এই স্থানের পশ্চাতে অশোক বৃক্ষ। আর সব শোকভরা হইয়াছে। বাড়ী শোকে ঝরিয়া পড়িতেছে কিন্তু শত শত সহস্র সহস্র শোক অঙ্গে ঢুলাইয়া, এই অশোক তরু বাড়িয়া চলিয়াছে। নাটমন্দিরের পরে মহিষ বলির স্থান।

এই চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দির মধ্যস্থানে, ইহার চতুঃপার্শ্বে মাতৃ-

সেবকদিগের বৈঠকখানা। নাটমন্দিরের ডানদিকে পঞ্চরত্ন ও ঠাকুর বাড়ী। বাহিরে রাসমঞ্চ ও কত শিবের মন্দির। শিবের মন্দিরে এখনও শিব আছেন—কিন্তু শিবের পূজা করিবার আর লোক নাই।

বলিতেছিলাম সবই এখনও আছে। কেবল পতনোন্মুখ। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীনকে নূতনভাবে সাজাও কিন্তু নূতন স্থানে নূতন চণ্ডীমণ্ডপে আর কাজ নাই। নূতন চণ্ডীমণ্ডপে নূতন চণ্ডীর ডাক জাগিবে না।- কোথাও জমিতে ও দেখা গেল না। প্রাচীনেরই সংস্কার ভাল।

(৬)

পতনোন্মুখ এই চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়াইলাম। মানুষ একজনও দেখি না। কিন্তু এত কথা এখানে কে কহিতেছে? আহা এ সব কি? এই ছায়ামূর্ত্তি?

ইঁহারা পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়াছে। সেই যে দেখিতাম যখন মা আসিতেন তখন কত সাজে কত ভাবে ইঁহারা মায়ের আগমন প্রার্থনা করিতেন। কত ভাবে কতরূপে ধ্যান ছাঁচে প্রাণ ঢালিয়া সজীব মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন। সেই যে দেখিতাম মায়ের আগমনে ইঁহারা উৎসাহে ভরিয়া যাইতেন। ইঁহাদের বাক্য, ইঁহাদের কার্য্য, ইহাদের চক্ষের জ্যোতি—কার স্পর্শে যেন জীবন্ত হইয়া সেবা করিত। সেই যে তাঁহাদের পূজার আয়োজন, সেই যে সেই সজীবতা, সেই যে সেই সময়োচিত সাজসজ্জা আহা! সেই কালের এই চণ্ডীমণ্ডপ—এই পতনোন্মুখ চণ্ডীমণ্ডপ আজও ইহা যেন সেই স্মৃতি জাগাইয়া যেন কাহারে দেখিয়া নূতন হইয়া দাঁড়াইল। যেন এখানকার সকল স্মৃতি, এখানকার সকল বস্তু সেই এককে দেখাইয়া দিতেছে! তবে এস এক বার সেই অধিষ্ঠাত্রীকে ভাবনা করি এস।

তবে বাজা রে বাজা। বেশ করিয়া বাজা। মায়ের পূজা আমরা সবাই করিব। সমস্ত বঙ্গদেশকে, সমস্ত ভারতকে, সমস্ত জগৎকে পূজায় যোগ দিতে ডাকিব। বাঙ্গালী এই বিষয়ে ভারতবাসীর অগ্র-

গণ্য। বাঙ্গালী যেখানে যাইবে সেই খানেই এই পূজা চালাইবে, নিজের দুঃখ দূর করিবে পরেরও তাপিত প্রাণে মায়ের অতি সুশীতল চরণ-কমলের ছায়া আনিয়া দিবে।

এত দিন সাধারণে বুঝিত দেহটাকে সুখে রাখিতে পারিলেই বুঝি সব হইল। এখন মানুষ যাহা বুঝিতেছে তাহাতে দেখিতেছে মনটাকে সুস্থ রাখা—দেহের স্বচ্ছন্দতার একটি মূলভিত্তি।

মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়ান—ছাড়াইয়া ইহাকে তোমার সঙ্গে কথা কওয়ান—কহাইয়া সব কথা বন্দ করিয়া রূপে স্বরূপে ডুবিয়া থাকা—থাকিয়া থাকিয়া সব আয়ত্ত করিয়া জাগ্রৎকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তিকে স্বরূপে বিশ্রাম করানই শান্তি।

ডুবিলে কথা নাই। প্রয়াসে তোমার সঙ্গে আছে। ডুবাও নাই, ডুবিবার প্রয়াসও নাই—আছে প্রাকৃতিক জীবনে অসম্বন্ধ প্রলাপ। প্রথম দুই শ্রেণীর লোক সাধক, তৃতীয় শ্রেণীর লোক পশ্বাদি সাধারণী বৃত্তিস্থ। অসম্বদ্ধ প্রলাপ যাহা তাহাই মৃত্যুর আদি অবস্থা। ঋষিগণের কথায় ইহার নাম বিক্ষেপ।

ঐ যে স্থির হইয়া বসিতে গেলে কখন এটা কখন ওটা মনে ভাসে এই মর্কট-সাধারণী বৃত্তিটা হইতেছে বিক্ষেপ। এটা বেশী দিন ধরিয়া চলিলে মুখ চক্ষু হস্ত পদাদির উপরে আর জোর থাকে না। ঐ যে রাস্তায় লোকটি চলিতেছে—দেখনা কেন ব্যক্তিটি কত কথা কহিতে কহিতে চলিতেছে হাতের মুখের কত ভঙ্গি করিতেছে, কেমন ভঙ্গি করিয়া ভ্রু নাচাইতেছে হাতের অঙ্গুলী নাড়িতে নাড়িতে চলিতেছে এই সব অসম্বদ্ধ প্রলাপ কিন্তু বিক্ষেপ—বিক্ষেপ মৃত্যুর প্রথম চিহ্ন।

মৃত্যুসময়ে মাথা চালা আবলতাবল বকা মৃত্যুর চিহ্ন।

মৃত্যুর প্রথম চিহ্ন বিক্ষেপ। শেষ চিহ্ন লয়—ইহারাই রজ, তম। লয়ের আক্রমণে আর চলা বলা নড়া নাড়া কিছুই নাই। শেষে—

শ্লেষ্মশ্লেষণয়ানলেঽমৃতবিলে কাসাকুলে ব্যাকুলে
কণ্ঠে ঘর্ঘর ঘোর নাদ মলিনে কায়ে চ সংমীলতি। ইত্যাদি

সেই জন্যই ত বলিতে হয় মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। সেই জন্যই ত শাস্ত্র বলিতেছেন—

নানা মার্গে প্রধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যাতি রসাতলে ॥

তাই বলিতেছেন—

সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি পথ্যং বচ্মি পুনঃপুনঃ।
ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গা নিষেবনাৎ ॥

আর এই দুর্গাই আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্‌স্বরূপিণী ॥
কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে ॥
গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাং।
+ + + +
হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্চ্চিতা ॥ ইত্যাদি।

হতাশ হইবারও কিছু নাই—ভয়েরও কিছু নাই। তুমি যে আমাদের আছ। ইতি।

আগমনী।

(১)

দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা কর মা গো কর কৃপা
শরতে শারদা-পূজা আনন্দ জগৎ-জনে।
অধমা তনয়া তব পূজা আমি কি করিব?
নিজগুণে কর দয়া অজ্ঞানী এ দীনহীনে ॥

(২)

এসো গো আনন্দময়ি ! এস এ মোর মন্দিরে
ব'স গো জননী মম হৃদি অষ্টদলোপরে।
যতনে কল্পনা করি মনোঘটে ভক্তিবারি
করিব স্থাপন মা গো ! তোমার বোধনতরে।

(৩)

ইষ্টচিন্তা চণ্ডীপাঠ করাইব দিবারাত
একাগ্রতা চিত্তরোধ হইবে পূর্ণ তখন।
অনিত্য মিথ্যা সংসার সকলি খেলা মায়ার
বৈরাগ্য সহায়ে (বুদ্ধি) বিচার কর্‌বে সর্ব্বক্ষণ।

(৪)

সহস্রারে সুধাধার ঝরিতেছে অনিবার
আচমন পাদ্য তরে দিব মা গো দিব তোরে।
ত্রিগুণ ত্রিপত্র দিয়ে চিত্ত-পুষ্প সাজাইয়ে
অর্ঘ্য সমর্পিব দুর্গে,যুগল চরণ প'রে।

(৫)

হৃদয়-ক্ষীরোদাগার নৈবেদ্য হবে তোমার
রসতত্ত্বে পানীয় গো জননী দিব তোমারে।
প্রফুল্ল প্রীতির-হার পরাব কণ্ঠে তোমার
অনুরাগের তাম্বুলরাগ সাজিবে অধরে।

(৬)

হৃদয়ের রক্তধারে অলক্ত পরাব তোরে
নূপুর কিঙ্কিণী দিয়ে শ্রীচরণ সাজাইব।
গন্ধতত্ত্বে দিব গন্ধ বায়ু হবে স্পর্শতত্ত্ব
পরম ব্যোম চিদাকাশ বসন ক'রে দিব।

(৭)

ষড়রিপু মহিষাদি অজ্ঞান কর্ম্ম অনাদি
করিব মা ভস্মীভূত নির্ম্মল জ্ঞানাগ্নি জ্বালি।
শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্প পরি বন্দনা চন্দন করি
দীনার্ত্ত আশ্রিত বলি দিব পদে পুষ্পাঞ্জলি।

(৮)

বাসনা হোমাগ্নি জ্বালি তব পূজা হবে কালী
আহুতি পড়িবে তাতে, যত অসার কল্পনা।
আছে উর্দ্ধে যে কমল, দ্বাদশ তাহার দল,
তব-ছত্র-তরে তাহা, দিব করেছি বাসনা॥

(৯)

রূপতত্ত্বে জ্বালি বাতি রাখ'বো আমি দিবারাতি
পঞ্চপ্রাণ ধূপদান হবে মা গো অনুক্ষণ
উজ্জ্বল জ্যোতির আলো আরতি হইবে ভালো
অনাহত বাদ্যধ্বনি শুনাইব সর্ব্বক্ষণ।

(১০)

সদা নৃত্য প্রদক্ষিণ করিবে ইন্দ্রিয়গণ
পঞ্চভূতময় দেহ প্রণমিবে বারে বার।
বাক্য যত গীতস্তুতি আত্মদান পূর্ণাহুতি
হইবে গো শান্তিবারি প্রেমমন্দাকিনীধার।

(১১)

প্রণবে করিতে যোগ অরূপা হইবে রোধ
মূলাধার হ'তে ক্রমে ষট্চক্র পরে যাব।
এ হৃদয় আগমনী হোক্ গো তব জননী!
ভরিত মূরতি ধ্যানে কূটস্থেতে নিরখিব।

(১২)

তালে তালে নৃত্য করি আসিবে গো ! ধীরি ধীরি
শব্দতত্ত্বে নূপুর ধ্বনি মধুর সুরে বাজে।
আত্মানন্দে পূর্ণজীব সকলি নিরখি শিব
জ্ঞানময় গুরু ইষ্ট স্বরূপে এক বিরাজে ॥

অবতার-সন্দর্ভ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার কর্ত্তৃক লিখিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জিজ্ঞাসু। তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। একটী ঢিলকে উৎক্ষেপণ করিলে, উহা বাহুবেগ প্রাপ্ত হইয়া, উর্দ্ধে উঠে, এবং কিয়ৎকাল পরে পৃথিবীতে পতিত হয়, যে দিকে পতিত হয়, তাহাকে কোন কারণ বশতঃ অধোদিক্ বলিয়াই ধারণা হইয়া থাকে। অনেক সময়ে মনে হয়, পৃথিবী অধোদিকে অবস্থিত এই বিশ্বাসই সূর্য্যাদি যে উর্দ্ধস্থিত তৎপ্রতীতির হেতু।

বক্তা। উচ্চস্থানস্থিত বস্তু অবলোকনকালে আমাদের যে অক্ষিপেশীতে (Ocular muscle) যেরূপ ক্রিয়া হয়, নিম্নদেশস্থিত বস্তু দর্শনকালে তদ্ভিন্ন পেশীতে পৃথক্‌রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। পেশী ও স্নায়ুব ক্রিয়াভেদ বশতঃ আমাদের সংবেদনেব ভেদ হয়। তুমি সাংখ্যদর্শন পড়িয়াছ, অতএব 'সত্ত্ববিশালা' (সত্ত্ববহুলা—সত্ত্বগুণপ্রধানা), তমোবিশালা (তমোবহুলা—অজ্ঞানপ্রধান) এবং রজোবিশালা (রজোগুণাধিকা) ব্যষ্টি * সৃষ্টিব এই ত্রিবিধ বিভাগেব কথা তোমার

---

* উর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো-বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ
মধ্যে রজো-বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্তঃ ॥
—সাংখ্যকারিকা, ৫৪।

'সম্' উপসর্গপূর্ব্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ' ধাতুর উত্তব 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া 'সমষ্টি' এবং 'বি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'অশ্' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয করিয়া 'ব্যষ্টি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সম্যগ্ অষ্টি'—সম্যগ্ ব্যাপ্তি—একত্বরূপে গণনা হয যাহার, তাহা সমষ্টি শব্দের, এবং বিগত হইযাছে অষ্টি (ব্যাপ্তি) যাহার যাহা সমষ্টির' বিপরীত, তাহা 'ব্যষ্টি' শব্দেব অর্থ, ("অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিত্বেন সমষ্টি-ব্যষ্টিব্যপদেশঃ। বেদান্তসার। "সম্যগ্ অষ্টিঃ, একত্বেন গণনা যস্যেতি সমষ্টির্মহৎকার্য্যং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকম্। বিগতা অষ্টির্যস্যেতি ব্যষ্টিরবান্তরকার্য্যমস্মদাদি শরীরাত্মকম্। তত্ত্বার্থপ্রদীপ।

জানা আছে। সাংখ্যদর্শন ব্যষ্টি সৃষ্টির সত্ত্ববিশালাদি ত্রিবিধ বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে তোমার কি ধারণা হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু। সাংখ্যদর্শন জ্ঞানশক্তির আধিক্য ও ন্যূনতা বশতঃ (উৎকর্ষ ও নিকর্ষের তারতম্য নিবন্ধন) ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যরূপে ভৌতিক সর্গের ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যনিবন্ধন প্রকৃতি উচ্চাবচ বিচিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দ্যুলোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোক সমূহ সত্ত্বগুণবহুল, সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক সমূহের সৃষ্টি হয়। দ্যুলোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোকবাসী জীবগণের জ্ঞান-সুখাদি আমাদিগ হইতে অধিকতর, ইঁহারা এই নিমিত্ত উৎকৃষ্টতর জীব। অতি নীচ পশু হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল তমো-বহুল, মোহাধিক্য বশতঃ ইহাদিগকে তমোবহুল বলা হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী ভূলোক বাসী মনুষ্যগণ রজোবহুল।

বক্তা। পৃথিবীলোকের ঊর্দ্ধে যে সকল লোক আছে, তাহা সত্ত্বপ্রধান, মর্ত্ত্যলোকের মূলে অর্থাৎ অধঃ যে সকল লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা তমোবহুল, এবং মধ্যলোক রজঃ প্রধান, সাংখ্যদর্শনের এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি বোধ হইয়াছে, তাহা বল, ঊর্দ্ধ ও অধঃ শব্দ বোধ্য অর্থের স্বরূপ নিরূপণে ইহারা কিরূপ উপকার করে, তাহা চিন্তা কর। সাংখ্যদর্শনের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ সৃষ্টি বিভাগের বর্ণনের উদ্দেশ্য কি ?

জিজ্ঞাসু। সংসারে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ ভাব, সকলেরই নয়নে পতিত হইয়া থাকে, জ্ঞান বিজ্ঞান, শারীর ও মানস বল, সুখ ইত্যাদির উৎকর্ষ ও নিকর্ষ, ইহাদের তারতম্য আমরা প্রতিক্ষণ অনুভব করি। স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক সমূহের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান ও আপ্ত বাক্য দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব উপপন্ন হয়।

বক্তা। ইদানীং অনেকে বেদ-শাস্ত্রোক্ত লোকান্তরের অস্তিত্ব যে স্বীকার করিতে পারেন না তাহা তোমার জানা আছে, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু। যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষ ব্যতিরিক্ত অন্য প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে অসমর্থ, শাস্ত্রদৃষ্টিতে যাঁহারা আসন্ন চেতন, যাহারা নাস্তিক, * তাঁহারা ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে

* আসন্নের স্থূলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থেরই জ্ঞান যাঁহাদের আছে, অতীত ও অনাগতের, সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান যাঁহাদের নাই, অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন

পারিবেন না। বেদে কি স্পষ্টভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত লোকান্তরের কথা দেখিতে পাওয়া যায়? আপনার তাড়া খাইবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি, যাহা পুরাণাদি বেদাশ্রিত, বেদমূলক শাস্ত্রসমূহে দৃষ্ট হয়, বেদে তাহা নিশ্চয়ই আছে, আমি ইহা বিশ্বাস করি, তবে সাধুবুদ্ধিতে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, এই নিমিত্ত সাহস পূর্ব্বক এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বক্তা। তুমি সন্ধ্যার উপাসনা কর, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সপ্ত ব্যাহৃতির কথা কি তোমার স্মৃতিবিচ্যুত হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু। যথাজ্ঞান সন্ধ্যার উপাসনা করি, কিন্তু কি করি, তাহা বুঝি না। সপ্তব্যাহৃতির কথা স্মৃতিবিচ্যুত হয় নাই, কারণ প্রত্যহ প্রাণায়াম করিবার সময়ে সপ্তব্যাহৃতির মনে মনে উচ্চারণ করিয়া থাকি, কিন্তু ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির স্বরূপ কি, তাহা কি জানি না।

বক্তা। ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তব্যাহৃতি উপর্য্যুপরিসংস্থিত সপ্তলোক; ইহারাই গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দঃ ("ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্তব্যাহৃতয়স্ত যা লোকাস্ত এব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরিসংস্থিতাঃ॥" সপ্তব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুরাকল্পে স্বয়ম্ভুবা। তা এব সপ্তছন্দাংসি লোকাঃ সপ্তপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥" ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব বা বাচস্পত্য বৃহদভিধান দ্রষ্টব্য। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল কথার মূল্য কত তাহা যথাযথভাবে অবধারণ করিবার পাত্র এখন বিরল হইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু। অধুনা যাঁহাদিগকে আমরা বেদজ্ঞবোধে শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন, স্বর্গাদি পৃথক্ লোক বস্তুতঃ নাই, পৃথিবীতেই সব, এই খানেই স্বর্গ, এই খানেই নরক, শাস্ত্রে যে স্বর্গাদির বর্ণন আছে, তাহা কল্পনা প্রসূত জানিবে।

বক্তা। নিজ-বোধকেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া জানেন, আমরা যাহা সম্ভব মনে করিতে পারি না, তাহাই সম্ভাব্যতার সীমা বহির্ভূত, যাঁহাদের ইহাই অচল প্রত্যয়, বেদ-শাস্ত্রের বচন শুনাইয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গাদি পরলোকের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ করিবার আশা কি দুরাশা নহে? প্রকৃষ্ট বলবান্ অশ্ব একদিনে

না, শাস্ত্রমতে তাঁহারা নাস্তিক। ("ন তু তে বিবেকক্ষমা আসন্নচেতনা। * * * * আসন্নচেতনত্বান্ন বিদুঃ শ্বস্তনম্ ন লোকমলোকাবিতি * * *—নিরুক্ত টীকা ও ঐতরেয় আরণ্যক দ্রষ্টব্য।) পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবিহীনকেই পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিরা নাস্তিক বলিয়াছেন।

যত যোজন গমন করে, তাবৎ যোজনপরিমিত দেশকে 'অশ্বীন' * বলা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র অশ্বীন ঊর্দ্ধ্বদেশে স্বর্গলোক বিদ্যমান আছে, এই স্বর্গলোকে সর্ব্ব প্রকার ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তি ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা স্বর্গকাম অথবা যাঁহারা পৃথিবী ছাড়া অন্য লোক আছে কি না তাহা জানিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা সত্যের রূপ দেখিতে সমুৎসুক, বেদ তাঁহাদিগকে যে উপায়ে ঊর্দ্ধলোক দেখিতে পাওয়া যায়, ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতে পারা যায়, যে উপায়ে অমরগণের সহিত দেখা শুনা হয়; তাহা বলিয়া দিয়াছেন। †

জিজ্ঞাসু। ইদানীং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকুশল ব্যক্তিগণ বিমান দ্বারা বহু ঊর্দ্ধে গমন করেন, তাঁহারাও ত স্বর্গের কোন কথা সংবাদ দেন না, দেবতাগণের সহিত তাঁহাদের ত দেখা শুনা হয় না।

বক্তা। ইঁহারাই ত আমাদের তুলনায় এখন দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে বিদ্বজ্জনকে দেবতা বলা হইয়াছে

("বিদ্বাংসো হি দেবাঃ"। শতপথব্রাহ্মণ ৩।৭।৩।১)।

শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী এই শ্রুতিপ্রমাণে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু। ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলা হয়, বোধ হয় ইহাই তাহার কারণ।

বক্তা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কলানিপুণ সুধীবর্গ বিমান দ্বারা বহু ঊর্দ্ধে উঠিলেও স্বর্গলোকের সীমাতে উপনীত হইতে পারেন না, অমরপুরী আরও ঊর্দ্ধবর্ত্তী। আর এক কথা, দেবতা দর্শনের চক্ষু না থাকাতে ঊর্দ্ধে উঠিলেও দেবদর্শন ঘটে

---

* 'অশ্বস্যৈকাহগমঃ' (পা, ৫।২।১৯)।

একাহেন গম্যতে ইত্যেকাহগমঃ আশ্বীনোঽধ্বা।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

† "সহস্রমনূচ্যং স্বর্গকামস্য; সহস্রাশ্বীনে বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ, স্বর্গস্য লোকস্য সমষ্ট্যৈ সম্পত্ত্যৈ সঙ্গত্যৈ"।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২।৭।

"প্রবলোঽশ্ব একেনাহ্না যাবন্তি যোজনানি গচ্ছতি, তাবদ্যোজনপরিমিতো দেশোঽশ্বীনঃ। স চ সহস্রসংখ্যয়া গুণিতঃ সহস্রাশ্বীনঃ। * *। 'ইতঃ' ভূলোকাদারভ্য 'সহস্রাশ্বীনে' ঊর্দ্ধদেশে স্বর্গো লোকো বর্ত্ততে। অতঃ সহস্রসংখ্যা স্বর্গস্য লোকস্য 'সমষ্ট্যৈ' প্রাপ্ত্যৈ ভবতি; প্রাপ্তস্য 'সম্পত্ত্যৈ' স্বাপেক্ষিত সর্ব্বভোগ্যবস্তুসম্পাদনায় ভবতি; সম্পন্নস্য চ 'সঙ্গত্যৈ' মহতামিন্দ্রাদিদেবানাং প্রীতিপূর্ব্বকসম্বন্ধায় ভবতি॥"— ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্য।

না। দিব্যদর্শন বিনা দেবদর্শন হইতে পারে না, অতি নিকটবর্ত্তী দেবও অদৃশ্য থাকেন, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ভগবান্‌কে কি সকলেই দেখিতে পান ?

জিজ্ঞাসু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য বশতঃ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ লোকের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সাংখ্যদর্শন এই কথা বলিয়াছেন, বলা বাহুল্য, ইহা বেদেরই উপদেশ।

বক্তা। সাংখ্যদর্শন বেদেরই কথা বলিয়াছেন। তুমি এবার একটু কৌশলের সহিত প্রশ্ন করিলে, নয় ?

জিজ্ঞাসু। আপনি ত সবই বুঝিতে পারেন। বেদের প্রমাণ পাইলে, আমার বড় আনন্দ হয়, আমি নিশ্চিন্ত হই, বিশেষ শান্তি পাই।

বক্তা। বেদের উপদেশ, সৃষ্টপদার্থমাত্রেই ত্রিগুণময়। গুণত্রয়ের মিলনরূপ রজ্জু যেমন ত্রিবৃৎ, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ও ত্রিবৃৎ, পৃথিবীতেও স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ আছে; স্বর্গেও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আছে, অন্তরীক্ষেও পৃথিবী ও স্বর্গ আছে, উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রত্যেক লোকেই বিদ্যমান। বেদের এই অতিমাত্র সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ না হওয়াতে লোকান্তরের অস্তিত্ব যে কল্পনা-প্রসূত তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা হয় *। এক লোকেই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম এ ত্রিবিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যেক লোকই ত্রিবৃৎ—উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ ভাবময়। দর্শন, পুরাণ, মন্বাদি সংহিতা, আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যে, এই অমূল্য বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তুমি ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে পারিবে, এবং আমার বিশ্বাস, বেদশাস্ত্রের কৃপায় কৃতার্থ হইবে, তোমার নিখিল সংশয় দূরীভূত হইবে।

জিজ্ঞাসু। ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই শব্দদ্বয়ের অর্থের স্বরূপ দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব অবশ্য-শ্রোতব্য কথা সৌভাগ্যবশতঃ শ্রবণ করিতেছি। সত্ত্ব-গুণের আধিক্যই যে উত্তম সৃষ্টির হেতু, তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ভাল বুঝিতে পারি নাই, এখনও যে ভাল বুঝিয়াছি, তাহা নহে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষায়

* "ত্রিবো দেবতা অব্রাহ। ত্রয়ো বা ইমে ত্রিবৃতো লোকা ... ...।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।'

"যথা গুণত্রয়মেলনরূপা রজ্জুস্ত্রিবৃৎ এবং এতে পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুলোকা পরস্পরং মিলিতা' স্ত্রিবৃতঃ। যদ্বা, একৈকস্মিংল্লোকে সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদেন অস্ত্যোত্তম মধ্যমাধমরূপত্বাৎ প্রত্যেকং ত্রিবৃত্ত্বম্।" সায়নভাষ্য।

এখন এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। মনুসংহিতাতে ও মহাভারতে দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, ভূরাদি লোকসমূহ, দেবতা, বিদ্যা, গতি, ধর্ম্ম, প্রাণ, এক কথায় অখিল জাগতিক পদার্থই যে ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পর্য্যায়ক্রমে সকল বস্তুতেই যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, দিবসাদি সকল পদার্থই যে ত্রিবিধ * তাহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যনিবন্ধন এতদিন এই সারতম শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্মোপলব্ধির চেষ্টা হয় নাই।

বক্তা। জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সামান্যতঃ ত্রিবিধ ইত্যাদি বাক্যসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থেরই আপেক্ষিক উন্নত ও অবনত অবস্থা আছে, একের তুলনায় আমরা অন্যকে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বলিয়া থাকি। ভূর্লোকের তুলনায় ভুবলোক, এবং ভুবলোকের তুলনায় স্বর্লোক উৎকৃষ্ট, পশ্বাদি ইতর জীবসমূহের তুলনায় মনুষ্য, মনুষ্যের তুলনায় দেবগণ উৎকৃষ্ট, ভূর্লোকের মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পরিণাম বশতঃ দেশাদির উন্নত, অবনত বা উচ্চ, নীচ অবস্থা আছে। পৃথিবী লোকেও স্বর্গ আছে, নরক আছে, সুর আছেন, অসুর আছেন।

জিজ্ঞাসু। 'নরক' ও 'স্বর্গ' এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহারা যে নীচ ও উর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট) লোক বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রতিপন্ন হয় কি? বেদে কোন্ অর্থে ইহাদের প্রয়োগ হইয়াছে?

বক্তা। "নীচ ব্যক্তিগণ যাহাতে গমন করে, অথবা যাহাতে অল্পরমণ রতিকর

---

* "অহস্ত্রিধা তু বিজ্ঞেয়ং ত্রিধা রাত্রির্বিধীয়তে।
মাসার্দ্ধমাসবর্ষাণি ঋতবঃ সন্ধয়স্তথা॥
ত্রিধা দানানি দীয়ন্তে ত্রিধা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ত্রিধা লোকা স্ত্রিধা দেবা স্ত্রিধা বিদ্যা স্ত্রিধা গতিঃ॥
পর্য্যায়েণ প্রবর্ত্তন্তে তত্র তত্র তথা তথা।
যৎকিঞ্চিদিহলোকেস্মিন্ সর্ব্বমেতে ত্রয়ো গুণাঃ।"
মহাভারত, আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

"এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্ট-স্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ
ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌমিকঃ॥"
মনুসংহিতা ১২শ অধ্যায়, ৫১।

স্থানও নাই, তাহা 'নরক'; ভগবান্ যাস্ক 'নরক' শব্দের এইরূপ নির্ব্বচন করিয়াছেন *। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের অন্তরালবর্ত্তিনী (আগ্নেয়ী) দিকে বিসর্পী নামক, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবিসর্পী নামক, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বিষাদী নামক এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অবিষাদী নামক নরক বিদ্যমান আছে। বেদনার আতিশয্য বশতঃ অস্থির হইয়া জীব ইতস্ততঃ বিসর্পণ (ছটফট্) করে বলিয়া উহার নাম 'বিসর্পী' হইয়াছে। যে নরকে দুঃখের অত্যন্ত আধিক্য-নিবন্ধন নড়িতে চড়িতেও পারা যায় না তাহা অবিসর্পী নামে উক্ত হইয়াছে, কেন পাপ করিয়াছিলাম, জীব এই প্রকার বিষাদ করে বলিয়া, উহার নাম বিষাদী নরক হইয়াছে, দুঃখাতিশয় বশতঃ বিষাদ করিতেও সমর্থ হয় না, এই নিমিত্ত অবিষাদী নাম হইয়াছে। * 'নরক' শব্দ যে বেদে দুঃখময় স্থানের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সুখবোধ্য। যে লোকে পুণ্যবানেরা বাস করেন, যে লোক সুখময়, তাহা 'স্বর্গ'। 'স্বর্গ' শব্দ বেদে সর্ব্বত্র একরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। স্বর্গের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম স্থান আছে। দ্যুলোকে যে অধম, মধ্যম ও উত্তম ভাব বা অবস্থা আছে, আনন্দের ইতর-বিশেষ আছে, ঋগ্বেদ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। * তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভূর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোক আছে, ভূরাদি সপ্তলোক প্রত্যেকে উত্তম, অধম ও মধ্যম ভোগ-নিবন্ধন ত্রিবিধ। অতএব সত্যলোকে যে উত্তম ভোগযুক্ত চরম স্বর্গ, তাহা অধম

---

* "নরকং ন্যরকং নীচৈর্গমনম্। নাস্মিন্ রমণং স্থানমল্পমপ্যস্তীতি বা। নিরুক্ত।

* "দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দিশি বিসর্পী নরকঃ। তস্মান্নঃ পরিপাহি।
দক্ষিণাপরস্যাং দিশ্যবিসর্পী নরকঃ। তস্মান্নঃ পরিপাহি।
উত্তরপূর্ব্বস্যাং দিশি বিষাদী নরকঃ। তস্মান্নঃ পরিপাহি।
উত্তরাপরস্যাং দিশ্যবিষাদী নরকঃ। তস্মান্নঃ পরিপাহি ইতি।"
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

* "যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং
কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৭।৯।১১।১
"যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং
কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব॥" ঋগ্বেদসংহিতা, ৭।৯।১১-২।১১

ভূলোকের অপেক্ষায় একবিংশতিসংখ্যাপূরক—একবিংশতিতম। * তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ আদিত্যলোকের উপরিতন ও অধস্তনভেদে স্বর্গকে দ্বিবিধ বলিয়াছেন। আদিত্যলোকের উপরিতন স্বর্গলোকসমূহ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। যে পুরুষ আদিত্যলোকের অধস্তন স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, তিনি বিনাশযুক্ত, (পরম্পরাপেক্ষায় ক্ষয়ার্হ) লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি আদিত্যলোকের উপরিতন লোকে গমন করেন, তিনি অক্ষয্য (ক্ষয়রহিত) লোক প্রাপ্ত হন। †

জিজ্ঞাসু। বেদ হইতে উপর্য্যুপরিসংস্থিত ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তলোকের বিবরণ শ্রবণ করিলাম। 'সপ্তব্যাহৃতিই যে গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দঃ এই অতীব গম্ভীরার্থক বচনসমূহের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা। ভগবানের ইচ্ছা হইলে, পরে তাহা বুঝিবে, তাহা বুঝিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। এখন যে জন্য সপ্তলোকের কথা উঠিয়াছে, তাহা স্মরণ কর। সত্যলোক যে সর্ব্বলোকের শীর্ষস্থানীয়, ইহা হইতে যে আর ঊর্দ্ধলোক নাই, তাহা মনে রাখিও। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রতিষ্ঠ, এবং যাঁহারা সত্য ভিন্ন কদাচ মিথ্যা বলেন না, সেই সকল পুরুষ

---

* "একবিংশতিদক্ষিণা দদাতি। একবিংশো বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ। প্র স্বর্গং লোকমাপ্নোতি ॥৭॥ অসাবাদিত্য একবিংশঃ। অমুমেবাদিত্যমাপ্নোতি" ।—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৫

"ভূলোকমারভ্য সত্যলোকান্তাঃ সপ্তলোকাঃ। তে প্রত্যেকমুত্তমাধমমধ্যমভোগেন ত্রিবিধঃ। তথা সতি সত্যলোকে যোঽয়মুত্তমভোগযুক্তশ্চরমঃ স্বর্গঃ। সোঽয়মধমভূলোকমপেক্ষ্যৈকবিংশতিসংখ্যাপূরকো ভবতি।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য।

† "উরবো হ বৈ নামৈতে লোকাঃ। যেঽবরেণাদিত্যম্। অথ হৈ তে বরীয়াংসো লোকাঃ। যে পরেণাদিত্যম্। অন্তবন্তং হ বা এষ ক্ষয্যং লোকং জয়তি। যোঽবরেণাদিত্যম্। অথ হৈষোঽনন্তমপারমক্ষয্যং লোকং জয়তি। যঃ পরেণাদিত্যম্।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১১।৭।

"দ্বিবিধাঃ স্বর্গলোকাঃ আদিত্যলোকাদর্বাঞ্চ উপরিতনাশ্চ। তত্র 'আদিত্যমবরেণ' আদিত্যাদর্বাঞ্চঃ, 'যে লোকাঃ' স্বর্গবিশেষাঃ। তে সর্ব্বেঽপি 'উরবঃ' বিস্তীর্ণাঃ, ইতি 'নাম' প্রসিদ্ধং। অথ 'যে' স্বর্গলোকাঃ 'আদিত্যং পরেণ' আদিত্যলোকাৎ পুরস্তাৎ, বর্ত্তন্তে। 'এতে' 'বরীয়াংসঃ' অতিশয়েন বিস্তীর্ণাঃ। এবং সতি যঃ পুমান্, আদিত্যাদর্বাঞ্চং লোকং প্রাপ্নোতি। এষঃ পুমান্ 'অন্তবন্তং' বিনাশযুক্তং, ক্ষয্যং পরম্পরমেকৈকাপেক্ষয়া ক্ষয়ার্হং, তাদৃশং 'লোকং' প্রাপ্নোতি। যস্ত্বাদিত্যাৎ পরাঞ্চং প্রাপ্নোতি। এষঃ পুমান্ 'অনন্তমপারং' আতানবিতানাভ্যামবসানরহিতং, 'অক্ষয্যং' ভোগ্যবস্তুক্ষয়রহিতং, 'লোকং' প্রাপ্নোতি ॥"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য।

সুকৃতির ফলভোগার্থ সত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সত্যলোক প্রাপ্ত হইলে এখান হইতে আর প্রচ্যুত হইতে হয় না। সত্যলোক সপ্তমলোক, ইহার ঊর্দ্ধে, অন্য লোক নাই, ("সত্যন্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রাহ্মণঃ সদনন্ততঃ। সর্ব্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মূর্দ্ধি সন্তিষ্ঠতে সদা॥ জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিষ্ঠানাং তথা সত্যস্য ভাষণাৎ। প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ। তৎ সত্যং সপ্তমো লোকস্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে॥—) 'অবতার' শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা যে জন্য সপ্তলোকের তত্ত্বানুসন্ধান করিলাম, তাহা চিন্তা কর।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে ইহা যে অবতরণ—কোন উচ্চ স্থান হইতে অধোদেশে আগমন—অবরোহণ এই অর্থের বাচক, তাহা অবগত হইয়াছি। কোন উচ্চ স্থান হইতে অবরোহণ এই অর্থ হইতে 'অবতার' শব্দের জন্ম—শরীর ধারণ, এইরূপ অর্থের সঙ্গতি কিরূপে হয়, এবং জন্মমাত্রেই উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আগমন সর্ব্বত্র এই অর্থের বোধক হয় কি না, তাহা স্থির করার প্রয়োজন। জন্ম সর্ব্বত্র উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আগমন এই অর্থের বোধক হয় কি না, তাহা জানিতে হইলে, 'জন্ম' এবং উচ্চ ও নীচ বা ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই সকল শব্দের অর্থ কি, অগ্রে তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক। অতএব 'জন্ম' এবং উচ্চ ও নীচ বা ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই সকল শব্দবোধ্য অর্থের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে। জন্মের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তিই 'জন্ম' শব্দের অর্থ, অবিদ্যমানের (যাহা বস্তুতঃ নাই, যাহা অসৎ তাহার) কখন জন্ম হয় না, সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে অবস্থিতের স্থূলাবস্থায় অবতরণই, জন্ম বা প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত অর্থ। উচ্চ বা ঊর্দ্ধের জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা স্থির করিতে যাইয়া পৃথিব্যাদি লোকের কথা উপস্থিত হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন জ্ঞান শক্তির আধিক্য ও ন্যূনতাবশতঃ ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্যরূপে ভৌতিক সর্গের ত্রিবিধ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্যুলোকাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধবাসী জীবগণের জ্ঞান ও সুখাদি আমাদিগের হইতে অধিকতর, ইঁহারা এই নিমিত্ত উন্নত জীব। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্যবশতঃ উচ্চাবচ বিবিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই উপর্য্যুপরি সংস্থিত ভূরাদি সপ্তলোকের বর্ণন আছে, কিন্তু আধুনিক কৃতবিদ্য পুরুষবৃন্দের মধ্যে বহু ব্যক্তি সপ্তলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেহ কেহ বলেন বেদে সপ্তলোকের কথা নাই, স্বর্গনামে কোন পৃথক্

লোক নাই, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণই বেদে দেবতানামে লক্ষিত হইয়াছেন, আমি এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বেদে সপ্তলোকের বিবরণ আছে কি না'। বেদে সপ্তলোকের কথা আছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যে কত লাভবান্ হইয়াছি, বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্বর্গ-লোকের স্থিতিসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ আমার সাধ্য নহে, তথাপি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতির উপদেশই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। যথাশক্তি সন্ধ্যার উপাসনা করি, সপ্তব্যাহৃতির উচ্চারণ করি, কিন্তু সপ্তব্যাহৃতির স্বরূপ কি, তাহা জানি না, জানিবার চেষ্টাও এতদিন হয় নাই। সপ্তব্যাহৃতি যে সপ্তলোক, অনেক সময়ে তাহাই মনে থাকিত না, সপ্তব্যাহৃতিই সপ্ত ছন্দঃ এখনও এই অতীব গম্ভীরার্থক শাস্ত্রবচনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি নাই। স্বর্গ সম্বন্ধে বহু সংশয় ছিল, যাঁহারা স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের আবার এই মর্ত্ত্যধামে আসিতে হয় কি না, তাহা স্থির করিতে পারিতাম না। শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে যে কিছুই নিশ্চয় হয় নাই, তাহা বলিতেছি না, তবে স্বর্গের তত্ত্ব ইতঃপূর্ব্বে এ ভাবে যে বুঝি নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ স্বর্গের রূপ যেরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে স্বর্গেও উত্তম, মধ্যম ও অধম ভাব থাকিবার কারণ কি, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি।

বক্তা। সাংখ্যদর্শন-বর্ণিত উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যরূপে ভৌতিক সৃষ্টির ত্রিবিধ ভেদ শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার কি ধারণা হইয়াছে ? উর্দ্ধ ও অধঃ শব্দবোধ্য অর্থের স্বরূপ নিরূপণে এই ত্রিবিধ ভৌতিক সৃষ্টি বিষয়ক উপদেশ কি উপকার করে ? সাংখ্যদর্শনের (অথবা এখন বলিতে পারি, বেদের) উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ সৃষ্টি বিভাগের উদ্দেশ্য কি ; আমার পূর্ব্বকৃত এই সকল প্রশ্নের এখন উত্তর দিবার অবসর হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু। ঠিক অবসর হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না, তথাপি যথা-শক্তি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

বক্তা। তাহা করিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

জিজ্ঞাসু। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহার কারণ আছে, সন্দেহ নাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রতিক্ষণ অনুভব করি, অতএব ইহা যে নিষ্কারণ নহে, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। সাংখ্যদর্শন বুঝাইয়াছেন, জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যই

সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ ("কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ।" সাং দং ৩।৪০) সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা ঊর্দ্ধ্ব লোকে গমন করিয়া থাকেন, ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেই অত্যন্ত পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেও আবৃত্তি পুনরাগমন হইয়া থাকে, আবার এই দুঃখ-ময় মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করিতে হয়। কি ঊর্দ্ধলোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামরণাদিজনিত ক্লেশ সকলেরই সমান। অতএব বিবেকী এইরূপ ঊর্দ্ধ ও অধোলোক ভ্রমণকে হেয় (পরিত্যাজ্য) বোধ করেন ("আবৃত্তিস্তত্রাপি উত্তরোত্তর যোনিযোগাদ্ধেয়ঃ।" সাং দং ৩।৫২; "সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্।" সাং দং ৩।৫৩)। সাংখ্যদর্শন যে কারণে ঊর্দ্ধাদি লোকের সৃষ্টি হয়, তাহা দেখাইয়াছেন, এবং ঊর্দ্ধলোকে গমনই যে পরমপুরুষার্থ নহে, এতদ্দারা জীব যে কৃতকৃত্য হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। ঊর্দ্ধের স্বরূপ কি, সাংখ্যদর্শন হইতে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। লঘু বস্তু ঊর্দ্ধে গমন করে, গুরু বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বস্তু লঘু হয়, লঘুতা সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। তমোগুণ গুরু, তাই তমোগুণপ্রধান বস্তু অধোদেশে পতিত হয়। সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্বগুণকে লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণকে চল—ক্রিয়াশীল এবং উপষ্টম্ভক (চালক) এবং তমোগুণকে গুরু ও অন্যের আবরক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ("সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" সাংখ্যকারিকা)।

বক্তা। একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, অনুভব হয়, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ এই গুণত্রয়ই বাহ্য ও অন্তর জগতের মূল-তত্ত্ব, যিনি যে কোন তত্ত্বের আবিষ্কার করুন, তাহা এই ত্রিগুণের মধ্যে পড়িবে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাপ্রয়োজন চিন্তা করা হইল, এখন দেখা যাক্ 'জন্ম' সর্ব্বত্র ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন স্থানে আগমন—অবতরণ এই অর্থের বোধক হয় কি না। শ্রুতি সংসারকে ঊর্দ্ধমূল ও অবাক্‌শাখ বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও ভগবান্ সংসারকে ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষ স্বরূপ বলিয়াছেন ("ঊর্দ্ধমূলমবাক্‌শাখম্। বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি। ন স জাতু জনঃ শ্রদ্দধ্যাৎ। মৃত্যুর্ম্মা মারয়াদিতি।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। * লৌকিক বৃক্ষের অধোভাগে

* "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥

মূল এবং উর্দ্ধভাগে শাখা, কিন্তু সংসার বা জগৎবৃক্ষের এতদ্বিপরীত, সংসার বা জগৎবৃক্ষের উর্দ্ধ —সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম মূল, এবং ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত দেহ সকল শাখা-স্থানীয়।

জিজ্ঞাসু। 'উর্দ্ধ' শব্দ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম বুঝাইতে শ্রুতিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, অপিচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম বিশ্বজগতের মূল, ইহা শ্রবণ করিয়া জন্মমাত্রেই যে উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন, এই অর্থের বোধক, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল, কারণ সকল পদার্থই মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে জন্ম লাভ করে, ব্রহ্মই বিশ্বজগতের মূলকারণ।

বক্তা। ব্রহ্মই যে জগতের মূলকারণ, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিয়াছ?

জিজ্ঞাসু। যাহা কাহারও কার্য্য নহে, যাহার কারণান্তর নাই, তাহাই মূল-কারণ। 'ব্রহ্ম' তাদৃশ পদার্থ; অতএব ব্রহ্মই মূলকারণ। যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি হয় শ্রুতি ও বেদান্ত তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" ১।১।২ বেদান্তসূত্র।

বক্তা। ব্রহ্ম হইতে জগতের জন্ম হয়, জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করে, এবং প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে, এই শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ দুঃসাধ্য। অবতারের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইয়া যে সকল বিষয়ের সমালোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, আমি সেই সকল বিষয়েরই যথাশক্তি আলোচনা করিব। 'ব্রহ্ম' কোন্ পদার্থ, ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ কি না, ইত্যাদি বহুবিবাদাস্পদ প্রশ্নের এ স্থলে উত্থাপন না করিয়া জন্মমাত্রেই অবতরণ বা কোন উচ্চ ভাব হইতে নিম্নে আগমন সর্ব্বত্র এই অর্থের বোধক হয় কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করব। তুমি পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশবাদ (Evolution Theory) অবগত আছ, অতএব জন্মমাত্রেই উচ্চভাব হইতে নিম্নে আগমন এই কথা শুনিয়া তোমার মনে কোনরূপ তর্ক উঠে নাই?

তস্মিংল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্বৈতৎ॥" কঠোপনিষৎ।

"উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫শ অধ্যায়।

"উর্দ্ধমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎকারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্ত্বাচ্চোর্দ্ধমুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্তমায়াশক্তি-মত্তন্মূলমস্যেতি সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূলঃ। শ্রুতেশ্চ 'উর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ ইতি'॥"

ঐ, শাঙ্করভাষ্য।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার'শব্দের অবতরণ—উচ্চস্থান বা উচ্চভাব হইতে নিম্নস্থান বা নিম্নভাবে অবরোহণ এই অর্থ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার মনে হইয়াছে, ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশবাদীদিগের সহিত তাহা হইলে বিরোধ হইতেছে। ক্রমবিকাশবাদী-দিগের মতে জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। জন্মমাত্রেই উচ্চভাব হইতে নিম্নভাবে অবতরণ, ক্রমবিকাশবাদীরা নিশ্চয়ই এই মত গ্রহণ করিবেন না। ক্রমবিকাশবাদীদিগের মতে জীব ক্রমশঃ উন্নত বা বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হয়, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ক্রমবিকাশবাদী ডারুবিন্ মানুষের জন্মকে তবে অধিরোহণ সমুত্থান (Ascent) না বলিয়া অবতরণ অবরোহণ (Descent) বলিয়াছেন কেন?

বক্তা। ডারুবিন্ 'ডিসেণ্ট' (Descent) শব্দের অভিব্যক্তি—কোন পূর্ব্ব-বর্ত্তিভাব (Som' pre-existing form) হইতে অবতরণ প্রাদুর্ভাব এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু। ক্রমোন্নতিবাদ কি শাস্ত্রসম্মত?

বক্তা। না ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতি (Progress and retrogression) শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ সিদ্ধান্তের কথা আছে, এবং তাহা থাকাই ন্যায়সঙ্গত। উন্নতি ও অবনতি যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল, ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধ স্বর্গাদি লোকে গমন হয়, অধর্ম্ম দ্বারা নিম্নলোকে গমন হইয়া থাকে ("ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্য-ধর্ম্মেণ সাংখ্যকারিকা)। পাশ্চাত্য সুধীবর্গ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই, নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের প্রসঙ্গবশতঃ স্থূলশরীর লাভ হয়, যথোক্ত ক্রম-বিকাশবাদীরা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এক জাতীয় প্রাণীর স্থূলশরীরের আন্তর ও বাহ্য অবয়বের সহিত অন্য জাতীয় প্রাণীর আন্তর ও বাহ্য অবয়বের সাদৃশ্য আবিষ্কারার্থ পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদীরা বহু পরিশ্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন্ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক কারণবশতঃ স্থূলশরীরের পরিণাম হয়; একজাতীয় প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অন্য জাতীয় প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য থাকিবার কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তাহা জানিবার প্রয়োজনও বোধ হয়, অদ্যাপি তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই।

জিজ্ঞাসু। নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের প্রসঙ্গবশতঃ স্থূলশরীর লাভ হয়, এই কথাটীর একটু ব্যাখ্যা শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে নিমিত্ত বলা হয়, এই ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্তবশতঃ

নৈমিত্তিক—ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্তের কার্য্য—স্থূলশরীর পরিগ্রহ হয়। নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক এই উভয়ে যে প্রসঙ্গ—আসক্তি—অনুরাগ, তদনুসারে বিবিধ স্থূলশরীরের পরিণাম হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গদেহ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের অনুরাগ অনুসারে—নটের ন্যায় নানা স্থূলরূপে অবস্থান করে। এক অভিনেতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয়কালে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আকার ধারণ করে, সেইরূপ একই লিঙ্গশরীর মনুষ্যের স্থূলশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক মনুষ্য, পশুর স্থূলশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক পশু ইত্যাদি নানাবিধ জাতি লাভ করে। অদৃষ্টবশতঃ মনুষ্যাদি স্থূল-শরীর সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ, প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, প্রকৃতির উপাদানের অভাব নাই, প্রকৃতির বিভুত্ব—সর্ব্বব্যাপিতা নিবন্ধন সূক্ষ্মশরীর দেব, মনুষ্যাদি, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদিরূপে অবস্থান করে। * ভগবান্ পতঞ্জলিদেব "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ" (পাং দং বি, পা ২ সূ), এই সূত্রটী দ্বারা এই তত্ত্বই বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই মহামূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, আমার বিশ্বাস, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীদিগের বিশেষ লাভ হয়, কারণ, তাঁহারা বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, সন্দেহ নাই, তাঁহারা যতদূর বুঝিয়াছেন, তাহার উপরি ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশালোক পতিত হইলে ক্রমবিকাশ-বাদের অপূর্ণ অঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং বিকৃতাঙ্গের সংশোধন হইবে। যে কোন কার্য্য হোক্, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত কারণ হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। মানুষের দেহ, মানুষের ইন্দ্রিয়, দেব-তার দেহ, দেবতার ইন্দ্রিয়, পশ্বাদি ইতর প্রাণীদিগের দেহ ইত্যাদির প্রকৃতিই উপাদান-কারণ। প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত কারণানুসারে আপূরিত—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যথাযোগ্য পরিণাম সাধন করেন।

বক্তা। ক্রমোন্নতি যে প্রকৃতির অব্যভিচারী নিয়ম হইতে পারে না, কোন কোন পাশ্চাত্য চিন্তাশীল পুরুষ তাহা স্বীকার করিয়াছেন্। উন্নতি ও অবনতি

---

* "পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতেবিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥"—সাংখ্যকারিকা।

"পুরুষার্থেন হেতুনা প্রযুক্তং নিমিত্তং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নৈমিত্তিকং তেষু তেষু নিকায়েষু যথাযথং ষাট্‌-কৌশিকশরীরগ্রহঃ, স হি ধর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রভবঃ, নিমিত্তঞ্চ নৈমিত্তিকঞ্চ তত্র যঃ প্রসঙ্গঃ প্রসক্তিঃ তয়া নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং সূক্ষ্মশরীরং।" বাচস্পতিমিশ্রকৃত কৌমুদী।

এই উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রাকৃতিক পরিণামের পূর্ণরূপ উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক। *

জিজ্ঞাসু। তাহা হইলে জন্মমাত্রকে অবতরণ বলা হইবে কেন?

বক্তা। সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম মূল, এই শ্রুতিবচন স্মরণ হইলে, জন্ম দুঃখের কারণ, জন্ম না হইলে দুঃখভোগ হয় না, এই কথা মনে হইলে, জন্মমাত্রেই উচ্চভাব হইতে নিম্নে আগমন—অবতরণ,তাহা স্বীকার করিতে হয়। মহর্ষি গোতম জন্মনিরোধকেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ—মোক্ষ বলিয়াছেন। জন্মনিরোধই যে জীবের অত্যন্ত পুরুষার্থ, সকল শাস্ত্রেই এই উপদেশ আছে। জন্ম যদি দুঃখের কারণ না হইত, তাহা হইলে বিবেকী জীব জন্মনিরোধের জন্য এত চেষ্টা করিতেন না।

জিজ্ঞাসু। ভগবানের শরীর গ্রহণ, দেবতাদিগের বিগ্রহধারণ এবং অধিকারিপুরুষদিগের শরীর গ্রহণপূর্ব্বক ভূলোকে আগমনও কি তাহা হইলে, উচ্চভাব হইতে অবতরণ?

বক্তা। ভগবানের অবতরণ, দেবতাদিগের বিগ্রহধারণ, অধিকারিপুরুষবৃন্দের মর্ত্ত্যধামে আগমন এবং সাধারণ জীবের জন্ম সমান নহে। 'অবতার' শব্দ বহু অসাধারণ-গুণবিশিষ্ট পুরুষের প্রাদুর্ভাব, দেবতাদিগের বিগ্রহধারণ এবং ভগবানের স্থূলরূপে অবতরণ বুঝাইতেই বাহুল্যতঃ প্রযুক্ত হয়, ইতরের, জন্ম বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ বিরল।

জিজ্ঞাসু। ইহার কারণ কি? সাধারণের জন্মকে অবতার না বলিবার হেতু কি?

বক্তা। দেবতাদিগের শরীরগ্রহণ, ভগবানের অবতরণ লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির জন্য, ঐশ্বর্য্য প্রখ্যাপনার্থ, ভগবান্ ধর্ম্মসংস্থাপনাদি লোকহিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্বীয় সঙ্কল্পানুরূপ শরীর ধারণ করেন, ভক্তপ্রাণ, ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসকগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার

---

* "A law that expresses progress only, can be merely a law of movement in one direction, a part only of the law of human advance. The true law, the complete law must be a law of retrogression as well as of progress. Outline of the Evolution Philosophy by Dr. M. E. Cazelles, p. 38.

উদ্দেশ্যে স্থূলশরীর গ্রহণ করেন, ভক্ত উপাসকের আকাঙ্ক্ষিত রূপ ধারণ করেন। সাধারণের জন্ম এ ভাবে হয় না। অবতার শব্দ এই নিমিত্ত সাধারণের জন্ম বুঝাইতে প্রায় ব্যবহৃত হয় না।

জিজ্ঞাসু। আপনার এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অনির্ব্বাচ্য আনন্দ হইতেছে। কোন্ শাস্ত্র হইতে এই অমৃতময় উপদেশ আমাকে কৃপাপুরঃসর শ্রবণ করাইতেছেন?

বক্তা। তোমার কি মনে হইতেছে, আমি নিজ অনুভব তোমাকে জানাইতেছি? অহো! তোমার ভাব বড় মধুর, শাস্ত্রের (বিশেষতঃ বেদের ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গের) প্রমাণ পাইলে, তোমার যত আনন্দ হয়, তত আনন্দ অন্য প্রমাণ পাইলে হয় না। আমি তোমার এতাদৃশী শাস্ত্রশ্রদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইতেছি। আমি ভগবান্ যাস্কের কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি, আশ্বস্ত হইলে কি?

জিজ্ঞাসু। আপনি শাস্ত্রপ্রমাণ না পাইলে, কোন কথা বলেন না, তাহা আমার বিশ্বাস আছে, তথাপি যাবৎ শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন না করেন, তাবৎ পূর্ণ তৃপ্ত হয় না। ভগবান্ যাস্ক এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃপাপুরঃসর তাহা বলুন।

বক্তা। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'বেদের উপদেশ, পুরুষ বা আত্মাই সর্ব্ব প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের প্রকৃতি—কারণ। প্রকৃত হয়, সর্ব্বপ্রকার বিকার—অখিল কার্য্য ইহাঁতে, প্রকৃতির নাম এই নিমিত্ত 'প্রকৃতি' হইয়াছে। সত্তা লক্ষণ (সত্তা হইয়াছে লক্ষণ যাঁহার—সামান্য সত্তা দ্বারাই যিনি লক্ষিত হন; তিনি সত্তা লক্ষণ), মহান্ আত্মা বা ব্রহ্মই ভূতপ্রকৃতি, ব্রহ্ম স্বীয় প্রকৃতি বা মায়াশক্তি দ্বারা অনেকধা স্থাবর ও জঙ্গম ভাব ধারণ করেন। বেদে যে স্থাবর-জঙ্গমকে ব্রহ্মরূপে স্তুতি করা হইয়াছে, বৃক্ষাদির স্তুতি যে বেদে দৃষ্ট হয়, কার্য্য কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে এই সত্য জানানই তাহার উদ্দেশ্য। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাগণ এক পরমাত্মারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, অগ্ন্যাদি দেবতাগণ পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, শক্তিমান্ হইতে শক্তির বাস্তব ভেদ নাই, অঙ্গ কখনও অঙ্গী হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। বেদে অদেবতাকে দেবতাবৎ স্তুতি করা হয় নাই, মহান্ আত্মাকেই বিশ্বরূপে, সর্ব্বব্যাপক বিভুরূপে স্তব করা হইয়াছে, পরমাত্মা যে সর্ব্বব্যাপক, পরমাত্মাই যে সর্ব্বকারণ, তিনিই যে স্বশক্তি

যাঁরা বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেদে পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ স্তুত হইয়াছেন। *

"ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতর প্রকৃতয়।"

নিরুক্ত—দৈবতকাণ্ডঃ।

প্রশ্ন হইবে, এক মহান্ আত্মাই যখন দেবতা-মনুষ্যাদি হইয়াছেন, তখন কি দেবতা ও মনুষ্যাদির মধ্যে কোন ভেদ নাই? দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম কি, তাহা হইলে, সমান কারণে হয়? দেবতারা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্যাদিরও কি তৎসম্পাদনের সামর্থ্য আছে? ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, না, দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম সমান কারণে হয় না, দেবতারা যাহা করিতে সমর্থ, মনুষ্যাদির তাহা করিবার সামর্থ্য নাই, প্রকৃতিভেদ বশতঃ দেবতা ও মনুষ্যাদির জন্ম সম্বন্ধে ভেদ আছে, দেবতার শক্তি ও মনুষ্যাদির শক্তি একরূপ নহে, ঐশ্বর্য্যবশতঃ দেবতারা যাহা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্যাদির অনৈশ্বর্য্য হেতু তাহা তাহা করিবার শক্তি নাই, দেবতার শক্তি অচিন্ত্য। * *

---

* "অপিচ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভিঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ।।" নিরুক্ত, ৭।৪।১০

"প্রক্রিয়ন্তে অস্যাং সর্ব্বে বিকারা ইতি প্রকৃতিঃ, স সত্তালক্ষণো মহানাত্মা হিরণ্যগর্ভ ইতি। বক্ষ্যতি হি,—'স এব মহানাত্মা সত্তালক্ষণঃ, তৎ পরম্ তৎ ব্রহ্ম স ভূতাত্মা, সৈষা ভূতপ্রকৃতিঃ"—ইতি। তস্যা ভূমা বহুত্বম্, অনেকধা বিপরিণামঃ স্থাবরজঙ্গমভাবেন। প্রকৃতের্ভূমানি বহুত্বানি যানি সত্ত্বানাং তৈরনন্যবিষয়ত্বং পশ্যন্তঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বাৎ কারণমহিমভিঃ তান্যবাদীন্যভিষ্টুবন্তি ইত্যাহুরায়বিদঃ। তদ্যথা—'দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং পৃথিবী শরীরমাত্মান্তরিক্ষম্'—ইত্যেবমাদীনি। আত্মৈব সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমং ইত্যবেত্য অশ্বমেধে 'মূলেভ্যঃ স্বাহা, শাখাভ্যঃ স্বাহা'—ইত্যেবমাদিভিস্তেন তেন বৈশেষিকেণ স্থাবরজঙ্গমাত্মনা প্রকৃতেরভিন্নেনাবস্থানেনাবস্থিতো মহানেবাত্মেজ্যতে। ন হ্যদেবতা যাগমর্হতি। যাবচ্চান্যদপি কিঞ্চিদেবম্প্রকারমদেবতাভিমতমিজ্যতে। গৃহে চ বলিপ্রভৃতিকর্ম্মাদৌ সর্ব্বত্র স এবেত্যুপেক্ষিতম্।।" নিরুক্ত টীকা।

"একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।।" নিরুক্ত, ৭।৪।৯।

"অগ্নীন্দ্রসূর্য্যাণাং পরস্পরাপেক্ষমন্যত্বন্, অনন্যত্বং ত্বেকেন, দেবতাত্মনা মহতা সহ। যথা ঘটাদীনাং মৃদা। ন হ্যঙ্গিনমঙ্গান্যতিরিচ্যন্তে, ভেদেনাগ্রহণাৎ। ন চাঙ্গাত্মনপেক্ষ্য প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি, ন হ্যধিষ্ঠানমনপেক্ষ্য প্রত্যধিষ্ঠানং নাম ভবতি। তস্মাদগ্নীন্দ্রসূর্য্যাত্মকস্য দেবতাত্মনোঽঙ্গানি,—জাতবেদো বায়ুভগপ্রভৃতীনি, শকুন্যপ্রভৃতয়শ্চ প্রত্যঙ্গানি। স এব মহানাত্মা অগ্নীন্দ্রসূর্য্যাত্মাঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবেন ব্যূহমনুভবন্ একোঽপি সন্ বহুধা স্তূয়তে।।" টীকা।

* * "মনুষ্যধর্ম্ম বিপরীতো হি দেবতাধর্ম্মঃ অনৈশ্বর্য্যান্মনুষ্যাণামৈশ্বর্য্যাচ্চ দেবতানাম্। তৎ

জিজ্ঞাসু। ঈশ্বর হইয়া, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ কেন জন্মগ্রহণ করেন ?

বক্তা। ভগবান্ যাস্ক এতদুত্তরে বলিয়াছেন 'কর্ম্মজন্মানঃ' (নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড।) অর্থাৎ দেবতারা কর্ম্মজন্মা—লোকের কর্ম্মফল সিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও—কোনরূপ অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থে ঈশ্বর অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, অগ্নি সূর্য্যাদি রূপে আবির্ভূত না হইলে লোকের কর্ম্মসিদ্ধি হয় না।

জিজ্ঞাসু। ঈশ্বর অগ্নি সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়াও কি লোকের কর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ নহেন ?

বক্তা। শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির প্রখ্যাতি—শক্তির প্রকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। যাহার ক্রিয়া নাই যদ্দারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না। ঐশ্বর্য্যবানে বিদ্যমান ঐশ্বর্য্যের ঈশিতব্য অর্থ প্রতীতি ব্যতিরেকে অভিব্যক্তি হয় না, অতএব ঐশ্বর্য্য খ্যাপনার্থ ঈশ্বর দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন *

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ যাস্কের অতীব গম্ভীরার্থক এই সকল কথার আশয় কি, আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। 'ঐশ্বর্য্যবানে বিদ্যমান ঐশ্বর্য্যের ঈশিতব্য অর্থপ্রতীতি ব্যতিরেকে অভিব্যক্তি হয় না,' এইরূপ ভাষায় উপদেশ দিলে, যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাসের বচনপ্রমাণে বলিতেছি, সত্য-

---

কথম্ ? ইতি। অতো ভেদমাশ্রিত্য প্রতিসমাধীয়তে,—ইতরেতরজন্মানো ভবন্তীতরেতরপ্রকৃতয়ঃ দেবাঃ ঐশ্বর্য্যাৎ। ন মনুষ্যাণামিয়ং শক্তিরস্তি, অনৈশ্বর্য্যাৎ। * * * দেবানাং হ্যগ্নেঃ সূর্য্যোঽজায়ত,—'এষ প্রাতঃ প্রসুবতি'—ইতি হ বিজ্ঞায়তে, তস্মাৎ সূর্য্যস্যাগ্নিঃ প্রকৃতিঃ। সূর্য্যাচ্চাগ্নিঃ সায়ং জায়তে, তস্মাদগ্নেঃ সূর্য্যঃ প্রকৃতিঃ। ... ... স এষ সর্ব্বথাপ্যচিন্ত্যো দেবতাধর্ম্মঃ। তাসামানন্ত্যান্মাহাভাগ্যাচ্চ। নিরুক্ত টীকা।

* "অথ কিমর্থমীশ্বরাঃ সন্তো দেবতা জায়ন্তে ? ইতি। "কর্ম্মজন্মানঃ" কর্ম্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্য অগ্নিবায়ুসূর্য্যা জায়ন্তে, ন হ্যেতেভ্য ঋতে লোকস্য কর্ম্মফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ—বিদ্যমানমপি চৈশ্বর্য্যমৈশ্বর্য্যবতি ন প্রখ্যাতিমিয়াৎ ঈশিতব্যমর্থমপ্রতীত্য। তস্মাদৈশ্বর্য্যপ্রখ্যাপনায় জায়ন্তে ॥"

নিরুক্ত টীকা।

ভাষণব্রতের ভঙ্গ হয়, যে বাক্য প্রয়োগ করিলে, অপরে কিছুই বুঝিতে পারে না, যে বাক্য দ্বারা কাহারও কোন উপকার হয় না, তাহা মিথ্যা বাক্য।

বক্তা। ভগবান্ বেদব্যাসের কথা সত্য, কিন্তু তোমার কথা সত্য নহে। ভগবান্ বেদব্যাসের সকল কথাই কি সকলের সুখবোধ্য হয়? ভগবান্ বেদ-ব্যাসের যে সকল কথা দুর্ব্বোধ্য, সেই সকল কথা বলাতে ভগবানের কি সত্য-ভাষণ ব্রতের ভঙ্গ হইয়াছে? ভগবান্ কি অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন? কাহারও উপকার হয় নাই, এমন কথা বলিয়াছেন? বুঝিবার অধিকার না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না, বুঝিবার প্রয়োজন বোধ না থাকিলে, বুঝিবার যত্ন হয় না। যথাসম্ভব সুগম করিয়া উপদেশ করা উচিত, সন্দেহ নাই, কিন্তু যতই সুগম করিবার চেষ্টা কর, তোমার যদি ভাব গ্রহণের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। আমি যে সকল শব্দের অর্থ জানি, যে সকল শব্দের ব্যবহার আমি প্রয়াশঃ করিয়া থাকি, উপদেষ্টা যদি সেই সকল শব্দেরই ব্যবহার করেন, আমার অপরিচিত কোন শব্দের প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার উপদেশ সুগম বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। তুমি কি মনে কর যে সকল শব্দ তোমার পরিচিত, তদতিরিক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ অনাবশ্যক, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করিলে মিথ্যাভাষণরূপ অপরাধে অপরাধী হইতে হয়? প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন আছে, কোন্ শব্দই নিরর্থক নহে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, যতপ্রকার ভাব আছে তত প্রকার ভাবপ্রকাশক শব্দ আছে। ভাবানুসারে শব্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত। শুদ্ধভাবে শব্দ প্রয়োগ, বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকাশের কারণ, যে কোন ভাব, যে কোন শব্দ দ্বারা যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয় না। তুমি যে শব্দের অর্থ জাননা কোন দিন যদি তাহার অর্থ জানিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে, তোমার জ্ঞান যে, সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমি কি উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিতেছি, তাহাও হয় ত তোমার এক্ষণে অনুভব হইবে না।

জিজ্ঞাসু। আমি যে কত উপকৃত হইলাম, তাহা প্রকাশ করিতে অপারগ।

বক্তা। এ সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আছে, সময়ান্তরে বলিব; আপাততঃ প্রস্তা-বিত বিষয়েরই অনুসরণ করা যাক্।

শক্তি সত্ত্বেও যদি কেহ শক্তির ব্যবহার না করে তবে তাহার শক্তি আছে, কোন ব্যক্তি কি তাহা জানিতে পারেন? যাহা দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়

না, যাহা কোন ক্রিয়া করে না, তাহাকে তুমি 'সৎ' বলিয়া বুঝিতে পার কি? শক্তি ক্রিয়া করিবেই, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম। বাধা (Resistance) না পাইলে শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা আসে না, যদি কোন অনুগ্রহীতব্য পাত্র না পান তাহা হইলে দয়ালুর দয়াবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে দাতার দান বৃত্তির প্রখ্যাতি—বিকাশ হয় না, ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান (অণিমাদিশক্তিমান্) হইলেও, যদি ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের পাত্র) পদার্থ না পান, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। ঈশ্বর কেন শরীর ধারণ করেন, এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহার শরীরধারণ সামর্থ্য স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্, তিনি শরীরগ্রহণ না করিয়াও লোকের কর্ম্মসাধন করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, তাঁহার ইহা করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে অব্যাহত রাখিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয় ভক্তবৃন্দের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তাই শরীর গ্রহণ করেন।* ঈশ্বর, চন্দ্রকে শীতরশ্মি না করিয়া, প্রখরকর করিলেন না কেন, জগৎ-সৃষ্টি না করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিলেন না কেন, জীবকে জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির অধীন করিলেন কেন, এই জাতীয় প্রশ্ন হইতে ঈশ্বর শরীরধারণ

---

* "সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥
স ভক্তবৎসলো লোকে সংসারীব ব্যচেষ্টত।
ভক্তানুকম্পয়া দেবো দুঃখং সুখমিবাম্বভূৎ॥
যদা যদা চ ভক্তানাং ভয়মুৎপদ্যতে তদা।
তত্তদ্ভক্তস্তু চিন্তায়ৈ তত্তদ্রূপো ব্যজায়ত।" অগস্ত্যসংহিতা।

"মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুং চ বন্ধুবৎ। অধ্যাপনায় বিদ্যানাং বোদ্ধুমপ্যপরে তপঃ॥ চক্রিরে বৈরিণো ভূত্বা কেচিদ্রোষেণ তেপিরে। ক্ষীরাহারাঃ পরেত্বত্তেত্তীবেষবনিষেবিরে॥ চঞ্চলাক্ষ্যথ কেষাঞ্চিত্তপঃ স্মর্ত্তুং ন শক্যতে। কিং করিষ্যতি দেবোঽয়ং এবং দৃষ্ট্বা সুদারুণং। তপস্তপস্বিনামেতৎ ক্রিয়মাণগ্রহীদিহ। মানুষীত্বুর সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

না করিয়াই লোকের হিতসাধন করেন না কেন?' এই জাতীয় প্রশ্নের কোন প্রভেদ আছে কি? আমি যাহা করিতে পারি না তাহা কাহারই সাধ্য নহে, আমি যে সকল ঐশ বা প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইয়াছি, তদতিরিক্ত নিয়মান্তর নাই, আমার যাহা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই, ব্যক্তিমাত্রের তাহা বিশ্বাস করা অনুচিত, যাঁহার ঈদৃশ প্রত্যয় এই প্রকার মত, ঈশ্বরকে শরীরী দেখিতে যাঁহার প্রতিভার প্রেরণায় বাধা বোধ হয়, তিনিই ঈশ্বরে শরীরধারণ অসম্ভব এই মতের প্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু। ঈশ্বর কিরূপে, কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হন?

বক্তা। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন,—লোকানুগ্রহার্থ, লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতারা পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, পরমাত্মা সর্গকালে বিবিধ বিচিত্র জগদ্ভাব ধারণ করেন, স্থিতিকালে তিনি উপাত্ত সর্ব্বমূর্ত্তি এবং প্রলয়ে উপরত সর্ব্বমূর্ত্তি হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জগতের স্থিতিকালে তিনি সর্ব্বমূর্ত্তি গ্রহণ এবং প্রলয়কালে সর্ব্বমূর্ত্তির সংহার করেন। দেবতাদিগের জন্ম পরমাত্মা হইতে হয় ("আত্মজন্মানঃ।" নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড)।

জিজ্ঞাসু। পরমাত্মা সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, অতএব সকলেই পরমাত্মার কার্য্য, সকলেই পরমাত্মা হইতে জন্মলাভ করে অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, পরমাত্মা হইতে কে না জন্মে? দেবতাদিগকে বিশেষতঃ আত্মজন্মা বলিবার কারণ কি?

বক্তা। সকলেই পরমাত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, সত্য, কিন্তু দেবতাদিগের ন্যায় সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করে না, দেবতাদিগের পরমাত্মা হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভাব হয়, দেবতারা যোগদ্বারা আত্মার স্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, ঐশ্বর্য্যবান্ হন্, এবং যথাকালে সঙ্কল্পানুরূপ শরীর ধারণ করেন, অনীশ্বর মনুষ্যাদির জন্ম, এ ভাবে হয় না, মনুষ্যাদিকে স্বস্ব কর্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করিতে হয়। *

* "কর্ম্মফলসিদ্ধ্যৈ লোকমনুজিঘৃক্ষবস্তঃ কুতঃ পুনর্জ্জায়ন্তে? "আত্মজন্মানঃ" যোঽসাবেক আত্মা বহুধা স্তূয়ত ইত্যুপাত্তসর্ব্বমূর্ত্তিঃ স্থিতৌ, উপরতসর্ব্বমূর্ত্তিঃ প্রলয়ে, ভাবাখ্যঃ সম্মাত্রঃ সর্গকালে যোঽত্মানং বিভজ্য জগদ্ভাবং বিভর্ত্তি, তস্মাজ্জায়ন্ত ইতি আত্মজন্মানঃ॥ ক এব তস্মান্ন জায়ন্তে? ইতি চেৎ। সত্যম্, সর্ব্বং তস্মাৎ জায়তে ন কামকারেণ। দেবাস্তু তমাত্মানং পশ্যন্তো যোগেন ততঃ কামকারতো জায়ন্তে॥ কিমেষাং জন্ম? যদেষামিচ্ছতাং সঙ্কল্পানুবিধায়িকর্ম্মানুরূপং যথাকালমাত্মনঃ কার্য্যাকারণমুৎপদ্যতে, তদেতেষাং জন্ম। তদনীশ্বরাণাং নাস্তি॥" নিরুক্ত টীকা।

জিজ্ঞাসু। দেবতাদিগের আবির্ভাবের কথা শুনিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতেছে, ভগবানের অবতার ও সূর্য্যাদি দেবগণের অবতার কি এক নিয়মে হয়? ভগবান্ যাস্ক কি ভগবানের অবতারতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত এই সকল কথা বলিয়াছেন?

বক্তা। তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ইতঃপর এইরূপ প্রশ্ন হওয়াই উচিত। 'অবতার' শব্দ যে অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভগবান্ যাস্কের অবতার-বিষয়ক এই সকল সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিলেও, ভগবানের রামকৃষ্ণাদিরূপে অবতরণের রহস্য যেন এতদ্দ্বারা পূর্ণভাবে উদ্ভিন্ন হইল না, অনেকেরই এইরূপ প্রতীতি হইবে। আমি যথাশক্তি পরে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব, ইদানীং এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। ভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বমূর্ত্তিধারণে সমর্থ, তিনি সঙ্কল্পমাত্রে স্বীয় শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করিতে পারেন, সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যসঙ্কল্প, পরমেশ্বরের কোন কর্ম্মসম্পাদনার্থ কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। সত্যসঙ্কল্প আত্মবিদ্ যোগী স্বসঙ্কল্পমাত্রে যখন বহুরূপ ধারণে সমর্থ হয়েন, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের স্বসঙ্কল্পানুরূপ দেহধারণ অসম্ভব নহে। ঋগ্বেদে পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরের স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণের কথা আছে। 'অবতার' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে অবতার সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ হয়, তাহার একটু আভাস দিলাম। 'অবতার' শব্দের অর্থসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তোমার কি ধারণা হইয়াছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দের অর্থসম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, আমি মলিনচিত্ত হইলেও, আপনার উপদেশের সর্ব্বাংশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলেও, আমার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমি বিশেষতঃ লাভবান্ হইয়াছি, আমার মনে হইতেছে, তত্ত্বচিন্তা করিবার রাজপদ্ধতি যেন আমার নয়নে পতিত হইয়াছে, শব্দার্থচিন্তা যে এ ভাবে করিতে হয়, এবং শব্দার্থচিন্তাই যে তত্ত্বজ্ঞানার্জনের প্রধান বা একমাত্র উপায়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, অবতারশব্দের অর্থ বিচার করিয়া আপনি কৃপাপুরঃসর বুঝাইয়াছেন, বেদই নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসূতি, বেদ বা আস্থ সাধুশব্দ সংস্কারই পরমাত্মাসিদ্ধির উপায়, বিশুদ্ধ শব্দার্থ-তত্ত্বজ্ঞই ব্রহ্মামৃত লাভপূর্ব্বক কৃতার্থ হন। শব্দের অপভ্রংশ মিথ্যাজ্ঞানের হেতু, শব্দের অযথাজ্ঞানই ভ্রান্তির নিদান। বেদই নিখিল জ্ঞান-

বিজ্ঞানের আত্মপ্রসূতি, বহুবার এই কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এতদিন ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় নাই।

বক্তা। বাক্যপদীয় নামক পরম উপাদেয় গ্রন্থ হইতে আমি সময়ে সময়ে তোমাকে অনেক কথা শুনাইয়াছি, তুমি পূজ্যপাদ ভর্তৃহরিদেবের অমূল্য উপদেশ সমূহই যে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছ, তাহা অবগত হইয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। যাহা বলিতেছিলে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। যাঁহারা তর্ককে সত্যের রূপ দর্শনের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, এখন বুঝিয়াছি, তাহারা বেদ বা শব্দশক্তিকেই 'তর্ক' এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

বক্তা। ইহাও বেদেরই উপদেশ, বেদপ্রাণ করুণাময় পূজ্যপাদ ভর্তৃহরিদেব বুঝাইয়াছেন, পুরুষাশ্রয় শব্দশক্তিই 'তর্ক' এই নামে প্রসিদ্ধ। *

জিজ্ঞাসু। সন্দর্শন ও পরীক্ষাকে যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিল্প-কলার আবির্ভাবের কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও উক্ত নামদ্বয় দ্বারা বেদ ও শব্দের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন, সন্দেহ নাই।

বক্তা। তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা, দুঃসাধ্য। বেদ বা শব্দসংস্কারই যে অন্তর্যামী, ইঁহারই প্রেরণায় মানুষ যে সন্দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া থাকে তাহা অনুভব করা কঠিন। ভর্তৃহরিদেব এ সত্যও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। *

জিজ্ঞাসু। আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম, যোগীরা যে সমাধি দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাও বেদেরই মাহাত্ম্য, সম্পূর্ণভাবে এই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই, তবে বিশ্বাস হইয়াছে, ইহা সত্য কথা।

বক্তা। আমি তোমাকে পরে এই অতীব সারগর্ভ পরম হিতকর উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিব। 'অবতার' শব্দের অর্থ বিচার দ্বারা তুমি কি শিখিয়াছ তাহা বল।

---

* "শব্দানামেব সা শক্তিস্তর্কো যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ।
স শব্দানুগতো ন্যায়োঽনাগমেষনিবন্ধনঃ।" বাক্যপদীয়।

"অপি প্রযোক্তুরাত্মানং শব্দমন্তরবস্থিতম্।
প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিষ্যতে॥" বাক্যপদীয়।

জিজ্ঞাসু। সংসার কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, জগৎ অকস্মাৎ উৎপন্ন হয় অথবা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, 'অবতার' শব্দের অর্থ বিচার হইতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি।

বক্তা। এ সম্বন্ধে তোমার কি বোধ হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু। আমি বুঝিয়াছি, অবিদ্যমানের জন্ম হইতে পারে না, অতএব জগৎ কোন পূর্ব্ববর্ত্তিভাব হইতে অভিব্যক্ত হয়। 'সৎকার্য্যবাদ', যে বাদ সাংখ্য-পাতঞ্জলের বাদ বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ, সে বাদের সিদ্ধান্ত—কার্য্যমাত্রেই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থা হইতে স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, অসতের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎকার্য্য বাদ—যে বাদ ন্যায়-বৈশেষিকের বাদ বলিয়া লোকে জানেন, যে বাদের আপাতপ্রতীয়মান সিদ্ধান্ত— কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ বলা *সঙ্গত নহে, যাহা সৎ—যাহা আছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কি? আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের মধ্যে বস্তুতঃ মতভেদ নাই, কোন ঋষি তাৎপর্য্যতঃ কোন ঋষির বিরোধী নহেন। ঘট যে স্থূল ঘটরূপেই বিদ্যমান থাকে সৎকার্য্যবাদীদিগের তাহা মত নহে। সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ এই দুই বাদই যে বেদপ্রসূত তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণ দ্বারা ব্যবহারোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্থূলরূপ ধারণ করে। কেবল উপাদান কারণ শক্তিরূপে অবস্থিত বা অনভিব্যক্ত কার্য্যকে ব্যবহারোপ-যোগী অবস্থায় আনয়ন করিতে পর্য্যাপ্ত নহে। মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি আছে সত্য, কিন্তু নিমিত্তকারণসংযোগে যাবৎ উহা স্থূলাবস্থায় অভিব্যক্ত না হয় তাবৎ উহা দ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শক্তিকে অভিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাতে ব্যাপকের সংযোগ করিতে হয়।

বক্তা। সৎকার্য্যবাদীরা কি নিমিত্তকারণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই? মৃত্তিকাতে ঘট ঘটরূপে বিদ্যমান থাকে না, সৎকার্য্যবাদীরা কি তাহা বুঝিতেন না? তবে অসৎকার্য্যবাদীরা এতাদৃশ তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন কেন?

জিজ্ঞাসু। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছি সাধারণের যাহাতে কোন প্রকার ভ্রম না হয়, সৎকার্য্যবাদের স্বরূপ যাহাতে যথার্থ-

"তস্মাদ্ যঃ শব্দসংস্কারঃ সা সিদ্ধিঃ পরমাত্মনঃ।
তস্য প্রবৃত্তিতত্ত্বজ্ঞস্তদ্ ব্রহ্মামৃতমশ্নুতে॥" বাক্যপদীয়।

ভাবে উপলব্ধ হয়, অসৎকার্য্যবাদীরা এই নিমিত্ত সৎকার্য্যবাদের তর্ক করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে আরও অনেক কথা বলিবেন, বলিয়াছেন।

বক্তা। ঘটের উৎপত্তিতে যেমন মৃত্তিকা ছাড়া কুম্ভকারাদি কারণান্তরের প্রয়োজন হয়, বৃক্ষাদির উৎপত্তিকালে, সেইরূপ কোন্ নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু। শুনিয়াছি, পরমেশ্বর পঞ্চভূতরূপ উপাদান কারণ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন।

বক্তা। নিমিত্তকারণও যে বস্তুতঃ পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ, উহা যে সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে, কুম্ভকারকে বিশ্লেষ করিলে, যাহা যাহা পাওয়া যায়, তাহা যে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। যোগীরা বাহ্যকারণের অপেক্ষা না করিয়া শুদ্ধ সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা বহু কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারেন এই শাস্ত্রীয় উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইলে, সৎকার্য্যবাদের প্রয়োজন কি, মূল্য কত তাহা বুঝিতে পারিবে। পরমেশ্বরই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ সৎকার্য্যবাদই বস্তুতঃ এই শ্রৌত উপদেশের বেদান্ত দর্শনব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের অনুভবপথের দ্বার স্বরূপ। ঋষিকল্পিত অসৎকার্য্যবাদের প্রয়োজনও যে অল্পতর নহে তাহা মনে রাখিও।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দের ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যাইলেই সৎকার্য্যবাদের রূপ নয়নে পতিত হয়, আমি ইহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন অবতরণ শব্দের অর্থ। উর্দ্ধে না থাকিলে, অধোদেশে আগমন সম্ভবপর হয় না। অতএব যাহার জন্ম হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

বক্তা। কোন পূর্ব্ববর্ত্তিভাব হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন 'জন্ম' শব্দের এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু যাহার জন্ম হয়, তাহাই যে উর্দ্ধস্থান হইতে অধোদেশে আগমন করেন, তাহা বুঝিতে পারা সুখসাধ্য নহে।

জিজ্ঞাসু। বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ, সকল কার্য্যই পরম কারণ পরমেশ্বর হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে, সংসারবৃক্ষের উর্দ্ধ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই মূল। অতএব বেদশাস্ত্রদৃষ্টিতে সকল কার্য্যই মূলতঃ উর্দ্ধ হইতে অবতরণ করে। যাহারা মূলকে ধরিতে পারেন না, তাঁহারা কার্য্যমাত্রেই যে উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে আগমন করে তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না।

বক্তা। 'ঊর্দ্ধ' শব্দ বেদে 'উৎকৃষ্ট'—উপরিদেশ এই অর্থ বুঝাইতেই বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। "ত্রিপাদূর্দ্ধং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।"—ঊর্দ্ধ শব্দ এ স্থলে, উৎকৃষ্ট এই অর্থেরই বোধক। শিরঃ শব্দ লোকে 'ঊর্দ্ধ' ভাগ বা উৎকৃষ্ট বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কেন, তাহা চিন্তনীয়। শিরঃ আত্মার বিশেষতঃ অধিষ্ঠানক্ষেত্র, আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও, শিরোদেশ প্রকাশশীল-সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া ইঁহাব বিশেষতঃ বিকাশস্থান, শিবকে এই নিমিত্ত ঊর্দ্ধভাগ বলা হয়, চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়শক্তি শিরকে আশ্রয় কবিয়া থাকে। ঐতরেয় আরণ্যকে এই তত্ত্ব স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে। *

জিজ্ঞাসু। মস্তিষ্ক চৈতন্যেব আবাসক্ষেত্র, এই মত যে বেদসম্মত, তাহা উপলব্ধি হইল।

বক্তা। এ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার'শব্দেব অর্থ বিচার হইতে আমার আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের (Evolution Theory) স্বরূপ কিয়ৎপবিমাণে বুদ্ধিগোচর হইয়াছে, আমি বুঝিয়াছি, ক্রমবিকাশবাদ অপূর্ণ, বহুদোষযুক্ত। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবেব জাত্যন্তব পরিণামবাদেব মর্ম্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে ক্রমবিকাশবাদীরা বিশেষ লাভবান্ হইবেন। এক মহান্ আত্মাই যখন দেবতা-মনুষ্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছেন তখন কি, দেবতা ও মনুষ্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, দেবতা ও মনুষ্যাদিব জন্ম কি, তাহা হইলে সমান কারণে হয়? ইত্যাদি প্রশ্নেব সমাধানার্থ ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমাব বোধ হইয়াছে, ভগবান্ যাস্ক ভগবান্ পতঞ্জলিদেবেব জাত্যন্তর পবিণামবাদেব রূপই প্রদর্শন করিয়াছেন।

বক্তা। ভগবান যাস্ক কি বলিয়াছেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। দেবতারা যাহা করিতে পারেন, মানুষ তাহা করিতে পাবে না, কারণ, দেবতার ধর্ম্ম—মনুষ্যধর্ম্মের বিপবীত, দেবতাগণেব অণিমাদি ঐশ্বর্য্য আছে, মনুষ্যাদিগেব তাহা নাই মনুষ্যেরা অনৈশ্বর্য্য। দেবতাবা ঐশ্বর্য্যবান্,

---

* "ঊর্দ্ধম্বেবোদসর্পত্তচ্ছিরোঽশ্রয়ত যচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবত্তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং"।

ঐতরেয় আরণ্যক। ২।১।৪।৬

"তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ প্রাণঃ।

ঐতরেয় আরণ্যক। ২।১।৪।৭।

ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, দেবতারা ইতরেতরজন্মা, দেবতারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করিতে পারেন, পরস্পর পরস্পরের রূপ ধারণ করিতে দেবতারা সমর্থ, মনুষ্যগণ তাহা করিতে পারে না। অগ্নি হইতে সূর্য্য, এবং সূর্য্য হইতে অগ্নি আবির্ভূত হন, অগ্নি সূর্য্যকে প্রসব করিতে পারেন, এবং সূর্য্যও অগ্নিকে প্রসব করিতে সমর্থ। কিন্তু মনুষ্যদিগের এ সামর্থ্য নাই।

বক্তা। দেবতারা যে ইতরেতরের (পরস্পর পরস্পরের) উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু। দেবতারা ইতরেতর প্রকৃতি,এই নিমিত্ত দেবতাদিগের প্রত্যেকে প্রত্যেককে উৎপাদন করিতে ক্ষমবান্, প্রত্যেকে প্রত্যেকের রূপ ধারণে সমর্থ।

বক্তা। প্রকৃতি শব্দের অর্থ কি, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। যাহাতে সর্ব্ব বিকার বা কার্য্য প্রকৃষ্টভাবে কৃত হয়, তাহা প্রকৃতি, 'প্রকৃতি' শব্দের নিরুক্ত টীকাতে এইরূপ নির্ব্বচন আছে ("প্রক্রিয়ন্তে অস্যাং সর্ব্বে বিকারা ইতি প্রকৃতিঃ।" নিরুক্ত টীকা)।

বক্তা। 'প্রকৃতি' শব্দ তাহা হইলে উপাদানকারণের বাচক বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসু। আমার তাহাই নিশ্চয় হইয়াছে।

বক্তা। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে, কিন্তু ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তবে কিছু না বলিলেও, প্রস্তাবিত বিষয়টীর পরিষ্কার হইবে না, এই নিমিত্ত কিছু বলিতে হইল। তুমি পাণিনি-ব্যাকরণ পড়িয়াছ, 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ' (পা, ১।৪। ৩০) (অর্থাৎ জায়মানের যাহা প্রকৃতি—হেতু, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে) এই সূত্রে ভগবান্ পাণিনিদেব কোন্ অর্থে 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তোমার স্মরণ আছে ?

জিজ্ঞাসু। পাণিনিদেব, আমার বিশ্বাস, এ স্থলে উপাদান কারণ বুঝাইতেই 'প্রকৃতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বক্তা। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও কৈয়টের মতে 'প্রকৃতি' শব্দ এ স্থলে উপাদান, কারণবাচী। নাগেশ ভট্টও বলিয়াছেন 'প্রকৃতি' শব্দ উপাদানকারণ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতি' এই পাণীনীয়সূত্রে ব্যবহৃত 'প্রকৃতি' শব্দ যে উপাদান কারণের বাচক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা

দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তাহা বুঝাইয়াছেন। * মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যথাক্রমে ঘট ও কুণ্ডলের উপাদানকারণ এবং কুম্ভকার ও স্বর্ণকার ইহাদের নিমিত্তকারণ। মৃত্তিকা বা স্বর্ণ স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ঘট বা কুণ্ডলাকারে পরিণত হইতে পারে না, ইহাদিগকে কুম্ভকার ও স্বর্ণকারের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বরুণপুত্র ভৃগুদেব পিতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া ‘ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন” এই কথা বলিলে, ব্রহ্মজ্ঞ বরুণ ভৃগুদেবকে বলিয়াছিলেন—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে * * * অর্থাৎ যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে' ইত্যাদি। ‘যদ্’ শব্দের উত্তর ‘তসিল’ প্রত্যয় করিয়া ‘যতঃ’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পাণিনিদেব সূত্র করিয়াছেন‘জায়মানের যাহা প্রকৃতি তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়’। ‘যতঃ’ (যাহা হইতে) পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে বরুণদেব যে ব্রহ্মকে ভূতপ্রকৃতি বলিয়াছেন, তিনি উপাদানকারণ কি নিমিত্তকারণ, কি উপাদান ও নিমিত্ত এই উভয় কারণ। সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে বিশ্বসৃষ্টিতে অন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না। শ্রুতির উপদেশ, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, অন্য পদার্থ ছিল না, শ্রুতির উপদেশ এক জানিলেই সকল জানা হয়। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে, সৃষ্টির উপপত্তি হয় না, ‘এককে জানিলে সকল জানা হয়’ শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না, অতএব ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিকারসমূহকেই জানেন, পরা প্রকৃতিকে, অর্ব্বাচীনা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি—উপাদানকারণ বা ব্রহ্মকে যিনি জানেন না, সেই ব্যক্তির মূঢ়তা বশতঃ ‘প্রকৃতি হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে’ এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্যোপলব্ধি করিতে যাইয়া বুদ্ধিস্তম্ভ হয়, তিনি ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন না। পরা প্রকৃতিকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, ‘প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, প্রকৃতিই কর্ত্রী একথা তাঁহারই সুখবোধ্য, এ কথার তাৎপর্য্যোপলব্ধি করিতে যাইয়া তাঁহার বুদ্ধিস্তম্ভ হয় না(“বিকারানেব যো বেদ ন বেদ প্রকৃতিং পরাং। তস্য স্তম্ভো ভবেদ্বাল্যান্নাস্তিস্তম্ভোঽনুপশ্যতঃ॥” মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব)। ভগবান্ যাস্ক ‘প্রকৃতি’ শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা

* “জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষ স্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবোপাদানে দ্রষ্টব্যা, নিমিত্তত্বধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম।” শারীরক ভাষ্য।

বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, আমি যথাপ্রয়োজন 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ বিচার করিলাম। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, দেবতারা ইতরেতর জন্মা—কারণ, তাঁহারা ইতরেতর প্রকৃতি। এই অতীব সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, 'এক শক্তি অথবা শক্তির একরূপ আকৃতি অন্যরূপ শক্তিতে বা শক্তির অন্যরূপ আকৃতিতে বিপরিণত হয়, প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তি জন্মলাভ করিতে পারে, গ্রোভ্ (grove) প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীবর্গ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত শক্তি সমূহের এই ইতরেতর সম্বন্ধতত্ত্ব (correlation of Physical Forces.) ভগবান্ যাস্কের স্বল্পাক্ষরব্যাপক উপদেশেরই ছায়াস্বরূপ।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ যাস্কের উক্ত উপদেশগর্ভে যে এত কথা লুক্কায়িত আছে, আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভগবান্ আড়ম্বর শূন্য স্বল্প কথায় বলিয়াছেন, 'দেবতারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করিতে পারেন,' পরস্পর পরস্পরের রূপ গ্রহণ করিতে তাঁহারা সমর্থ। অগ্নি হইতে সূর্য্য এবং সূর্য্য হইতে অগ্নি আবির্ভূত হন্। দেবতারা যে এইরূপ করিতে পারেন, তাহার কারণ, তাঁহাদের এইরূপ করিবার প্রকৃতি আছে, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যবান্। মানুষের এইরূপ ঐশ্বর্য্য নাই, তাই মানুষ এইরূপ করিতে পারে না।

বক্তা। এখন পতঞ্জলিদেব জাত্যন্তর-পরিণামবাদ বুঝাইতে যাইয়া কি বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর।

জিজ্ঞাসু। এক জাতি প্রকৃতির আপূরণবশতঃ অন্য জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এক জাতি যখন অন্য জাতিতে পরিণত হয়, তখন পূর্ব্ব পরিণামের অপগম হইয়া উত্তর পরিণামের আবির্ভাব অপূর্ব্বের (যাহা পরে হইবে সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবয়ব সকলের) অনুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে। শরীরের প্রকৃতি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা (অহংকার)। শরীরপ্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়-প্রকৃতি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব বিকারের সহায়তা করে। দেবশরীর মনুষ্যশরীরে (অধর্ম্মবশতঃ) এবং মনুষ্যশরীর দেবশরীরে (ধর্ম্মের প্রাবল্য-নিবন্ধন) পরিণত হইতে পারে।

বক্তা। দেবশরীরের প্রকৃতি (উপাদান) ও মনুষ্যশরীরের প্রকৃতি একরূপ নহে, দেবতার ইন্দ্রিয় প্রকৃতি এবং মানুষের ইন্দ্রিয়প্রকৃতিও ভিন্নরূপ, অতএব কিরূপে দেবতার মানুষ পরিণাম সম্ভব হইতে পারে? একরূপ কারণ হইতে অন্যরূপ কার্য্য হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু। মানুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় যে প্রকৃতি বা উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকৃতি বা উপাদান হইতে কথন দেবতার শরীর ও ইন্দ্রিয় গঠিত হয় না, হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, প্রকৃতি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন, দেবতা হইবার শক্তি প্রকৃতির আছে, মানুষ হইবার শক্তি প্রকৃতির আছে, পশু প্রভৃতি ইতরজীব-দেহধারণের সামর্থ্যও প্রকৃতির আছে, স্থাবর হইবার যোগ্যতাও প্রকৃতির আছে, ফলতঃ প্রকৃতি সব হইতে পারেন। প্রকৃতি সব হইতে পারেন বলিয়াই ত সব হয়, প্রকৃতি হইতেই দেবতা হন, প্রকৃতি হইতেই মানুষ হন, প্রকৃতি হইতেই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, পর্ব্বত ইত্যাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বক্তা। প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকার পরিণামের সামর্থ্য যখন আছে, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম হয় না কেন? তাহা হইলে উপাদান নিয়ম থাকিবার কারণ কি? যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, যাহাতে যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ উপাদান নিয়ম আছে, ইহার হেতু কি?

জিজ্ঞাসু। প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকার পরিণামের যোগ্যতা থাকিলেও তাহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। মানুষ উৎকট তপস্যা দ্বারা দেবতা হইতে পারেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্যশরীর নষ্ট না হইয়াই দেব বা পশ্বাদি শরীরে পরিণত হইতে পারে।

বক্তা। এখন ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই সকল উপদেশের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার কর।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, দেবতারা যাহা করিতে পারেন, মানুষ তাহা করিতে পারে না, কারণ দেবতার ধর্ম্ম ও মানুষের ধর্ম্ম একরূপ নহে। ভগবান্ যাস্কের এতদ্বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, সামান্য প্রকৃতির সর্ব্বকার্য্যসাধনের শক্তি থাকিলেও বিশিষ্ট বা পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতির তাহা নাই, মনুষ্য পরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি বলিয়া দেবতারা যাহা করিতে পারেন, মনুষ্য তাহা করিতে পারে না।

বক্তা। ভগবান্ যাস্কের স্বল্পাক্ষর উপদেশগর্ভে কত গভীরতত্ত্ব বিদ্যমান আছে, তাহার যে কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছ, ইহাতে আমি পরম সুখী হইয়াছি। 'কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, লোকের অনুগ্রহার্থ দেবতারা কোথা হইতে আবির্ভূত

হন, এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন "আত্মজন্মানঃ" অর্থাৎ দেবতারা সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপক আত্মা হইতে ইন্দ্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ যাস্কের এইরূপ উত্তর পাইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা হইবে, সকইলেই ত পরমাত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করে, কে না তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়? তিনিই ত সর্ব্বমূর্ত্তি সৃষ্টিকালে পরমৈশ্বর্য্যবান পরমেশ্বরই ত জগদ্ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, অতএব দেবতাদিগকে 'আত্মজন্মা' বলাতে তাঁহাদের কি বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে? ভগবান্ যাস্ক এই প্রশ্নের কিরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। ভগবান্ বলিয়াছেন, সকলেই সর্ব্বকারণ পরমাত্মা হইতে জন্ম লাভ করে সত্য, কিন্তু সকলেই দেবতাদিগের ন্যায় স্বসংকল্পানুরূপ যথাকাল (যখন ইচ্ছা তখনই) আবির্ভূত হইতে পারে না।

বক্তা। দেবতারা স্বসংকল্পানুসারে যদৃচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, ইহার কারণ কি? মনুষ্যাদি জীবসমূহের তাহা না করিতে পারিবার হেতু কি?

জিজ্ঞাসু। দেবতারা যোগ দ্বারা আত্মদর্শনরূপ পরম ধর্ম্মবিশিষ্ট, অণিমাদি-বিভূতিযুক্ত, তাই তাঁহারা যথাকাল স্বসংকল্পানুরূপ শরীর গ্রহণ করিতে সমর্থ, মনুষ্যদিগের তাদৃশ ধর্ম্ম না থাকাতে, তাহারা যথাকাল, যথাকাম জন্মগ্রহণ করিতে ক্ষমবান্ হয় না।

বক্তা। পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিয়া তুমি অবগত হইয়াছ, স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এই পঞ্চ রূপ বা অবস্থাতে (স্থূলাদি পঞ্চ-রূপের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত) সংযম করিলে যোগীর ভূতজয়—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের বশীকার হয়। ভূতজয় হইলে যোগীর অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি (দূরস্থ দ্রব্যও সন্নিহিত হওয়া, যেমন ইচ্ছামাত্রে চন্দ্রমাকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা) প্রাকাম্য (ইচ্ছার অনভিঘাত), বশিত্ব, ঈশিত্ব (ভূত ভৌতিক স্রষ্টৃত্ব) এবং যত্র কামাবসায়িত্ব (সত্যসংকল্পত্ব) এই অষ্টবিধ বিভূতি (ঐশ্বর্য্য)—সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক দেবতাদিগকে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়াছেন—("মহাভাগ্যাদ্দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে॥" নিরুক্ত)। যোগসিদ্ধপুরুষগণের অণিমাদিশক্তির আবির্ভাব হইলেও, তাঁহারা পদার্থের বিপর্য্যয় করেন না বা করিতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু। পদার্থের বিপর্য্যাস (ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর যে পদার্থে যেরূপ শক্তি

থাকুক এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন তাহার অন্যথাভাব) করিতে না পারার কারণ কি?

বক্তা। যত্রকামাবসায়িত্ব—সত্যসঙ্কল্পত্ব অষ্টসিদ্ধির মধ্যে একটী সিদ্ধি। ঈশ্বরে এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিত্য বিদ্যমান আছে। লোকের কর্ম্মসিদ্ধির জন্য সত্য-সঙ্কল্প ঈশ্বর যে ভূত-ভৌতিকপদার্থে (লোকে কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারিবে এই উদ্দেশ্যে) পূর্ব্ব হইতে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, যোগীরা শক্তি থাকিলেও, তাহার বিপর্য্যাস করিতে পারেন না, যোগীরা ঈশ্বরসঙ্কল্পযুক্ত পদার্থে যথোচিত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। ভগবান্ যাস্ক এই কথাই বলিয়াছেন। দেবতারা যে অমানুষিক কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহা অপ্রাকৃতিক নহে। মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও তাহা দেবপ্রকৃতির অসাধ্য নহে। অতএব আমি যাহা করিতে পারি না, আমি যাহাকে আমার জ্ঞানানুসারে অসম্ভব মনে করি, তাহা কেহই করিতে পারে না, তাহা কখন সম্ভবপর হইতে পারে না, এবম্প্রকার ধারণা অল্পজ্ঞেরই হইয়া থাকে। 'দেবতা নাই', 'দেবতা থাকিতে পারেন না', রাগদ্বেষবিহীনের কর্ম্মকরা সম্ভব নহে, যিনিই জন্মগ্রহণ করেন, স্থূলরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আমাদিগের ন্যায় অপূর্ণ, আমাদিগের ন্যায় রাগদ্বেষাদির অধীন, অল্পজ্ঞ মানুষের এবম্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। দেবতা আছেন কি না তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, যাঁহারা দেবদর্শন করেন, দেবতাদিগের সহিত আলাপ করেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে দেবদর্শনোপযোগী সাধনা করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ পতঞ্জলি-দেব বলিয়াছেন, যথাবিধি, স্বাধ্যায়শীল পুরুষ দেবতার দর্শনলাভ করেন, দেবতাদিগের দ্বারা উপকৃত হ'ন। * করুণাময় বেদে ভূয়োভূয় এই সত্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বরূপ ধারণ করিতে পারেন বেদে বহুশঃ ইহা উক্ত হইয়াছে। † তথাপি বেদে অবতারের কথা নাই, পূর্ণ ঈশ্বর শরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন না, রাগদ্বেষের

* "স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতাসম্প্রযোগঃ।"—পাং দং ২।৪৪

অর্থাৎ, যথাবিধি স্বাধ্যায হইতে সিদ্ধ পুরুষের অভীষ্ট দেবতাদিগের ঋষিদিগের এবং সিদ্ধপুরুষ-দিগের সম্প্রয়োগ---সাক্ষাৎকার হয়।

† "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম।" ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২০।৩

অধীন না হইলে কোনরূপ কর্ম করা অসম্ভব, এবম্প্রকার মতের আবির্ভাব হইয়াছে হইতেছে, হইবে।

জিজ্ঞাসু। 'অবতার' শব্দের অর্থ হইতে বুঝিয়াছি, অবতার উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে বা উর্দ্ধভাব হইতে অধোভাবে অবতরণ এই অর্থের বাচক। উর্দ্ধ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট—পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে সকলেই অবতরণ করে, অতএব "জন্মমাত্রেই যে এই দৃষ্টিতে উর্দ্ধ হইতে অধোগমন তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের উপযুক্ত সাধনা দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তিও কি অবতরণ?—উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আগমন?

বক্তা। দেবত্বপ্রাপ্তিই হোক্, আর মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিই হোক্ জন্মমাত্রেই, পরমাত্মার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ পূর্ব্বক বিচার করিলে প্রতীতি হইবে, অধোগমন।

জিজ্ঞাসু। ভগবানের অবতার কি তাহা হইলে অধোগমন?

বক্তা। ভগবান্ যে অবস্থাতেই থাকুন, তাঁহার ভাবান্তর হয় না, তিনি সদা একভাবেই থাকেন—স্বরূপের বিকার হয় না, এই নিমিত্ত তিনি নির্ব্বিকার। অতএব ভগবানের পক্ষে এ নিয়ম খাটিবে না। তথাপি শাস্ত্রে অবতার যে ক্লেশের কারণ তাহা উক্ত হইয়াছে, ভৃগুদেবের শাপবশতঃ ভগবান্‌কে অবতরণ করিতে হইয়াছিল, এই কথা স্মরণ করিবে।

জিজ্ঞাসু। ভৃগুদেবের শাপে ভগবান্‌কে অবতরণ করিতে হইয়াছে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহার অবতারের হেতু, এই কথা উপপন্ন হইবে কিরূপে? ভগবান্‌ও তাহা হইলে আমাদের ন্যায় কর্ম্মবশতঃ জন্মগ্রহণ করেন ইহাই ত প্রতিপন্ন হইবে।

বক্তা। লোকের জন্মের হেতু কর্ম বটে, কিন্তু ভগবানের অবতারের হেতু কর্ম নহে, ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহার অবতারের কারণ ("অবতারাণাং হেতুরিচ্ছা"—তত্ত্বত্রয়)। ভৃগুশাপ ব্যাজ—ছল মাত্র, ভক্তবৎসল ভগবান্ দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থ, লোকসমূহের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভৃগুশাপ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবানের ভক্তবৎসলতাই প্রকটিত হইয়াছে। রামায়ণে লিঙ্গপুরাণে ভগবানের শাপ বশতঃ অবতার হইয়াছে, এইরূপ আক্ষেপের পরিহারার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে।*

জিজ্ঞাসু। অবতার-তত্ত্ব কত মহৎ, কত প্রয়োজনীয়, অবতার শব্দের অর্থ বিচার হইতে আমি তাহা বুঝিয়াছি। অবতারতত্ত্বের পূর্ণভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ যে অত্যাবশ্যক,

আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। অবতার শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন বহু কথা শুনিলাম, আশাতীত লাভবান্ হইলাম। এখন বেদে অবতারের কথা আছে কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। অবতার শব্দের অর্থ শ্রবণপূর্ব্বক 'বেদে অবতারের কথা আছে কি না,' তাহা জানিবার তত ইচ্ছা আর নাই, তবে অমৃত পানে অরুচি হয় না, এই উপলক্ষে অনেক বেদের কথা শুনিতে পাইব। আর এক কথা, ভগবানের অবতার বিষয়ক কুতর্ক শ্রবণ করিয়া যাঁহারা ব্যথিত-চিত্ত হন, সেই সরল হৃদয়, ভাগ্যবান্ ভক্তদিগের উপকারার্থ বেদে যে অবতারের কথা আছে, বেদ শাস্ত্র ও যুক্তিপ্রমাণে তাহা প্রতিপাদিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। যাঁহারা বলেন, বেদে অবতারের কথা নাই, তাঁহাদের মত যে সত্যভূমিক নহে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত, এ মত যে স্ব-স্ব প্রতিভামূলক, তাহা সপ্রমাণ হোক্। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

"তোর কি এখন সময়?"

বৈশাখের সন্ধ্যায় সেদিন যখন শ্যামল ফলসজ্জিত নাতিবৃহৎ চূত তরু-পরিশোভিত পল্লীকুটীর আঁধারাবৃত করিয়া গগনমণ্ডলে জলদজাল শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইতেছিল, তখন নবনীবদনিবদ্ধদৃষ্টি, আত্মহারা, দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক কনিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া পঞ্চচত্বারিংশবর্ষবয়স্কা, স্নেহময়ী সহোদরা বিরক্তিকর্কশস্বরে ভৎর্সনা করিলেন, "তোর কি এখন সময়?" ভগিনীর তীব্র চীৎকারে যুবকের বাহ্যজ্ঞান প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ঘনকৃষ্ণঘনাবলী হইতে সে তাহার সুনালতারকাশোভিত, কুবলয়নিভ

"তপসারাধিতো দেবো হ্যব্রবীৎ ভক্তবৎসলঃ।
লোকানাং সংপ্রিয়ার্থন্তু পাপং তদ্গ্রাম্যমুক্তবান্॥
"সর্ব্বাবর্ত্তেষু বৈ বিষ্ণোর্জননং স্বেচ্ছয়ৈব তু।
জয়কান্তচ্ছলেনৈব স্বেচ্ছয়া গমনং হরেঃ।
দ্বিজশাপচ্ছলেনৈবমবতীর্ণোপি লীলয়া॥

নয়নযুগল অপসারিত করিয়া সহোদরার বিরাগ-বিকৃতবদনে সরলভাবে স্থাপিত করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ভগিনীর আনন হইতে লোচনদ্বয় উত্তোলন করিয়া তাহার প্রিয় মেঘমালায় আত্মহারা হইয়া সন্নিবেশিত করিল। কুলিশের কঠোর নির্ঘোষে রমণীর বিকট চীৎকার নিমজ্জিত হইল।

নবনীরদসন্দর্শনসঞ্জাতভাবোদ্দীপ্ত, নবনীরদনিন্দিত যুবকের মুখ-মণ্ডল স্ফুরৎ-বিদ্যুৎ আলোকে আমার অত্যন্ত মধুর লাগিতেছিল, কিন্তু অদৃষ্টদেবী যাহার ললাটে সুখ লিখেন নাই, সে সুখী হইবে কি প্রকারে? সহোদরকে অন্যমনস্ক, অটল-অচলবৎ দেখিয়া সহোদরা সমীপস্থ স্বজন আমার নিকট রোষে ক্ষোভে ভ্রাতার অন্যায় আচরণের বিষয় বলিতে লাগিলেন। বর্ষীয়সী পিতামহীর দুঃখকাহিনী মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ না করিলে সদাচারবিগর্হিত ব্যবহার করা হইবে এই ভয়ে সদাচারে মনোযোগ প্রদান করিলাম। যুবকের রাগরঞ্জিত শ্যামবদন নিরীক্ষণ করিতে আর পাইলাম না। এ জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিলাম। সকল কষ্টেরই কারণ যে স্বীয় অসদাচরণ তাহা ঠিক মনে হইতেছে না; প্রাণহীন, সামাজিক সদাচার তাহার কতকগুলির হেতু বলিয়া কখনও কখনও মনে হয়। যাউক, সে কথায় আবশ্যক নাই।

ধীরে ধীরে, একে একে, বিনাইযা বিনাইয়া, রমণীসুলভভঙ্গিতে ভগিনী ভ্রাতার দোষরাশি বিবৃত করিলেন; সে তাহার সমবয়স্ক যুবক-দিগের ন্যায় সংসারধর্ম্মে মন দেয় না। ছলে বলে কলে কৌশলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার জননীসদৃশী সহোদরাকে অর্পণ করে না। যুবজনোচিত হাস্যকৌতুক ভালবাসে না। একাকী পোড়ামুখ করিয়া তরুতলে নদীতটে বসিয়া আপনমনে কি ভাবে। সুন্দরী কিশোরী কন্যার সহিত বিবাহের উদ্যোগ হইলে কাহাকে কিছুই না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা, আহ্নিক পূজা ইত্যাদিতে দিবানিশি

অতিবাহিত করে। সেদিন অমাবস্থার রাত্রিতে রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া বসিয়া আছেন, ভ্রাতার দেখা নাই, অবশেষে রজনী তৃতীয় প্রহরে গৃহে ফিরিল। ভর্ৎসনা করিলেন, "এতরাত্রি পর্য্যন্ত কে তোর জন্য ভাত লইয়া বসিয়া থাকে?" উত্তরে স্মিতমুখে বলিল, "দিদি, আজ হইতে অমাবস্থার রাত্রিতে আর আমার ভাত রাঁধিও না।" এই মেঘ উঠিয়াছে, হাঁ করিয়া মেঘের প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে সকল দুঃখ বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "আর ভাই, বলিবই বা কি? আজ কয়েকদিন হইল এক বেটা সন্ন্যাসী নদীর তীরে বটতলায় আস্তানা করিয়াছে। সেই হতচ্ছাড়ার এখানে আসা অবধি পোড়ামুখোর আর চুলের টিকি দেখিবার উপায় নাই। তোমাদের ন্যায় সৎসঙ্গে পড়িত তবে উহার চক্ষুঃ ফুটিত। বল দেখি দাদা, এখন কি ওর সময়?"

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মনের যে অবস্থা ছিল আজ যদি সেই অবস্থা থাকিত তাহা হইলে তখনই তখনই পল্লিবাসিনী পিতামহীর প্রশ্নের সত্য হউক আর মিথ্যা হউক একটি উত্তর দিয়া স্বীয় বিচারশক্তির অমানুষিক স্ফুরণে বেশ একটু অহঙ্কৃত হইতাম। আজ সকল কথা শ্রবণ করিয়া নীরবই রহিলাম। একাকী এই দুর্য্যোগের রজনীতে ক্রোশার্দ্ধ বিস্তৃত প্রান্তরপথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া সবিনয়ে দিদির চরণে বিদায় লইলাম। অনতিদূরস্থ বনপথে প্রবেশ করিতে না করিতে অন্ধকার রজনী মুখরিত করিয়া ধবলিত হইল, "নবীননীরদনীলা, নগনা, কেরে নিতম্বিনী?

প্রায় একপক্ষ অতীত হইয়াছে। পল্লীবাস হইতে প্রবাসে আসিয়াছি। সেই সন্ধ্যার ন্যায় আজি এই সন্ধ্যায় আবার তেমনই করিয়া গগনমণ্ডলে মেঘমালা জমিতেছে। সহরের ইষ্টকগৃহগুলি পল্লী পর্ণকুটীরের ন্যায় মেঘের ছায়ায় আঁধার হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আজ নিদাঘজলদজাল দেখিয়া দেখিয়া সেই সন্ধ্যার প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি। শান্তভাব শক্তির

সর্ব্বোচ্চ স্ফুরণ। যে সাধক শক্তির অনুশীলন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তিনি সেই নবনীরদ সন্দর্শনে নিশ্চয়ই হৃদয়ের ধন হৃদয়ে ধরিয়া শান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্যজগতের ঝঞ্ঝাবাত আজিও আমার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাকে আলোড়িত করে, তাই এই সুখরজনী সুখসম্মিলনে অতিবাহিত না করিয়া সমালোচনায় নিরত আছি। উপায় নাই, যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, সে তাহার ফলভোগ করিবে। তবে এই প্রশ্নের আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহাও দেখিতেছি। সে কথা পরে বলিতেছি।

যদি পল্লীবাসিনী, অশিক্ষিতা পিতামহীর মুখেই "তোর কি এখন সময়?" এই ভর্ৎসনা শ্রবণ করা যাইত, তাহা হইলে আলোচনার বিশেষ আবশ্যক হইত না। পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা প্রাচীনার ভর্ৎসনা উপহাসের সহিত উড়াইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু বহু "সুশিক্ষিত," গণ্যমান্য পিতামহ, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর, পৌত্র পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পল্লীবাসিনী, অশিক্ষিতা পিতামহীর ন্যায় তিরস্কার করিয়া থাকেন, "তোর কি এখন সময়?" "উচ্চশিক্ষিত," গণ্যমান্য ব্যক্তি যাহা বলেন, তাই উপহাস করিয়া উড়াইয়া না দিয়া আলোচনা করা বিশেষ দরকার।

এই আলোচনার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার বিষয়ের আলোচনা না হইলেও চলিত। তৎকালে দেশের লোকের জীবনের উদ্দেশ্য যাহা ছিল, তাহাতে সকলেই প্রায় এক পথের পথিক ছিলেন, তখন "এখন কি তোর সময়"? এই ভর্ৎসনা করিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কিন্তু এই যুগাধিক কাল মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। দুই একটি বালক জননী-জঠর হইতেই কেমন বিগড়াইয়া আসিতেছে, তাহারা আমাদের ন্যায় গড্ডলিকা-প্রবাহে জীবন ভাসাইতে একেবারেই সম্মত হইতেছে না। পার্থিব সুখ সম্ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্ববিধ দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইবে, তবুও তাহারা বৃদ্ধের বচন মানিতে

চাহিতেছে না, তবুও তাহারা ঈশ্বরের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যশ, মান অনুসন্ধান করিতে স্বীকার করিতেছে না। বাল্যশিক্ষা, সংস্কার, সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি নানা প্রকার প্রবল শক্তির কঠোর তাড়নায় এই সকল বালকের মধ্যে অনেকে সাধনভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না, তাহাদের সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারা দীনাতিদীন জীবনযাপন করিতেছে। তাহাদের আদরের আদর্শ এবং বর্ত্তমান সমাজের গৌরবের আদর্শ—এই উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহারা উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িয়া হাহুতাশ করিতেছে। এই সমস্যা লইয়া অনেক গৃহে নবীনে প্রবীণে মতান্তর এবং মনোমালিন্য ঘটিতেছে। সুতরাং সমাজের মঙ্গলের জন্য, মানবের শান্তির জন্য এই সন্ধিক্ষণে উক্ত সমস্যার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পবিত্র গোমুখী হইতে পতিতপাবনী গঙ্গার ন্যায় যাঁহার পবিত্র লেখনী হইতে বহু সমস্যার মীমাংসা নিত্য নিঃসৃত হইয়া বাঙ্গালার বহু গৃহে শান্তির বার্ত্তা বহিয়া লইয়া যাইতেছে—"উৎসবের" সেই শাস্ত্রজ্ঞ, কর্ম্মী, প্রবীণ সম্পাদক মহোদয় বর্ত্তমান সমস্যার মীমাংসা "উৎসবে" প্রকাশ করিবেন—এই প্রতীক্ষায় "উৎসবের" পথ চাহিয়া রহিলাম। *

---

* এই সমস্যার উত্তর ইতিপূর্ব্বে উৎসব পত্রিকায় বহুভাবে অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক প্রবন্ধলেখকের আগ্রহাতিশয্যে এই প্রশ্নের উত্তর সুবিধামত পুনরায় আলোচিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

নির্জ্জন প্রবাসে তবে চলিলাম আমি।

এক দিন, এক দিন তরে
বল মোরে
যেখানে, যেভাবে রয়েছি
সে ভাবে কি কাটাইব কাল—
সহিয়া সকল জ্বালা ;
নাহি অভিলাষ, তবু শতেক করমে
যেতে হবে
মিশিবার বলিবার নাহিক বাসনা
তবু মিশিতে বলিতে হবে ;
সকলের সনে হাহা হিহি
সবাই যেমন করে ;
রাখিয়া তোমায় অন্তরের অন্তস্তলে—
সব কাযে ছুটে যাব ;
অনুরোধে উপরোধে শিথিল হইবে
তোমা লয়ে থাকিবার প্রয়াস আমার।
বলত বলত মোরে ? এই কি করিব ?
অথবা,—অথবা যাব নির্জ্জন প্রবাসে ?
যেখানে,—যেখানে কেহ ক্ষণিকের তরে
ছুটিয়া আসিতে নাই—যাই যাই করি।
এখানে যে উপদ্রব দেখিতেছ সব
সেখানে কি আর স্থান হইবে আমার।
এখানে যা হয়
তাও যদি সেখানে না হয়
তা' কি হইবে আমার।

সেই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে,
কিছু বুঝিতে না পারি,
আপন করম দেখি ডরাই আপনি।
প্রাণ কিন্তু চায় নির্জ্জন প্রবাস
কেহ,—কেহ থাকিবে না
সংসারী আপন জন ;
বনপশু, বনপাখী, বনলতা তথা
আপন হইবে ; থাকিব নির্জ্জনে ;
বনের বায়ুর স্পর্শে চমকি উঠিব
তুমি আসিয়াছ ভাবি।
হেন ভাগ্য হবে কি আমার
তোমার দর্শন পাব ?
সে লক্ষণ আছে কি আমাতে ?
কত কাল কত কাল গেল
তার নিদর্শন
কভু নাহি পাই আমি।
তবুও যাইতে চাই নির্জ্জন প্রবাসে।
যেখানে যা আছে
রহিল তেমনি
নির্জ্জন প্রবাসে তবে চলিলাম আমি।

আত্মবিস্মৃতি ও আত্মস্মরণ।

আত্মবিস্মৃতি হইতেই জগতের সমস্ত দুঃখের উৎপত্তি আর আত্ম-স্মরণে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি।

আত্মবিস্মৃতি হইতেছে আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া হয় কিরূপে? যিনি আপনাকে আপনি জানেন তিনি আপনাকে ভুলেন কিরূপে? পরমপদ যিনি, তিনি সর্ব্বকালেই আপ-নাকে আপনি জানেন। পরমপদ কিরূপে তবে আত্মবিস্মৃত হইবেন? অথচ আত্মবিস্মৃত না হইলে "অহং বহুস্যাম" হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ইহাতে সৃষ্টি হইতেই পারে না। তথাপি ত দেখা যাইতেছে সৃষ্টি হইয়াছে। কিরূপে ইহা হইল?

ব্রহ্ম আপনাকে আপনি কখনই বিস্মৃত হন না। তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপ জানেন। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদে মায়ার উদয় হয় ও অস্ত হয়।

কিরূপে হয়—মায়ার উদয় হওযাটি কি? মায়াকে বলা হইয়াছে স্বভাব। ব্রহ্ম সত্য সত্য আত্মবিস্মৃত হন না, তথাপি হন কল্পনাতে। ব্রহ্ম আপন মায়া দ্বারা—আপন শক্তি দ্বারা আপনার উপরে একটা স্পন্দন যেন তুলেন—ইহা কল্পনা। সেই কাল্পনিক স্পন্দনযুক্ত চৈতন্যকে পূর্ণব্রহ্ম যখন দেখেন তখন আপনাকে অন্যমত কল্পনা করেন। অর্থাৎ আমি পূর্ণ—সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিয়াও কল্পনাতে যেন খণ্ডমত, যেন সগুণ-পরিচ্ছিন্ন মত হইলাম—এইটি কল্পনাকৃত, কাজেই মিথ্যা।

পূর্ণ যিনি তিনি কখন খণ্ড হন না, কিন্তু কল্পনা করেন যেন খণ্ড হইলাম। ইহাই মিথ্যা।

কল্পনা বা শক্তিকে মিথ্যা বলা হইল না। বলা হইল কল্পনা দ্বারা খণ্ডমত হওয়াটি মিথ্যা।

ইহাই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণমত হওয়া। ক্রমে সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় খণ্ড বহু বহু খণ্ডে যেন ভাসিয়া উঠে। অবিভক্ত যিনি

তিনি যেন সর্ব্বত্র বিভক্তমত হয়েন। সত্যসঙ্কল্প যিনি তাঁহার পক্ষে সঙ্কল্প করিবা মাত্র বস্তুটি হইয়া যায়। কাজেই আত্মবিস্মৃতিতে তিনি যে বহু হয়েন ইহা তাঁহার সত্যসঙ্কল্পের তেজেই হয়।

কিন্তু কাল্পনিকভাবে বহু হইয়া গেলে—সেই বহু মধ্যে যিনি আপনাকে খণ্ডমত ভাবনা করিয়া দুঃখ পান, তিনি যখন বুঝিতেও পারেন যে তিনি অখণ্ড, যখন বিচার করিতে পারেন যে চৈতন্যের খণ্ড হইতেই পারে না—ইহা বেশ করিয়া জানিলেও খণ্ড আপনার অখণ্ডভাবে স্থিতি-লাভ করিতে পারেন না। কেননা তাঁহার সত্য সঙ্কল্প শক্তি তখন নাই। এই সত্য সঙ্কল্প শক্তি উপার্জ্জন করিবার জন্যই সাধনা। শুধু স্মরণে একবারেই হয় না। কিন্তু যখন শক্তি জাগে তখন আত্মস্মরণেই স্বরূপবিশ্রান্তি ঘটে। নিরন্তর আত্ম স্মরণ ভাবনা কর এবং কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা আত্মস্মরণ শক্তি জাগ্রত কর, হইবে। ইতি।

বাসনা।

অনন্ত জীবনে, অনন্ত উল্লাসে
চাহিয়া অনন্ত পানে,
পট নিক্ষেপনে, যায় কোটী যুগ
যেন (গো) তোমারি ধ্যানে।

(তুমি) কর্ম্ম অবসানে, দিও দরশন,
ভুলোনা আমার কথা,
একনিষ্ঠ তুমি স্বকীয় ধরমে,
এ মোর গৌরব গাথা।

(নাহি) মান অভিমান, সুখ দুখ মম
যে ভাবে যখন জাগি,

সুদূর প্রবাসে, জীবনের তটে,
মাখান আশিস্ রাশি।
(সে যে) মৃত-সঞ্জীবনী, অমিয়ার ধারা
মরমে মরমে বয়,
সকল করমে, আঁখির পলকে
সে স্নেহ প্লাবিত হয়।
সুধাংশু অধরে, মধ্যাহ্ন-ভাস্কর
তাপিত কঙ্কর-তলে
ব্যথায় ব্যথিত, তুমি যে আমার
নিরখি সকল স্থলে।
আশা-লালসার, সঙ্কল্প বিকল্প
নিমিষে ভুলিয়া যাই,
নিদাঘ তাপিত, রক্ত-পদতলে
আপনা লুটাতে চাই।
সে পদ নিঃসৃতা, সুর কল্লোলিনী
করুণা বর্দ্ধিত বালা
অবগাহি তাহে, উদ্দেশে অর্পিনু
তপত, সলিল মালা।
প'রো' নাহি প'রো, রাখ গো চরণে
নূপুরে নূপুরে বাঁধি,
(বঁধু) তোমারি আদরে, গরবে গরবে
(যেন) জনমে জনমে কাঁদি।

দুষ্টু জগন্নাথ

(১)

দুষ্টু জগন্নাথ? এ কি কথা?

কি রকম? একেবারে যে খাপ্পা হ'লে?

হব না? যাঁরে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিয়াও পাওয়া যায় না, যিনি মহতো মহীয়ান্, এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা একবারে মুছিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত,—শুধু তাই কি—সূক্ষ্ম মনোময় জগৎটা পর্য্যন্ত লুপ্ত না হইলে যাঁতে স্থিতি লাভ করা যায় না, যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর, যিনি অপ্রমেয়, যিনি ত্রয়াতীত, যিনি তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণ, যিনি নির্ম্মল, যিনি জ্ঞানমূর্ত্তি, যিনি অদ্বয়জ্ঞান মাত্র তাঁরে তুমি ঐ সব বলিতে পার?

"যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি" এমন যিনি, তাঁরে তুমি কি কথা বল? ইঁহার সঙ্গে তোমার বাচালতা?

সব দিন কি আর বলি? আজ বলিতেছি। এক একদিন সেই বলায়, তাই বলি।

এ আবার কি রকম আবদার? সে বলায় তাই তুমি বল? কেন বল দেখি এ সব বলিতেছ? আবদার তার সঙ্গে করা যায় না ত করিব কার সঙ্গে? তুমি বুঝি তারে অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ মাত্র ভাবিয়া রাখিয়াছ? আর কিছু সে নয়?

তুমি তাঁরে কি ভাবিতেছ? তাঁরে কল্পনায় একটা যা তা সাজাইলে সেটাকে কি ভগবান্ বলা যায়?

যে পুরুষ আদিত্যে, যে পুরুষ চন্দ্রে, যে পুরুষ বিদ্যুতে, যে পুরুষ শব্দায়মান মেঘে, যে পুরুষ আকাশে, যে পুরুষ বায়ুতে, যে পুরুষ অগ্নিতে, যে পুরুষ জলে, যে পুরুষ দর্পণের প্রতিবিম্বে, যে পুরুষ ছায়াতে, যে পুরুষ প্রতিধ্বনিতে, যে পুরুষ শব্দে, যে পুরুষ লোকে সুপ্ত হইলে স্বপ্নে, যে পুরুষ অস্মদাদির শরীরে, যে পুরুষ দক্ষিণ চক্ষুতে,

যে পুরুষ বাম চক্ষুতে এই সব পুরুষও যাঁহাকে জানে না—যনি এই সবেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, চন্দ্র সূর্য্যাদি যাঁহার সৃষ্ট তাঁরে তুমি কল্পনায় একটা যা তা গড়িয়া বলিবে এই আমার ঈশ্বর? যিনি সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, যে প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, শ্রুতি যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে সাহস করেন না, শ্রুতি অজ্ঞ লোকের উপাসনার বস্তু দেখাইয়া বলিয়া দিতেছেন "নেদং যদিদমুপাসতে" অন্য এই কিছু লোকে যে উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে—তুমি সেই তুরীয় ব্রহ্মের সম্বন্ধে ছেলেখেলার কথা কও—সব স্থানে কি চালাকি খাটে, না বাচালতা সাজে?

তাই তুমি তাঁরে যাহা ভাবিতেছ, সে তাও বটে আবার তা ছাড়া সে আরও অনেক। সে অদ্বয় জ্ঞানও বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সে সগুণ বিশ্বরূপও বটে। বল বটে কিনা?

শ্রুতিতে কোথাও কি পাও নাই তিনি হৈমবতী রূপ ধরিয়াছেন? কোথাও কি পাও নাই তিনি সরস্বতী? কোথাও কি পাও নাই তিনি ত্রিপুরসুন্দরী? কোথাও কি পাও নাই তিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তিনি রুদ্র, তিনি সীতা, তিনি অন্নপূর্ণা। শ্রুতিতে কোথাও কি পাও নাই তিনি আত্মা, তিনিই জাগ্রদভিমানী, স্বপ্নাভিমানী, সুষুপ্তি অভিমানী। শুধুই তিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোপশমং—তিনি তিনি সর্ব্বেশ্বর নন, তিনি সর্ব্বাত্মা নন, তিনি অন্তর্যামী নন? বল ভাই এ বুদ্ধি তোমায় দিল কে?

তার পর শ্রীগীতাকে ত উপনিষদ্ বল। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন নাই "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"? কোথায় কি বলেন নাই "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্? কোথা কি বলেন নাই "অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"? কোথাও কি বলেন নাই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"? কোথাও কি বলেন নাই—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ?

তোমার মতে অদ্বৈতজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য কোথাও কি বলেন নাই—

অধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে, প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব। আর কি বলিব ?

ভাই! আর বলিতে হইবে না। সময়ে সময়ে অসুরাশ্রিত হইয়া সব ভুলিয়া যাই। তুমি স্মরণ করাইয়া দিতেছ আমার দেবভাব জাগিয়াছে। আমি দেখিতেছি তাঁকে নিরাকার বলিলেই শুধু হইল না, তিনি নির্গুণ নিরাকার আপনি আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও আপন শক্তি—আপন মায়া আশ্রয়ে সগুণ হন, আত্মা হন, অবতার হন। অদ্বৈত থাকিয়াও তিনি দ্বৈতভাবে খেলা করেন। তোমার কথাই শাস্ত্রের কথা। তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার, আত্মা। নাম রূপ গুণ কর্ম্ম স্বরূপ সব ধরিয়াই তাঁর উপাসনা হয়। নিম্ন অধিকারী ক্রম অনুসারে সাধনা করিয়া উচ্চ অধিকারী হয়েন। তুমি বল দুষ্ট, জগন্নাথ কেন বলিতেছিলে ?

তুমি বাধা দিয়া আদিস্রোত ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। তথাপি বলিতে বলিতেছ—বলিতেছি কিন্তু যেমন করিয়া বলিতে চাহিয়াছিলাম তেমন করিয়া হইবে না।

অন্যায় করিয়াছি। অগ্রে তোমার কথা শুনিয়া প্রশ্ন তুলিলেই হইত। বুঝি স্রোতে বাধা দিলে পাহাড় পর্ব্বত আড়াল পড়িয়া যায়। আমার অপরাধ ক্ষমা করিও। যদি অধিকারী বিবেচনা কর তবে বল।

দুঃখিত হইওনা ভাই। যাহা মনে উঠিল বলিয়াছি। আচ্ছা যেমন করিয়া পারি দুষ্টু জগন্নাথের কথাটা বলি।

(২)

স্নানযাত্রা হইতে দুই এক দিন বাকী। অম্বুবাচী পড়িবে ৭ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩২৮ সাল ১০।৫০।২৬ রাত্রি গতে, শনিবার রবিবার মধ্যে; ১০ই আষাঢ় সোমবার স্নানযাত্রা।

পূর্ব্ব হইতেই গোলমাল তুলিতেছিল। শুক্রবার প্রাতেও তাড়ান হইল না দেখিয়া মধ্যাহ্নে এমন ঝড় তুলিল যে, থাকে কার সাধ্য। শুক্রবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে এমনটি করিল যাহাতে আমি বিতাড়িত হই।

বিতাড়িত হইলাম। তাহার স্নেহের দান মাথায় পাতিয়া লইতেই হয়। তাহাই হইলাম। কিন্তু জ্বালাও বেশ বুঝিতেছিলাম।

গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। গাড়ী খুরদা রোডে বদল করিলে শীঘ্র কলিকাতায় আসা যায়। তাই বদলের জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছি।

যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সে গাড়ী ছাড়িয়া নূতন গাড়ীর আশায় ষ্টেসনে বসিয়া আছি। নানা কথা নানা লোকে বলিতেছে। একঘণ্টা দুই ঘণ্টা বসিয়াই আছি। একখানা গাড়ী বাহির হইয়া গেল। ভাবিলাম যে গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীখানা বুঝি চলিয়া গেল। গাড়ী আর আসেই না। শেষে শুনিলাম গাড়ীর পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব হয়েছে। মনে করিলাম গাড়ী বদল করিতে আসিয়া বড়ই ত অন্যায় করিলাম।

ভারি কিন্তু অভিমান হইয়াছে। ঠাকুর! এমন কি করিলাম যে তুমি যেখানে সেখানে এমন কর? বড় কষ্ট হইতেছে। ভাবিতেছি, দেখগো অপরাধ আমার অনেক। কিন্তু তুমি ত ক্ষমাসার। আমায় এই বারটি ক্ষমা কর। আমি যে তোমার। তুমি যাহাই কর তাহাই যে আমার ভাল। কষ্টও আমার সুখ—তোমার হাত হইতে আসিয়াছে বলিয়া।

এমন সময় এক অতি আশ্চর্য্য লোক আসিল। বলিল—কাঁহা যাইয়েগা? বলিলাম—কলিকাতা।

এখানে কতক্ষণ কষ্ট পাইবে? যে গাড়ীতে আসিয়াছ এখন তাহা যায় নাই। সেইটাতেই যাও।

একবার সেই লোকটিকে দেখিয়া কুলি লইয়া পুনরায় সেই গাড়ীর সেইখানে বসিলাম। বাড়ীতে আসিলাম তার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। গাড়ীতে আসিতে কতবার বলিলাম দুষ্টু জগন্নাথ। তাড়াইয়াও দিবে আবার কষ্ট হইলে কি সাজিয়া আসিয়া কত কি বলিয়া যাইবে?

অভিমানে দুষ্টু বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর তাহা বলিতে পারি না। এখন বুঝিতেছি সে ভাল, বড় ভাল। বেশী ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সে অল্প ক্লেশ দিয়া আমার কৃত কর্ম্ম ভোগাইয়া লয়। এখন বুঝিতেছি যদি রাখিত, তবে বড় বেশী দুঃখে পড়িতে হইত। তাই বলিতেছিলাম দুষ্টু জগন্নাথ। আর কিছুই বলা গেল না। কারণ সেই এক মূর্ত্তিতে বলিযা পাঠাইল "জগন্নাথ যে দুষ্টু, তা আর একবার করিয়া বলিতে? ইতি

আত্মসমর্পণ।

যদি

দিয়েছ দাসে দেখা যেওনা ফেলে একা
বিজন বেলা বহি ভাসায়ে যাব তরি,
কি জানি কোন দিকে ভুলায়ে নেবে মোরে
ভরা সাঁঝে বেয়ে যেতে একা যে ডরি।
একা ত ছিনু বাসে, ভুলালে কেন দাসে
শীতল করে কেন চাপিলে আঁখি দুটী,

বেদনা গেল চলি নিমিষে গেনু ভুলি
রহিনু বিবশে ও রাঙা চরণে লুটি।
শাসনে বাঁধি মোরে রেখো গো আঁখি প'রে
দিয়োনা যেতে মোরে বাসনাবশে ছুটি,
স্বভাব চপলতা পরাণে দিলে ব্যথা
করুণা-দিঠে চেয়ে মুছায়ে নিয়ো ক্রটী॥

২৫।৭

আত্মতত্ত্ব।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন—"কস্ত্বং কোঽহং কুতঃ আয়াতঃ" কে তুমি, কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি? আকাশ পাতাল ভাবিয়া কোন কুল কিনারা ত পাই না। 'আমি' এই শব্দের সহিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আশৈশব পরিচিত কিন্তু 'আমি' কে তাহা অনেকেই জানেন না। নিজের অনুভূতির অতিশয় গর্ব্ব করিয়া থাকি বটে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া নিতান্তই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ি। তখন যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন তাহাদের চরণে আশ্রয় লইতে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই তত্ত্বের মীমাংসা জানেন শাস্ত্র, আর জানেন শ্রীগুরু। শাস্ত্র বলেন—

যাবৎ দেহাভিমানঞ্চ মমতা তাবদেবহি।
যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ॥

যত দিন দেহাভিমান আছে তত দিন সকল পদার্থের উপরে মমতা থাকিবেই। শ্রীগুরুদেবের করুণা যত দিন না লাভ হইতেছে তত দিন তত্ত্বকথা কোথায়? আর—

তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

যত দিন পর্য্যন্ত তত্ত্ব জানা না হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত তপস্যা, ব্রতনিয়ম, তীর্থভ্রমণ, জপ, হোম ও অর্চ্চনা প্রভৃতি এবং বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি ও আগম ইত্যাদি শাস্ত্র-স্বাধ্যায়ের আবশ্যকতা। তাই দেবাদিদেব শ্রীমহাদেব জগন্মাতা শ্রীপার্ব্বতীকে তাঁহার সন্তান সন্ততির জন্য বলিয়াছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেদ্দেবি ! যদিচ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ॥

সেই জন্য বলা হইতেছে যে যদি কেহ আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তবে সে তত্ত্বনিষ্ঠ হউক। এই তত্ত্বনিষ্ঠা লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় শ্রীগুরুর কৃপালাভ। শ্রীগুরুর কৃপা অযাচিতভাবে বর্ষিত হইতেছে। আমি বুঝি আর নাই বুঝি, স্বীকার করি আর নাই করি; শ্রীগুরু-কৃপা বলেই আমার আমিত্বের অস্তিত্ব। শ্রীগীতা বলেন—"পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"। ঐকান্তিক সেবা দ্বারা সদা প্রসন্ন শ্রীগুরুকে প্রসন্ন করিয়া অর্থাৎ এই অধম কাঙ্গালের সেবা দ্বারা রাজরাজেশ্বর তিনি প্রসন্ন হইলেন, ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বিনীত প্রশ্ন দ্বারা তত্ত্বকথা শুনিতে হইবে; কারণ তত্ত্বের মীমাংসা গুরুবক্ত্রগম্য। শ্রীগুরুর কৃপা হইলেই শাস্ত্রকৃপা হইবে। শাস্ত্রকৃপা ব্যতীত শাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কখনও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পাখী তাহার পক্ষ দুইটী বিস্তার করিয়া সুদূর আকাশে উড়িয়া যায় এবং আকাশমার্গ হইতে সকল পদার্থই অবাধে দর্শন করিতে সক্ষম হয়। চিত্ত-বিহঙ্গও যদি গুরু এবং শাস্ত্র-কৃপা-লব্ধ উপদেশরূপ পক্ষে ভর করিয়া মহাকাশপথে উড়িতে পারে, তবে অনুভূতিরূপ চক্ষু দ্বারা সকল পদার্থই অর্থাৎ সকল পদার্থের স্বরূপ দেখিতে পারে। গুরুকৃপা, শাস্ত্রকৃপা এবং নিজের অনুভূতি ইহার কোন একটী বাদ পড়িলে চিত্ত-বিহঙ্গের মহাকাশমার্গে উড়িয়া সকল পদার্থের স্বরূপ দর্শন করা কখনও হইবে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

শাস্ত্রতো গুরুতশ্চৈব স্বতশ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ।

শ্রীগুরু অনুজ্ঞা করিলেন সর্ব্ব প্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে তুমি আত্ম-

তত্ত্বের উপলব্ধি কর। যিনি জাগ্রৎকালে দক্ষিণচক্ষুকমলে, স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠকমলে এবং সুষুপ্তিকালে তোমার হৃদয়কমলে বাস করেন তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জান। ইহাই তোমার প্রথম সাধনা।

শাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন—হৃদয়কমলে ষট্‌কোণ-লাঞ্ছিত ত্রিকোণ-মধ্যে প্রদীপ কলিকাকারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বিরাজ করিতেছেন—ইনিই আত্মতত্ত্ব। এইবার নিভৃতে জীবন্ত সাধনায় স্বানুভূতিকে জিজ্ঞাসা কর সে বলিয়া দিবে—তোমার এই দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার যে রসময়ের অবস্থিতিতে রসময়—যে পরম সুন্দরের অবস্থানে সুন্দর তিনিই তোমার আত্মতত্ত্ব। যাঁহার মিলনে তুমি শিব—যাহার বিচ্ছেদে তুমি শব তিনিই তোমার আত্মতত্ত্ব।

ইনি অসঙ্গ, নিত্যমুক্ত কিন্তু কি এক ভূতাবেশে দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার প্রভৃতির সহিত যেন মিশিয়া সহজানন্দ পুরুষ ইহাদের সুখে সুখ, ইহাদের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই ভূতাবেশ যে পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে নিম্নাভিমুখী ত্রিকোণাকৃতি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণাকৃতির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যাইবেন। নিম্নাভিমুখী ত্রিকোণাকৃতি জীবচৈতন্যই তোমার এবং আমার "আমি"। প্রশ্ন হইতে পারে জীবচৈতন্য বা "আমি" ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় কেন? পরমার্থতঃ ইনি ক্ষুদ্র নহেন। এই জীব-চৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্য। তবে যে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়—ইহা যে মনে করে তাহারই গুণবিক্ষুব্ধ বুদ্ধির দোষ। ইহাই ভূতাবেশ। এই ভূতা-বেশই অবিদ্যা, মায়া বা প্রকৃতির খেলা। এই অবিদ্যা বা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই সমস্ত সাধনা। বশিষ্ঠদেব কৃপাপরবশ হইয়া অজ্ঞানান্ধ জীবের জন্য বড় সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছেন।

"আবৃণোতি ন মে মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী"।

তাই আত্মতত্ত্বকে সবিশেষ জানিয়া "আমি"ই যে আত্মতত্ত্ব ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া হস্ত-পদ-বদ্ধ জলমগ্ন জীবের মত যখন

আত্মোদ্ধারের সঙ্কল্প দৃঢ় হইবে, তখন তোমার আমার একমাত্র "গতি-র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষীঃ শরণং সুহৃৎ" শ্রীগুরুদেব এই অবিদ্যা বা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার কৌশল দেখাইয়া দিবেন। অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়ার রাণী যে বিদ্যাতত্ত্ব বা মহামায়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। এই বিদ্যাতত্ত্বের সহিত যে পরিমাণে ঘনিষ্ট পরিচয় হইবে সেই পরিমাণে এই অবিদ্যার তিরোভাব হইবে।

শ্রীগুরুদাস।

স্পর্শমণি।

তোমারে 'আমার' বলি পেয়েছিনু কবে
আহা! মনে নাই সে মিলনক্ষণ;
তোমার পরশে চেতনা লভিয়া দেখি
হারায়ে ফেলেছি পরশ রতন।

তোমার আদরে দেখিনি নয়ন মেলিয়া
ওগো! হিয়ার মাণিকে পেয়েছিল হিয়া;

অভাগিয়া ভাগে রাখিতে নারিনু ধরিয়া
সোনা হয়ে গেছে নিমিষ সঙ্গ লভিয়া।

আজ তোমারি করুণা দিয়েছে চেতায়ে
ব্যথিতের বক্ষ উছলে ভরিয়া,
বহু দিন পরে চলিনু আশায় সখা!
আপন রতনে দেখিতে ঢুঁড়িয়া।

২৫।৭

উত্তর। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে বিনষ্ট হইয়া অন্যরূপ প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য যখন কর্ম্ম করা যায় তখন কর্ম্মের ফলে লক্ষ্য থাকে না কিন্তু ভগবৎ প্রসন্নতাতে হৃদয় ভরিয়া যায়। অর্থাৎ ভগবান্ প্রসন্ন হও এই বলিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে আত্মপ্রসন্নতা দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। তখন জ্ঞানলাভ ও মুক্তি সহজেই হয়।

প্রশ্ন। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ" ইহার কথা ত বলা হইল। কিন্তু দেবর্ষি নারদের যেরূপ কর্ম্মে জ্ঞান হইয়াছিল—সেই সমস্ত কর্ম্ম কি ?

উত্তর। (১) সাধুসেবা (২) সাধু কৃপায় সাধুদিগের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা (৩) ভগবৎ কথা শ্রবণ (৪) ভগবানে রতি (৫) স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে, বিচার দ্বারা তাহার জ্ঞান (৬) আত্মাতে দৃঢ়া ভক্তি (৭) ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান (৮) ভগবৎ কৃপা দ্বারা ভগবৎ গুণাদির আবির্ভাব। এই হইতেছে ক্রম।

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগ সমন্বিতম্ ॥৩৫

অত্র কর্ম্মভূমৌ ভগবৎপরিতোষণং যৎকর্ম্ম ভগবদর্পণেন ভগবৎ প্রীতিকরং যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে যৎ ভক্তিযোগসমন্বিতং জ্ঞানং জ্ঞানেনাজ্ঞান প্রাপ্তকর্ম্মনাশঃ তচ্চ জ্ঞানং ভক্তিযোগাৎ ভবতীতি শ্রীধরঃ। ভক্তি-যোগঃ কীর্ত্তন স্মরণাদিরূপঃ তৎসমন্বিতং তেন সমবেতং যজ্জ্ঞানং ভাগ-বতং তৎ তদধীনং হি তদব্যভিচারিফলমিত্যর্থঃ। ভগবৎ তোষকারকং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে তৎ ভক্তিযোগযুক্তং জ্ঞানং জনয়তি।

এই কর্ম্মভূমি ভারতে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য যে কর্ম্ম করা যায় সেই কর্ম্মই ভক্তিযোগ সংযুক্ত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে উৎপন্ন করে। কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল হইতেছে ভক্তিজড়িত জ্ঞান।

প্রশ্ন। কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে কখন জ্ঞান হইবে না, ইহাই না শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ? তবে কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান হইবে কিরূপে ?

উত্তর। জ্ঞান—প্রকৃত জ্ঞান যাহা, তাহা হইতেছে অদ্বৈত স্থিতি। কর্ম্ম কিন্তু এই জ্ঞানে পৌঁছিতে পারে না। কর্ম্ম যখন ভগবৎ অর্চ্চনার জন্য কৃত হয় তখন হয় ভক্তি। কর্ম্ম দ্বারাই ভক্তি জন্মে। প্রথমে ভক্তি, এই ভক্তি দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহা ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান। ইহা দ্বারা অজ্ঞানপ্রাপ্ত কর্ম্ম নাশ হয়।

১স্ক ৫অ] ৩৬। শ্রীভগবানের শিক্ষামত কর্ম্ম করিলেই শ্রীকৃষ্ণের নাম লইতে ইচ্ছা হয় এবং গুণকীর্ত্তনে রুচি জন্মে। তখন সাধক নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করেন।

প্রশ্ন। শ্রীভগবান্ কিরূপে কর্ম্ম কবিতে শিক্ষা দিতেছেন?

উত্তর। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

করা, খাওয়া এইগুলি লৌকিক কর্ম্ম; আর যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এইগুলি বৈদিক কর্ম্ম। লৌকিক ও বৈদিক যে কর্ম্মই তুমি কর না কেন সমস্ত কর্ম্ম আমাকে অর্পণ কর।

শ্রীভগবানে যে কর্ম্মার্পণ করিতে অভ্যাস করে, শ্রীভগবানের নাম লইতে তার ইচ্ছা হয়। তখন তাঁহার গুণে লক্ষ্য পড়ে ও সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ হয়।

প্রশ্ন। কর্ম্মকে কিরূপে অর্পণ করা যায়?

উত্তর। সাধারণ ভাবে কর্ম্মার্পণ হইতেছে কর্ম্মের আদিতে, কর্ম্ম করিতে করিতে এবং কর্ম্মের শেষে—সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে ভগবন্ এই যে কর্ম্ম তুমি আনিয়া দিয়াছ—এই কর্ম্ম দাস যেমন প্রভুর সন্তোষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্য কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখে না—আমি তোমার দাস আমিও যেন কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল তোমার প্রসন্নতার দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করিতে পারি। শ্রীভগবান্ আছেন এই মাত্র বিশ্বাসেও নিষ্কাম কর্ম্ম হয়।

নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে শ্রীভগবানের সুখ-প্রসন্ন মুখ দেখিতে

ইচ্ছা হইবেই। তখন নাম-ভাল লাগিবে, গুণ শ্রবণে ইচ্ছা হইবে এবং সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিতে ইচ্ছা হইবে।

সেই জন্য সর্ব্বশাস্ত্র মতে কর্ম্ম ভগবৎ-প্রসন্নতা অনুভব জন্য কৃত হইলেই ভক্তি উৎপন্ন করিবেই। ভক্তি জন্মিলে নাম ও গুণ লইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়—ভক্তির কার্য্যই ইহা। ভক্তির আর এক কার্য্য সর্ব্বদা স্মরণ। ভক্তির পরে অদ্বৈত স্থিতি বা জ্ঞান।

সাধারণ ভাবে কর্ম্মার্পণের কথা বলা হইল। কিন্তু কর্ম্মার্পণটি ঠিক ঠিক হয় তখন, যখন আত্মনিবেদনটি হয়।

আমার যা কিছু আছে—এই হস্ত, এই পদ, এই বাক্য এই দেখা শুনা ভাবনা; এই সমস্তই তোমার। বাস্তবিকও তাই—চৈতন্য স্বরূপে তুমি দেহে আছ বলিয়াই হস্ত পদ কর্ম্ম করে, দেখা শুনা কথাকওয়া চলে। প্রকৃতপক্ষে তবে এই দেহ ও এই দেহের ও মনের সমস্ত কার্য্য চৈতন্যরূপী তোমারই। ভগবান্ অত্রি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্তঃ
ত্বত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া॥

হে পরমাত্মা! হে রাম! হে ভগবান্! হে ব্রহ্ম! তুমিই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার জন্য দেবতা মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা এই সকলের দেহ ধারণ করিয়াছ। সত্য কথা এই যে সমস্ত দেহ, এখানে দেখা যায় তাহাই শ্রীচৈতন্য ভগবানের দেহ। তাঁহার দেহকে তুমি অধিকার করিবার কে? এই চুরীর জন্য তুমি অশেষ যাতনা পাও। সব তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও। এই হাত তাঁহার, চরণ তাঁহার, বাক্য তাঁহার, মুখ তাঁহার, মন তাঁহার, ভাবনা তাঁহার, বিচার তাঁহার, এই প্রাণও তাঁহার। তাঁহার ধন তাঁহারে দিয়া যখন দাস হইয়া থাক বা দাসী হইয়া থাক তখনই তুমি "আমি তোমার"

সাধনা করিয়াছ বুঝা যায়। দেখদেখি এই অবস্থায় তোমার কর্ম্ম কিরূপ হয়? এই মুখ দিয়া তুমি আহার কর, তুমি কথা কও; হাত পা দিয়া তুমি কর্ম্ম কর, এই দেহ দিযা তুমি লীলা কর. যে কর্ম্ম তখন চলে তখন সকল কর্ম্ম তোমারই কর্ম্ম হইযা যায। ঝুটা আমি মরিয়া যায়. কাজেই অভিমান করিবার কেহ থাকে না। তোমার কর্ম্ম তখন তুমিই কর। এই হইল যথার্থ কর্ম্মার্পণ। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই কোন অহং অভিমানও নাই—ইহা হইল শেষ অবস্থা। এতটা যদি প্রথম প্রথম না হয়, দাস অভিমান রাখিয়া শ্রীচৈতন্যের সেবা করিয়া যাও। নিজের ইচ্ছা কিছুই রাখিও না, তাঁহার ইচ্ছা তিনি বহু ভাবে শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ইচ্ছা মত কার্য্য কর আর সর্ব্বদা স্মরণ রাখ তাঁহার জন্যই তোমার কর্ম্ম করা। আত্ম-নিবেদনের সঙ্গে যে কর্ম্ম করা হয তাহাতেই নিষ্কাম কর্ম্ম ঠিক ঠিক হয়। কর্ম্মার্পণ অন্য একরূপে দেখ। ঘৃতকে অগ্নিতে যেমন অর্পণ করা হয়, সেইরূপ কর্ম্মকে চৈতন্যে অর্পণ করিতে হয়। কর্ম্ম যাহা তাহাই স্থূল হইয়া এই দেহ হইয়াছে। স্থূলদেহটা তবে পাট পাট বসান কর্ম্ম। এই কর্ম্মের আরও সূক্ষ্ম অবস্থা হইতেছে কামনা,বাসনা,সঙ্কল্প,চলন,স্পন্দন ইত্যাদি। চৈতন্যের উপরেই প্রধানভাবে থাকে চলনাত্মিকা মায়া, সূক্ষ্মভাবে থাকে সঙ্কল্প বিকল্পকাত্মক মন এবং স্থূলভাবে থাকে এই দেহ। আর চৈতন্য যিনি তিনি সাক্ষী। কর্ম্মকালে সেই সাক্ষী পুরুষের দিকে যদি চক্ষু রাখিতে পার তবে দেখিবে কর্ম্মকালেও কর্ম্মের অভাব যে চৈতন্য তিনিই আছেন কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্ম করিলে না। ইহাই জ্ঞান-মার্গে কর্ম্মার্পণ। পূর্ণভাবে কর্ম্মার্পণ ইহাই।

১স্ক ৫অ] ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮

নমো ধীমহী মনসা নমনং কুর্ব্বামহী। মূর্ত্ত্যভিধানেন মূর্ত্তিবাচকেন

মন্ত্রেণ। স্বয়ং তু অমূর্ত্তিকং কেবলং মন্ত্রমূর্ত্তিকং যজ্ঞপুরুষং বিষ্ণুং যঃ পুমান্ যজতে সঃ এব সম্যগদর্শনঃ জ্ঞানী।

কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলে কিরূপে ভক্তি হয় তাহা এক্ষণে বলিতেছেন—বিগ্রহশূন্য মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের শুধু মন্ত্র উচ্চারণেও ভজন হয়। এই দুই শ্লোকের অর্থ হইতেছে হে ভগবন্ তুমি ওঁকার, তোমাকে নমস্কার, তুমি বাসুদেব তোমাকে ধ্যান করি, তুমি প্রদ্যুম্ন তুমি অনিরুদ্ধ তুমি সঙ্কর্ষণ তোমাকে নমস্কার।

এইরূপে কোন প্রকার মূর্ত্তি না ধরিয়া শুধু মন্ত্রকেই মূর্ত্তিস্থানীয় করিয়া ঐরূপ মূর্ত্তিবাচক মন্ত্রের দ্বারা যিনি যজ্ঞপুরুষকে ভজনা করেন তিনি প্রকৃত জ্ঞানবান্ এবং সমগ্‌দর্শী।। ৩৮

প্রশ্ন। মন্ত্রমূর্ত্তি দ্বারা ভজন কিরূপ ?

উত্তর। নাম রূপাদি না থাকিলেও যদি শুধু মন্ত্রকেই মূর্ত্তি ভাবিয়া পূজা করা যায় তাহা হইলেও জ্ঞান হয়। মন্ত্রমূর্ত্তির ব্যাখ্যায় জীব-গোস্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আনিতে চান। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ এই চতুর্ব্বূহ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই মন্ত্র-মূর্ত্তি—ইহাই ব্যাখ্যাকারগণ বলিতে চান। সেইজন্য অমূর্ত্তিকং ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিতম্ বলিয়াছেন। শ্রীভাগবত এখানে নামরূপাদির কথা আদৌ বলিতেছেন না। বলিতেছেন অমূর্ত্তি অর্থাৎ নামরূপাদি বিবর্জ্জিত সেই শ্রীভগবান্‌কে যদি কেহ মন্ত্র মূর্ত্তিতে ভাবনা করে—অর্থাৎ মন্ত্রের অক্ষরগুলিকেও মন্ত্রস্থানীয় করিয়া তাঁহার সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার ব্যাপার ভাবনা করে তবে সে ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করে।

শ্রুতি নাম ও রূপকে মায়িক বলেন, মিথ্যা বলেন, আর অস্তি ভাতি প্রিয়কে সত্য 'বলেন। সত্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হইলে নাম রূপ দিয়াই করিতে হইবে। সত্যের সঙ্গে থাকিয়া নাম-রূপটি সত্য বস্তু পাইবার সাধনার উপযোগী হয়। কিন্তু নাম রূপ কখন সত্য হয় না। বস্তুটি প্রাপ্ত হইলে আর নাম রূপের আবশ্যক

থাকে না যেমন নদী পার হইয়া গেলে আর নৌকার আবশ্যক থাকে না সেইরূপ। অস্তি ভাতি প্রিয় ইহা যেমন সত্য নামরূপও সেইরূপ সত্য এই করিতে গেলেই শ্রুতিবিরুদ্ধ দলাদলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র ব্যাখ্যা হয়।

১স্ক ৫অ] ৩৯। ভগবান্ নারদ ব্যাসদেবকে বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্! পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি জানিয়া কেশব আমাকে জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও আত্মভাব আত্মস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ভাব অর্থে এখানে স্বরূপ।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাহব্যয় মনুত্তমম্॥৬।২৪

এখানে যে পরম ভাবের কথা বলা হইয়াছে তাহাই ভাগবতের এই শ্লোকের "স্বস্মিন্ ভাবং"।

১স্ক ৫অ.] ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা॥ ৪০

হে অদভ্রশ্রুত! অদভ্রং অনল্পং শ্রুতং যস্য হে অনল্পবেদশাস্ত্র হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ, ত্বমপি বিভোঃ বিশ্রুতং যশঃ প্রখ্যাহি কথয়। হে ব্যাস! বিভোর্যশঃ কথয়। যেন বিশ্রুতেন বিদাং বিদুষাং বুভুৎসিতং বোদ্ধু-মিচ্ছা সমাপ্যতে। অন্যথা প্রকারান্তরেণ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দুঃখৈব অর্দ্দি-তাত্মনাং পীড়িতানাং জনানাং সংক্লেশনির্ব্বাণং ক্লেশশান্তিং ন উশন্তি ন মন্যন্তে বিবেকিনঃ। দুঃখশান্তিং প্রকারান্তরেণ ন ভবতি ইত্যর্থঃ।

হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসদেব! তুমিও বিষ্ণুর যশ কীর্ত্তন কর। ইহাতে জ্ঞানিগণের বুঝিবার ইচ্ছার সমাপ্তি হইবে। অন্য কোন উপায়ে পুনঃ পুনঃ দুঃখপীড়িত জনগণের ক্লেশ শান্তি হইতেই পারে না ইহাই

জ্ঞানিগণ মনে করেন। অজ্ঞানী জীবের পরলোকগতির জন্য এই লঘূপায় বলা হইল। অধ্যাত্ম-রামায়ণেও অজ্ঞজীবের জন্য এই লঘূপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রথমস্কন্দঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্মকর্ম্ম চ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ ॥ ১

হে ব্রহ্মন্! সত্যবতীসুতঃ ভগবান্ ব্যাসঃ এবং দেবর্ষেঃ জন্ম কর্ম্ম চ নিশম্য শ্রুত্বা ভূয়ঃ তং পপ্রচ্ছ॥ ১

সূত বলিলেন হে ব্রহ্মন্! সত্যবতী পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপে দেবর্ষি নারদের জন্ম ও কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রথম স্কন্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদের নিত্য শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন কিরূপে লাভ হইল তাহাই বলিতেছেন।

প্রশ্ন। সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকা যায় কিরূপে?

উত্তর। কেন থাকিতে চাও?

প্রশ্ন। দেখিয়াছি সৎসঙ্গেই হউক বা সৎ শাস্ত্রপাঠেই হউক - যাহাতেই কেন না একটু ভগবৎ ভাব পাওয়া যায়—অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি ঐ ভাব থাকে তবে ঐ সময়ে কোন দুঃখ থাকে না, কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, কোন অভাব তখন থাকে না; যেন কিসে পূর্ণ হইয়া যাই, কি যেন এক অন্তঃশীতলতা লাভ করি। ঐ সময়ে জগৎটা যেন সুখময় হইয়া উঠে। শত্রু মিত্র ভাব থাকে না, স্তুতি

নিন্দা সমান হইয়া যায়, শীত উষ্ণ; সুখ দুঃখ এই সমস্ত যেন এক হইয়া যায়। কোন আকাঙ্ক্ষা তখন থাকে না—"সন্তুষ্টোযেন কেনচিৎ" যেন সেই সময়ের জন্য হইয়া যায়। সেই সময়ে ব্যবহারিক কার্য্যও যেন কে করিয়া দেয়—অথচ আমি কিসে যেন ভরিত হইয়া থাকি। সর্ব্বদা যদি এইরূপে ভরিত থাকিতে পারি তবে আর যা আসে আসুক—ব্যবহারিক যথা প্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হইয়াও যেন আমি পূর্ণই থাকি—সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে অবিচলিত থাকিয়াই আমি যেন সেই রসময় আনন্দময়ে ভরিয়া থাকি। অহো! এই অবস্থা যদি আমার সর্ব্বদা থাকে তবে ত আমার মৃত্যুকেও ভয় নাই, জগতের সুখ দুঃখ, মিলন বিয়োগ সমস্তই আমার অনাস্থার বস্তু হইয়া যায়। সর্ব্বদা ভিতরে তাঁহা দ্বারা ভরিত থাকা হয় বলিয়া বাহিরের সর্ব্ব ব্যাপারে যেন তাঁহাকেই দেখা যায়—তাঁহারই লীলা হইতেছে অনুভব করা তায়। স্ত্রীলোক পুরুষ বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, সাগর পর্ব্বত, শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত, বিপ্লব শান্তি, বায়ু অগ্নি, আকাশ চন্দ্র তারকা সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপারে যেন এক জনই রহিয়াছেন এক জনই করিতেছেন ইহা অনুভব হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে সর্ব্বদা ভগবানকে লইয়া থাকা যায়?

উত্তর। বেশ বলিয়াছ। দেবর্ষি নারদের এই অবস্থা। কিরূপে এই অবস্থা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অগ্রে শ্রবণ কর। করিয়া তোমার অবস্থায় তাঁহার কার্য্য যতদূর পালন করিতে পারা যায় পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিবে। তখন সকল বাসনা তিনিই পূর্ণ করিয়া দিবেন।

প্রশ্ন। আহা বলুন কিরূপে দেবর্ষির এই অবস্থা লাভ হইয়াছিল।

উত্তর। শ্রীভাগবতে ব্যাস-নারদসংবাদে ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানকে ভক্তি করিতে পারিলেই তিনি ভক্তের ঐ অবস্থা আনয়ন করেন। ব্যাসদেবের মনের অশান্তি নাশের জন্য দেবর্ষি ব্যাসদেবকে

৭৯।৮০ সর্গঃ।

রাক্ষসী প্রশ্ন ও মন্ত্রীর উত্তর।

রাক্ষসী তখন প্রশ্ন করিতে লাগিল—আমরা এই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর উত্তরও প্রদান করিতেছি।

বশিষ্ঠ উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী প্রশ্নান্ স বক্তুমুপচক্রমে।
উচ্যতামিতি রাজ্ঞোক্তে তানিমান্ শৃণু রাঘব ॥ ১

রাক্ষস্যুবাচ—

একস্যানেক সংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব ॥ ২

১ম প্রশ্ন। এক অথচ অনেক এমন কোন্ অণুর উদরে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ যেমন লয় হয় সেইরূপে লয়প্রাপ্ত হইতেছে?

মন্ত্রী। অয়ি! তোয়দ সঙ্কাশে! তোমার বাগ্‌ভঙ্গীতে বুঝিতেছি তুমি পরমাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এই পরমাত্মা এক, অবিভক্ত থাকিয়াও উপাধিভেদে বহুমত, বিভক্তমত প্রতীয়মান হয়েন। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া পরমাত্মাকে অণু বলা যায়।

অনাখ্যত্বাদগম্যত্বান্ময়ঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থিতেঃ।
চিন্মাত্রমেবমাত্মাণুরাকাশাদপি সূক্ষ্মকঃ ॥ ৮০ সর্গঃ।

যাহা সীমাবিশিষ্ট, মন তাহারই একটা নাম দিতে পারে। কিন্তু যাহা অসীম, মন তাহার আখ্যা দিবে কিরূপে? মন তাঁহাকে প্রকাশ করিতেও পারেনা এইজন্য তিনি অনাখ্য, মন তাহার কাছে গমন করিতে চেষ্টা করিলে লয় হইয়া যায়, এইজন্য তিনি অগম্য। অতি সূক্ষ্ম আত্মা, চিৎ বা জ্ঞান মাত্র। এইজন্য এই চিন্মাত্র আত্মাণু আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ পরম সূক্ষ্ম চিন্ময় পরমাত্মায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অনন্ত জগৎ

সৎরূপে ও অসৎরূপে স্ফুরিত হইতেছে। প্রলয়ে অসৎরূপে অর্থাৎ অবিদ্যমানরূপে এবং সৃষ্টিতে সৎরূপে অর্থাৎ বিদ্যমানরূপে থাকে। কিন্তু এই জগৎপ্রপঞ্চে সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মক চিদণু পরমাত্মাই সৎ এবং এই প্রপঞ্চও আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। তরঙ্গ যেমন জলই, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্মই। আত্মার সত্তাতেই জগতের সত্তা।

২য় প্রশ্ন। আকাশ অথচ আকাশ নহে, এইরূপ কোন্ বস্তু?

মন্ত্রী। এই পরমাত্মা আকাশের মত বাহিরে শূন্য। অর্থাৎ আকাশ যেমন শূন্য, পরমাত্মাও সেইরূপ বাহ্যশূন্য। কিন্তু পরমাত্মা শূন্য পদার্থ নহেন এজন্য তিনি আকাশ নহেন তিনি মনাকাশ; পরমাত্মা চিৎস্বরূপ।

৩য় প্রশ্ন। কোন্ বস্তু কিঞ্চিৎ ও অকিঞ্চিৎ?

মন্ত্রী। অতি সূক্ষ্ম সেই অণু ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতীন্দ্রিয় বলিয়া উহা ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব জীবের কাছে অকিঞ্চিৎ, কিছুই নহে। লোকেও বলে যাহা চক্ষে দেখি নাই, তাহা নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা দেখেন সেই অতি সূক্ষ্ম অণুমত তিনিই অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন।

সর্ব্বাত্মক তিনি। তিনি যখন আপনাকে আপনি দর্শন করেন, তখন পরিদৃশ্যমান এই সমস্তই থাকেন, কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। প্রকৃত পক্ষে যাহা কিছু দেখা যায়—তাহা তিনিই। অপর সমস্ত ইন্দ্রজাল বলিয়াই বাস্তবিক নাই। ঐ চিদণু এক হইয়াও অনেক—এই যে অনেক মত, ইহা সেই চিদণুর প্রতিভামাত্র বাস্তবিক নহে। সুবর্ণে অসত্য বলয়াদির ন্যায় সেই এক চিদণুর প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেক স্বরূপে উদিত হয়; ফলে ঐ অনেকত্ব আরোপ মাত্র; বলয়াদি ঐ সুবর্ণই এইজন্য উহা একই। এক অদ্বয় চিদণুম প্রতিভাস অনেক উপাধিতে অনেক স্বরূপে উদিত হয় মাত্র। এই অণুই পরমাকাশ; সূক্ষ্ম বলিয়া উহা লক্ষ্য হয় না। এই অণুই সর্ব্বাত্মক হইয়াও মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অতীত। যেহেতু সর্ব্বাত্মক,

সেই হেতু উঁহা শূন্য নহে, সুতরাং নাই বলিয়া উহার অপলাপ করা যায় না। ইহা বা নাই ইহা যিনি বোধ করেন, তিনিও সেই চিদণু আত্মাই। কর্পূর যেমন ঢাকা থাকিলেও গন্ধ দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ পঞ্চকোশে আবৃত থাকিলেও ঐ সর্ব্বময় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা ঐ সতের সত্তা অপ্রকট থাকে না।

ঐ চিদণুই মনোরূপে অবস্থিত হইয়াই কিঞ্চিৎ হয়। যখন উহা মনঃপরিচ্ছিন্ন হয় না, তখন উহা কিঞ্চিৎ হয় না—কেবল থাকে, নির্ম্মল থাকে। সেই অণু এক হইয়াও ভূতে ভূতে আত্মারূপে অনুভূত হয়, সেই জন্য ইহাকে অনেক বলা যায়। তিনিই এই জগৎ ধারণ করিতেছেন সেই জন্য তিনি জগৎ রত্নের কোষ।

অহে নিশাচরি! সেই অণু চিত্তরূপ ধারণ করতঃ মহাসাগরের ন্যায় বিকারী হইলে তাহাতে সমুদ্রে লহরীর ন্যায় চিত্তস্পন্দনকল্পনারূপ এই ত্রিজগৎতরঙ্গ উত্থিত হয়। চিত্ত হইতেই প্রজ্ঞা বা বাসনা উঠে, আর প্রজ্ঞানুরূপ বা বাসনানুরূপ এই জগৎও উঠে। সেই কারণে প্রজ্ঞা দ্বারা এই জগৎ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হয়। সেই অণু আকাশরূপা হইয়াও স্বীয় সম্বেদন দ্বারা, স্বীয় আত্মাতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লভ্য, সুতরাং অশূন্য।

৪র্থ প্রশ্ন। আমি কে, তুমিই বা কে?

মন্ত্রী। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদ দ্বৈত ভানে—"স্বয়মন্য" এই ভানে সমুদিত হয়। কিন্তু অদ্বৈতভানে তুমি আমি ভেদ থাকে না, তখন একমাত্র বোধরূপ বৃহৎ বপু আত্মাই প্রতিভাত হন। জ্ঞানবলে তুমি আমি ইত্যাদি প্রকার ভেদ দূর করিতে পারিলে কেবল আত্মাই সর্ব্ব হইয়া প্রকটিত হয়েন।

৫-৬ প্রশ্ন। কে গমনশীল অথচ গমন করে না? কে চেতন হইয়াও পাষাণবৎ অচেতন?

মন্ত্রী। ঐ অণু সম্বিদ দ্বারা যোজন শত গমন করেন, স্বতন্ত্র ভাবে

গমন করেন না। অথচ সেই অণুর অন্তরে শত শত যোজন অবস্থিত। দেশকালাদি সত্তা ঐ অণুর মধ্যে বলিয়া ঐ অণু গমন করিলেও গমন করেন না; গমন না করিয়াও সর্ব্বত্র গত বা প্রাপ্ত। গমন দ্বারা প্রাপ্তব্য দেশান্তর যাহার শরীরস্থ বা একদেশস্থ তিনি আর গমন করিবেন কোথায়? মাতার ক্রোড়গত সন্তান মা ভিন্ন আর দেখিবে কি? যিনি সর্ব্বকর্ত্তা—সমস্তই যাঁহার অন্তঃস্থ তিনি আবার যাইবেন কোথায়? যেমন আবৃত মুখ ঘট স্থানান্তরে লইয়া গেলে সেই ঘটাকাশের কোথাও গমন বা স্থানান্তর হইতে আগমন হয়না তদ্রূপ আত্মারও গমনাগমন নাই। তিনি জগতের সহিত কল্পনাতে একাত্মভাব হইলেই জড়বৎ, নচেৎ চেতন। সুতরাং উভয়ই তিনি। যখন সেই চিৎ বপু পাষাণ সত্তা অবলম্বন করেন তখন তিনি পাষাণভাব যেন প্রাপ্ত হন।

৭ম প্রশ্ন। আকাশে কোন্ ব্যক্তি বিচিত্র চিত্র উৎপাদন করে?

মন্ত্রী। ওহে রাক্ষসি! আদ্যন্তশূন্য পরমাকাশে চিৎবপুঃ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ চিত্রিত হইয়াছে। এই জগৎচিত্র স্বরূপ জ্ঞানের অভাব যে মিথ্যা জ্ঞান সেই মিথ্যা জ্ঞান হইতে বিস্তৃতি লাভ করে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কাজেই তিনি কিছু না করিয়াও যেন করেন। মিথ্যাবাদ কৃতমেব কৃতম্।

৮ম প্রশ্ন। বহ্নি কে? কোন্ বহ্নি অদাহক?

মন্ত্রী। বহ্নির সত্তা আত্মসংবিতে—আত্মচৈতন্যেই অনুভূত। পরমাত্মাতেই বহ্নির অস্তিত্ব। পরমাত্মা স্বপ্রকাশ। এখান হইতেই বহ্নির প্রকাশ গুণ আসিতেছে।

বহ্নির গুণ প্রকাশ করা এবং দগ্ধ করা। পরমাত্মা, রূপ প্রকাশ করেন কিন্তু দগ্ধ করেন না। সর্ব্বব্যাপা পরমাত্ম-বহ্নি যদি দগ্ধ করিতেন তবে কি হইত? এই জন্য পরমাত্ম-বহ্নিই অদাহক।

৯ম প্রশ্ন। কোন্ অবহ্নি হইতে নিরন্তর বহ্নি উৎপন্ন হইতেছে? কে চন্দ্র অর্ক অগ্নি তারকাদি না হইয়াও ঐ সকলের অবিনাশী প্রকাশক?

মন্ত্রী। পরমাত্মা দগ্ধ করেন না বলিয়া অবহ্নি। এই অবহ্নি

দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭ ॥
আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।
*ধ্যায়ন্তী রামমেকাগ্র মনসা হৃদিসংস্থিতম্ ॥ ২৮ ॥
নানা জন্তু বিহীনোয়মাশ্রমো মে ভবিষ্যতি ॥২৯॥
এবং বর্ষসহস্রেষু হ্যনেকেষু গতেষু চ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ ॥৩০॥
যদা ত্বদাশ্রয়শিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি।
তদৈব ধৃতপাপাত্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ।।৩১।

২৭। দুষ্টে! দুর্বৃত্তে! আমার আশ্রমে শিলা হইয়া থাক্। রাত্রি-দিন নিরাহারে পরম তপস্যায় তুই থাকিবি।

২৮।২৯। রৌদ্র, বায়ু, বর্ষা এই সব সহ্য করিবি আর একাগ্রচিত্তে হৃদয়বিহারী রামরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে থাক্। আমার এই আশ্রম নানা জন্তুবিহীন হইবে।

৩০। এইরূপে অনেক সহস্র বৎসর গত হইলে দাশরথি শ্রীমান্ রাম, অনুজের সহিত এই আশ্রমে আগমন করিবেন।

৩১।৩২। আসিয়া যখন তোমার আশ্রয়শিলার উপর আপনার চরণ স্থাপন করিবেন তখন তুমি ধৃতপাপা হইবে। হইয়া শ্রীরামকে

পরিক্রমা নমস্কার আর স্তুতিগানে শাপ অন্ত হবে।
তখন আবার, পূর্ব্ববৎ মম, সেবা অধিকার পাবে ॥৩২॥
ইহা বলি মুনি তবে, যান হিমালয়ে, তপস্যার তরে।
সে অবধি রাম, অদৃশ্যা হইয়া, অহল্যা ডাকে তোমারে ॥৩৩॥
পদরজ-স্পর্শে, পবিত্র হইবে, এই সাধ রাখি মনে।
দুষ্কর তপস্যা, করে রঘুশ্রেষ্ঠ! আজও এই তপোবনে ॥৩৪॥
মুনি-ভার্য্যা অহল্যারে, পূত কর তুমি, ব্রহ্মার নন্দিনী।
অহল্যা দৃষ্টান্তে, কোটি জীবে নাম আশ্রয় করিবে জানি।৩৫॥
ইহা বলি মুনিশ্রেষ্ঠ, রাম হাতে ধরি, দেখান সেখানে।
উগ্র তপস্যায় স্থিত, অহল্যা পাষাণী পড়িয়া যেখানে ॥৩৬॥
শিলায় চরণ, স্পর্শ মাত্র তথা জাগে তপস্বিনী।
দেখি তারে রাম, করেন প্রণাম, "আমি রাম" মুখে বাণী ॥৩৭॥

৩৩। তদাদি তৎপ্রভৃতি। শুভে স্বাশ্রমে অদৃষ্টা আস্তে ইতি শেষঃ।

পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপাদ্বিমোক্ষসে।
পূর্ব্ববন্মম শুশ্রূষাং করিষ্যসি যথা সুখম্ ॥৩২॥
ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ প্রাগাৎ হিমবন্তং নগোত্তমম্।
তদাপ্রভৃত্যহল্যা ভূতানামদৃশ্যাস্বাশ্রমে শুভে। ৩৩॥
তব পাদরজঃস্পর্শ কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনম্।
আস্তেহদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো দুষ্করমাস্থিতা ॥৩৪॥
পাবয়স্ব মুনের্ভার্য্যামহল্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাম্।
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৫॥
দর্শয়ামাস চাহল্যামুগ্রেণ তপসাস্থিতাম্।
রামঃ শিলাং পদাস্পৃষ্ট্বা তাং চাপশ্যৎ তপোধনাম্ ॥৩৬॥
ননাম রাঘবোহহল্যাং রামোহমিতি চাব্রবীৎ ॥৩৭॥

ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে এবং স্তব স্তুতির পরে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং যথাসুখে পূর্ব্ববৎ আমার শুশ্রূষা করিতে পাইবে।

৩৩।৩৪। ইহা বলিয়া গৌতম ঋষি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন। সেই অবধি অহল্যা সর্ব্বভূতের দৃষ্টির অগোচরে এই শুভ আশ্রমে তোমার পাপনাশন পদরজ স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষায় আজও হে রঘুশ্রেষ্ঠ অতি দুষ্কর তপস্যা করিতেছেন। তুমি সেই ব্রহ্মার কন্যা এবং মুনির ভার্য্যাকে পবিত্র কর।

৩৫। ইহা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ রাঘবের হস্তে ধরিয়া যেখানে অহল্যা উগ্র তপশ্চরণ করিতেছেন সেই স্থানে আনয়ন করিলেন এবং সেই শিলা দেখাইয়া দিলেন।

৩৬। রামচন্দ্র আপন চরণ দ্বারা শিলা স্পর্শ করিবামাত্র সেই তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন এবং রাঘব আমি রাম এই বলিয়া অহল্যাকে প্রণাম করিলেন।

৩৭।৩৮। তৎপরে অহল্যা রঘুশ্রেষ্ঠকে দেখিতে লাগিলেন। কি

দেখয়ে অহল্যা নবজলধর, পরিধানে পীতাম্বর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, শোভে চারি হাতে, বেশ মনোহর ॥৩৮॥
ধনুর্বাণ ধরি, লক্ষ্মণের সনে পুনঃ দেখে রঘুমণি।
মুখে মৃদু হাসি, কমল নয়ন, বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্ছনি ॥৩৯॥
দশদিক আলো, দেহের জ্যোতিতে, মাণিক ঝলক হেন।
রাম আঁখি পরে নয়ন রাখিতে, হর্ষে চক্ষু ধরে টান।
গৌতম বচন স্মরিয়া অহল্যা জানে এই নারায়ণ ॥ ৪০ ॥
পূজয়ে অহল্যা যথাবিধি রামে পাদ্য অর্ঘ্য সাজাইয়া।
হর্ষ অশ্রুজল নেত্রান্তে ঝরিল, নমস্কারে লুটাইয়া ॥৪১॥
আবার উঠিয়া, আঁখিভরি দেখে, রাজীবলোচন রামে।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, গদ্‌গদ্ ভাষ, স্তব করে ভরা প্রাণে ॥৪২॥

৩৮। চতুর্ভুজমিতি। স্বস্য ভগবদবতারত্ব খ্যাপনায় মধ্যে মধ্যে চতুর্ভুজরূপং কৌশল্যামিব দর্শয়িত্বা পুনর্দ্বিভুজরূপেণৈব স্থিত ইত্যাহ। ধনুরিতি।

৪১। হর্ষজন্যং যদশ্রুরূপং জলং তদ্‌যুক্তেনেত্রান্তে যস্যাঃ সা।

৪২। গদ্‌গদয়ৈলত = গদ্‌গদয়ৈডয়ৎ ইতি বা পাঠঃ। ঐলত = অস্তৌষীৎ। ডলয়োরেকশ্রুতিত্বাৎ লকারোচ্চারণম্।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

উৎসব কি করিতেছে ?

এই ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া উৎসব কি করিতেছে ইহার একটু আলোচনা করা মন্দ কি ? ইহাতে লক্ষ্যটি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে থাকিবে। কি লেখক, কি পাঠক—লক্ষ্যটি যদি সর্ব্বদা ইঁহাদের সম্মুখে থাকে তবে জীবনের কার্য্যগুলি বড় উৎসাহের সহিত করা যাইতে পারে এই জন্য এই আলোচনা।

কালসঞ্চিত আবর্জ্জনায় প্রাচীন সত্যগুলি বহুদিন হইতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজ সমাজ নিজের মনগড়া কতকগুলি বিষয়কে উপাস্য নিশ্চয় করিয়া বহু বহু দলাদলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে ও সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে।

উৎসব কোন কিছু নূতন মতের সৃষ্টি করে নাই। পুরাতন সত্য যাহা তাহাই উৎসব বুঝিতে প্রয়াস পাইতেছে। প্রধানতঃ উৎসব যে সত্যগুলি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা এই।

(১) মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে—

(ক) পুরুষকে চরিত্রবান্ হইতে হইবে।

(খ) স্ত্রীলোককে সতীত্ব জাগাইতে হইবে।

(গ) মনকে একটিতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে অর্থাৎ মনের একাগ্রতা লাভ করিতে হইবে।

(ঘ) চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিতে হইবে।

চরিত্র, সতীত্ব, একাগ্রতা ও নিরোধ—ইহার প্রত্যেকটি ঈশ্বর বিশ্বাসী না হইলে হইবে না, এজন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে চাই—

(ঙ) ঈশ্বর-বিশ্বাস।

ঈশ্বর-বিশ্বাস—ঈশ্বরের গুণ, কর্ম্ম, রূপ এবং স্বরূপ শুনিতে হয় শেষে অনুভব করিয়াই ইহার পূর্ণতা লাভ হয়।

"(২) সাধ্য নির্ণয়—

(ক) চৈতন্যই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা।

(খ) অবতারকে জানিবার জন্য তাঁহার নাম, রূপ, গুণ এবং কর্ম্ম আলোচনা করা চাই। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার স্বরূপটি ধরিয়া ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বত্র সেই স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা উচিত।

(৩) সাধনা নির্ণয়—

(ক) কি বৈদিক, কি লৌকিক সকল কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছি মনে রাখিয়া কর্ম্ম করা চাই।

(খ) বর্ণাশ্রম-নির্দ্ধারিত কর্ম্মগুলি ঈশ্বর-প্রীতিকামে করা উচিত। কোন কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রাখা কর্ত্তব্য নহে।

(গ) কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি জন্মিবেই। ভক্তিমার্গের সাধনা (১) আমি তোমার, (২) তুমি আমার।

(ঘ) ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হইবেই। জ্ঞানমার্গের সাধনা "তুমি ও আমি" এক ইহার অপরোক্ষানুভূতি।

(ঙ) জ্ঞানেই মুক্তি। 'চিরতরে সংসার-নিবৃত্তিই মুক্তি। স্বরূপ-বিশ্রান্তিই মুক্তি। এই স্বরূপ-স্থিতি, অজ্ঞান বা অবিদ্যা নাশ না

করিলে হয় না। আমি দেহ এই বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়। আমি চিদাত্মা এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাম বিদ্যা। নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা সমকালে এই তত্ত্ব উৎসবে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ এই পাঁচটিই ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য আবশ্যক। প্রথমেই বিদ্মহে কর, পরে ধীমহি চলুক, শেষে বুঝিবে প্রচোদয়াৎ হইতেছে। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী ইহা হইতে পারিলে উচ্চ সাধক হওয়া গেল। ভক্তিমার্গের জাগ্রৎ অবস্থা হইতে ভাবনারাজ্যে গমন করিতে পারিলে ভক্তির রাজ্যে যাওয়া যায়। ভাবনারাজ্যে, নাম রূপাদি নিত্য। আমি তোমার এবং তুমি আমার—ইহা উৎসবে অনেকবার আলোচিত।

ভাবনারাজ্যের উপরে জ্ঞানের রাজ্য। জীব ও শিবের একত্বই জ্ঞান। আমি ও তুমি এক, শিবাত্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বহুবার উৎসবে আলোচিত।

জগৎ মিথ্যা এবং শিবতত্ত্বই আত্মতত্ত্ব ইহাই উচ্চসাধকের প্রতিক্ষণ স্মরণের বস্তু।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎসব চেষ্টা করিতেছেন—প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে এবং প্রতি ভাবনায় ঈশ্বরের দিকে চাহিতে অভ্যাস করা।

ধর্ম্মকে পুস্তকে বা কোশাকুশিতে আবদ্ধ না রাখিয়া ব্যক্তি, পরিবার সমাজ ও জাতি এবং প্রকৃতির সর্ব্বত্র ঈশ্বরের প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করা ও করান ইহাই উৎসবের মুখ্য কার্য্য।

তান্ত্রিকসন্ধ্যার ভাব।

(শাক্তপক্ষে)

১। আচমন, ২। তীর্থাবাহন, ৩। ষড়ঙ্গন্যাস, ৪। অভ্যুক্ষণ, ৫। অঘমর্ষণ, ৬। প্রথমে সূর্য্যকে পরে ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্যদান, ৭। গায়ত্রী ধ্যান, ৮। গায়ত্রী জপ ও জপ সমাপন, ৯। তর্পণ, ১০। প্রাণায়াম-করন্যাস-ষড়ঙ্গন্যাস, ১১। ইষ্টমন্ত্র জপ, ১২। জপ-সমাপন, ১৩। পুনঃ প্রাণায়াম-করন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস, ১৪। ইষ্ট-দেবতাকে এবং গুরুকে প্রণাম।

১। আচমন—সাপের সর্ব্বস্ব ধন মাথার মণি গোবর চাপা পড়িয়াছে, তাই না এই ভাবনা—আমি ক্ষুদ্র, আমার অস্তিত্ব অতি ক্ষণ-স্থায়ী, তাই না এই হা হুতাশ, এত আছাড় কাছাড়, সেই জন্যই না ভাবনা আমার মত অশুচি নাই। বাস্তবিক "এই দেহটা আমি" এ ধারণা যেখানে, সেখানে ত পদে পদে অশুচির শঙ্কা হবেই, দেহটা যে অশুচির আগার, চক্ষে পিচুটী, কাণে খোল, নাকে শ্লেষ্মা, জিহ্বায় লালা, গায়ে ঘাম, পেটে মলমূত্র, বিচার করিতে গেলেই বোঝা যায় কত পাপের ফলে জীবের দেহ ধারণা, পাপের ক্ষয়ের জন্য চাই সাধনা। সাধনায় এ পাপদেহ পুনরায় না হয় তারই চেষ্টা ; দেবতার ধ্যান করিতে বসিয়া এই দেহ লইয়া কেমনে তাঁর কাছে যাব এই ভাবনা হয়, কারণ অপবিত্র দেহ লইয়া ত আর দেবতার কাছে যাওয়া যায় না, না গেলেও নয় ; বৈরাগ্যবিচারে স্থির ক'রেছ অন্যত্র এ জ্বালা জুড়া-ইবার নয়, তাই দেহাতিরিক্ত অথচ দেহের মধ্যে কৌশলে অবস্থিত যে জীবাত্মা আছেন, প্রথমে মন্ত্রের প্রাণ-প্রণব উচ্চারণ করিয়া (আত্ম-তত্ত্বায় স্বাহা) বলিয়া সেই জীবাত্মাকে তর্পণ করিলে বুঝিবে, সিন্ধুর বিন্দু তোমার হৃদয়ে আস্বাদ পাইলে পরমপদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'ল। সিন্ধুর সহ বিন্দুর মিশিতে বড়ই সাধ, মধ্যে এক অবিদ্যার বাঁধ, এ বাঁধ ভাঙ্গিতে যিনি পারেন শাস্ত্র যাঁহাকে মহাবিদ্যা মহাশক্তি

উপাধিতে ভূষিত করেন, সিন্ধুর সহ বিন্দুকে যিনি মিশাইতে সক্ষম, দেখিবে সেই বাঁধের অন্তরালে জ্ঞানরূপিণী দয়াময়ী মা হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আনন্দে প্রাণ নেচে উঠিল, "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া তর্পণ করিলে সেই মাকে; আদরে আদরিণী মা তোমাকে কোলে লইয়া দেখাইলেন সেই পরমপদ, তাহা সাক্ষীরূপী শিবের মত পড়িয়া আছে। সেখানে জরা মরণ নাই, শোক তাপ নাই, জন্ম-মৃত্যু নাই, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই, সেখানে প্রবলের অত্যাচার দুর্ব্বলের উপর চলেনা, সে চির আনন্দময় স্থান সেখানে পৌছিলে হয় শোকের চির শান্তি। "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া সেই পরমপদকে তর্পণ করিলে। তোমার আচমনের মধ্যে যে গূঢ় উপদেশ নিহিত একবার স্থির হইয়া তাহা হৃদঙ্গম কর, বুঝিবে সন্ধ্যায় যে ভাব বিস্তৃত হইবে এক আচমনের মধ্যেই সেই সকল ভাবের বীজ বর্ত্তমান। সন্ধ্যা করিতে করিতে বুঝিবে, তুমি কে কোথা হ'তে আস, কোথা যাও শেষে, তোমার দেহ তুমি না দেহাতিরিক্ত একটা তুমি আছে, কোথায় জীবের জুড়াইবার স্থান, কে সে পথে জীবকে প্রেরণ করেন এই সবই না আছে? তোমার সন্ধ্যায়, ধ্যান করিতে করিতে ইহাই না বুঝিবে তুমি আচমনের গূঢ় উপদেশ ভাব বুঝিবে সকলের বীজ আচমন। আচমন তোমার কাণে ধরিয়া বলিয়া দিতেছে, দেহ তুমি নয়, দেহের মধ্যে সিন্ধুর যে বিন্দু আছে তাহাই তুমি তোমার সেই বিন্দু অবিদ্যা বাঁধের আড়ালে পড়িয়াছে তাই এত গোলমাল, জ্ঞানরূপিণী মা মিশায়ে দেন পরমপদে।

২। তীর্থাবাহন—স্বরূপ সন্ধান আচমনকালে হওয়ায় তোমার ক্ষুদ্রত্ব যেন দূর হইয়া, আসিয়াছে মহত্ব, তাই সামান্য পঞ্চপাত্রীর জলে "গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী সকলকে ডাকিলে; বলিলে এস মায়েরা, আমার এই জলে অধিষ্ঠান কর, তোমরা এলে তবে আমি এই জল তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিব। কত শত যুগ কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহাকে ভগীরথ ব্রহ্মপদ হইতে আনিয়াছেন, সেই ভাগীরথীকে এবং তাঁর সখীবৃন্দকে সামান্য জলে আহ্বান করি,

আমার কি সাধ্য ? তাঁর দোহাই দিতে পারিতেছি তাই ত আমার এত জোর। সামান্য পেয়াদা জমিদারের সিং দরজায় নোটীশ লট্‌কাইয়া দেয়. পেয়াদার জোর—ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিকরা পরোয়ানা। স্বামীর দোহাইতে ডাকিলে কি আর সতীগণ স্থির থাকিতে পারেন ? ভাল করিয়া দেখ তোমার জলে মায়েদের অধিষ্ঠান হইয়াছে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপিণী ত্রিকালময়ী মা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপে রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণে সৃষ্টিস্থিতি লয় করেন ইহা মনে করিয়া তিনবার বীজ উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে জলছিটা দাও। মায়ের শোণিতে তোমার জন্ম, মায়ের দেহে যেমন চতুর্দ্দশলোক বিদ্যমান সেইরূপ তোমার দেহেও অধোভাগে সপ্তলোক ও উর্দ্ধভাগে সপ্তলোক ভাবনা কর তোমার পদের অধোভাগে পাতাল, পদের অগ্রভাগে রসাতল, পদের গুল্‌ফে মহাতল, দুই জঙ্ঘা তলাতল, দুই জানু সুতল, দুই উরু বিতল ও অতল ভূলোক তোমার জঘন, ভুবর্লোক তোমার নাভি, স্বর্লোক তোমার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তোমার গ্রীবা, জনলোক তোমার বদন, তপলোক তোমার ললাট, সত্যলোক তোমার শিরঃদেশ। দেহের উর্দ্ধ-ভাগে সপ্তলোক ও অধঃভাগে সপ্তলোক আছে, ইহা স্মরণ করিয়া বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্ব স্ব মস্তকে সাতবার জল ছিটা দাও, মনে হবে সব যেন পবিত্র হইল। মহামায়ার আগমনে মহাষ্টমী দিনে সকলে যেমন সাজসজ্জা করিয়া থাকে, সকলের মুখে যেমন আনন্দ ফুটিয়া উঠে, সকলে যেমন পবিত্র হয়, সেইরূপ বোধ হইবে এই বিশ্বকে।

৩। ষড়ঙ্গন্যাস—হৃদয়ে চিন্তা, মস্তকে ধারণা, নেত্রে দর্শন, করে আবাহন প্রভৃতি করিবে, তাই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সকল স্থান দৃঢ় কর।

৪। অভ্যুক্ষণ—একমাত্র জুড়াইবার স্থান পরমপদ ইহা বুঝি-তেছ দাগা খাওয়া প্রাণটাও যাইতে ব্যস্ত, ইচ্ছা তার ছুটিয়া যায়, লৌহকে যেন চুম্বক আকর্ষণ করিতেছে। মায়ের কাছে জুড়াইতে

যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে, বেশ্যা যেমন বলে ওগো তাকি হয় আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়, সেইরূপ পাইতেছ পাপের বাধা। আস্বাদ পেয়েছ সুধার, তাই চাহিতেছ না আর পাপের দিকে। মাতৃস্তন্য দেখিয়া শিশু চুশীকাটি ত্যাগ করিয়া ছুটে—তোমার প্রাণ ছুটিয়াছে, বহু জন্ম তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে ছিল সে পাপের প্রভাবও নিতান্ত অল্প নহে, তোমার দেহ অধিকার ক'রে সে বহু কাল আছে, তাই প্রথমে শিববীজ,বায়ুবীজ বরুণবীজ, পৃথ্বীবীজ ও বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা মস্তকে জলের ছিটা দিলে—তাহাকে যেন বলিলে দেহে পদ্মে পদ্মে শক্তিসহ দেবগণ বিরাজমান—আমার চোখের ঠুলি খুলেছে, তাঁদের দেহমাঝে পদ্মোপরি দেখিতেছি আর তোমাব স্থান আমার দেহে হইতে পারে না; একই স্থানে সত্য-মিথ্যা, আলোক-অন্ধকার থাকিতে পারে না, তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য, পাপকে প্রাণের ভয় দেখাইলে তবু ভবী ভোলবার নহে; এখনও তোমায় জড়াইযা থাকিতে চায়। সাধ ছিল আজ হিংসা না করা—কথায় যখন চিঁড়ে ভিজিল না তখন তুমি অন্যরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে।

৮। অঘমর্ষণ—অঘ (পাপ) মর্ষণ (বিনাশন)। মাতৃনাম তোমার ভরসা, জলে তোমার পতিতপাবনী, হৃদয়ে কি আর কেহ পাপের লীলাভূমি রাখে? তুমি তোমার জল বাম নাসায আকর্ষণ করিলে। বাম কুক্ষিতে পাপের স্থান; সেই কুক্ষি ধৌত করিয়া দক্ষিণ নাসায় জলত্যাগ করিয়া দেখিলে, সে তেজোময় জল আর নাই, হুকার নলিচা ধোয়া জলের মত সে জলের বর্ণ মলিন হইয়াছে; সেই জলের মধ্যে দেখিলে এক পাপপুরুষ। ব্রহ্মহত্যা ইহার মস্তক, স্বর্ণচুরী এর হস্তদ্বয়, হৃদয় এর মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন এর কটিদ্বয়, গুরুদারগমনে উদ্যুক্ত এর পাদদ্বয়, অপরাপর পাপ এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপপাতক ইহার রোমরাজি। এ পাপ পুরুষের শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, সতত মদিরা পান করায় লোহিত বর্ণ এর নয়ন, ক্রোধই এর স্বভাব; হাতে ঢাল তরওয়াল, কৃষ্ণবর্ণ এ পুরুষ অতি দুর্দ্দান্ত—এ বিষ যাহাকে আশ্রয় করে তাহাকেই

জর জর করে, বহু যোনি ভ্রমণ করায়। বহু কষ্ট পেয়েছ তুমি এরই প্ররোচনায়, তোমার সকল কষ্টের মূলীভূত কারণ এই পাপ পুরুষ, আজ বড় ধরা পড়েছে, তোমার রাগও এর উপর অত্যন্ত; তাই কল্পিত বজ্রশিলাতে ইহাকে আছাড় মারিলে, তোমার আছাড়ে পাপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, এখন তুমি অনন্ত শক্তিশালী—তোমার কাছে পাপের পরাজয় হইল। একবার স্মরণ কর তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুঃরাততং হৃদয় তোমার শান্ত হবে।

৬। প্রথমে সূর্য্যকে পরে গায়ত্রীকে অর্ঘ্যদান—ঘাটে বড় বড় জাহাজ লাগে না, থাকে মাঝ গাঙে। ছোট ছোট ডিঙ্গি করে সেই জাহাজে যেতে হয়। সূর্য্য ডিঙ্গি এবং গায়ত্রী জাহাজ। প্রথমে দ্বারবান্‌কে সন্তুষ্ট করিলে পরে রাজার দর্শন মিলে। সূর্য্য দ্বারবান্ গায়ত্রী মহারাণী; তাই প্রথমে সূর্য্যকে অর্ঘ্যদিয়া পরে সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রীকে জলাত্মক অর্ঘ্য দাও সর্ব্বেশ্বরকে খুদ দিয়াই বিদুরের তৃপ্তি।

৭। গায়ত্রী ধ্যান—(ক) অরুণোদয়ে সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছ, এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এখনও দু একটী তারকা আকাশগায়ে টিপ্ টিপ্ করিতেছে, পূর্ব্বভাগে অরুণ রাগ; দু একটি পাখী মধুর শব্দ করিতে করিতে অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইতেছে প্রকৃতির এ বাল্য-ভাব। গত রাত্রে যখন নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান হইয়াছিলে কে জানিত। পুনঃ জাগিবে কি না? জাগিয়াছ যেন মৃত্যুর পর পুনঃ জন্ম হইয়াছে ইন্দ্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে। হে সাধক! তোমারও যেন বাল্যভাব, কালপাত্র উভয়ে বাল্যভাবে অনিবিষ্ট। এ সময়ে সৃষ্টির আরম্ভকালে দেবী যে ব্রাহ্মী মূর্ত্তিতে সৃজন করিয়াছেন উদয়-কালীন সূর্য্যসমপ্রভা জপাক্ষমালাধারিণী কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মপরিধানা সৃষ্টিস্থিতি-লয়কারিণী ত্রিগুণময়ী মায়ের সেই ব্রাহ্মী মূর্ত্তি তারকিত আকাশে ধ্যান কর ধ্যাতা ধ্যেয় ও কালের সমন্বয় হউক।

(খ) বহুপূর্ব্বে প্রভাত হইয়াছে, প্রকৃতির আর এখন বাল্যভাব নাই। দেখ মধ্যাহ্নগগনে বসিয়া সূর্য্য প্রখর কিরণ দান করিতেছেন,

কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া সকলেই এখন দৌড়ছাঁপ করিতেছে প্রকৃতির এ যেন পূর্ণ যুবতীমূর্ত্তি।

জাগ্রৎকালে তোমার যে বাল্যভাব ছিল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তাহা বহুক্ষণ দূর হইয়াছে, এখন কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া তুমি কর্ম্মীর মত কর্ম্ম করিতেছ। কালগত, হে সাধক! তোমার এখন যৌবনকাল।

প্রতি জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এখন যাহা যাহা করিতেছেন সবই স্থষ্টিরক্ষার নিমিত্ত, তাই বলি এ সময় স্থষ্টিস্থিতিলয়কারিণী ত্রিগুণ-ময়ী মায়ের সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী শ্যামবর্ণা স্থিতিকারিণী বৈষ্ণবী মূর্ত্তি সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যান কর।

(গ) সূর্য্যের সে প্রতাপ আর নাই, পশ্চিম গগনে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, পক্ষিগণ একে একে আবাস নীড়ক্রোড়ে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছে, ক্রমে ক্রমে তমোময়ী রাত্রি আসিতেছে। প্রকৃতির এ ভাব বার্দ্ধক্যব্যঞ্জক। তুমি সারাদিন কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত, তোমার শরীর আর যেন বহিতেছে না, চাহিতেছ তুমি এখন নিদ্রা; এ নিদ্রা যে তোমার ও জগতের চিরনিদ্রা হইবে না তাই বা কে বলিতে পারে? তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয় অবশ হইয়া আসিতেছে, তোমারও যেন সেই সর্ব্ব-ধ্বংসী বার্দ্ধক্য উপস্থিত।

দিন গেল সূর্য্য ডুবিল এ জগতও ঘোর তামসাচ্ছন্ন হইতেছে প্রলয় যেন আগতপ্রায়। এ সময়, হে সাধক! ধ্যাতা, ধ্যেয় ও কালের সমন্বয় করিয়া বরদাত্রী শুভ্রবর্ণা শুভ্রবসন-পরিধানা বৃষাসনে উপবিষ্টা ত্রিনেত্রা পাশশূলনৃকপালধারিণী মাহেশ্বরীরূপে স্থষ্টিস্থিতিলয়কারিণী ত্রিগুণময়ী মাকে ধ্যান কর।

৮। গায়ত্রী জপ ও জপ সমাপন—প্রথমে প্রকৃতির দিকে চাহিয়া পরে নিজের দিকে চাও, প্রকৃতিকে নিজের সঙ্গে মিশায়ে লও, তৎপরে নিজেকে মায়ের সঙ্গে মিশায়ে দাও, খেল্‌না লইয়া খোকা মায়ের কোলে উঠুক, ওগো বড় সুখ তাহাতে, প্রথমে বিস্ময়ে

পরে ধীমহি অবশেষে প্রচোদয়াৎ প্রথমে স্বরূপজ্ঞান, পরে ধ্যান, অবশেষে প্রার্থনা, এইরূপে তোমার গায়ত্রী জপ চলুক, মাতৃক্রোড়ে শুইয়া মাতৃস্তন্য পান করিবার সময় শিশুর যে সুখ সে সুখ অনুভব হইবে, এইরূপে জপ করিতে করিতে। পেট ঠাণ্ডা হইলে আবার খেল্না লইয়া বালক যেমন খেলিবার জন্য মার কোল হইতে নামে, জপ করিয়া গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রীকে জপ সমর্পণ করিয়া, আপনাকে মাতৃভাবে বিভোর করিয়া আপনি প্রকৃতিতে মিশ, কখনও লুকান, কখনও দৌড়ান, খেলা ত এইরূপেই হয়।

৯। তর্পণ—বড় তৃপ্তিলাভ করেছ তাই সকলকে তৃপ্ত করিতে বাসনা জাগিল; দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ মনুষ্যগণকে গুরুমন্ত্র পরাপরগুরু পরমেষ্ঠি গুরুকে তর্পণ করিলে, স্বীয় ইষ্টদেবতাকে তিন অঞ্জলি জল দিলে মনে বড় আনন্দ। ভাবিতেছ মা তুমি কখনও মাতৃ-আদর পাও নাই কেমনে বুঝিবে মা মাতৃ-আদরে সন্তানের কত সুখ—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপিণী ত্রিকালময়ী মাকে তিন অঞ্জলি জল দিলে।

১০। প্রাণায়াম—প্রাণায়াম অর্থে বায়ুর সংযম, যার শ্বাস প্রশ্বাস অধিক পড়ে তার তত চিত্ত চঞ্চল। প্রাণায়ামে চিত্ত শান্ত হয়, জলের কাঁপুনি থামিলে তাতে চন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, চিত্ত শান্ত হইলে তবে মাকে হৃদয়ে ধারণা করা যায়, তাই প্রাণায়াম। মায়ের কাছে যেতে খুবই অল্প সময় লাগে, মার কাছে থাকিতেও অনেক ক্ষণ পারা যায়, আসিবার সময় এক এক পা ফেলে এক একবার মার মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা করে, তাই যেখানে ৪ জপে যাওয়া ১৬ জপে স্থিতি সেখানে ৮.জপে বাহির। পূরকের সময় সৃষ্টিকারিণী ব্রাহ্মীরূপে, কুম্ভকে স্থিতিকারিণী বৈষ্ণবীরূপে ও রেচকের সময় লয়কারিণী মাহেশ্বরীরূপে মাকে ধ্যান করিতে হয়। মা রজঃগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি ও তমোগুণে লয় করেন এ ভাবনা ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকালে ত্রিকালময়ী মা মাত্র থাকেন এ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহার কৌশলে ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজে মহান্ বৃক্ষের শক্তি লুক্কাইত,সেই আধারভূতা

মা তোমার আমার দেহমধ্যে আছেন। নাভিপদ্মে ব্রাহ্মীরূপে, হৃদয়ে বৈষ্ণবীরূপে, দ্বিদলপদ্মে মাহেশ্বরীরূপে—তিন কোটায় ত্রিকালময়ী মা বসে ত্রিনেত্রে ত্রিজগতের ত্রিকাল দেখিতেছেন।

ভূমধ্যধিপতির কাছে নজর না লইয়া কেহ যায় না, নামের নজর লইয়া সর্ব্বেশ্বরীর কাছে ধীরে ধীরে যাও, স্থির হ'য়ে থাক, সে মুখের দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাহিরে এস। একবার দেখে কি প্রাণ শীতল হয় বার বার তিনবার দেখ, ত্রিতাপ জ্বালা ঘুচে যাবে। বুঝিবে কি ধনে ধনী তুমি, ফল পাবে এ মানবজমিতে ফসল করায়। যে করে মাতৃনাম জপের সংখ্যা রাখিবে, বীজমন্ত্রে সে কর দৃঢ় কর, কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিবার কথা যদি থাকে বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিয়া পুনঃপুনঃ তত্ত্বাবধান কর, একটু কোন আবর্জ্জনা দেখিলেই তাহা দূর করিয়া দাও। মাকে হৃদয় আসনে বসাইবে বহুপূর্ব্বে অঙ্গন্যাস করিয়াছিলে আর একবার তাহা কর। অঘটনঘটনপটীয়সীর কৃপায় সবই সম্ভবে। মূক বাচাল, পাষাণে প্রেমের সঞ্চার হয়, সিন্ধুকে বিন্দু হৃদয়ে ধরিবে।

১১। ইষ্টমন্ত্র জপ—গুরু-মন্ত্র-দেবতা এক করিয়া, নাম-রূপ-কর্ম্ম-গুণ-স্বরূপ সমকালে চিন্তা করিতে করিতে, হৃদয় আসনে মাকে বসাইয়া মায়ের নাম জপ কর, যদিও মা পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বটে, তথাপি তুমি গুরুমুখে যে সাঙ্কেতিক নাম পাইয়াছ সেই বীজমন্ত্র জপ কর। বীজে যেমন অনন্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে—সুক্ষেত্রে রোপণ করিয়া নিয়মিত শীতল বারি সিঞ্চন করিলে তাহা যেমন ক্রমশঃ মহান্ হইতে মহত্তর মহত্তম হয়, এই নামবীজও তাই। ইহা হইতেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" হয়, মাকে বল, মা তোমার সব মা, আমি তোমার, না মা তুমি মা আমার, মাগো তোমার আমার সব। মা তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি মহাবিদ্যা, তুমি কুমারী, তুমি যুবতী, তুমি বৃদ্ধা, তুমি পুরুষ তুমি স্ত্রী; আমরা আছি জগতে, মা তোমাতে আছে জগৎ, সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি মা তুমি, সুখদুঃখ তুমি, গুরু তুমি, মন্ত্র তুমি, আমি তুমি মা জগতের

তোমায় তুমি, তুমি বিন্দুকে মা সিন্ধুসহ মিশায়ে দে মা, এ অবিদ্যা-বাঁধ ভেঙ্গে যাক্, তরঙ্গ সমুদ্রে লয় লউক সূর্য্যে কিরণ মিশে যাউক—খেলা শেষ কর মা।

১২। জপ সমাপন—আদরে আদরিণী মাকে হৃদে রেখে জপ সমাপন কর, নীল কাচের চশমা চোখে থাকিলে জগৎটকে নীল বলিয়া বোধ হয়, মাকে হৃদয়ে রেখে জগতের আধারভূতা মা, জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, জগন্ময়ীর নামজপ করিতে করিতে জগৎটাকে মাতৃ-মূর্ত্তিতে দেখিতে অভ্যাস কর। ক্ষুদ্র মহান্, বিন্দু সিন্ধু হ'য়ে যাবে, যত দিন জগৎকে জগন্ময়ী বলে জ্ঞান না হবে তত দিন সন্ধ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া জানিবে। সাধনা করা আমাদের কর্ত্তব্য, সাধনার জন্য মানবদেহ। চরমসুখ সাধনায়।

১৩। পুনঃ প্রাণায়াম—করন্যাস, অঙ্গন্যাস জগতের সঙ্গে এ জড় দেহ মিলিতে পারে না, মিশাতে হবে সূক্ষ্ম আমিত্বটী, আমিত্বটী মায়ে মিশাইলেই জগন্ময়ীর দেহে জগৎ দেখিতে পাইবে, সেই জন্যই সাধনা, তাই পুনঃ প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস কর।

১৪। ইষ্টদেবতাকে ও গুরুকে প্রণাম—যিনি শরণাগতপালিনী, যিনি সর্ব্বমঙ্গলের আস্পদ, যিনি শান্তিময়ী, যাঁহার কৃপায় সকল অর্থসিদ্ধি হয়, সেই মাকে এবং যিনি ঐ মাকে দেখাইয়া দিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম কর। শান্তিময়ীর কৃপায় চিবশান্তি লাভ হবে।

৩।১৫।২৫

ভট্টপল্লী—শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

প্রাতে-সন্ধ্যা।

সুষমা তোমার মহিমা-কিরণে দিয়েছে জগতে বিলায়ে,
ভুবনমোহন রূপের মাধুরী খসিয়া পড়েছে এলায়ে।
কোমল গালিচা পাতি নব ঘাসে সুরভিত বাসে ভরিয়া,
উজাড়িয়া ডালি কে দিয়েছে ঢালি সেফালি কুসুমে ছাইয়া।
শরৎশুভ্র নবনী ঘনে পুলক কোমল গগনতল,
দীপ্ত বিশাল নেত্রে অসীম করুণা পুলকিছে ছল ছল।
দেখিছি তোমার মধুর হাসিটি উষার রক্তিম অধরে,
চূর্ণ কুন্তল দাম ললাটে বিকীর্ণ খেলিছে পুলকভরে।
স্বর্ণ উত্তরী অঙ্গ হতে অলসে লুটাল চরণ চুমিয়ে,
ত্রিদিবের সুধা সঞ্চারিলে প্রাণে তৃষিত অধর ভরিয়ে।
ক্ষণিক তৃপ্তির হাসিটি ফুটায়ে যেওনা অমন ছলিয়ে,
ওগো! এ দীন চিত্ত নূতন ব্যাথায় দিওনাগো পুনঃ ভরিয়ে,
চরণ অলক্ত আভা স্নেহরাগে পরশি ললাট রঞ্জিয়ে।
আমি যে তোমারি আমার বলিয়ে যাবে কি আবার ফেলিয়ে॥

২৫।৭

মহাপাঠে মহাষ্টমী-সুন্দর কি?

আজ মহাষ্টমী ১৩২৫ সাল ২৬ আশ্বিন রবিবার। কামাখ্যা মহাপীঠে সপ্তমীতে প্রণাম-পুষ্পাঞ্জলি-মাল্য দিয়া পূজা করা হইল। ইচ্ছা কর চাই না কর, আগুণে হাত দিলে প্রায়শঃ হাত পুড়ে। কাল-মাহাত্ম্যে তীর্থের প্রভাব সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কেবল করেনা তাহারা, যাহারা তুরপনেয় অবিশ্বাসের ছোপ বেশ করিয়া মনে মাখিয়া রাখে। আগুনেও হাত পুড়ে না যদি তেমন তেমন ছোপ দেওয়া থাকে। আর প্রহ্লাদের মত ভগবতবিশ্বাসের বর্ম্ম পরা থাকি-

লেও অগ্নি দগ্ধ করেন না। অথবা মহাবীরের সাধনায় মহাবীরের মত কতকটাও যদি কেহ হইতে পারেন তিনি অগ্নি দিয়া সব পুড়াইয়া ফেলিতে পারেন কিন্তু নিজে দগ্ধ হন না।

বলিতেছিলাম কালমাহাত্ম্যে তীর্থের প্রভাব সাধারণ বিশ্বাসীর হৃদয়েও আঘাত করে—কি যেন কি খুলিয়া দেয়—হৃদয়ের দরজা খোলা হইলে তবে সেই সুন্দরকে ভাবে ছোঁওয়া যায়। বলিতেছিলাম সুন্দর কি? উত্তর মিলিল ভাবই সুন্দর। যাহা সুন্দর তাহা কখন পুরাতন হয় না। সব জিনিষ পুরাতন হইয়া যায়, ভাব জিনিষটি কিন্তু কখন পুরাতন হয় না। ভাব চিরসুন্দর।

কাল সপ্তমী গেল। মহাপীঠ স্পর্শনে প্রাণ যেন কিসে ভরিত হইল। ঠিক করিয়া ধরা গেল না প্রাণ কিসে ভরিত, শুধু দেখা গেল আপনা হইতে প্রাণে ছন্দ আসিয়াছে। শতবার মনে হইল—তুমিই কি ইহা করিয়াছ?

সপ্তমীর রাত্রি শেষ প্রহরে আসিতেছে। শেষ রাত্রের শয্যাকৃত্য করিতে না করিতেই প্রাণ নাচিয়া উঠিতেছে। করণীয় করা হইল। এখন প্রভাত হইতেছে।

পর্ব্বতস্থ বনভূমির ঝিল্লীঝঙ্কার ভঙ্গ করিয়া পাখী গাইয়া উঠিল "কৃষ্ণ গোপী ভজোও"। আবার আবার ঐ "কৃষ্ণ গোপা ভজোও" এই মধুর নিনাদে ভরিত হৃদয় কোন্ আনন্দঝরির দিকে ফিরিল তাহা কি করিয়া বলা যাইবে? পাখীর ডাক অন্য সময়ে কি এত ভাল লাগে? অন্য সকলেরও কি এত ভাল লাগে? লাগে না। এই পাখীর এই ডাক অন্য কোথাও ত শুনি নাই। চক্ষে দেখিলাম না,ডাক শুনিলাম। হৃদয়ের দরওয়াজা খোলা হইলে যখন সেই সুন্দরের মহিমা ছাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষ ছাইয়া ফেলে তখন সবই মধুর হইয়া যায়। কখনও যাহা অনুভব করা যায় না তাহা নূতন ভাবে অনুভূত হয়। "কৃষ্ণ গোপা ভজোও" আহা এই অতিমধুর ঝঙ্কার, উন্মুক্ত হৃদয়-দরজা পার হইয়া অতি নিভৃত হৃদয়মন্দিরের ত্রিতন্ত্রীতে এমন ভাবে এমন

ভাবের ঝঙ্কার তুলিল—"কৃষ্ণ গোপী ভজোও"—পাখীর এই সুর—হৃদয়বীণার সুরে এমন ভাবে সুর মিশাইল—যাহা বলিতে গিয়াও বলা হইল না—শুধু আপনার ভাবে আপনি বলা হইল—কি সুন্দর! কি সুন্দর! বলিতে বলিতে বলা থামিয়া গেল। ভিতরে বাহিরে সেই এক যেন আবরণ খুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহা মায়ের পাঠ স্থান। মা এখানে বুঝি আপনি গায়, আপনি নাচে, আপনি তাল দেয়। আর যদি কারেও শুনায় সেও বুঝি আপনি আপনার মধ্যে ঢুকিয়া আপনি আপনাকে দেখে দেখায়, শুনে শুনায়। এ সব কথা ত বলা যায় না—বলিবার চেষ্টা সেটা বুঝি বিড়ম্বনা।

"কৃষ্ণ গোপী ভজোও" যেমন থামিল অমনি জয়ঘণ্টা অনাহত ধ্বনি ছাড়িল। এই কামাখ্যা পর্ব্বতেই এই জয়ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। আর কোন পর্ব্বতে ত ইহা শুনি নাই। এবারে প্রথম যে দিন আসি, সে দিন জয়ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আমাদের সকলের মনে হইয়াছিল কে বুঝি পূজা করিতেছে আর ঘণ্টাধ্বনি করিতেছে। সন্ধ্যা-ললিতা-কান্তার প্রাতর্মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া ভোজনান্তে যখন অরুন্ধতী দর্শনে গিয়াছিলাম তখনও সেখানে, যেখানে সেখানে এই জয়ঘণ্টা শুনিয়াছিলাম। শেষে জানিলাম জয়ঘণ্টা এক প্রকার কীট। কি জানি এই কীটের মধ্যে ঢুকিয়া কে বুঝি এই অনাহত নাদধ্বনি এই পর্ব্বতেই তুলে। এখানকার পর্ব্বত বৃক্ষ—ইঁহারা পর্ব্বত বৃক্ষই নহেন ইঁহারা আরও কিছু। বুঝি সর্ব্বত্রই সেই একেরই পূজা—সেই একেরই ধ্যান হয়। আমরা ধরিয়াও ধরিতে পারি না কে কার পূজা করে—কে কার ধ্যানে মগ্ন।

শয্যাত্যাগের পরে বাহিরে আসিতেছি। যাইব সেই ঝরণায়। ঝরণায় নামিবার সর্ব্বোচ্চ প্রস্তর খণ্ডের উপরে দাঁড়াইয়াছি। পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ খোলা। উপরে নীল আকাশ আর নীচে নীল পর্ব্বতমালা। পর্ব্বতমালা এই প্রথম প্রভাতে গাঢ় নীলবর্ণ—আকাশও তত নীল নহে। পর্ব্বত ও আকাশের মধ্যস্থান প্রভাতের আলোকে রজত শুভ্র

আকার ধারণ করিয়াছে। এমন সুন্দর আর কখন কি দেখিয়াছি ? মনে ত হয় না আর কোথাও এই দৃশ্য ফুটিয়াছিল। ফুটিতে বুঝি পারে না। এখানকার গিরি, নভ সর্ব্বদাই যাঁর পূজা করিতেছে—ইহারা যাঁর ধ্যানে মগ্ন তেমনটি আর কোথায় আছে ? এখানকার গিরি নভ, বৃক্ষ, পাখী কি যেন কি ধরাইয়া দিয়াও আত্মগোপন করে—এমন আর কোথাও ত দেখা যায় না।

শুনা যায় এখানকার প্রথম পূজকের কাছে মা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন—পূজার সময় মা আপনি আসিয়া নৃত্য করিতেন পূজারি লুব্ধ লইয়া কুচবিহারের দ্বিতীয় রাজা নর-নারায়ণকে মায়ের নৃত্য দেখাইয়াছিল। আর চিত্তে কৃপা, সমরনিষ্ঠ রতা—ইহা ত মায়ের পিতৃপৈতামহিক ধর্ম্ম। নতুবা বলিটা কি ? যাক্ মায়ের চক্ষুতে চক্ষু পড়িবামাত্র জগদম্বা পূজারীর মস্তক স্বহস্তে ছিন্ন করেন—রাজাকে অভিসম্পাত করেন—আর তাঁহার পূজাকালীন নৃত্যও ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যায়। সে নৃত্য আর কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু স্বভাব কি যায় ? সে নৃত্য বুঝি মা প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া অতি গোপনে এখনও করিতেছেন। সে নৃত্য বুঝি মানুষে আর দেখেনা—দেখে এখনকার পর্ব্বত বৃক্ষরূপী দেবতাবৃন্দ। আর যখন ইনি যার সেই মনোভব গুহার দ্বার একটু খুলিয়া দেন সেও বুঝি কেমন কেমন হইয়া দেখে।

তুমি সেই উন্মুক্ত মনোভব গুহায় রক্তপাষাণরূপী ত্রিকোণে প্রবেশ কর। প্রথমেই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাবৃন্দকে কামক্রোধ লোভাসুর প্রপীড়িত দেহ ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাবৃন্দকে ডাকিয়া একত্র করিয়া মহাব্যাহৃতি রূপিণী পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া আছেন ভাবনা করিয়া করিয়া সন্ধ্যা কর—করিয়া পূজা কর—আর জয়ঘণ্টার শব্দ কর—করিতে করিতে ভাবনা কর তোমার দেবতা মনোভব গুহায় নৃত্য করিতেছেন—করিয়া দেখ—দেখনা মায়ের নৃত্যের তালে তালে হৃদয় নাচিয়া উঠে কি না ? দেখনা ভাব আসে কি না ? ভাব যদি আইসে সে সৌভাগ্য যদি জাগে তবে বুঝিবে সুন্দর কে ?

"মনোভব গুহা মধ্যে রক্তপাষণরূপিণী" ইঁহাকে ভাবশূন্য হইয়া স্পর্শ করিলে কিছু কি হয় ? ভাবশূন্য স্পর্শে যে কিছু হয় না তাহা ত বেশ দেখি। এতবার ত আসিলে—কতবার স্পর্শও ত করিলে কিন্তু যাহা ছিলে তাহার কি পরিবর্ত্তন ঘটিল ? হাঁ কি না, তাহা আপনিই বিচার কর। বুঝি কোটিকল্প এই ভাবে স্পর্শ করিয়া থাকিলেও বেশী কিছু হয় না। সরিদ্বরা গঙ্গায় যে ভেক, কচ্ছপ ডুবিয়া থাকে তাহারা যদি জীবন্মুক্ত হইয়া "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" হইত, তাহা হইলে ত ভাবনা ছিল না।

জগন্মাতার অঙ্গ ছিন্ন হইয়া যেখানে যেখানে পড়িল, সেই খানে সেই খানে মহাপীঠ হইল। কামাখ্যা আবার বিশেষভাবে মহাপীঠ। দেহটা ত জড়। জড়দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যেখানে পড়িল, সেখানে চৈতন্যরূপিণীর প্রকাশ কিরূপে হইবে ?

তোমার আমার জড়দেহ চৈতন্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে কিন্তু চৈতন্যময়ার চৈতন্য, জড়দেহ মধ্যে আবদ্ধ নহে বরং জড়দেহকে ইহাই আপনার মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া আপন চৈতন্য মধ্যে যেন ডুবাইয়া রাখে। চৈতন্যের খণ্ড ত কোনকালে হয় না। তবে খণ্ড জড়দেহ অবলম্বন করিয়াই পূর্ণ চৈতন্যরূপিণী ভাসিয়া থাকেন। কখন কি রক্ত-পাষাণরূপিণীকে স্পর্শ করিয়া ভাবিয়াছ—সেই চিন্ময়ী কে? সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী কে ? বল, ইহা যদি ভাবনা না কর, তবে তাঁহার জীবন্ত সত্তা কিরূপে মনে ভাসিবে ? পাষাণকে চৈতন্যরূপিণী না ভাবিয়া, শুধু পাষাণ দেখিয়া আসিলে কতটুকু কি হইবে বল ? ঐ যে পাষাণ ছুঁইয়া ছুঁইয়া মনে হয় কার যেন অলক্তরঞ্জিত চরণকমল ঐ মনোভব গুহার উপরে ভাসিল—চৈতন্যরূপিণীকে ভাবিতে পারিলে ইহা কেন আসিবে না বল ? আহা ! তোমার চেষ্টা তুমি কর—তাঁর কার্য্য তিনি করিবেনই, ভাব আনিয়া দিতে তিনিই আছেন। ভাব আসিলেই দেখিবে সে বড় সুন্দর, সে কত সুন্দরী। জগৎরূপী সেই। জগদাকার ধারণ করিয়া সেই দাঁড়াইয়া আছে। সেই আবার মন্দিরে

মন্দিরে কত কোটি কোটি মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছে। একা সেই সব সাজিয়াছে, সব করিতেছে। আপনি আপনি একা। একাই বহু-হইয়া,বহু সাজিয়া আপনার সঙ্গে আপনি এই বিচিত্র খেলা তুলিয়াছে। যে সুন্দর তার সব খেলাই সুন্দর যদি কেহ দেখিতে শিখে। এস এস সেই সুন্দরকে ভাবিয়া সব সুন্দর দেখি। ইতি।

মধ্যাহ্নে ললিতা।

শীতের তপ্ত মধ্যাহ্ন বায়ে অলস দেহে মাখায়ে,
বকুলশাখে ডাকিছে ঘুঘু করুণস্বরে মাতায়ে।
ওগো! কে তুমি এলে শ্রান্তদেহে অন্নরাশি মিলায়ে,
কাজল কালো আঁখির আলো দিতেছে স্নেহ ছড়ায়ে!
অলকাবলি পড়েছে লুটি দীরঘ বেণা এলায়ে,
শ্যামল স্নিগ্ধ রূপের রাণী কে তুমি বল দাঁড়ায়ে!
দীপ্তরশ্মি তৃপ্তমুখে করিছে ক্রীড়া পুলকভরে,
রেখেছ বাঁধি হাসির রাশি সোহাগমধু অধরে।
নীলাজনীলে আকাশ ঢালা কানন ছাহি' থমকি,
নীরব নিথর তরুলতা রয়েছে যেন অপেখি'।
'তোমারি আমি' 'আমারি সে' পেয়েছি সাড়া পরাণময়,
এসেছ যদি যেয়োনা ফেলি নিভৃতে সারি পরিচয়।

২৫।৭

মহাপীঠে মহানবমী এবং বিজয়া।

(১)

সোমবার—মহানবমী। ১৩২৫ সাল ২৭শে আশ্বিন। যাহা চক্ষে দেখিলাম, তাহা আর কখন দেখি নাই। আবার চিত্তে যে ভাবনা জাগাইলে তাহাও আর কখন জাগে নাই। "কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি নমোহস্তু তে" এই কি তাই ?

সমস্ত দিন ধরিয়া কি করা হইল, পরে বলিব—যদি সময় পাই। কিন্তু শেষ কথাই আগে বলা ভাল।

তোমার স্থানে তুমি আনিয়াছ। কতবারই মনে হইল মা এমন একটু কিছু কর যাহাতে তোমার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা একটু পাকা হইয়া যায়। আহা! যাহা দেখাইলে—যাহা জাগাইলে তাহা কি কামেশ্বরি! তোমার নামের সার্থকতা জন্য ? কিন্তু অধম জনের কামনাও কি তুমি কতক কতক পূর্ণ কর ?

আহারাদি শেষ হইতে প্রায় সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। বাহিরে আচমন জন্য আসিয়াছি আর দেখিতেছি সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন।

নীচে ব্রহ্মপুত্র আর উপরে পর্ব্বত। ভগবান্ মরীচিমালী পর্ব্বতের পশ্চাতে অবতরণ করিতেছেন। নীল পর্ব্বতের উপরে নীল মেঘ। সূর্য্যদেবের শেষ কলা তখনও দেখা যাইতেছে। গলিত সুবর্ণ চারিধারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি আচমনাদি শেষ করিযা সূর্য্যাস্ত দেখিতেছি। আহা! কি সুন্দর! এমন ত কখন দেখি নাই। কালমেঘের প্রান্তভাগ স্থির সৌদামিনী মণ্ডিত।

কি সুন্দর স্থির বিদ্যুচ্ছটা মেঘপ্রান্ত মণ্ডিত করিয়া পর্ব্বতের উপরে জ্বলিতেছে। কত উজ্জ্বল। কত মনোহর! মধ্যেদেশে সূর্য্য ডুবিতেছেন, দুই পাশের কালমেঘ স্থির তড়িৎ মণ্ডিত। তেমন বর্ণ বুঝি আর কোথাও দেখি নাই। ধ্যানে বুঝি এই বর্ণই ভাবনা করিতে হয়। সব ভুলিয়া দেখিতে দেখিতে দাঁড়াইয়া আছি। আশ্রমের আর আর

সকলে দেখিতে আসিয়াছেন। আশ্রম-স্বামী বলিতেছেন এমনটি আর দেখি নাই। মহানবমীতে মায়ের প্রতিমা! এ কথা ভাবিতে পারি নাই। স্বামীজীর মুখ দিয়া ইহাই তুমি ধরাইয়া দিলে। আবার ভুলিয়া গিয়াছিলাম আবার রাত্রিকালে ধরাইয়া দিয়াছিলে।

স্পষ্ট দেখা গেল চপলামণ্ডিত চালচিত্র। আর তোমার কপালে অস্তগামী উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের ভানুর টিপ। কামাখ্যা ত মহাপীঠ। কার বাড়ীর পূজা দেখাইলে মা? মনে বড় সাধ হইয়াছিল, বাঙ্গলা-দেশের জমকাল পূজায় যেমন তোমার মূর্ত্তি দেখি, সেইরূপ কোন কিছু দেখাইয়া তুমি তোমার পাষাণ-যোনি পীঠের আকর্ষণী শক্তির একটু পরিচয় দাও। কামনাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরি! নমোঽস্তু তে— এই প্রণাম-মন্ত্রের একটু সফলতা দেখিয়া যাই।

সে দৃশ্য, সে প্রতিমা এখনও ভুলিতে পারি নাই। এই করিয়া দাও মা যেন প্রতিদিন ধ্যানকালে মহাব্যাহৃতিরূপিণী তুমি—তোমার গায়ে ঐ কোটি বিদ্যুৎ-মণ্ডিত অপূর্ব্ব জ্যোতি-ঘেরা প্রতিমা চিরতরে দেখিতে দেখিতে—জীবন্ত চিন্ময়ীর চরণকমল অষ্টদলকমলে মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠে। প্রাণভরা দুর্গামূর্ত্তিতে হৃদয়সরোজে তুমি যেমন দেখা দিলে, তেমনি যেন সকল পূজায় সকল মূর্ত্তিতে তোমাকেই দেখিয়া ধন্য হইয়া যাই। এ দেখায় কি হয় তাহাতে বর্ণনা করা যায় না। অনেক ফুটন্ত গোলাপ দেখিতে দেখিতে কি জানি হৃদয়ের ভিতরটা যেমন লাল হইয়া যায়, সেইরূপ পর্ব্বতের উপরে নীলমেঘের গায়ে তোমার ঐ জ্যোতির্মণ্ডিত প্রাণভরা প্রতিমা দেখিতে দেখিতেও বুঝি হৃদয়দেশ তড়িৎ-ভরা হইয়া যায়। ইষ্টদেবতার স্থানে এই উজ্জ্বল বর্ণ-ভরা প্রতিমা ধ্যানের বড়ই সহায়তা করে। চিরদিন করিবে ত? আর শেষে তোমার সোহাগের আঁচলে গা ঢাকিয়া, তোমার মুখ হইতে তোমার শেষ কথা শুনিতে শুনিতে গুরুস্থানে মিলাইয়া যাওয়া হইবে ত?

(২)

চক্ষে যাহা ভাসিয়াছিল তাহার কথা কথঞ্চিৎ বলা হইল। এখন ভাবনায় যাহা জাগাইয়াছ তাহার কথা বলা হইতেছে।

এখানে এই দ্বিতীয়বার আসা হইয়াছে। এখানে আসিয়াই মনে হইতেছিল শেষ মুহূর্ত্ত কবে আসিবে তাহার ত কোন নিশ্চয়তা নাই। আমার কাছে নাই তোমার কাছে আছে। ভাবিতেছিলাম এখুনি যদি শেষ মুহূর্ত্ত আইসে তবে কি হয়? তখন কি জপ, ধ্যান, আত্ম-বিচার কিছু করা যাইবে? আশ্রমে মানবের উপদ্রবে যদি জপ ছিন্ন হয় ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায় আত্মবিচার পলায়ন করে,—যখন সুন্দর শয্যা কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইবে, যখন উপাধানে মস্তক রাখা যাইবে না, যখন শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রে শত বৃশ্চিক দংশন করিবে—তখন কি তোমার নাম করা যাইবে, না তোমার ধ্যান হইবে? অহো! কি ভীষণ সময় ইহা! এই নিদানকালে কি হইবে? তোমার যাহা করিবার তাহা ত করিবেই, কিন্তু আমাকে কি করিতে তুমি বল এই সময়ে? তুমিই বলিয়াছ "কৃতং স্মর"। কত তীর্থে ত ভ্রমণ করিয়াছ? তীর্থে তীর্থে কত কি ত ভাসিয়াছিল—তাহাই স্মরণ কর। এই লইয়াই ছিলাম। এখানে তুমি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেখাইলে বাহিরে তীর্থে কৃতং স্মর করিতে হয় কর কিন্তু ভিতরে ধারণাভ্যাসের স্থানেও কৃতং স্মর কর। কিরূপে করিতে হইবে তাহা যেমন জাগাইয়াছ তাহাই বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

এই মহাপীঠে মহাষ্টমীর আকাশ বড় মেঘাচ্ছন্ন ছিল। একটু বৃষ্টিও হইয়াছিল। বেশ একটু শীতও দেখা দিয়াছিল। এখানে মায়ের বলির দ্বিতীয় মহিষ বাধিয়া গিয়াছিল তাই তিন মহিষ দিনের বেলাতেই বলি হইল। আবার অর্দ্ধরাত্রে আর একটি। কত ছাগ, কত পারাবত, কত হংস যে বলি হইল তাহার সংখ্যা কে করে। বলি ত দেখিতে পারা যায় না। বলির ভাবনা এই বলিয়া দূর করা যায় যে মা সবাই তোমার সন্তান। আপনাব সন্তানের রক্ত যে আপনি পান

কর—সমরে কত দৈত্যসন্তান যে বিনাশ কর ইহা নিষ্ঠুরতা সত্য। কিন্তু জননি! এই সমর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে দয়ার স্মরণেও অভিভূত হইতে হয়। দেবতাগণ সত্যই বলিয়াছেন—

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা

ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥২২। মধ্যমচরিত্রম্।

চিত্তে মনসি কৃপা করুণা সমরনিষ্ঠুরতা চ সমরে নির্দ্দয় প্রহার-বধাদি-কঞ্চ ভুবনত্রয়েঽপি ত্বযি এব দৃষ্টা নান্যত্রেতি ভাবঃ।

হে বরদে! হে দেবি! চিত্তে কৃপা আর যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা এই উভয়ের সমাবেশ ত্রিভুবনে জননি! কেবল তোমাতেই দেখা যায়। দেবতাগণ সত্যই বলিয়াছেন "রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র"? এমন শত্রুভীতিপ্রদ অথচ মনোহর রূপই বা মা আর কোথায় আছে? এই বলি-ব্যাপারেও দয়া ও নিষ্ঠুরতার একত্র সমাবেশ স্মরিয়া স্মরিয়া কি হইয়া যাইতে হয়।

মহাষ্টমীব রাত্রি ভাল ছিল না। তাই প্রভাতের কার্য্যও এই পার্ব্বতীয় প্রদেশের অনুমতই হইল। সপ্তমী অষ্টমীতে তোমার প্রথম ও মধ্যম চরিত্র শেষ করা হইয়াছিল। মহানবমীতে তোমার উত্তম চরিত্র শেষ করিতে হইবে। স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদির পরে উত্তম চরিত্র শেষ করিতে অপরাহ্ন হইয়া গেল। সঙ্গের সঙ্গীও তখন ভোগের আয়োজন কবিয়া রাখিযাছিলেন। আমবা সমস্ত কবণীযগুলি শেষ কবিয়া তোমার দর্শনে বাহির হইলাম। মহানবমীর প্রভাত হইতে ৩।৪টা বেলা পর্য্যন্ত লোকের জনতার কথা শ্রবণ করিলাম। আমরা যখন দর্শনার্থ গমন করিলাম তখন কোন জনতা নাই। কিছুক্ষণ পরে আবার পূজা হইবে। মা এই নির্জ্জন সময়ে যেন আমাদিগকে ডাকিলেন। মনে হইল মা যেন অপেক্ষা করিতেছেন। বড় সুন্দর দর্শন স্পর্শন হইল। কি জানি যোনিপীঠ স্পর্শনমাত্র যেন কিসে হৃদয় ভরিয়া গেল। শুক নারদাদির নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপিণা এখানে দ্রবময়ী হইযা লোকের অন্তঃশীতলতা সম্পাদন করিতেছেন। আমরা ত্বরিত

প্রাণ লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পরে আহারাদি সমাপন করিতে রাক্ষসী বেলা নিকট হইয়া আসিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি সূর্য্যাস্ত কালে কোন দৃশ্য চর্ম্মচক্ষে ভাসিয়াছিল।

শিলং হইতে আমাদের আত্মীয়জনের একজন অতি স্নেহের পাত্র আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি হইয়া গেল। তিনি ভুবনেশ্বরীতে চলিয়া গেলেন। আমরাও তখন কালাতিপাত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলাম। বাবাজী তখনও পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন আজ যাহা দেখিলাম তাহা আর কখন দেখি নাই।

নবমীর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আমি আশ্রমের মধ্যস্থানে পাদচারণ করিতেছিলাম। রাত্রির শোভা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার দৃশ্য ভুলিয়াছিলাম। কে যেন বাবাজীর মুখ দিয়া তাহা স্মরণ করাইয়া দিল। চক্ষে সে রূপ ত আঁকাই আছে। তাহা মানসে দেখিতে শয্যায় আসিলাম। আসিয়া কৃতং স্মর আলোচনা করিতে লাগিলাম। করিতে করিতে নিদ্রারূপিণী তুমি কখন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছ মনে নাই; যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন আন্দাজ রাত্রি ২টা হইবে। হাতে মুখে জল দিয়া আসিয়া মহানবমীর শয্যাকৃত্য করিতে বসিলাম। সেই "কৃতং স্মর" বহুভাবে আসিয়া সাধনার এক অভিনব প্রণালী খুলিয়া দিল। পূর্ব্বে কখন সাধনার এই ক্রম অনুভব করি নাই। ইহা দেখানই আমাদের দ্বিতীয় কথা।

ইষ্ট, মন্ত্র ও গুরু এক করিয়া জপে বসিতে হয় ইহা তুমি বহুবার আলোচনা করাইয়াছ। আজ এই মহানবমীর রাত্রিতে "কৃতং স্মর" মাখাইয়া বড় অপূর্ব্ব কিছু দেখাইলে। সকল কথা বলা যাইবে না, সংক্ষেপে কিছু বলা যাইবে। আর বলিতে হইবে—

শেষে চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি,
বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে॥

ইষ্টধামে, মন্ত্রধামে ও গুরুধামে মানসপূজা, মন্ত্রজপ ও গুরুমুখে মুবা শাস্ত্রখে আত্মবিচার ইহাই ক্রম অনুসারে করণীয়। কিন্তু ইষ্টধামে

যাইবার পূর্ব্বে অগ্নিশুদ্ধ হওয়াও আবশ্যক। সম্মুখে ও পশ্চাতে বহ্নি-বীজ লইয়া পূর্ণসংখ্যায় একবার অথবা পূর্ণের এক চতুর্থাংশ অধিকারী-ভেদে করা আবশ্যক। আর বাহিরে দেহটাকে মণিকর্ণিকা বা হরিশ্চন্দ্রে একবার একবার করিয়া দগ্ধ করা আবশ্যক এবং আগুণে ফেলিয়া দিয়া দেখা আবশ্যক এটার কি থাকে কি যায়। এইটি সর্ব্ব প্রথমে করিয়া পরে বহ্ন্যুৎসব পরে ইষ্টধামে প্রবেশ। ইষ্টদেবতাও পদ্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও ইষ্টমূর্ত্তি লইয়া। পঞ্চপাদুকা লইয়া এখানেও ধারণা, ধ্যান কর্ত্তব্য। ইষ্টধামে প্রবেশ করিয়া ইষ্ট যে জন্য দেহধারণ করেন তাহা প্রথমেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। পরে তাঁহার লীলা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার যশোকীর্ত্তন বড় সরস সাধনা। সব সাধনা শেষ করিয়া "রণয়ন্ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভুম্।" ইহাকে সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া লওয়া অতি সুন্দর কার্য্য।

তৃতীয় কার্য্য হইতেছে মন্ত্রস্থানে আগমন করা। মানসপূজায় মনটি ভরিত করিয়া মন্ত্রের বীজটি পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও সত্য-লোক যে প্রকাশ করিতেছে—অর্থাৎ বীজ হইতেই যে সংসার-অশ্বত্থ উঠিয়াছে—এই চিজ্জড়াত্মক সংসারবৃক্ষের সার যে এই বীজ চেতনাংশ তাহা বেশ করিয়া ধারণা করিয়া ইহারই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইতেছে জপ কার্য্য। শ্বাসের সঙ্গে এই জপ করিতে হয়। কুম্ভক বর্জ্জিত এই জপে দেখা যায় কতক সংখ্যার পরে কুম্ভক আপনিই আইসে। ইহার পরে আর যা কিছু করা উচিত তাহা আর বলা গেল না।

শেষ কার্য্য গুরুধামে আত্মবিচার। গুরুমুখে এই বিচার শুনিতে শুনিতে জ্ঞান আসিবে। যতদিন গুরুমুখে ইহার শ্রবণ মননাদি না হইতেছে ততদিন শাস্ত্রমুখে শ্রবণ মননাদি করা আবশ্যক। ইহার পরে গুরু আপনিই আসিয়া থাকেন। গুরুসঙ্গ ব্যতীত মুক্তি হইতেই পারে না।

গুরুধামে কন্দলিত কর্ণিকা পুটে ত্রিকোণে নাথ পাদারবিন্দ বা মহারাণীর পাদারবিন্দ নিত্য ভাবনা করায় শেষের কৃতং স্মর বড় সুন্দর

ভাবে হইয়া থাকে। স্থূল তীর্থে বসিয়া এই সূক্ষ্ম কৃতং স্মর অভ্যাস করিয়া রাখিতে হয়। প্রতিদিন নিদ্রাতে ত মৃত্যু হইতেছে। এই মৃত্যুর পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে উভয়কালে এই কৃতং স্মর অভ্যাস করিয়া ফেল— এমন করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখ যেন শ্রীগুরুর নাম উচ্চারণ মাত্র বা স্মরণ মাত্র মন সেই আদি হংস দম্পতীর পরমপদে লুটাইয়া পড়িতে পারে।

যাহা বলা হইল তাহার একটি একটিতেই কার্য্য সমাধা হয়—তিন ধামে যিনি ধারণাভ্যাস রাখেন তাঁহার আর কথা কি? শেষটির শেষ অংশে যখন কেহ বিচারবান্ হয়েন, তাঁহার এই জন্মে এইখানেই পরম-পদ লভ্য হয়।

সব ত করিবে। যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে ততক্ষণ প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া যাইবে। তথাপি তোমার ইষ্ট বা মন্ত্র বা শ্রীগুরুর মুখাপেক্ষা করিতে হইবে। আমি ত আমার প্রবল পুরুষার্থ লইয়াই থাকিব। তথাপি আমি জানি—বিশেষভাবে জানি তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই— তুমি স্মরণ করাইয়া না দিলে আমার সে কালে কৃতং স্মর হইবে না।

সব চেষ্টা করিয়াও যে তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা ইহাই হই-তেছে পুরুষকার ও দৈবের সমন্বয়। পুরুষকার ও দৈব সমকালে যিনি প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করেন, তিনিই এই পিচ্ছিল সংসার-যাত্রার শুভ পথিক। সকল কর্ম্মযোগে যিনি ঈশ্বর-প্রণিধান যোগ করিতে শিখিয়াছেন তাঁহার জীবনই ধন্য।

(৩)

বিজয়া গিয়াছে মঙ্গলবার। বিজয়া পৃথক্‌ভাবে লিখিবার ইচ্ছা ছিল। এখানে যদিও পূর্ব্বে সঙ্কল্প ছিল দেবীপক্ষ শেষ করিয়া যাইব কিন্তু আর একদল লোক এই ধর্ম্মশালাতে আসিবেন শুনিয়া আমরা বৃহস্পতিবারেই যাইব মনে করিয়াছিলাম। যাইবার জন্য আমিন গাঁ পর্য্যন্ত নৌকার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু তুমি জানাইলে বৃহস্পতি-

বার সংক্রান্তি। সব প্রস্তুত তথাপি যাওয়া হইল না। মানুষের ইচ্ছার উপরেও তোমার ইচ্ছা আছে। এখন কবে যাওয়া হয় তাহাও জানা যাইতেছে না। যে দিন তোমার ইচ্ছা হইবে সেই দিন হইবে।

বৃহস্পতিবার যাইবার কথা ছিল বলিয়া প্রাতে দুই সন্ধ্যাই শেষ করা হইয়াছিল। পরে শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। পরে যাওয়া হইল না। আমাদের একজন এখন গিয়াছেন ভোগের আয়োজনে। আমার অন্য কার্য্য নাই, তাই আসিলাম এই কার্য্যে। সকল কার্য্যে তোমার অর্চনা হউক ইহাই তোমার আজ্ঞা। এই কার্য্যেও তোমার অর্চ্চনা হউক ইহাই প্রার্থনা।

মঙ্গলবার এখানেও বিজয়ার বিসর্জ্জনের ব্যাপার কিছু ছিল। বিজয়ার কথাতে মন কত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, সব বুঝি বলা যাইবে না। তথাপি কিছু চেষ্টা করা যাইক। আজ বিজয়া। আজ সদরও অন্তঃপুর হইয়া গিয়াছে। বিদায় দিতে এবং বিদায় লইতে অন্তঃপুরের মহিলারাও মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছেন। বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমার নিকটে যাহা হয় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিজয়ার দিন উমাবিদায়ে মেনকার কি হয় সহজেই সেই ভাবনা করিতে পারেন।

তিন দিন ধরিয়া মেনকা রাণী মেয়েকে কতই খাওয়াইয়াছেন। আজ মেয়ে কৈলাসে যাইবেন—আজ আর অন্ন আহার নাই। আজ ফলাহার—দধি, মুড়কী, চিপিটক আরও কত কি। উমার মুখে তাম্বুলরাগ, কিন্তু চক্ষে জল। পিতার আগমন শুনিয়া গুহ গজানন দৌড়িয়া গিয়াছে। দেবাদিদেব হিমালয়ের নিকটে। এখুনি যাইতে হইবে। উমা মাকে প্রণাম করিতেছেন। গিরিরাণী বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। উহার সঙ্গিনীগণ উমাকে কি যেন বলিতে চান। রাণী কতবারই আপনার পীত বসনে উমার চক্ষু মুছাইয়া দিতেছেন। পীতবসনে কজ্জলের রেখা লাগিতেছে। অলক্তকমণ্ডিত চরণকমলের চিহ্ন এখানে ওখানে দেখা যাইতেছে। উমা সখীদিগকে বুঝাইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া

আবার মাকে প্রণাম করিতে চান। গিরিরাণী উমার হাত ধরিয়া বলিতেছেন—

কাজ কি প্রণামে উমা কথা রাখ।
যতক্ষণ তুই কর্‌বি প্রণাম ততক্ষণ মা ব'লে ডাক॥
উমারে তোর অভাগিনী জননী
বিধুমুখে মধুমাখা মা ডাকের কাঙ্গালিনী
(ওমা) যতক্ষণ তুই কাছে থাকিস্, যতক্ষণ মা বলে ডাকিস্
হাতে পাই মা আকাশের চাঁদ, বদনে সরে না বাক্॥
উমারে তোর সিঁথার সিঁদূর বহাল থাক্
জামাই মৃত্যুঞ্জয় আমার চিরজীবী হয়ে র'ক্
নির্ব্বিঘ্নে থাক্ গণেশ আমার, শক্তিমন্ত হক্ মা কুমার
কি বল্‌ব আর উমারে তোর ঘুচে যাক্ সতীনের পাক্।

সত্যই ত। যে ও ডাক শুনিয়াছে—যে বিধুমুখে মা মা ডাকা একবার শুনিয়াছে সে ত বলিবেই "যতক্ষণ তুই কর্‌বি প্রণাম ততক্ষণ মা বলে ডাক্"।

উমা আবার প্রণাম করিলেন। এমন সময়ে হিমালয়, শিব, গুহ, গজানন সঙ্গে আসিলেন। উমার চক্ষু ত্রিপুরারি চক্ষে মিলিল। কার্ত্তিক, গণেশ উমার হাত ধরিয়া পিতার কাছে লইয়া যাইতে চান। গিরিবর-তনয়া তখন আবার পিতাকে প্রণাম করিয়া মহাদেবের সঙ্গে চলিলেন। দেখিতে দেখিতে আর দেখা যায় না। গিরিরাণা কতক্ষণ নিস্পন্দ ছিলেন—যখন সবাই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিল তখন মেনকা পাগলিনীর মত গিরিরাজকে কতই জেদ করিতে লাগিলেন। মেনকা বলিতেছেন—

গিরি যায় হে লয়ে হর, প্রাণকন্যা গিরিজায়
পার ত রাখ প্রাণের ঈশানী বাঁচে পাষাণা গিরিজায়।
রবে কুমারী, হবে গিরি! আশু পূর্ণ মানস,
দিয়ে বিল্বদল যদি, আশুতোষে আশু তোষ,

হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় ॥
নাথ! হরচরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর,
চরণে ধরে তুমি হে নাথ! দিলে কন্যা বায়,
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন্ অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ! ধর গঙ্গাধর পায়!
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায় ॥
নাথ! কিসে যাবে আর এ বেদন,
ভিন্ন হর-আরাধন, রাখিতে ঘরে তারাধন,
নাহি অন্য উপায়,—
মজে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে! কাল এলো!
আজি কি কালনিশি পোহায় ॥

আর ত উমারে ফিরান হইল না। গিরিরাণী আর শূন্য মণ্ডপ দেখিতে পারেন না। গিরিরাণী কতই কাঁদিলেন; প্রাণ আর হৃদয়-পঞ্জরে থাকিতে যেন চায় না। গিরিরাজ নানাপ্রকারে বুঝাইতেছেন। তবুও প্রাণ স্থির হইতেছে না। মেনকা কত কি যেন দেখিতেছেন। পুনঃ পুনঃ কি যেন কি দেখিতে ছুটিয়া আসিতেছেন। কি দেখিবেন? সে কোথায়? চারিদিকে তার চিহ্ন। গিরিরাণী কাঁদিতেছেন। এ চক্ষের জলে কত দুঃখ, কত সুখ। মেনকা এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়াছেন— কি যেন কি দেখিতেছেন আর বলিতেছেন—

কাল এতক্ষণ উমা আমার কোলে।
আজ আমার অঞ্চলের রতন পতন শিব-সাগরের জলে ॥
নবমীতে ছিল পূর্ণিমার শশী
দশমীতে এককালে হ'ল কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী
প্রভাতে চাঁদ ডুবেছে, স্থির প্রদীপ নিবে গেছে
কিসে জানব কি যে আছে তারা নাই আঁখি যুগলে ॥

সব আছে হয়েছি প্রাণের উমা হীন
ঐ দেখা যায় আঙ্গিনায় রাঙ্গা ভাঙ্গা পায়ের চিন্
হরিদ্রা কাজলের রেখা অঞ্চলেতে যাচ্চে দেখা
কিন্তু আমার উমা কোথা ডাকেনা ত মা মা বোলে॥

বিজয়া ত হইয়া গেল। ৺গোবিন্দ চৌধুরীর বিজয়ার গানগুলি বড় সুন্দর। বিজয়ার দিন ৺গোবিন্দ চৌধুরীর গান ও ৺দাশরথীর গান গাইয়া দেখনা প্রাণে কোন ঝঙ্কার উঠে কি না। এই গুলি এক সঙ্গে থাকিলে বড় ভাল হয় তাই কৌশল করিয়া একত্রে রাখা হইল।

বিজয়ার বিসর্জ্জনের রাত্রিতে শূন্যমণ্ডপে শান্তিজল লইবার জন্য সবাই একত্র হইয়াছে। দশমীর রাত্রি। আকাশ বড় পরিষ্কার। পরিষ্কার চন্দ্রের সুন্দর জ্যোৎস্না নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিক্ আলোকিত করিয়াছে। দুই দিকে আসনে সবাই শান্তিজল লইতে বসিয়াছেন। এমন সময়ে এক ভিক্ষুক গান গাহিতে গাহিতে নাটমন্দিরের নিকটে আসিল। সুকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত বড় মধুর লাগিল। এই গানটিও ৺গোবিন্দ চৌধুরীর। এটিও এই সঙ্গে রহিল। ভিক্ষুক গান ধরিল—

শুক মুখের গীত শুনে প্রাণ জুড়াও।
কূজন কোকিলের কেন কুরব শুনিতে চাও॥
যে নাম নিগম কল্পতরুর গলিত ফল
শ্রবণে অমৃত সম শরীরে সঞ্চারে বল
ভোগীর ভোগ্য নয়রে যে ফল যোগীর ভাগ্য হ'লে পাও॥
ওরে ভবৌষধি জ্ঞানে যে গীত গায়রে নিষ্কামীগণ
যে নাম শ্রুতিসার শ্রুতি মন রসায়ন
সে গীত শুনিলে পরে আত্মহত্যার দায় এড়াও॥
যে গীত গাইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃজন করে
পালন করে বিষ্ণু আবার যে গীতের তারস্বরে
তারক ব্রহ্ম বীজমন্ত্র তারেই বলে যোগীরাও॥
যে গীতের প্রভাবে জীবের ভবের বন্ধন দূরে যায়

গলেরে বৈকুণ্ঠনাথ গঙ্গায় জনম যায়
যায় দিন সে গীতে মন, মন দাও।
যে গীত গাহিয়া প্রহ্লাদ বিষাদ-সাগরে তরে
যে গীতে বালক ধ্রুবের বাস গোলোক উপরে
সে গীত গাবেরে যদি পরশে পরশে চাও॥
বিশ্ব ব্যাপার ইন্দ্রজাল ঘুচাতে তা পঞ্চানন
চিতাভস্ম মাখে গায়, গায় সে গীত অনুক্ষণ
সে গীত শুনিবে যদি পুণ্য শ্মশানে ধাও॥
থেকে থেকে বিভোর ভোলা যখন ছাড়ে সেই তান
উথলে তার মাথার গঙ্গা জুড়ায় জগন্মাতার প্রাণ
প্রেমিক হয়ে গাবে যদি আজ হ'তে তার মন যোগাও॥
বেশী নয় সেদিনের কথা মনে কি রাখনা কেউ
যে দিন উঠাল নিমিই উত্তাল প্রেমের ঢেউ
ভেসে যায় জগাই মাধাই পাপীরাও।
গাহিতে গোবিন্দ সে গীত কিছুমাত্র নাইরে গোল
ও মন ভাবে ভুলে বাহু তুলে সদাই বল হরিবোল
মধু হ'তে অতি মধুর সেই হরিনামের রোল
বিষয়-রতি হতে যদি এক রতি বিরতি পাও॥

পূজা ত শেষ হইল। কিন্তু পূজা কি সত্যই শেষ হইল? না পূজা যে নিত্য করিতে হইবে,কাম ক্রোধ লোভকে যে নিত্য বলি দিতে হইবে—শরতের পূজা তাহাই আবার জাগ্রত করিয়া দিয়া গেল? পূজা যে নিত্য, ধ্যান যে নিত্য—পূজা, ধ্যান, আত্মবিচার যে সর্ব্বদার কার্য্য। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী"—সর্ব্বদা যে মনকে তাহাতে লাগাইয়া রাখিতে হয়। যদি সর্ব্বদা তুমি ইহা না কর, তবে যতক্ষণ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে ততক্ষণ তোমাতে পাপ প্রবেশ করিবেই। কাজেই সর্ব্বদা বড় সাবধানে থাকিতে হয়। সর্ব্বদা মনের সন্ধান লইতে হয়। যখন এই দুষ্ট মন ত্রিকোণ ছাড়িয়া, রক্ত পাষাণরূপিণীকে ছাড়িয়া,

সেই সুন্দর পাদারবিন্দ ছাড়িয়া অন্য কিছু লইয়া থাকিতেছে দেখিবে—তখনই ইহাকে শাসন করিয়া, বিষয় ছাড়াইয়া শ্রীভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে। "এখন আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

(৪)

মায়ের এই পর্ব্বতে বহু রত্ন পাওয়া যায়। দরিদ্রও নিজের অভিলষিত রত্ন পায় আবার রত্নবণিকও নিজের আকাঙ্ক্ষিত রত্ন পায়। যাহাতে যে ভরিত হইয়া যায় তাহাই তাহার নিকটে রত্ন বটে।

গত বর্ষে অম্বুবাচির সময়ে এই নীলপর্ব্বতে কিছু মিলিয়াছিল। মহাপূজায় যাহা মিলিল তাহা পরে আসিতেছে, কিন্তু গত বর্ষের ভাবটি আর একবার দেওয়া গেল।

কবে হবে প্রেমে সে জ্ঞানসঞ্চার।
হবে একভক্তি সদা অনুরক্তি
যথা তথা প্রেমে উদয় তোমার॥
আপনা ভুলিয়ে তোমা লয়ে রব জগতের জীবে তোমায় নিরখিব
যেখানে সেখানে তোমারে পাইব
সাকারে সাকারে মিল্‌বে নিরাকার।
ক্ষুধা নিদ্রা ভয় আর ত রবে না প্রাণের উৎক্রমণ মরণে হবে না
দেহান্তে কোথাও যাওয়া রহিবে না
তোমাতে মিশিয়া রব অনিবার।
যখন কিছু না দেখিব, কিছু না স্মরিব সুপ্তমত আমি তোমায় ডুবে রব
নিন্দাস্তুতি কথা কিছু না জানিব
ভরিত আদরে দেখ্‌ব একাকার।
এক হয়ে মাগো শ্রীভর্গরূপিণী ঘরে ঘরে কিসে সবার ঘরণী
মৌন ব্যাখ্যা শুধু জুড়াবে পরাণী
জন্ম মৃত্যু সব মায়ার বিকার।
সারাটি বিশ্বে শুধু সীতারাম, যেই সীতারাম সেই রাধাশ্যাম্
সবার মাঝে দেখ্‌ব নয়নাভিরাম

কবে গিরিনভ হবে শ্রীগৌরীশঙ্কর।

কবে শ্যাম শ্যামরূপে জগৎ ভরে যাবে, অঙ্গে মেখে রাই গরবে দাঁড়াবে।

তোমার আগমন-চিহ্ন-গন্ধ জানাইবে

কবে সর্ব্বেন্দ্রিয় সদা করবে নমস্কার।

শ্রীআমি তোদের ডেকে এই বলে ইহা হতে সুখ নাইক ভূমণ্ডলে,

চেয়ে চেয়ে ডাক ত্রিকোণে কমলে

হবে আশা পূর্ণ, ঘুচ্‌বে হাহাকার॥

গত বর্ষে একটি সাধের কথা মাত্র ভাসিয়াছিল। প্রেমের পরে জ্ঞান আধুনিকের কাছে নূতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু ভক্তির পরে জ্ঞান ইহা ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত তত্ত্ব।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭

যিনি জ্ঞানী তিনি নিত্যযুক্ত। নিত্যযুক্ত না হইলে একভক্তি হওয়া যায় না। সর্ব্বদা স্বরূপে দৃষ্টি ব্যতীত একভক্তি হওয়া যায় না। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" অব্যক্তমূর্ত্তিতে সেই স্বরূপই ত জগৎ রূপে দাঁড়াইয়া আছেন। নাম কি? কার নাম? রূপটি কার রূপ? গুণ, কর্ম্ম কার? চৈতন্যেরই নাম, চৈতন্যের মূর্ত্তি, চৈতন্যের গুণ, কর্ম্ম—ইহা লইয়া থাকিতেই ত বেদ আজ্ঞা করিতেছেন। চৈতন্যই ত স্বরূপ। চৈতন্য বা স্বরূপ না ধরিলে শুধু নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম কোথায় দাঁড়াইবে? স্বরূপের সন্ধান না লইলে একভক্তি ত হওয়া যায় না। জ্ঞানী ভিন্ন একভক্তি আর কেহ কি হইতে পারে? সেই জন্য "কবে হবে প্রেমে সে জ্ঞানসঞ্চার" হইয়াছিল।

এবারে আসিবা মাত্র কামেশ্বরীর নিকটে প্রার্থনা হইতেছিল—আর কটা দিনই বা আছে। মা শত শতরূপে তুমি সাধনার পথ খুলিয়া দিয়াছ। এখন একবার এমন করিয়া নিয়ম ধরাইয়া দাও, যাহা

ধরিয়া শেষের কটা দিন বেশ করিয়া কাটাইতে পারা যায়। আমি সাধ্যমত চেষ্টা ত করি, শেষে ত তুমি আছই। মহানবমীতে গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টের স্থানের প্রতি লক্ষ্য পড়িল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এক একবার অগ্নিতে দেহ ও মনটা পুড়াইয়া লইতে হয়। সেই জন্য বহ্নি-শুদ্ধির পরেই মানসে ইস্টপূজা তাহার পরেই শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র উপাসনা আর সর্ব্বশেষে গুরুস্থানে বিশ্রাম।

মহানবমীতে এই চারিস্থানে কার্য্যে লক্ষ্য পড়িল আর বিজয়াতে এই ভাবের পুষ্টি হইল।

সাধনার প্রথমেই যেমন নাভিস্থানের কার্য্য করিতে হয় সেইরূপ জীবনের প্রথম পঞ্চবিংশ বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়। তাহার পরেই হৃদয়স্থানে গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য। তাহার পরে তৃতীয় অবস্থায় ভ্রূমধ্য স্থানে বানপ্রস্থের কার্য্য। শেষে গুরুস্থানে সন্ন্যাস আশ্রমের কার্য্য।

প্রতিদিনের সাধনায় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস— যদি পরোক্ষজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যস্ত হইতে থাকে, তবে কোথাও বা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই সন্ন্যাস হইতে পারে—কোথাও বা আর দুইটির পরে সন্ন্যাস আসিয়া যাইতে পারে। প্রত্যহ অভ্যাস এইরূপ চলুক। যখন সন্ন্যাসে উঠিয়া আর নামিতে ইচ্ছা হইবে না তখন মোক্ষসন্ন্যাস-যোগেই স্থিতিলাভ হউক। এই ত সব। যতদিন সন্ন্যাসে স্থিতি না হইতেছে ততদিন যে আশ্রমে রুচি অধিক সেই আশ্রম লইয়াই থাকিতে হয়, কিন্তু অন্যগুলি তাহারই অঙ্গরূপে সেবা করা কর্ত্তব্য। ক্রমে প্রথম তিনটি পার হইয়া স্থিতিতে স্থিতি। ইতি।

সায়াহ্নে-কান্তা।

ধূসর অম্বর গোধূলি-বাসে রঞ্জিয়া তুলি রাঙায়ে,
আশিসি শীর্ষ বুলায়ে ধীরে নিতেছ কর গুটায়ে।
করম অন্তে বিশ্রাম মোহে পশিতে স্নেহের ছায়ে,
(ওগো!) কে তুমি ডাক, আকুল আঁখে, দুখানি হাত বাড়ায়ে।
এবে— শ্রান্ত গাভী, বৎসে চাহি, আসিল গোঠে ছুটিয়া,
তুলসীমঞ্চে আরতী-দীপ উঠিল ধীরে কাঁপিয়া।
কে তুমি আছ দাঁড়ায়ে বল পলকহীন নয়নে,—
চিকুরজালে আবরি ওগো, করুণা-ভরা বদনে।
আঁচল ঝাঁপি ঢেকেছ স্তনে উঠিছে তবু শিহরি,
স্নেহের ব্যাথায় কাঁপিছে বক্ষ পড়িছে সুধা ঝরি।
চ্যূত মুকুলে দখিনা বায়ে ফেলেছ ধরা ছাইয়া,
তোমারি স্নেহ-অঞ্চল বাসে নিতেছ ঘর্ম্ম মুছিয়া।
মল্লিকা যুথী চম্পকাকুল মালতী বকুল ছাইয়া,
সুখপ্রসন্ন বসন্তানিল যেতেছে অন্তর ছুঁইয়া।
চিনেছি তোমায় 'আমার' বলি পড়িনু পদে লুটিয়া,
প্রবাস বাস দাওগো মুছি' লহগো বক্ষে তুলিয়া।
আপন গাথা আপনি শুনি পুলক ভাতে সঞ্চারি,
তোমার হাতে বীণার তারে দিতেছ সুর ঝঙ্কারি।
বিশ্ব লুপ্ত কারণ সাথে অনাদি হেরি আপনারে।
সুধার স্বাদে নিখিল ব্যাপ্ত ভরিত বাণী ওঙ্কারে॥

২৫।৭

মহাপীঠে-বশিষ্ঠাশ্রম।

সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম। আজকাল অজ্ঞানবশতঃ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সন্তানই সন্ধ্যা বাদ দিয়া থাকেন। একটু চৈতন্য হইলে সাধু-মুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিতে পান যে তিন দিন উপর্য্যুপরি সন্ধ্যা বাদ দিলে ব্রাহ্মণ থাকা যায় না। এই প্রকারের ব্রাহ্মণকেও প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের নিত্য অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিতে করিতে ইঁহারাও আপনার ভিতরে ব্রাহ্মণত্ব জাগাইতে পারেন।

যদিও নিত্যকর্ম্ম ইহারা করিতে থাকেন কিন্তু পূর্ব্বে কখন কখন সন্ধ্যা বাদ পড়ায় ইঁহাদের মনে কিছু যেন খেদ থাকে। বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া ইঁহরা একদিনে যথাসময়ে তিনটি সন্ধ্যা করিলে ইঁহাদের সন্ধ্যাপাতিত্যের বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়। ইঁহাদের মনে আর কোন খটকা থাকে না। বশিষ্ঠাশ্রমে একদিনের জন্য যথাসময়ে সন্ধ্যা করিয়া ইঁহারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। এই কারণে শাস্ত্রশ্রদ্ধান্বিত ব্রাহ্মণে এখানে আসিয়া সন্ধ্যা করিয়া যান। বশিষ্ঠাশ্রমের মাহাত্ম্য এই।

কামাখ্যাপীঠের ১১।১২ মাইল দূরে এই আশ্রম। সন্ধ্যা ললিতা কান্তা এই ত্রিধারায় একটি অতি বৃহৎ ঝরণা পার্ব্বতীয় প্রস্তরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। চারিদিকে বড় বড় পার্ব্বতীয় বৃক্ষ স্থানটি সর্ব্বদা ছায়াযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যা করিবার এমন রমণীয় স্থান আর কুত্রাপি দেখা যায় না। সন্ধ্যা ললিতা কান্তা—এই ত্রিধারার নিম্নে একটি কুণ্ড আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সন্ধ্যায় বসিতে হয়। এই কুণ্ডে একখানি অতি প্রাচীন প্রস্তর এখনও জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে দেখা যায়। এখানকার লোকে সেই প্রস্তরখণ্ড পদ দ্বারা স্পর্শ করেন না এবং যাত্রীদিগকেও নিষেধ করিয়া দেন, কেহ যেন এই প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ না করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে বশিষ্ঠ-দেব ঐ প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন।

আমরা যে আশ্রমে আছি শুনা যায় সেই আশ্রমের ঝরণায় একখানি প্রস্তর আছে ঝরণা বাহির করিবার সময়ে যখন রাজমিস্ত্রী দ্বারা তাহা অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল তখন তাহা হইতে রুধির বাহির হইয়াছিল। এই ঝরণায় আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথাও শ্রবণ করা যায়। কোন রজস্বলা স্ত্রীলোক ঝরণার জল স্পর্শ করিলে ঝরণার স্ফটিক স্বচ্ছ জল লোহিত বর্ণ হইয়া যায়।

তুমি বিশ্বাস না করিতে পার কিন্তু জগতের কত স্থানে কত যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে তাহা নির্ম্মলহৃদয় মানুষে এখনও প্রত্যক্ষ করেন। তুমি কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া যখন পরীক্ষা করিতে যাও তখন নানাপ্রকার বিপদে পতিত হও ইহাও বহুস্থানে শুনা যায়।

এই আশ্রমের একটি স্থান আছে তথায় অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী এবং আরও অন্য বৃক্ষ আছে। একটি নিম্ব বৃক্ষ থাকিলেই আমরা ইহাকে পঞ্চবটী ভাবিতে পারিতাম। এই সমস্ত বৃক্ষ এখানে আপনা হইতে হইয়াছে। ইহা পঞ্চবটী কি না কে বলিবে? কোন মহাপুরুষ এই মহাপাঠের এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন কি না কে বলিবে? শুনা যায় এই আশ্রমের একটি ঘরের মেজে খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইস্টকাদি বাহির হইয়াছিল।

বলিতেছি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের মত সুন্দর স্থান বুঝি আর দেখি নাই। আমরা পাঁচজনে কামাখ্যা মহাপীঠ হইতে গৌহাটিতে শনিবার সন্ধ্যায় যাই। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় আমাদের সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন। রাত্রি ৩ টায় একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা ৫ জন ও এক চাকর যাত্রা করি। গৌহাটী হইতে যে পথে শিলং যাইতে হয় সেই পথেই বশিষ্ঠাশ্রম। আমরা প্রাতঃকালে পৌঁছাই। কালীচরণ বাবু কিছু বেলাতে যান। আমরা স্নানাদি শেষ করিয়া ললিতায় প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে বসি।

সন্ধ্যা ললিতা ও কান্তার কুলকুল ধ্বনি চিত্তকে অন্তরের অন্তস্তলে লইয়া গিয়া কি যে এক চিত্ত চমৎকৃতিতে আনয়ন করে তাহা ভুক্ত-

ভোগী ভিন্ন অন্যকে বুঝান যায় না। পবিত্রতা কোন্ বস্তু তাহার বক্তৃতা কোটিকল্প ধরিয়া করিলেও কিছু হয় না কিন্তু কার্য্য করিয়া এই পবিত্রতা অনুভব করিতে হয়। চিনির বক্তৃতা দিলে চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না একটু মুখে ফেলিয়া দিলে বুঝা যায় চিনি যে বস্তু। সেইরূপ এই স্থানে আসিয়া সন্ধ্যা করিয়া দেখ বুঝিবে বশিষ্ঠদেবের এইস্থানে তিনি কি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা একাসনে ললিতার একটি প্রস্তর খণ্ডে বসিয়া এক হাজার গায়ত্রী জপ করিলাম। একবারও একটি লয় বা একটি বিক্ষেপ উঠিল না। যখন সূর্য্যোপস্থান করিতেছি তখন সূর্য্যদেব পত্রাচ্ছাদিত বনস্পতির মধ্যে এমন ভাবে রশ্মিজাল ছড়াইতে লাগিলেন যাহাতে মনে হইতে লাগিল তিনি যেন কিরণজাল দিয়া চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিত্তের মধ্যে ঝলমল করিতেছেন। প্রাতঃ সন্ধ্যা শেষ হইল। মধ্যে যথাস্থানে গায়ত্রী হৃদয, গায়ত্রী কবচাদি পাঠ করা হইল।

সন্ধ্যা করিবার পরে মনে হইতে লাগিল বুঝি চিত্ত একবারে মলা শূন্য হইয়াছে। সমস্ত শরীর লঘু হইয়াছে। চিত্ত নির্ম্মল হইয়া এক রমণীয় স্থানে যেন অন্তঃশীতলতায় ডুবিয়া রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাতঃসন্ধ্যার পরে আবার স্নান করিলেন। কেহ কেহ কিছু স্বাধ্যায় করিয়া আবার যথা সময়ে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বসিলেন। যথা নিয়মে যথাকালে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করা হইল। সকলের সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি শেষ হইলে কালীচরণ বাবু আমাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে লইয়া গেলেন। মন্দিরের সম্মুখেই ব্রহ্মা ও মহাদেব। ভিতরে বশিষ্ঠদেব, মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন। বশিষ্ঠদেব এখানে পাষাণ মূর্ত্তি। কামাখ্যা পীঠে দশমহাবিদ্যার যেমন কোন মূর্ত্তি নাই—সমস্তই পাষাণরূপিণী এখানে বশিষ্ঠদেবও সেইরূপ পাষাণমূর্ত্তি। মন্দিরের দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া আমরা আবার স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিলাম কেহ কেহ জপ করিতে লাগিলেন কেহ বা ধ্যান করিতেছিলেন। সন্ধ্যা ললিতা কান্তার সেই মধুর ধ্বনি হৃদয়কে এমন সুরে

বাঁধিয়া দিল যাহাতে মনে মনে হইতেছিল আর আহারের প্রয়োজন নাই। একবারে সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে। ইহা কিন্তু হইল না। চারিদিকে জল। মধ্যে মধ্যে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড। আমরা ললিতার এক প্রস্তর খণ্ডে চুলা সাজাইয়া খিঁচুড়ীর আয়োজন করিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কান্তীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন এবং মেঘা নামক এক ভৃত্য ও আমি।

সকলেই বলিতে লাগিলাম জীবনের এই দিন আর ভোলা যাইবে না। সত্যই তাই। এই স্মৃতি বড়ই মধুর। ইহা "কৃতং স্মর" ইহার এক অংশ বটে।

বশিষ্ঠ আশ্রম ত একদিনের জন্য দেখা হইল। কিন্তু যে যেখানেই কেন থাকুন না ভাবনায় এই রমণীয় স্থানে বসিয়া একা যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি করা যায় তবে স্মরণেও সর্ব্বদা সেই অবস্থায় যাওয়া যায়। নগরের কোলাহলে যখন চিত্ত বড় উপদ্রুত হয় তবে এইস্থানে ভাবনায় আসিতে পারিলে চিত্ত কি জুড়াইয়া যায় না?

আমরা মহানন্দে শ্রীভগবানের প্রসাদ সেবা করিলাম। কতক্ষণ বিশ্রামের পর কালীচরণ বাবুকে বলিলাম চলুন অরুন্ধতী দর্শন করিয়া আসি। বশিষ্ঠ আশ্রমের কিছু দূরে অরুন্ধতীর স্থান। যে পর্ব্বতের কোলে দেবী অরুন্ধতীর স্থান সেখানে পর্ব্বত একটি আশ্রমের ঘর যেন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। স্থান বড়ই নির্জ্জন। এখানে বিশেষ দেখিবার কিছুই নাই। চারিদিকে জয়ঘণ্টার ধ্বনি আর ভগবতী অরুন্ধতীর খোলা গুহা।

আমরা যে পথে অরুন্ধতী দর্শনে গিয়াছিলাম সে পথে বশিষ্ঠাশ্রমে না ফিরিয়া একটি সহজ রাস্তা ধরিয়া ললিতার উপরে আসিয়া উপবেশন করিলাম। সকলে সায়ং সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তখনও বেলা ছিল। আমরা অন্যান্য কার্য্য সারিয়া অপেক্ষা করিতে-

ছিলাম আর বলিতেছিলাম সায়ং সন্ধ্যার কার্য্যটি সহরে ঠিক ঠিক যথা সময়ে যেন হয় না। বুঝি আজকার দিনের মত সায়ং সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যাহা হউক সন্ধ্যা করিয়া উঠিতে বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কালীচরণ বাবু বলিলেন, এই গভীর বনে বন্য হস্তী ব্যাঘ্রাদি আছে। আমরা যাইব গাড়ীতে তিনি যাইবেন বাইকে। গাড়ীর সঙ্গে বাইক, কতদূর গিয়া যখন বনভূমি পার হইলাম তখন তিনি আমাদের অগ্রে চলিয়া আসিলেন আমরা রাত্রি নয়টায় গৌহাটীতে পৌছিলাম।

বশিষ্ঠাশ্রমের কথা সংক্ষেপে লেখা হইল। বশিষ্ঠদেবের প্রধান শিক্ষার কথা উল্লেখমাত্র করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা হউক।

তুমি স্বীকার কর চাই না কর ভগবান্ বশিষ্ঠদেবই কিন্তু জগতের জ্ঞানগুরু। সৃষ্টিকর্ত্তা বশিষ্ঠদেবকেই জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত করেন।

আমরাও আজকাল জ্ঞানপ্রচারে চেষ্টা করি। সে জন্য সভা সমিতি করি। তাঁহাদের সময়েও সভা হইত। কিন্তু কার্য্য হইয়া গেলেই সব শেষ হইত না। কোন এক মহারাজার উপর সভা গঠনের ভার অর্পিত হইত। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সেই সভায় উপদেশ দিতেন আর মহারাজা সেই উপদেশমত কার্য্য যাহাতে সমাজে হয় তাহার সমস্ত আয়োজন করিতেন। কাজেই অতি সহজেই বশিষ্ঠদেবের উপদেশমত কার্য্য করিয়া সমাজ ধন্য হইয়া যাইত।

আমরা আজ বিদ্যা অর্থে যাহা বুঝি তাহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা নহে। জগৎ আজ বিদ্যাটাকে প্রায়শঃ অর্থকরী করিয়া ফেলিয়াছে। সভ্যজগতের বিদ্যা আজ অবিদ্যা নাশ করিতে পারে না বরং অবিদ্যাকেই এই বিদ্যা চাগাইয়া তুলিতেছে। ফলে আজকালকার বিদ্যাটা অবিদ্যারই মূর্ত্তি।

সভ্যজগৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়া আজকালকার সভ্য মানুষ, বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ উন্নত হইতেছে এই মতটা সভ্যজগতের একটা কুসংস্কার। উন্নতি ও অবনতি দুইই সমকালে

হইতেছে। কতকলোক যেমন পশুত্ব হইতে উপরে উঠিতেছে—অন্য কতক মানুষও মানুষ হইতে পশুত্বে নামিতেছে। সভ্যজগতের আর এক কুসংস্কার হইতেছে একবার মানুষ হইয়া গেলে আর পশুযোনিতে পড়িতে হয় না। আমরা অল্প আয়াসেই কতকগুলি মানুষের কার্য্য দেখিয়া বুঝিতে পারি ইহারা মানুষদেহ ছাড়িযাই পশুদেহে প্রবিষ্ট হইবে। আমাদের শাস্ত্রে—আমাদের বেদে মানুষ হইতে পশুতে নামার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভরত রাজা মৃগ চিন্তা করিয়া মৃগযোনিতে পতিত হইয়াছিলেন। নহুষ রাজা স্বর্গচ্যুত হইয়া সর্প হইয়াছিলেন। বেদে মানুষ আপন কর্ম্মফলে যে "বৃকো বা সিংহো বা দংশো বা" হয় ইহা দেখা যায়। সভ্যজগতের অন্য এক দারুণ কুসংস্কার হইতেছে অবতার না মানা। যিনি নিগুর্ণ তিনিই সগুণ হয়েন তিনিই জীবে জীবে, আত্মা আবার তিনিই জগতের অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে ও ধর্ম্মের গ্লানির সময়ে মায়ামানুষ মায়ামানুষা হয়েন, হইয়া জগতের পথভ্রষ্ট জীবকে পথ দেখাইয়া দিয়া যান।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ এই মাত্র বলা ও এক কুসংস্কার। তিনি যেমন নিরাকার তেমনি তিনি সাকার। তিনি সর্ব্বকালে আপন স্বরূপে থাকিয়াও বহু হয়েন, সাকার হয়েন—দেহ ধারণ করেন। তাঁহার রূপ মানুষে কল্পনা করে না তিনি আপন সামর্থ্যে রূপ ধারণ করেন। অবতার অর্থে অবতরণ বটে, নিগুর্ণ ব্রহ্ম সগুণভাব ধারণ করিয়া যখন মনুষ্য মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, তখন অবতার হয়েন। এই অবতরণ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনও বটে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সভ্যজগতের নানা ভ্রান্তি দেখা যায়। চাতুর্ব্বর্ণ্য মানুষের কৃত নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র মানুষের কৃত নহে। সত্ত্ব রজ ও তমগুণের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির দেহ প্রস্তুত হয়। কাজেই এক জন্মে কোন শূদ্র কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যে কর্ম্মে তাহার দেহ গঠিত হইয়াছিল সেই দেহ না যাওয়া পর্য্যন্ত সে উপরের বর্ণে যাইতে কিছুতেই সমর্থ নহে। বিশ্বামিত্র

অতি নির্ম্মল হইলেও ইঁহা হইতেই অগ্নি সমুৎপন্ন হয়। সেই এক মাত্র চেতন পরমাত্মাই চন্দ্র সূর্য্যাদির অবিনাশী প্রকাশক। পরমাত্মার প্রভা প্রলয়কালের মেঘও আবরণ করিতে পারে না।

১০ম প্রশ্ন। ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন কোন্ বস্তু হইতে প্রকাশ উৎপন্ন হইতেছে?

মন্ত্রী। আত্মাই ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ। আত্মাই হৃদয়গুহার প্রদীপ। ইনিই সকল বস্তুকে সত্তা দিতেছেন। এই আত্মাণু হইতে প্রকাশ উৎপন্ন হইতেছে।

১১ প্রশ্ন। জন্মান্ধ লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি এবং অন্যান্য বস্তু সকলের উত্তম আলোক কি?

মন্ত্রী। যিনি ইহাদিগকে পোষণ করেন সেই অনুভবাত্মক পরমাত্মাই ইহাদিগের উত্তম আলোক।

১২ প্রশ্ন। কাল, আকাশ, ক্রিয়া, সত্তা, জগৎ এই সকলের প্রকাশক কে?

মন্ত্রী। এই সমস্ত চৈতন্যেই অবস্থিত ও বিস্তৃত, সুতরাং চৈতন্যই স্বামী কর্ত্তা পিতা ভোক্তা—সবই।

১৩ প্রশ্ন। সত্তার সত্তা দিতেছে কে?

মন্ত্রী। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ সৃষ্টিও সেই চিৎচৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমস্ত যখন আত্মা—তখন যাহা কিছু বিদ্যমান তাহার সত্তা দিতেছেন আত্মাই।

১৪ প্রশ্ন। জগৎ রত্নের কোষ কি? জগৎ কোন্ মণির কোষ?

মন্ত্রী। পরমাত্মা স্বীয় অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব ত্যাগ না করিয়াই জগৎ রত্নকে অন্তরে রক্ষা করেন; অন্তরে ধারণ করেন বলিয়া তিনিই জগৎ রত্নের কোষ। জগৎটা পরমাত্মমণির কোষ বা আবরক কারণ স্থূল জগদাকার ধারণ করিয়াই আত্মা আপনাকে ইন্দ্রিয়গোচর করেন। আবার পরমাত্মাই জগতের কোষ বা আবরক কারণ পরমাত্মাই জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত।

১৫ প্রশ্ন। পরম সূক্ষ্ম কি? কে প্রকাশ বা তম? কেই বা অস্তি ও নাস্তি হয়?

মন্ত্রী। পরম সূক্ষ্ম যাহা তাহাকে বুঝিতে পারাই কঠিন—দর্শন-যোগ্য যাহা তাহা স্থূল। আত্মার মত দুর্ব্বোধ্য অন্য কিছুই নাই, ইঁহাকে বুঝিতে পারা অপেক্ষা কঠিন বিষয় আর কিছুই নাই। পর-মাত্মা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তমঃ এবং চিন্মাত্র বলিয়া ইনি প্রকাশ। যেহেতু তিনি চিৎ-চৈতন্যরূপী—চৈতন্যকে সবাই অনুভব করিতে পারে এই জন্য তিনি অস্তি। আবার তিনি নাস্তি যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন।

১৬ প্রশ্ন। কোন্ অণু দূরে অদূরে অবস্থান করেন?

মন্ত্রী। ইন্দ্রিয়ের অলভ্য বলিয়া তিনি দূরে আবার চিৎরূপ বলিয়া লোকের হৃদয়ে অবস্থিত।

১৭ হইতে ২২ প্রশ্ন।

কে সূক্ষ্মতম অণু হইয়াও মহাপর্ব্বত স্বরূপ? কে নিমেষ স্বরূপ হইয়াও মহাকল্প? কে কল্পস্বরূপ হইযাও নিমেষ? কোন প্রত্যক্ষ অসৎরূপ? কোন্ চেতন চেতন নহে?

মন্ত্রী। তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া অণু। সেই সর্ব্বব্যাপী অণু এক মহৎ কার্য্য করেন অর্থাৎ তিনি সমস্তই অনুভব করেন এই জন্য মহাশৈল। সকলেই তাঁহাকে আমি আমি বলে। আমি ইত্যাকার স্থানে তিনি সম্মুখবর্ত্তী মহাশৈলের ন্যায় জ্ঞাত। এই প্রকাশমান জগৎ তাঁহারই অনুভবের মধ্যে রহিয়াছে। জগৎটা তাঁহারই অনুভূতি বলিয়া তাঁহা-রই মধ্যে সুমেরু প্রভৃতির বিদ্যমানতা অনুভূত হয়। আরও দেখ আত্মচৈতন্যই চতুষ্পাদ। এই চতুষ্পাদ আত্মচৈতন্যের একাংশে যেহেতু মেরুমন্দরাদির বিদ্যমানতা অনুভূত হয় সেই হেতু পরমসূক্ষ্ম পর-মাত্মা অণু হইয়াও মহামেরু—মহাস্থূল বলিয়া গণ্য।

মনোমধ্যে যেমন কোটি যোজন বিস্তৃত মহাপুর দেখা যায় তেমনি মনোমধ্যেই কল্পব্যাপিনী কালক্রিয়ার বিলাসও নিমেষরূপে অনুভূত

হয়। যেমন অল্পায়তন মুকুর মধ্যে মহানগর প্রতিভাসিত হয় তেমনি নিমেষজঠরেও কল্প সমুদিত বা প্রতিভাসিত হয়।

নিমেষ, কল্প, পর্ব্বত, নগর সমস্তই যখন চৈতন্যের ভিতরে তখন আর দ্বৈতই বা কি একতাই বা কি? অর্থাৎ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ।

মনে উদিত হইলে সত্যও অসত্য হয় অসত্যও সত্য হয় এবং কল্পও নিমেষ হয় নিমেষও কল্প হয়। সময়টা দুঃখে সুদীর্ঘ হয় এবং সুখে অল্প অনুভূত হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রে দ্বাদশ বর্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। তবেই বুঝা উচিত যে নিমেষ কল্প, অদূর দূর—এ সব নাই। সর্ব্বং চিদণুর প্রতিভাস। সুবর্ণে যেমন হার কেয়ূর সেইরূপ নিমেষ কল্প পর্ব্বত নগর সমস্তই সেই সত্যাত্মাই।

চেতনের অনুভব সকলেরই আছে। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষ কিন্তু চক্ষুরাদির দৃষ্টি সেখানে পৌঁছায় না তাই তিনি অপ্রত্যক্ষ বা অসদ্রূপ, অর্থাৎ যেন অবিদ্যমান।

আরও দেখ ব্রহ্মই জগৎরূপে সমুদিত—সেইজন্য তিনি প্রত্যক্ষ। কিন্তু যাবৎ জগৎ জ্ঞান থাকে তাবৎ আত্মচৈতন্য জ্ঞান থাকে না যেমন কটক জ্ঞান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সুবর্ণ জ্ঞান থাকে না। যেমন কটক জ্ঞান তিরোহিত হইলে সুবর্ণ জ্ঞান স্থায়ী হয় তেমনি দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত হইলে তবে দর্শন বা আত্মচৈতন্য জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন। তাই বলা যাইতেছে সকল দৃশ্য বস্তু সেই সেই একমাত্র ভিত্তি ধরিয়া ভাসিতেছে বলিয়া তিনি সৎরূপ কিন্তু তিনি দুর্লক্ষ্য বলিয়া অসৎরূপ।

আত্মা আত্মস্বরূপে চেতন কিন্তু জগৎরূপতা জন্য চেতন নহেন অচেতন। আবার এই বায়ুর সমান চঞ্চল জগৎ চৈতন্য ব্যতীত অন্য কিছুই নন। চৈতন্যের প্রাচুর্য্য হইতেছে অদ্বৈত; যেমন প্রচণ্ড আতপের বিস্ফুরণ সেইরূপ। কিন্তু চৈতন্যের প্রচ্ছাদন হইতেছে এই জগৎ।

ব্রহ্মে যে সৃষ্টি তাহা অস্তি নাস্তি এই দুই ভাবে পরিচিত। চিন্ময় আত্মা আপন স্বরূপে সকল সৃষ্ট বস্তুর সত্তা—তাই তাঁহাতে সকলের

অস্তি দেখা যায় কিন্তু আত্মাতে যে অজ্ঞানের বিলাস সেই বিলাসে ভ্রান্তির মহিমারূপে সৃষ্টি দর্শন হয়, সেইজন্য কিছুই নাই। নাস্তিই সব।

অহে রাক্ষসি! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট, গন্ধর্ব্ব নগর, ও সঙ্কল্পপুরীর ন্যায় অসৎ। ইহা দীর্ঘ ভ্রম।

যে সকল মহাত্মা জগৎ মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিতে পটু ও অভ্যস্ত সেই সকল মহাপুরুষ নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। যুক্তিপরিস্কৃত-চিত্ত, তত্বজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সৃষ্টি আদৌ হয় নাই স্থিতিও নাই।

দৃশ্য জ্ঞানটাই চৈতন্য, ইহাই দর্শন জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দৃশ্যজ্ঞান লোপ কর দেখিবে আকাশ ও কুড্য সমান হইয়া গিয়াছে।

ফলে অহে নিশাচরি! পরম শান্ত চলন রহিত সর্ব্বময় আত্মাই আভাসরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

মন্ত্রী বিরত হইলেন। বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর রাজাই করিবেন ইহাই মন্ত্রীর ইচ্ছা। রাজমর্য্যাদা রক্ষা করা মন্ত্রীর কর্ত্তব্য।

২২—২৫ প্রশ্ন।

কে বায়ু হইয়াও অবায়ু? শব্দ কে, অশব্দ কে? কে সর্ব্ব স্বরূপ হইয়াও কিছুই নহে? কে অহং হইয়াও অনহং?

রাজা। নিশাচরি! জগৎ দর্শন নিবৃত্তি বা দৃশ্যমার্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত তত্বজ্ঞানের উদয় হয় নাই জানিও। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা তত্বজ্ঞান হইবেই না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সর্ব্বসঙ্কল্পের বিরাম হইতেছে। তুমি ব্রহ্মের সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিতেছ। শাশ্বত ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া অণু।

ব্রহ্মাণু যখন আপনাকে বায়ুভাবে ভাবনা করেন তখন সেই সত্য-সঙ্কল্প পুরুষ মায়ার বিবর্ত্তনে যেন বায়ু হন। এই যে অন্যরূপে হওয়া ইহা ভ্রান্তিরই মহিমা। পরমার্থ দর্শনে যিনি অবায়ু, ভ্রান্তি দর্শনে তিনি বায়ু।

শব্দ ভাবিয়া তিনি শব্দ কিন্তু ইহা ভ্রান্তি-দর্শনমূলক বলিয়া শুদ্ধ নহে। পরমার্থ দর্শনে তিনি অশব্দ।

অণু বা সূক্ষ্ম পরমাত্মা সর্ব্ব-স্বরূপ কিন্তু সর্ব্ব বলিয়া যাহা তাহা মায়িক—কিছুই নহে। ভ্রান্তিতে অহং পরমার্থ দর্শনে অনহং।

২৬ প্রশ্ন। কোন্ বস্তু বহু জন্মে লব্ধ হইয়াও অলব্ধ প্রায়? কোন্ বস্তু পূর্ণ অথচ পাওয়া দুর্ল্লভ?

রাজা। আত্মা যত্নশত প্রাপ্যো লব্ধেস্মিন্ ন চ কিঞ্চন।
লব্ধং ভবতি তচ্চৈতৎ পরমং বা ন কিঞ্চন॥৮১।৭

যে বস্তু বহু যত্নে লব্ধ লইয়াও অলব্ধপ্রায় তাহা আত্মা। আত্মা পরিপূর্ণ পদার্থ। তিনি স্বস্বরূপে কিছুই করেন না কোথাও যান না। তিনি আহারও করেন না নিদ্রাও যান না। অথচ সকলেই বলে আমি চলি ফিরি যাই ঘুমাই। এইগুলিই অবিদ্যার কার্য্য। এই অবিদ্যার কার্য্যগুলি পরিত্যাগ করিতে যত্নশত আবশ্যক। অবিদ্যা-মেঘ সরাইতেই ক্লেশ। কিন্তু মেঘ সরিয়া গেলে জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ হয়। জ্ঞানসূর্য্য ত সর্ব্বত্রই আছেন তুমি লাভ করিলে কি? অজ্ঞান নাশে যাহাকে পাইলে তাহাতে তোমার পরম লাভ কি হইল? আকাশ সর্ব্বদাই গ্রামে আছে তুমি অন্য কিছু দেখায় ব্যস্ত ছিলে বলিয়া উহা দেখ নাই। যখন দেখিলে তখন জানিলে ইহা ত সর্ব্বদাই আছে এজন্য বলা হইল অজ্ঞান নাশই তোমার লাভ কিন্তু সর্ব্বদা যিনি আছেন যিনি সর্ব্ব হইয়াই আছেন তাঁহাকে লাভ করিয়া তোমার কোন লাভই হইল না।

২৭ প্রশ্ন। কে সুস্থ ও জীবিত থাকিয়া আত্মহারা হইয়াছে?

রাজা। পরমাত্মার বা অণুব্রহ্মের আকার যেটি সেটী চিত্ত। চিত্ত সর্ব্বদাই স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্য বস্তু হইতেছে। কাজেই অণু ব্রহ্ম সাকার হইয়াই দৃশ্যমত হইতেছেন। আপনাতে আপনি যিনি থাকেন তিনিই না স্বস্থ? এইটী স্বরূপ বিশ্রান্তি। পরমাত্মা সর্ব্বকালে আপনার আপনি আপনি ভাবে স্বস্থ। কিন্তু দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন জীবিত মত হয়েন তখন আপন স্বরূপ ভুলিয়াই না জীবিত দৃশ্য বস্তু

মতহয়েন একেত্রে জীবিত হইয়াই ত তিনি আত্মহারা। দৃশ্যবস্তু যখন দেখিতেছ তখন আপনি আপনি তিনি জীবিতমত দেখা যাইতেছে। স্বস্থ ও জীবিত হইয়াও তিনি আত্মহারা—কারণ স্বয়মস্ত ইবোল্লসন্ যখন হয় তখন আত্মবিস্মৃতি ভিন্ন ইহা হয় না। আত্মবিস্মৃতিটা আত্মহারা হওয়া।

২৮—৩৫ প্রশ্ন।

কোন্ অণু সুমেরু পর্ব্বতকে এমন কি ত্রিভুবনকে তৃণবৎ ক্রোড়ীকৃত করিয়াছে? কোন অণু দ্বারা শতযোজন পরিপূর্ণ হয়? অণু অথচ শতযোজন মধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না এমন বস্তু কি আছে? কাহার কটাক্ষে জগৎরূপ বালক নৃত্য করিতেছে? কোন অণুর উদরে সমগ্র ভূধর সহ ভূমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে? কোন অণু সুমেরু অপেক্ষাও অধিক স্থূলতা ধরিয়াও অণুত্ব ত্যাগ করে নাই? কোন্ অণু কেশাগ্র শতভাগের ভাগৈকস্বরূপ হইয়াও বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ?

রাজা। চতুষ্পাদ ব্রহ্মের একপাদের এক অতি সূক্ষ্মদেশে যে স্পন্দন চলন বা কম্পন মত উঠে তাহার মধ্যেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড থাকে। সূক্ষ্ম চিদ্‌ব্রহ্মই ত্রিভুবনকে তাঁহার সীমাশূন্য সত্তার কাছে তৃণ তুল্য দেখেন এবং সুমেরুকেও ক্রোড়ীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

চিদণুর অন্তরে যে যে দৃশ্য বিদ্যমান বাহিরেও সেই সেই দৃশ্য বিদ্যমান্। শতযোজন কেন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত রহিয়াছে চিদণু দ্বারা।

যেমন ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষেরা অপাঙ্গবিক্ষেপণাদি দ্বারা যুবতীদিগকে বশীভূত করে সেইরূপ চিদাত্মা আপন উপাধি যে মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি—সেই উপাধি চেষ্টা দ্বারা এই জগৎরূপ বালককে নৃত্য করাইতেছে। সেই অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয় পরমাত্মা স্বায় সত্তা দ্বারা বস্ত্রের ন্যায় মেরু প্রভৃতিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই অপরিচ্ছিন্ন অণু দিক্ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া সুমেরু মহাশৈল অপেক্ষা বৃহৎ এবং মনোরূপী বা জীবরূপী বলিয়া সূক্ষ্ম। তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডা-

কারে দৃশ্য হয়েন বলিয়া উচ্চ অথচ আত্মা বলিয়া বা জীবাত্মা বলিয়া কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বা দুর্লক্ষ্য।

পরমাত্মাকে অণু পরমাণু বলা আর মেরুর সহিত সর্ষপের তুলনা করা একই কথা। এই সমস্ত প্রয়োগ গৌণ মুখ্য নহে। পরমাণু অতি দুর্লক্ষ্য বলিয়া দুর্লক্ষ্য পরমাত্মাকে পরমাণু বলা হয় মাত্র। এই ভাবেই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাতে পরিচ্ছিন্নতম অণু পরমাণু শব্দ প্রয়োগ করা হয়। মায়াই পরমাত্মার অণুত্ব সৃজন করেন। এ শক্তি মায়ার আছে। যেমন সুবর্ণে বলয়ের সৃষ্টি সেইরূপ এক পরমাত্মায় নানাত্ব সৃষ্টি।

৩৬। প্রশ্ন। কোন্ অণু প্রকাশের ও অন্ধকারের প্রকাশক?

রাজা। পরমাত্মদীপ আলোক এবং অন্ধকার উভয়েরই প্রকাশক কারণ আত্মা ব্যতীত অন্য কাহারও আপনি আপনি প্রকাশ সামর্থ্য নাই। আবার কোন কালে আত্মপ্রকাশের অভাবও নাই। "আছে" বলিতে গেলে তাহার সঙ্গে "নাই" ও যেন থাকে। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ইহারাই প্রকাশ করে দেখা যায় কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে ইহারা আছে, নাস্তিত্বে ইহারা নাই। কিন্তু আত্মার অভাব—ইহা প্রমাণ ও অনুভব এই উভয় বিরুদ্ধ। আত্মা চিরশুদ্ধ ও চিরসৎ। আত্মাতে যে চিত্ত অবস্থিত তদ্দ্বারা আত্মা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই কল্পনা করেন। চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি ইহাদের যে তেজ সেই তেজ সম্বন্ধে কোন ভিন্নতা নাই। ভিন্নতা কেবল বর্ণে। অর্থাৎ রঙ্গের ভেদ। অথচ উহারা জড়। জড় বলিয়া উহারা কাহারও প্রকাশক হইতে পারে না। কজ্জল বর্ণ, ঘন বাষ্পই মেঘ। মেঘের ও বাষ্পের যেমন ভেদ আলোক ও অন্ধকারের সেইরূপ ভেদ। সমুদায় জড়ের উপলব্ধির বা প্রকাশের জন্য একমাত্র চিদ্রূপ মহান্ সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান। তিনি থাকাতেই উহাদের অস্তিত্ব। তিনি না থাকিলে উহারা থাকে না। সেই চিৎসূর্য্য আলস্য পরিহীন হইয়া দিবারাত্র সর্ব্বত্র এমন কি প্রস্তর মধ্যেও আলোক প্রদান করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা ত্রিলোক প্রকাশিত।

চৈতন্যের প্রকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এখনও তাহা দুর্লভ নহে। এমন কি শিলার ভিতরেও তাঁহার প্রকাশ আছে। এই দেহ অত্যন্ত তমঃ। অথচ চৈতন্যের আলোক এই তমঃ বিনাশ করে না অধিকন্তু ইহাকে গ্রহণ অর্থাৎ প্রকাশ করে। চৈতন্য প্রথমে দেহকে পরে জগৎকে প্রকাশ করে। যেমন সূর্য্য কর্ত্তৃক পদ্ম ও উৎপল উভয়ই প্রকাশিত হয় সেইরূপ চিত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ ও তমঃ উভয়ই প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ আছে বলিয়া জানা যায়। যেমন সূর্য্য অহোরাত্র সৃজন করিয়া স্বায় আকৃতি দেখান, সেইরূপ চিৎসূর্য্য সৎ অসৎ অবভাসিত করিয়া স্বকীয় স্বরূপ দেখান।

৩৭ প্রশ্ন। অসংখ্য জ্ঞানকণা বা বৃত্তিজ্ঞান কোন্ অণুর উদরে অবস্থিত?

ব্যাখ্যা। যেমন বসন্তশ্রী—বসন্তশোভার মধ্যে ফলপুষ্পাদির শোভা নিবিষ্ট থাকে তেমনি চিদণুর মধ্যে সমস্ত অনুভব—সমস্ত জ্ঞানকণা বা বৃত্তিজ্ঞান রহিয়াছে।

৩৮ প্রশ্ন। কোন অণু নিঃস্বাদ হইয়াও মধুরাদি রস আস্বাদন করে?

ব্যাখ্যা। যেমন বসন্ত ঋতুর উদরে শোভা সমস্ত উদিত হয় সেইরূপ সমুদায় অনুভব চিদণু হইতেই সমুদিত হয় সেই পরমাত্মাণু রসাদি বিহীন সুতরাং নিঃস্বাদ অথচ তাহা হইতে সমস্ত আস্বাদের আবির্ভাব হইতেছে। তিনি স্বয়ং নিঃস্বাদ হইয়াও সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করেন বা স্বাদ বিজ্ঞাত হন। রস যাহা তাহা জলে অবস্থিত। সুতরাং জলই রসস্বরূপ। তাদৃশ জল আবার আত্মমূলক। সুতরাং মূল, রস হইতেছে আত্মা।

৩৯ প্রশ্ন। সমগ্র জগৎ কোন্ সর্ব্বব্যাপী অণুর আশ্রিত?

ব্যাখ্যা। চিদণু অসঙ্গ পদার্থ বলিয়া সর্ব্বব্যাপী অথচ ইহা সর্ব্ব পদার্থেই অবস্থিত। তাই বলা হয় সমগ্র জগৎ তাঁহারই আশ্রিত। তাঁহার স্ফুরণ না হইলে কোন পদার্থের প্রকাশ নাই সেই জন্য বলা হয় তাঁহার স্ফুরণ সকল পদার্থের আশ্রয়।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

৺স্বামীজীর দেহরক্ষা।

কাহারও দেহ জোর করিয়া ছাড়াইতে হয়, কেহ বা জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগের ন্যায় দেহ ছাড়েন। প্রাণপ্রয়াণ কোথাও উৎসব, কোথাও অত্যুৎকট যাতনার অভিনয়।

সুন্দর হৃষীকেশে ৺স্বামীজী দেহ রাখিলেন। শেষ সময়ে শিষ্যেরা বলিলেন, একটু ঔষধ সেবন করিলে ভাল হয়। ৺স্বামীজী উত্তরে বলিলেন "না"। এসময়ের ঔষধ আমার নিজের কাছে আছে। স্বামীজী এই বলিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। প্রাতে উঠিয়া সকলে দেখিল ৺স্বামীজী দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

৺স্বামী প্রণবানন্দ সহজানন্দ পুরুষ ছিলেন। কত দুঃখী, কত শোকতাপ-জর্জ্জরিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইত। যে যাইত তাহাকেই বলিতেন "আনন্দ"। সকলের মুখ দিয়া "আনন্দ" বাহির করিয়া লইতেন। তিনি নিজে সদা প্রফুল্ল থাকিতেন লোককে আনন্দ দিয়া প্রফুল্ল করিয়া লইতেন। স্বামীজীর "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" স্থাপনের

কথা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই একবাক্যে বলিবেন এই দুর্দ্দিনে "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" স্থাপনে প্রাণপণ করা, জাতীয় জীবরক্ষার অতি সহজসাধ্য উপায়।

তাঁহার বহুশিষ্য আজ শোকে মুহ্যমান। সে কথা ত আর শুনিতে পাইব না, তেমন করিয়া আনন্দ আর কেহ মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইবেন না। পরমহংসগণের তনুত্যাগ সর্ব্বদাই হইয়া আছে। তথাপি ব্যবহারিক কার্য্যে দেহে অভিমান ক্ষণিকের জন্য আসিয়াই থাকে। সেই জন্যই না রায়ণ নারায়ণ করা। কেননা নারায়ণং তনুত্যাগে। এই নারায়ণ নারায়ণ তেমন করিয়া বলাইয়া লইবে কে? তেমন করিয়া নারায়ণ ত তাঁহারা অন্যের মুখে মধুর শুনিবেন না।

দেহে অভিমান থাকিলে শোক আসিবেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ বা সাধারণ জীব যখন কেহই মরে না, তখন স্বামী পরমহংসের কথা কি? এই শোক ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞাপালনকে জীবনের ব্রত করাই উচিত। শোকের সদ্ব্যবহার হইতেছে—সর্ব্বদা বৈরাগ্যটি সম্মুখে রাখিয়া সাধনভজনে আত্মাকে অজ্ঞান-কূপ হইতে উদ্ধার করা। তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করিলেই দেখা যাইবে, তিনি সঙ্গেই আছেন। শুধু মুখের কথায় নহে, সত্য সত্যই দেখা যাইবে তিনি আসিয়া থাকেন।

যথাসময়ে শেষ সংবাদ শুনিতে পাই নাই। যখন শুনিলাম তখন বহুদিন হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম কেহ কেহ বলেন "নারীচক্রে" পড়িয়া শীঘ্র শীঘ্র তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কাশীধাম অন্নপূর্ণার স্থান বটে। মায়েদের একটু সাবধান হওয়া বুঝি উচিত। যাঁহারা ভাল লোক তাঁহারা একান্তই ভাল বাসেন। শিষ্যদিগের উচিত গুরুর আজ্ঞামত কার্য্য করিতে প্রাণপণ করা। যাঁহারা প্রাণপণে আপন আপন কার্য্য করেন, তাঁহাদের উচিত নহে বহুকথার আলোচনা করা বা জিজ্ঞাসা করা। সাধু দর্শন করিতে হইলে সাধুকে প্রশ্ন করা উচিত নহে। অধিকক্ষণ তাঁহার কাছে

বসিয়া থাকাও কর্ত্তব্য নহে। কার্য্য করিলেই তবে একবার দর্শনেই শক্তি জাগ্রত হয়। পুনঃ পুনঃ ভাবের কথা বা উৎসাহের কথা শ্রবণের অভিলাষ করাও সাধুর অপকার করা। নারীচক্রের মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহারা ৺স্বামীজীর শীঘ্র শীঘ্র দেহছাড়ার কথা শুনিয়া আজ কতখানি আনন্দ পাইবেন? এই শক্তিশেল কি বরাবরের জন্য হৃদয়ে থাকিয়া গেল না! এই শক্তিশেল উৎপাটন করিতে হইলে, ৺স্বামীজীর কথামত চলিতে প্রাণপণ করাই এই পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত। নতুবা অন্য সাধুর কাছে যাইয়া আবার ঐরূপ করা নিতান্ত পাপের কার্য্য।

এই সম্বন্ধে অধিক আর কিছু লেখা গেল না। স্বামীজীর বহু গুণবান্ গুণবতী শিষ্য শিষ্যা আছেন। যদি কেহ স্বামীজীর কথা লিখিতে ইচ্ছা করেন আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিব।

মিনতি।

স্বভাব সুন্দর কর মন্ত্র দিয়া প্রাণ
'সব তুমি' হেরি ছাড় মিথ্যা অহং জ্ঞান।
মন-তীর দিয়া জুড়ি প্রণব ধনুকে
গুরুপদ লক্ষ্য যেন সদা স্থির থাকে॥
জ্বালিয়া জ্ঞানের আলো আত্মদান আর
সাধন করহ আগে, "আমি যে তোমার।"
মন্ত্রের সাধনে কর শরীর পতন
বিনা সাধনেতে কেহ পায় কি রতন?
সর্ব্বেন্দ্রিয় লুটাইয়া করহ প্রণতি।
রে মন, তোমার কাছে এ মম মিনতি॥

২৫।২

মহাপীঠে বশিষ্ঠাশ্রম।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ক্ষত্রিয় হইয়া একজন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, ইহার ভিতরে প্রবল ভ্রান্তি রহিয়াছে। যে চরুতে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়, সেই চরু ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণের বীজ ক্ষত্রিয়াণীর গর্ব্ভে পড়িয়া বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব হয়। কিন্তু ভিতরে ব্রাহ্মণের বীজ থাকে। প্রবল তপস্যা দ্বারা ভগবান্ বিশ্বামিত্র গর্ব্ভজ দোষ নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি ক্ষত্রিয় হইতে এক জন্মেই ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন।

সভ্যলোকের যে বহু কুসংস্কার দেখা যায় তাহাব কারণ তাঁহাদের বিদ্যা বস্তুটি লাভ হয় না বলিয়া।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য যাহা দেখাইয়াছেন তাহাই ভগবান্ ব্যাসাদি পরবর্ত্তী ঋষিগণ সমাজে প্রচার করিযাছেন। বশিষ্ঠ দেব বেদের শিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন।

"আমি দেহ" এই যে বুদ্ধি তাহাব নাম অবিদ্যা। "আমি দেহ নহি, আমি চিদাত্মা" এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম বিদ্যা।

দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধি র্বিদ্যেতি ভন্যতে॥
অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যানিবর্ত্তিকা।

সভ্যজগতে এবং আমাদের এই আধুনিক ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতামুগ্ধ যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত কোন পুস্তকে "আমি দেহ নহি, আমি জ্ঞানাত্মা" এই শিক্ষার অভ্যাস কিরূপ তাহা কি পাওয়া যায়? বিদ্যা কি তাহারই ধারণা যখন কোথাও দেখা যায় না, তখন সংসার হেতুভূত অবিদ্যার নাশ করিয়া মুক্তিপথে চলিবে কে? কাজেই বেদজ্ঞ ঋষিগণের যে উপদেশ—

"তস্মাদ্‌যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ"

এই বিদ্যাভ্যাস এখন কোথায় ?

"আমি দেহ নই, আমি চিদাত্মা" এই বিদ্যার অভ্যাস কোথায় গেলে হয় তাহার সংবাদ আমরা আধুনিক কোন পুস্তকে কি দেখিতে পাই ?

ইহা আজকালকার জগতে নাই বলিলেই হয়। এখনকার পুস্তক প্রণয়ন, এখনকার সাহিত্য এই মূল বিদ্যাভ্যাসের কথা ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই ইঁহাদের বিদ্যা, অবিদ্যারই অন্যমূর্ত্তি। কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের শিক্ষামত বিদ্যাভ্যাসে যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহাদের নিকটে জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা সহজেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্য ভারতে পরা বিদ্যাও যেমন ছিল, অপরা বিদ্যাও তেমনি প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা "ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্ত বিদ্যামদ বিমোহিতা" নহেন তাঁহারাই সভ্য কুসংস্কার কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে সদা যত্ন করিবেন এবং বিদ্যাভ্যাসের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার পক্ষপাতী হইবেন ইহা ধ্রুব সত্য। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন বেদজ্ঞ ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত বিদ্যার কথা বলিয়া বলিতেছেন

"শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি"

এই কালে আমাদের দেশে বহু অবিদ্যাগ্রস্ত বিদ্যাভিমানী বশিষ্ঠ, ব্যাস, শঙ্করাদি অভ্রান্ত ঋষির মত খণ্ডনে যে সর্ব্বদা প্রস্তুত তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অবিদ্যার, বিদ্যা প্রতিবাদ প্রয়াস চিরদিনই আছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

আমরা শ্রীভগবানের চরণকমলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে করিতে প্রার্থনা করি যেন আমাদের দেশের সভ্যজনগণের অবিদ্যা-দুষ্ট বুদ্ধিকে তিনি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের দিকে একটু ফিরাইয়া দেন। অলমিতি প্রপঞ্চেন।

মহাপীঠ হইতে বিদায়ে।

আজ সোমবার ৩রা কার্ত্তিক। আজ এই যোনিপীঠ হইতে বিদায় লইতেছি। কিন্তু বিদায় কি সত্য সত্যই হইতেছে? তাহা হইতেছে না।

ঐ যে যোনিপীঠে হস্ত রাখিয়া বলিতে হয়

মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
তস্যা দর্শন মাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হস্তে যজ্ঞোপবীত ধরিয়া গায়ত্রী পুটিত করিয়া মনোভব গুহাতে হাত রাখিয়া যে জপ করিতে শিখাইলে তাহা ত আর ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া গেল না। মনোভব গুহা ত সঙ্গেই চলিল। প্রতিদিনই ত হৃদয় গুহায় হাত রাখিয়া তিন বেলা তিনটি বৈদিক সন্ধ্যা ও তিনটি তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। সকল সময়েই ত মনোভব গুহা স্পর্শ করিতেছি স্মরণ করিতে হয়। এখানে যাহা স্পর্শ করা হইল তাঁহা প্রত্যহ ভাবনাতে স্পর্শ কর আর এখানে বসিয়া জপ করিতেছ ভাবনা কর অথবা বশিষ্ঠে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছ ভাবনা কর—সর্ব্বদাই তবে কামাখ্যাপীঠেই রহিয়া গেলে—কেমন?

বিদায় তবে হইল না। হইল চিরস্থিতির পূর্ব্বাবস্থা। এখন ভক্তিমার্গের সাধনার প্রথম অবস্থা যাহা সেইটী বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া যাও।

আকাঙ্ক্ষা না করিয়াছিলে মা বাক্‌সংযম যেন করিতে পারি। বাক্‌সংযম করিতে চাও তবে সর্ব্বদা জপ লইয়া থাক। ইহা শিথিল করিও না। বিশেষতঃ লোকসঙ্গে যখন পড়িবে তখনই জপ চালাও। রাবণের অশোকবনে শ্রীজানকী চেড়ীমধ্যে পড়িয়া যেমন রাম রাম করিতেন, সেইরূপ নাম কর। আর দেখ যখন কাহারও সহিত কথা কহিবার প্রবৃত্তি জাগিবে, তখন বিচার করিয়া মনকে নীরব কর। কথা

যদি কহিতে হয় তবে তার কথা কহিও বা তার কথায় যোগ দিও। অন্য আবশ্যক মত যাহা তাহা করিবার সময় বা সেই সম্বন্ধে কথা কহিবার সময় তাহাকে নেত্রান্ত সংজ্ঞায় জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস কর। এই সব অভ্যাস লইয়া চল, বড় ভাল হইবে।

গিরিতে, নভে, বৃক্ষে, পত্রে, পুষ্পে, জলে, নদীতে, মানুষে, পশুতে সর্ব্ব বস্তুতে জপ যদি মাখাইয়া রাখ তবে সকলেই তোমায় জপ স্মরণ করিয়া দিবে। জপে কতদূর হইতে পারে তাহা যখন সময় পাও তখনই চিন্তা কর। জপে "আমি তোমার" সাধনা কতদূর হয় তাহা ভাল করিয়া দেখ। আমি যিনি তিনি দ্রষ্টা; তিনি সাক্ষী। দ্রষ্টাভাবে ও সাক্ষীভাবে যিনি আমার মধ্যে তিনিই আমি। দ্রষ্টা ও সাক্ষী এই দুইটি গুণ ধরিয়া আমি যে চেতন তাহা অনুভবে আনা যায়।

আর তুমি কে? তোমাকে পাই মন্ত্ররূপে। কাজেই যখন মন্ত্রটি উচ্চারণ করি—গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি—বা গায়ত্রী পুটিত করিয়া ইষ্ট-মন্ত্র জপ করি তখন মন্ত্র-রূপে তোমাকে পাই। আমি তোমার সাধনায় চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ মন্ত্ররূপী তুমি—তোমার মন্ত্র দ্রষ্টা ও সাক্ষী রূপী আমাকে আকর্ষণ করে। মন্ত্র উচ্চারণ করি আর আমি যে মন্ত্র শুনিতেছি ও মন্ত্র উচ্চারণের সাক্ষী তাহা বেশ করিয়া অনুভব করি। ইহাতে আমি দ্রষ্টারূপে থাকিয়া তোমাকে—মন্ত্ররূপী তোমাকে পাই। মন্ত্রটি জপ হইতেছে অথচ আমি একবারও অন্য কিছুতে যাইতেছি না—ইহা হইলে আর যেন বিক্ষেপ হইল না।

এই আমি যখন মন্ত্ররূপী তোমার ভাবে পৌঁছায় তখন হয় কি? হয় এই যে—অখণ্ড ভাবরূপী তুমি—তুমি খণ্ডচৈতন্যরূপা আমিতে আসিয়া উদয় হও—মহাকাশ যেমন ঘটাকাশ স্পর্শ করে সেইরূপে তুমি অখণ্ড—আমি খণ্ড—অখণ্ড খণ্ডকে স্পর্শ করিয়া দেখাইয়া দাও আমি অজ্ঞানে অখণ্ড হইয়াছিলাম—বিদ্যারূপিণী তুমি—তুমি দেখা

ইয়া দিলে ঘটাকাশ ও মহাকাশ ভিন্ন নহে। এই ভাবটি লইয়া স্থির হইয়া যাও। ভারি সাধনা উহা। কর না অভ্যাস। ঠিক হইবে। যতদূর পার কর। তিনি ত আছেনই।

মাণ্ডূক্যশ্রুতি-গৌড়পাদাচার্য্য।

"যং লব্ধ্বা চাঽপরং লাভং মন্যতে নাঽধিকং ততঃ"॥৬।২২

যে আত্মলাভ করিয়া সাধক আর অপর লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না, সেই আত্মলাভের জন্য একমাত্র মাণ্ডূক্য শ্রুতিই যথেষ্ট। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, নামের সাহায্যে নামীকে লাভ করিতে হয় কিরূপে তাহা দেখাইলেন। গৌড়পাদাচার্য্য মূলশ্রুতি অবলম্বনে আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাত-শান্ত এই চারি প্রকরণ প্রণয়ন করিলেন। কেন করিলেন? বলিতেছি।

মুমুক্ষুর জন্য এই উপনিষদ্। অধিকারীর উত্তম অধম ভেদ থাকিলেও সাধক মাত্রেরই লক্ষ্য পরমানন্দে স্থিতি। আত্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন পরমানন্দে নিরন্তর ডুবিয়া থাকা যাইবে না। জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান। আত্মাই যে পরমাত্ম-ব্রহ্ম এই অদ্বয় জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। নিত্য পরমানন্দে যিনি থাকিতে চান তিনিই মুমুক্ষু। যিনি আপনার আত্মপ্রতারণা ছাড়িতে এখন ও ইচ্ছুক নহেন, তিনিই বলিবেন আমি কি মুমুক্ষু যে এই গ্রন্থ আলোচনা করিব? কিছু বৈরাগ্য না আসিলে কোন প্রকার সাধনায় মন লাগিবেই না। যাহাদের বৈরাগ্য আদৌ নাই-সংসারের ধাক্কা শতবার খাইয়াও যে ঐ ধাক্কা খাওয়াটাকে ছাড়িতে চায় না—ইহাদের যে সন্ধ্যা পূজা—সেটার মূলে একটু শাস্ত্র-শ্রদ্ধা বা ঋষিশ্রদ্ধা বা পিতৃপিতামহ শ্রদ্ধা আছে। ইঁহারা বলেন সবাই যাহা ভাল বলিয়াছেন তাহা করা উচিত। কারণ আমি যে শাস্ত্র ঋষি পিতাপিতামহ—ইহাদিগকে একটু ভালবাসিয়াছি। ইঁহারা

কালে যখন বিষয়ানুরাগকে সমস্ত দুঃখের একমাত্র মূল কারণ বুঝিতে পারেন তখনই ইঁহারা বৈরাগ্যকে আদর করিতে থাকেন। এইরূপ লোকই মুমুক্ষু হয়েন। মুমুক্ষু যখন হইতেই হইবে, মুমুক্ষু হওয়াই যখন জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, মুমুক্ষু না হওয়াই যখন অজ্ঞান তখন মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য একটু পূর্ব্বেও যদি আলোচনা করা যায় তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

মুমুক্ষুর প্রধান কার্য্য হইতেছে বিদ্যাভ্যাসে সদা যত্ন করা। আর যাঁহারা সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে রত তাঁহারা নিত্যমুক্ত, শাস্ত্র ইহাও বলেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন—

তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।

মুমুক্ষু সর্ব্বদা বিদ্যার অভ্যাসে যত্ন করিবেন। অভ্যাস সর্ব্বদা চাই।

আবার বলিতেছেন—

বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি।

যাঁহারা সর্ব্বদা বিদ্যার অভ্যাসে রত তাঁহারাই নিত্যমুক্ত।

আবার বলিতেছেন—

আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্।

মুমুক্ষু সদা সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানলাভে যত্ন করিবেন। বেদান্ত বুঝিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। মুমুক্ষু সর্ব্বদাই আত্মজ্ঞানলাভে উদ্যোগ করিবেন। সদাই ইঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিবেন। এই বিদ্যাভ্যাসটা কোন্ বিদ্যাভ্যাস ?

আজকালকার জগতে কত যে বিদ্যালয়—কত পাঠশালা—স্কুল—কলেজ তাহার কি সংখ্যা করা যায় ? বালক বালিকা, যুবক যুবতী এমন কি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সবাই আজকালকার দিনে ত বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। ইহারা ত শ্রুতির আজ্ঞা পালন করিতেছে কেহ কেহ ইহা বলিতে পারেন।

শ্রুতি বলিবেন তোমাদের বিদ্যাভ্যাস বিদ্যাভ্যাস নহে।

এটা অবিদ্যাভ্যাস। নতুবা বিদ্যাভ্যাস করিয়া এত অশান্ত, এত

অসংযমী, এত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, এত চপল, এত নিত্য নূতন মতা- বিষ্কারক, এত বিষয়াসক্ত, এত আমার মত প্রধান এই ঢকানিন্দাকারী, এক কথায় এত বিত্তামদবিমোহিত—এই সমস্ত হইতেই পারে না।

আজকালকার জগতের বিদ্যাভ্যাসটা যথার্থ বিদ্যাভ্যাস না অবিদ্যা- ভ্যাস তাহা ঋষিগণ বিদ্যা কাহাকে বলেন, তাঁহাদের মতে অবিদ্যাই বা কি ইহার একটু আলোচনা করিলেই সহজেই বোধগম্য হইবে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

আমি দেহ নই আমি চিদাত্মা এই যে বুদ্ধি ইহারই নাম বিদ্যা আর আমি দেহই এই যে বুদ্ধি ইহাই অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত।

আমি দেহ নই আমি আত্মা ইহার আলোচনা যে জগতের সাহিত্যে হইতেছে না এ কথা আমরা বলিতেছি না। সভ্য জগতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহার আলোচনা করিতেছেন সত্য—কিন্তু ইহার অভ্যাস— ইহার সাধনা যে সভ্যজগতে চলিতেছে ইহা বলা যায় না। কাজেই বিদ্যাভাসটা একরূপ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে আজকাল কত যে পুস্তক বাহির হইতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু বিদ্যার অভ্যাসের কথা আধুনিক কোন পুস্তকে কি আছে? দেশের দুঃখটা আরও একটু ঘনীভূত হইলে হয় ত মানুষের বিদ্যাভ্যাসের দিকে একটু দৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। দুই চারি জন বিদ্যাভ্যাসী বিচেয় তারকা শর্ব্বরীর তারকার মত এখানে ওখানে থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বিরল হইয়া আসিতেছে।

গৌড়পাদাচার্য্য এই বিদ্যাভ্যাস কোন্ বিচারে সুসিদ্ধ হইবে তাহা দেখাইবার জন্য মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ধরিয়া আগম, বৈতথ্য, অদ্বৈত ও অলাত শান্তি এই চারি প্রকরণ রচনা করিয়াছেন।

আগম শ্রুতিরই অন্য নাম। আচার্য্য আগম প্রকরণে মাণ্ডূক্য শ্রুতিটি বুঝিবার জন্য যাহা আবশ্যক তাহাই বলিয়াছেন। আগম প্রক-

রণের পরে বৈতথ্য, অদ্বৈত, অলাত শান্তির প্রয়োজন কি তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। বৈতথ্য, অলাত শান্তি শব্দগুলির অর্থ যথা স্থানে যাইবে।

আমি দেহ নই আমি আত্মা—এইরূপ বুদ্ধির নাম বিদ্যা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই বিদ্যার অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে তাহা আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এখানে বিদ্যা যাহা, তাহা একটু ব্যাপকভাবে বুঝিতে পারিলেই আমরা দেখিব আগম প্রকরণের পরেও অন্য প্রকরণগুলির আবশ্যকতা আছে।

সাধারণভাবে বলা যায় বিদ্যার অভ্যাসের পথ আগুলিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎটা দাঁড়াইয়া আছে। সাধারণ মানুষ এই জগৎটাকে ঠিকভাবে দেখিতে পারে না। জগতের বৈচিত্র্য, জগতের বিচিত্র ঘটনা মানুষের বিদ্যাভ্যাসের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরা বিদ্যাকে অপরাবিদ্যা গ্রাস করিয়াছে।

যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা জগৎকে জগৎ দেখেন না; জগৎকে দেখেন ব্রহ্ম।

ইহারা শিক্ষা দেন ব্রহ্মই জগৎ রূপে ভাসিতেছেন। অজ্ঞানী জগৎ দেখিয়া মনে করিতে পারে না ইহা আর কিছু অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎ। জ্ঞানাভ্যাসী জগৎটা যে আর কিছু—ব্রহ্মই যে জগৎরূপে ভাসেন—তাহাই দেখেন।

এককে অন্যরূপে দেখাই অবিদ্যা—অজ্ঞান। অজ্ঞান জন্যই ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখা যায়।

অজ্ঞান জন্যই এককে অন্যরূপে দেখা যায় ইহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না। এই অজ্ঞানটা কি?

তুমি কোন কিছুকে সর্পভাবে দেখিয়া ভয় পাইতেছ। আর এক জন কিন্তু জানেন তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ ইহা সর্প নহে ইহা রজ্জু। রজ্জু বলিয়া তুমি জান না সেই জন্য রজ্জু সম্বন্ধে তোমার একটা অজ্ঞান আছে। সেই অজ্ঞান বশতঃই তুমি রজ্জুকে

সর্প বলিয়া দেখিতেছ। এই অজ্ঞান দূর কর, তখন এককে আর অন্য-ভাবে দেখিবে না।

অজ্ঞান দূর করিব কিরূপে? ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই ত অজ্ঞান।

শ্রুতি সেই জন্যই ত ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান দিতেছেন। আগম প্রকরণে বলা হইয়াছে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। "সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাদ্"। ইহা কিরূপে তাহাও শ্রুতি দেখাইতেছেন। শ্রুতির বাক্য শ্রবণ মনন কর; করিয়া ওঁকার অবলম্বনে সাধনা কর, তুমি জ্ঞান লাভের পথে চলিবে। কিন্তু এইখানে আরও একটু বিচার কর। ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় ব্রহ্মকেই যেন জগৎভাবে দেখা হইল। যাহারা এইরূপ দেখে তাহারা বড় ভুল করে। এই জন্য জগৎভাবে দেখাটা যে মূঢ়ের কার্য্য তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক। বৈতথ্য-প্রকরণ এই আলোচনারই জন্য।

বৈতথ্যের অর্থ হইতেছে বিতথের ভাব। বিতথ হইতেছে বিগত হইয়াছে তথাভাব যাহার। তথাভাব অর্থে যে বস্তু যাহা, তাহার সেই-রূপ ভাবটি। তথা ভাব যাহার থাকে না তাহাই বিতথ। তথা ভাবটি হইতেছে নিত্য। কিন্তু তথা ভাবের উপরে আর কিছু উঠিয়া যখন বস্তুটি নানারূপে প্রকাশ হয় তখন ঐ নানারূপ হওয়াটাকে বৈতথ্য বলে। নানারূপ হওয়াটা মিথ্যা। ভাষ্যকার বলিতেছেন বিতথস্য ভাবং বৈতথ্যং অসত্যত্বমিতি। বৈতথ্য অর্থে অসত্যত্ব-মিথ্যা।

বৈতথ্য প্রকরণে জগৎভাবে দেখাটা যে মিথ্যা, গৌড়পাদাচার্য্য তাহাই সুন্দররূপে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রুতি বলিতেছেন ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং—তিনি এক তিনিই আপনি আপনি এবং তিনিই আছেন দ্বিতীয় নাই। দ্বৈত যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রমে, তাহা অজ্ঞানে। ন দ্বৈতং সহতে শ্রুতিঃ "ইহা ঋষি-গণের সিদ্ধান্ত।

আগম প্রকরণে শ্রুতি বাক্যে যাহা পাওয়া যাইতেছে বৈতথ্য

প্রকরণে যুক্তি দ্বারা তাহাই দেখান হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা শ্রুতি ইহা বলিলেন। জগৎ মিথ্যা ইহার যুক্তি দেখাইবার জন্য বৈতথ্যপ্রকরণ।

যাহা বলা হইল, অল্প কথায় তাহার উপসংহার করা যাইতেছে।

আত্মা কি তাহার বিচার কর—সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে যে অন্যরূপে দেখিতেছ, সেই অন্যরূপে দেখাটা যে অজ্ঞানের কার্য্য অন্যরূপে দেখাটা যে মায়িক মিথ্যা তাহারও বিচার কর।

সত্য ও মিথ্যা এবং মুক্তি।

মিথ্যার আবরণে সত্য ঢাকা পড়িয়াছে। সত্যের অগ্রহণ ও সত্যের অন্যথা গ্রহণ যে অবস্থায় হয় তাহার পরিবর্জ্জনই মুক্তি। সত্যের অগ্রহণ হয় সুপ্ত অবস্থায় আর সত্যের অন্যথা গ্রহণ হয় নিদ্রাবস্থায় ও জাগ্রতাবস্থায়। মিথা ত্যাগ করাই মুক্তি। মিথা ত্যাগ হইলে যে অবস্থা লাভ হয় তাহাই স্বরূপে স্থিতি।

মিথ্যার প্রসার কতদূর ইহা না জানিলে মিথ্যাকে ত্যাগ করা যাইবে কিরূপে ?

"আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ" ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত যাহা দেখা যায় বা শুনা যায়—এই সমস্তেই অজ্ঞান প্রসারিত। সমস্তই মিথ্যা অথচ মিথ্যার কোলে কোলে সত্য আছে। মিথ্যাকে অবলম্বন না করিয়া সত্যকে বুঝিবার কোন উপায় নাই। যেমন গতি ধরিয়াই স্থিতির কথা বলা যায়, সেইরূপ মিথ্যার ভিতর দিয়াই সত্যকে ধরা যায়। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকাশ জন্য যেমন সৃষ্টি আবশ্যক, সেইরূপ সপ্রকাশ সত্যের সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ জন্য মিথ্যার আবশ্যক।

সহজ কথায় দেখা যাউক ঋষিগণ কোন্ কোন্ ব্যাপারকে মিথ্যা বলেন।

সত্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা ইহা মিথ্যা। সত্যের জন্ম মৃত্যু ইহা মিথ্যা। সত্যের শোক মোহ ইহা মিথ্যা।

মানুষ যে মুহূর্তে আপনাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে সেই মুহূর্তেই বুঝিবে ক্ষুধাতৃষ্ণা, জন্মমৃত্যু, শোকমোহ ইহা মিথ্যারই হয়। এক কথায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় মিথ্যারই হয়, সত্যের হয় না।

এই মিথ্যা ত্যাগ কিরূপে হইবে?

সত্যের পুনঃপুনঃ ধারণা এবং মিথ্যার মিথ্যাত্ব বিচার সমকালে করিতে হইবে। ইহারই নাম একদিকে তত্ত্বাভ্যাস অন্যদিকে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ। ইতি

আত্মষটক্।

নহি আমি দেহ মন বুদ্ধি অহঙ্কার,
নহি পঞ্চপ্রাণ আমি ইন্দ্রিয়নিচয়।
নহি পুত্র কন্যা ক্ষেত্র মিত্র পরিবার,
নিত্য সাক্ষী সর্ব্ব জীবে আত্মা শিবময়॥ ১
রজ্জু না থাকিলে জানা, যথা সর্পভ্রম,
আত্মা না থাকিলে জানা আত্মা হন জীব।
আপ্ত বাক্যে ভ্রম নাশে স্বরূপ দর্শন,
গুরু বাক্যে যায় জানা, আমি সদাশিব॥ ২
এ বিশ্বে সকল মিথ্যা সত্য সে চেতন,
দর্পণ মাঝেতে ভাসা প্রতিবিম্ব মত।
অদ্বয় চেতনে ভাসে দৃশ্য ও দর্শন,
এই হেতু শিব আমি নিত্য মুক্ত সত্য॥ ৩
সত্য জ্ঞান স্বরূপেতে মোহের প্রমাদে,

আমাতে ভাসিছে বিশ্ব অসত্য উদয়।
ঘুম ঘোরে স্বপ্নে জীব হাঁসে আর কাঁদে,
মোহ ঘুম ভেঙ্গে গেলে সব শিবময় ॥ ৪
জন্ম বৃদ্ধি নাশ ক্ষয় নাহি তো আমার,
প্রাকৃতিক দেহ ধর্ম্ম এ সকল হয়।
অহংকার ধর্ম্ম শুধু আমিও আমার,
আমি সে চিন্ময় পূর্ণ আত্মা শিবময় ॥ ৫
নহি দেহ জন্মমৃত্যু কেমনে হইবে ?
নাহি মোর ক্ষুধা তৃষ্ণা, নহি আমি প্রাণ।
চিত্ত নহি শোক মোহ কেমনে রহিবে,
কর্ত্তা নহি, নাহি মোর মুক্তি ও বন্ধন ॥ ৬

ভক্তি-সাধনা।

"সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমঃ স্মৃতম্"। ভক্তি-সাধনার ভূমিকা নয়টি। প্রথম ভূমিকা হইতেছে সৎসঙ্গ। অন্য ভূমিকার কথা পরে আসিতে পারে। যাহা আজকালকার দিনে আমাদের সকলেরই প্রথমে প্রয়োজন সেই প্রথম সাধনার কথা আলোচনা করা উচিত। সৎসঙ্গ কি, কিরূপে সৎসঙ্গ হয় ইহাই এখানে আলোচ্য।

যোগিনী স্বয়ংপ্রভা শ্রীভগবান্‌কে স্তুতিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কিং তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্"।

তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা কি তাহা বল।

হে ভক্তবৎসল! হে প্রভো! আমাকে নিশ্চলা ভক্তি দাও।

নিশ্চলাং ভক্তিং দেহি মে প্রভো! সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন "যত্র

কুত্রাপি জাতায়া”। কি জানি কত কর্ম্ম আমার আছে। আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম আমায় কোন্ যোনিতে লইয়া যাইবে তাহা ত আমি জানি না। তাই বলিতেছি প্রভু! যে যোনিতেই কেন জন্ম হউক না, যেন তোমাতে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

নিশ্চলা ভক্তির জন্য স্বয়ংপ্রভা তুমি চাও কি? শ্রীভগবানের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইলে কি হয়? দেখায় যে সুখ তদপেক্ষা এই সুখ বেশী কি কম ইহা অনুরাগী অনুরাগিণী যদি কেহ থাকেন তাঁহা-রাই বুঝিবেন।

স্বয়ংপ্রভা বলিতে লাগিল—

তদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়াম্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রামরামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা॥
মানসং শ্যামলং রূপং সীতালক্ষ্মণসংযুতং।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥
অঙ্গদৈর্নূপুরৈর্মুক্তাহারৈঃ কৌস্তুভকুণ্ডলৈঃ।
শান্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো॥

স্বয়ংপ্রভা প্রথমেই বলিলেন প্রভু সর্ব্বদা যেন তোমার ভক্তসঙ্গ আমার হয়। আর প্রাকৃত জনের—বিষয়ী পামর জনের সঙ্গ যেন না হয়। পরে বলিলেন আমার জিহ্বা যেন ভক্তিভরে সর্ব্বদা রাম রাম বলিতে পারে। আর হে ভগবান্ আমার মনশ্চক্ষু যেন সর্ব্বদা সীতা লক্ষ্মণের সহিত তোমাব এই শ্যামলরূপ দর্শন করিতে পারে। মন যেন শান্ত হইয়া স্মরণ করিতে পারে, সীতা-লক্ষ্মণ সংযুত তোমার এই নবদূর্ব্বাদল শ্যামলমূর্ত্তি। এই ধনুর্ব্বাণ ধরা, পীতবাস পরিধান করা, মুকুটোদ্ভাসিত শ্যামলরূপ, এই অঙ্গদ, নূপুর, মুক্তাহার, কৌস্তুভ-ভূষিত তোমার এই শান্ত সুন্দর রূপ যেন আমার মন শান্ত হইয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারে। প্রভো! আমি অন্য বর চাই না।

ভক্ত এই চান। শ্রীভগবান্ কিন্তু ভক্তকে আপনার সর্ব্বস্ব ধন সেই পরমপদও প্রদান করেন।

আজকাল এই সৎসঙ্গ, এই ভক্তসঙ্গ কোথায় হয ? এই প্রাকৃত সঙ্গ কোথায় না হয় ? ভক্তসঙ্গ বড় দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে ভক্তিশূন্য বেদান্তজ্ঞানরূপ অবিদ্যা কুজ্ঝটিকায আজকাল জগৎ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেছে, আবার জ্ঞানের নামে তথা কথিত ভক্তমণ্ডলী ক্ষিপ্ত হইযা উঠিতেছেন। ভক্তি না জন্মিলে যে বেদান্তজ্ঞান জন্মিতেই পারে না আবার জ্ঞানে লক্ষ্য না রাখিলে ভক্তিমহাবাণী যে সাধককে পৌত্তলিকতার ঘরে আটকাইযা রাখিতেছেন, ইহার দৃষ্টান্ত ত আজকাল সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সৎসঙ্গ করিবে কোথায় ? শাস্ত্র কৃপা করিয়া বলিযা দিতেছেন—শ্রীভগবান্ নিজে নিজমুখে বলিতেছেন "দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্"। আমার চরিত নিবন্ধ আলাপ কর আর আমার গুণকীর্ত্তন কর।

সৎসঙ্গের জন্য তবে সৎশাস্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীভগবানের চরিত্র কথা—শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন কথা ত ভক্তিশাস্ত্রেই আছে তবে আবার জ্ঞানশাস্ত্রেব কি প্রযোজন ? পাছে সাধক ভক্তি-সাধনাকালে জ্ঞানেব আলোচনা অনাবশ্যক এই ভ্রমে পতিত হয সেই জন্য করুণাময বলিতেছেন "ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ" মদ্বচসাং মৎপ্রতিপাদকবচসাম্ উপনিষদ্রূপাণাং ব্যাখ্যাতৃত্বম্। আমাব স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছে এমন বাক্য অর্থাৎ উপনিষদাদির ব্যাখ্যাও শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা যে রাম রাম করিবে ইহা উত্তম, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবনা কর সেই সঙ্গে জান—

রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥

তোমার ইষ্টদেবতা যদি পরব্রহ্ম না হন, যদি সচ্চিদানন্দ না হন, যদি অব্যয় না হন, যদি তিনি সর্ব্বোপাধিপরিশূন্য, সত্তামাত্র, চক্ষুরাদিরও অগোচর, আনন্দ, নির্ম্মল, শান্ত, নির্ব্বিকাব, কালিমাশূন্য, সর্ব্বব্যাপী

আত্মা, স্বপ্রকাশ, তমোরজরূপ পাপশূন্য না হন, তোমার রাম যদি মূর্ত্তি ধরিয়াও তুরীয় ব্রহ্ম না হন, তবে ত তুমি রাজাধিরাজকে "আইযে জমাদার সাহেব" করিয়া ফেলিবে। তোমার রাম ত এক হইয়াও সব সাজিতে পারিলেন না। তোমার রাম, রাম থাকিয়াও নির্গুণ, সগুণ, আত্মা সমকালে হইলেন না। রাম ত শুধু নির্গুণ নন যে তুমি বেদান্ত-বাদী বলিবে যে ভক্তির আর আবশ্যকতা কি—শুধু বেদান্ত আলোচনা করিলেই হয়। এই দুই প্রকারের ভ্রান্তি, জগৎকে আক্রমণ করিতেছে বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিলাম। এই জন্যই বলিতেছিলাম সৎশাস্ত্র ধরিয়া সৎসঙ্গও কর। সৎশাস্ত্র ধরিয়া ভগবৎসঙ্গ কর, ভক্তসঙ্গও কর বড় ভাল হইবে।

তুমি দুঃখ কর সর্ব্বদা ত ভগবৎ সঙ্গ করিতে পার না। কৌশল করিলে ইহাও পার। যদিই ইহা না হয় তবে অন্ততঃ স্বাধ্যায় কালেতে সৎসঙ্গ কর। কেন না ইহাই যে ভক্তি সাধনার প্রথম স্তর। কিরূপে করিবে ইহার কথাই বলা হইতেছে।

(২)

শ্রীগুরু, ইষ্টদেবতা ও মন্ত্র এই তিন এক করিয়া ভজনা কর। সাধনার প্রথম ভূমিকায় "আমি তোমার" "আমি তোমার" এই বলিতে বলিতে রাম রাম কর বা মন্ত্র জপ কর। মন্ত্রও ইষ্টদেবতা যে এক ইহা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। মন্ত্রজপ সর্ব্বদা করিতে পারিলে সর্ব্বদা গুরুসঙ্গও হইল। এক জনই মন্ত্রমূর্ত্তি, ইষ্টমূর্ত্তি এবং গুরুমূর্ত্তি। সেই এক জনই সকল মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। সেই সৎ। তার সঙ্গই সৎ-সঙ্গ। ইহাই ভক্তসঙ্গ ইহাই ভগবৎসঙ্গ। স্বাধ্যায় যে কর তাহাতেও ভক্তসঙ্গ এবং ভগবৎসঙ্গ হয় যদি সেই একেকে না ভুল।

আগে তুমি সর্ব্বদা গুরুসঙ্গ কর, শ্রীভগবান্ ইষ্টরূপে যখন যাহা করিয়াছেন তাহা ত শাস্ত্রে পাও। রাম যখন যাহা করিয়াছেন তাহা ত রামায়ণে পাও। রামায়ণ পাঠকালে তুমি রামের সঙ্গ একবারও

ত্যাগ করিও না। তিনি যখন যে কথা বলিয়াছেন তুমি সঙ্গে আছ বলিয়া তাহাও শুনিতেছ।

মনে কর শ্রীভগবান্ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে আসিয়াছেন। পদ্মোৎপলঝষাকুলা পম্পা পুষ্করিণী দেখিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীলক্ষ্মণকে বলিতেছেন "তত্র দৃষ্ট্বৈব তাং হর্ষাৎ ইন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে" লক্ষ্মণ এই পম্পা সরোবর দেখিয়া হর্ষে আমার ইন্দ্রিয় সকল কম্পিত হইতেছে। তিনি পম্পায় যাহা দেখিলেন তুমি তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সেই সুন্দর বনভূমি, সেই সুন্দর বৈদূর্য্যবিমলোদক পম্পা সেই সুন্দর সশিখরা শৈল বা দ্রুম সমস্তই দেখিতেছ। বনভ্রমণ ত সবাই করিতে চায়। কিন্তু একা যাইবার ত তোমার সামর্থ্য নাই। তাই "আমি তোমার" বলিয়া তুমি তাঁরসঙ্গে ভ্রমণ করিতেছ। বড় নির্ভয় তুমি আর বড় ভাগ্যবান্ তুমি। তুমি তাঁররূপ দেখিতেছ আবার মনের ভাব শুনিতেছ। "আমি তোমার" "আমি তোমার" ভাবিয়া ভাবিয়া যখন রাম রাম কর আর রামের সঙ্গে ভ্রমণ কর তখন তোমার ভগবৎসঙ্গ হয়। ভাবনায় তাঁর সঙ্গে থাকিয়া হাতে পায়ে যা পার সংসার কর। কিছুদিন অভ্যাস কর, এক দণ্ডও ছাড়িয়া থাকিও না দেখিবে সে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। ঠাকুর বড় কাঙ্গাল। দেখিতেছ না সোণার ৺কাশীক্ষেত্রে ত্রিভুবনের ঐশ্চর্য্য একত্র করিয়া ঝলমলরূপে অন্নপূর্ণা সাজিয়া জীবকে শিক্ষা দিতে কে বসিয়াছে। হাতে সোণার হাতা। আর ত্রিভুবনের ঈশ্বর—দেবাদিদেব তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুমি ভাবিতে পার বুঝি একমুষ্টি অন্নের জন্য ভোলানাথ এত কাতর। না না এটা ত বাহিরের কথা। শ্রীভগবান্ যে ভক্তের কাছে হাত পাতেন তাতে তিনি চান কি? মানুষ তাঁরে দিতে পারে কি? মানুষ ত বলে কি আছে ঠাকুর কি দিব? আর তিনি বলেন আমায় সব দাও।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

তুমি এইভাবে কিছুদিন সৎসঙ্গ কর তুমি যখন যাহা করিবে সেই খানে দেখিবে সে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তোমায় এক দণ্ডও ছাড়িবে না। আগে আমি তোমার হইয়া যাও তবে বুঝিবে তুমি আমার আর সর্ব্বশেষে বুঝিবে তুমিই আমি।

ক্রম অনুসারে ভক্তিসাধনা কর সব অবস্থাগুলিই আসিবে।

"ভূতশুদ্ধি"

(গান)

(রামপ্রসাদী সুরে)

(কেন) আপন ভুলে মর ঘুরে।
চল লয়ে পরম পদে দীপ কলিকাকার জীবাত্মারে॥
কুণ্ডলিনী মুলাধারে, তাহারে সঙ্গে করে,
সুষুম্নার পথ ধরে চলরে ভ্রান্ত ধীরে ধীরে॥
মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর পরে মন,
অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা ছয়টী চক্র ভেদ করে॥
শিরে শোভে সহস্রদল, অধোমুখে এক-কমল,
তাহার কর্ণিকাতল পরমাত্মা বিরাজে রে॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধ-আদি গুণ যত,
দশেন্দ্রিয়-প্রকৃতি আর মনো বুদ্ধি অহঙ্কারে॥
চব্বিশ তত্ত্বে লয় করি, "যম্" বায়ু বীজ স্মরি,
দক্ষিণ নাসাপুটে ধরি পূরক করি ধীরে ধীরে॥
বামকুক্ষি আশ্রয় ক'রে, যে পাপ পুরুষ বিহরে,
কুম্ভককালে শোষি তারে কর রেচক দক্ষিণ দ্বারে॥
রক্তবর্ণ "রম্" বীজ ধ্যানে, ষোড়শ জপে করি পূরণে,
মূলাধারস্থিত আগুনে পাপ পুরুষে পুড়াও ওরে॥

ভস্ম সহ রেচক করি, "ঠম্" চন্দ্র বীজ ধরি,
করি পূরক ধীরি ধীরি চন্দ্রে উঠাও ললাটোপরে ॥
কুম্ভকে "বম্" বীজ ধর, (দেহ) চন্দ্র সুধায় পূর্ণ কর,
র "লম্" বীজ বত্রিশবার (জপি) দৃঢ় কর কলেবরে ॥
"সোঽহম্" ইহা স্থির করি, পুনঃ পূর্ব্ব পথ ধরি,
আনি জীবত্মাকে হৃদয়োপরি সাজাও সবে পরে পরে ॥
এরূপে ভূতশুদ্ধি ক'বে, আপনি পূজ আপনারে,
স্বরূপে "কান্তি" মিশ্‌বে পরে শোক তাপ যাবে দূরে ॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ।
(ভাটপাড়া)।
১৪।৭।২৫।

নামের বল।

তাহাকে পাই নামে। নাম মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধি। নাম দুর্ব্বলের বল, নাম হতাশের আশা, নাম পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা, নাম অভিলষিত কর্ম্মসঙ্গীর সৎসঙ্গ, নাম প্রাণপ্রয়াণের উৎসব, নাম মরণের পরে আনন্দ-দেশের পথ-প্রদর্শক।

যাহার নাম তাহার কথা প্রথমে শ্রবণ কর; তার গুণের কথা শ্রবণ কর, রূপের কথা শ্রবণ কর, তাহার কর্ম্মের কথা শ্রবণ কর, সর্ব্বাপেক্ষা তার স্বরূপের কথা শাস্ত্রমুখে—শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধুমুখে শ্রবণ কর—করিয়া নাম অবলম্বন কর। নাম অবলম্বনে নামীর পরিচয় লও। পরিচয় লইয়া নামকে নিত্যসঙ্গী কর। নামীর করুণা বুঝিবে, নামীর উপরে অনুরাগ আনিতে পারিবে, নামীকে সাররত্ন বুঝিবে।

শক্তি কোথায় নাই বল? শক্তিই জগৎ ফুটাইয়াছে; শক্তিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে। এই শক্তি তোমার আমার সকলের মধ্যে

আছে। তোমার আমার খণ্ডশক্তি এক অখণ্ড শক্তিকে ছুঁইয়া আছে। তোমার আমার শক্তি সব সৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্ট পদার্থে, আপনার কল্পনার মধ্যে আপনি যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া আছে।

রাবণের অশোকবনে শ্রীসীতার মত চেড়ীর উৎপীড়নে—শক্তি আমাদের সদাই উৎপীড়িত; শক্তি সদাই যেন উপদ্রুত।

শ্রীসীতাকে প্রসন্ন করা যায় কখন? শ্রীপার্ব্বতীকে প্রফুল্ল দেখা যায় কখন? বিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিরহ-মূর্চ্ছা ভাঙ্গে কখন? প্রসন্ন করা যায়, প্রফুল্ল দেখা যায়, মূর্চ্ছা ভাঙ্গান যায় নাম শুনাইতে শুনাইতে।

তোমার শক্তিও প্রবুদ্ধ হইবে যখন তুমি ইহাকে ইহার প্রিয়নাম ইহার ইষ্টনাম, ইহার সকল সাধের সমষ্টির নাম শুনাইবে। চেড়ীমধ্য-গতা, সারমেয় মধ্যগতা এই বনহরিণীকে নাম শুনাও দেখিবে ইহার মৃতদেহে বল আসিবে, দেখিবে এ প্রফুল্ল হইবে।

এই ভাবে নাম কর, সে আসিয়া উদ্ধার করিবেই। প্রত্যহ ভিতরে বাহিরে এক স্থানে বসিয়া নাম লওনা হইবেই।

মন্ত্রসঙ্গও ভারি সৎসঙ্গ। ইষ্টসঙ্গের মত, ইহাও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

কিছুদিন গুরুসঙ্গে ইষ্টসঙ্গ কর। শ্রীগুরুর মুখে তাঁহার স্বরূপ যে শাস্ত্র সেই শাস্ত্রে ত ইষ্টের কথা শুনিয়াছ। এখন আর বাহিরে ছুটিও না। এখন নিয়ম করিয়া প্রত্যহ শাস্ত্রসঙ্গে ইষ্টের সঙ্গ কর, ইষ্টের সঙ্গে শ্রীগুরুর সঙ্গ কর; করিয়া শাস্ত্র, গুরু, ইষ্টকে নামে মাখাইয়া নাম শুনাও। শক্তি জাগিবে। নাম শুনাও নাম শুনাও আর বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথা পাতিয়া লয় এই ভাবে বিপদ বর্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাক।

প্রথমে শাস্ত্র অবলম্বনে সর্ব্বদা ইষ্টসঙ্গে থাকিতে—সর্ব্বদা থাকিতে চেষ্টা কর। তাঁহার আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি যখন যাহা করিয়াছেন, যখন যেখানে গিয়াছেন, যখন যাহা ভাবিয়াছেন— সকল সময়ে তুমি সঙ্গে থাক। তবে ত বুঝিবে সে তোমার সঙ্গে আছে।

তুমি শাস্ত্র পড়িবে দেখিবে সে শুনিতেছে; তুমি গৃহকর্ম্ম করিবে দেখিবে সে সঙ্গে আছে; তুমি আহারের জন্য বসিবে দেখিবে সে হাত পাতিয়াছে। বলনা তখন তারে না খাওয়াইয়া তুমি আহার করিতে পারিবে? তারে না খাওয়াইয়া তুমি খাইতে পারিবে না, তারে না শোয়াইয়া তুমি শুইতে পারিবে না, তারে না দেখিয়া তোমার চলন বলন সবই অন্যমনস্কে হইয়া যাইবে। তুমি আগে শাস্ত্র স্বাধ্যায়ে তার সঙ্গে নিত্য থাকিতে অভ্যাস কর তার ভাবে নিত্য ভাবিত হইয়া থাকিতে যত্ন কর পরে দেখিবে সে তোমায় একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

বলনা কত সুখ তখন যখন তুমি দেখ সে এক ক্ষণও তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তা সর্ব্বদা হাত পাতিয়া তোমার কাছে যেন কি চান। কি চান্ জান? কিসের কাঙাল তিনি জান? রাজাধিরাজ কিসের জন্য হাত পাতেন জান? তিনি বলেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পনম॥

নাম শোনাও নাম শোনাও অতি দুর্ব্বল হইলেও বল পাইবে ইতি।

চকিতে।

যাইতে পথের পরে ছদ্মবেশ এল ধরে
নিমিষে তাকায়ে গেল নত আঁখি তুলিয়া;
সে দিঠিতে ছিল তার কত কথা বলিবার,
কেন সে জানায়ে গেল নাহি গেল বলিয়া।
অধরে ফুটালে হাঁসি যুঁথি ফুল রাশি রাশি
চকিতে মিলায়ে গেল পথমাঝে ছলিয়া।
কিশোর কনক রবি আঁকিল মধুর ছবি
তখনো উষার আভা যায়নিকো নিভিয়া।

দিক্ ভরি প্রসন্নতা ছেয়ে গেল আকুলতা
সে স্মৃতি হিয়ার পরে রেখে গেল বাঁধিয়া।
নীল নভতল ছেয়ে নত দিঠে আছে চেয়ে
অনিমেষে আঁখি সাধে নীরব সাধনা।
যাইতে সংসার হাটে মিনতি নয়নে ডাকে
বেচা কেনা খেলা মাঝে আমারে ভুলনা।
তার দৃষ্টি অন্তরাল নহিত গো ক্ষণকাল
একান্তে ভুলায়ে আনে সে আকুল বাসনা।
নাই লাজ তার চোখে সদা চোখে চোখে রাখে
আঁখিতে মিলাতে আঁখি কত করে ছলনা।
কেন সে অমন করে নয়ন ফিরালে পরে,
নীরবে নয়ন সাধে কি যেন বেদনা।
বলি সে মরম চোরে চেয়োনা অমন করে,
লাজে মরি, শ্রুতিমূলে সে বাণী আনেনা।
কে জানে সৃষ্টির আগে চেয়েছিল কোন রাগে
ফিরাতে না পারে আঁখি তিলেক সহে না।
দৃষ্টিতে কি তৃপ্তি সুধাপানে গেছে নিদ্রা ক্ষুধা
অনিমেষ আঁখি তারা সোহাগ পরে না॥

২৫।৭।

অন্তরায়,-স্বকর্ম্ম।

তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে চাহি। ডাকিতে ত পাই না। ডাকিতে পাই না, না,—পারি না,—ডাকি না? বেশ শান্তভাবে প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইবে। ব্যাধি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলে ঠিক ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা হইতে পারে।

সত্যই কি ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিতে পাই না? হাঁ, সত্য বৈ কি। বহু পূর্ব্বের কথা ঠিক মনে পড়ে না; যতদিনের কথা মনে পড়ে ততদিনের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, প্রায় এক যুগ ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিবার ইচ্ছা সদাই মনের মাঝে জাগিতেছে। দ্বাদশ বর্ষ এই ডাকিবার ইচ্ছা জাগিতেছে সত্য, কিন্তু এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে কতদিন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার সুযোগ পাইয়াছি? তাহা হইলে, ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিতে পাই না,—ইহা বলিব বৈ কি।

ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিবার সুযোগ পাই না, ইহা না হয় সত্য হইল, কিন্তু ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিতে পারি না, ইহাও কি সত্য? সত্য বৈ কি। এই দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যে সময়ই সুযোগ পাইয়াছি, সেই সময়ই কি ডাকিতে পারিয়াছি? ডাকিবার ইচ্ছা আছে, সুযোগ পাইয়াছি, নির্জ্জনে আসন পাতিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ডাকিতে পারি নাই,—এমন ত বহুদিনই ঘটিয়াছে। তাহা হইলে এ কথা সত্য যে ডাকিবার ইচ্ছা থাকিতে, সুযোগ পাইলে ডাকিতে পারি না।

আচ্ছা, ডাকিবার ইচ্ছা আছে, সুযোগ জুটিয়াছে অথচ ডাকি না,—ইহাও কি সত্য? সত্য বৈ কি। ডাকিবার ইচ্ছা আছে, ডাকিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, না ডাকিয়া প্রাণ কাঁদিতেছে তবুও ডাকিতেছি না,—এমন ত অনেক দিন ঘটিয়াছে। প্রাণ যাহা সত্যসত্যই চাহে না, যাহার অনুসরণে মন সত্য সত্যই যাতনা পায়, অবসর পাইয়া তাহারই অনুগমন ত শতদিন করিয়াছি। অতএব ইহা ধ্রুবসত্য যে ডাকিবার ইচ্ছা-সত্ত্বে, ডাকিবার সুযোগ পাইলেও তাহাকে ডাকি না।

সুতরাং ডাকিতে পাই না, ডাকিতে পারি না, ডাকি না—ব্যাধি এই তিনটি।

রোগ ত ধরা পড়িল। এখন এই রোগের কারণই বা কি, আর ইহার ঔষধই বা কি?

রোগ তিনটি বটে, কিন্তু রোগের কারণমাত্র একটি ;—সে স্বকর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা থাকিতেও ডাকিবার সুযোগ ঘটে না ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা আছে, সুযোগ মিলিয়াছে তবুও ডাকিতে পারি না ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। এই যে ইচ্ছা থাকিলেও, সুযোগ মিলিলেও ডাকি না ইহারও কারণ আমার কর্ম্ম। আমার মন্দ কর্ম্মের ফলে আমি এই যাতনা পাইতেছি। ইচ্ছা আছে শক্তি নাই, শক্তি আছে ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া নাই অনুতাপ আছে,—এ বড় কঠিন সাজা। সাজা যখন এত বড়, পাপও তখন ঠিক তত বড়। ঈশ্বর আমার শত্রু নহেন, আমার প্রতি তাঁহার কোন হিংসা দ্বেষ নাই, সুতরাং আমাকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে ; তবুও যে কষ্ট দিতে হইতেছে ইহার কারণ আমার স্বীয় অপরাধ। যখন স্কন্ধে ভূত চাপে তখন মনে হয় ঈশ্বর অন্যায় করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছেন, আমি তাঁহার জন্য এত করি, তিনি কেবল দূরে সরিয়া যান। কিন্তু এই এখনকার ভূত যখন স্কন্ধ হইতে নামে, তখন দেখি, "স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি, মা শ্যামা!" মানুষ স্বকর্ম্মফল ভোগ করে, আমিও আমার কর্ম্মফলে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি। আমার ব্যাধির মূল আমার আপনার কর্ম্মরাশি।

আচ্ছা, আমার কোন্ কর্ম্মফলে আমি ডাকিবার সুযোগ পাই না? কেন সুযোগ পাই না তাহার কারণ বাহির করিতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইবে না। আমার অবস্থা একটু আলোচনা করিলেই তাহা ধরা পড়িবে। আজ ডাকিবার সাধ জাগিয়াছে, সত্য ; কিন্তু চিরদিনই কি এই সাধ ছিল? না, ছিল না। তখন অন্য কামনা ছিল,—অন্য বস্তু লাভ করিবার জন্য স্বয়ং কত যত্ন করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের নিকটই বা কত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এখন সেই যত্নের ও কামনার ফল-ভোগ করিতেছি। স্ত্রীপুত্রের জন্য সাধ করিয়াছিলাম। স্ত্রীপুত্র মিলি-য়াছে। আজ তাহাদের লালনপালনের জন্য দিবানিশি পরের দ্বারে অর্থান্বেষণে ফিরিতে হইতেছে,—ঈশ্বরকে ডাকিবার সময় মিলিতেছে না। নাম যশের জন্য পাগলের ন্যায় কতই ছুটাছুটি করিয়াছি, পরের

মনোরঞ্জনের জন্য কতই তোষামোদ করিয়াছি। আজ একটু নিভৃতে বসিয়া আত্মচিন্তা করিতে চাইতেছি, কিন্তু তাহা হইবে কেন?—যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া মান যশ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, আজ তাহারা আমাকে নিভৃতে স্থির হইতে দিবে কেন? দুরন্ত বাসনা কর্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতে যাহা কিছু চক্ষে সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহাই আমার করিবার জন্য কতই কামনা করিয়াছিলাম—কত যত্ন করিয়া এই জঁাকাল সংসার রচনা করিয়াছি। যাহাদিগকে সহায় করিয়া এতদিন সুখের বস্তুনিচয় সংগ্রহ করিয়াছি, যাহাদিগকে লইয়া এতদিন আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি, আজ তাহাদিগকে আমি ত্যাগ করিতে চাহিলেও তাহারা আমাকে সহজে ছাড়িবে কেন? "পলাইতে চাও? কোথায় পলাইবে? কর্ম্মফাঁস বাঁধা গলে, তুমি কৃতদাস তার।" এই দেহেরই বা কত আদর করিয়াছি। আজ বৈরাগ্য আসিতেছে সত্য, কিন্তু এতদিনের আদরের দেহ অকস্মাৎ অনাদরে রাজী হইবে কেন? এইরূপ নানা কারণে ডাকিবার ইচ্ছা সত্বেও ডাকিবার সুযোগ মিলে না। ইহার কি কোন প্রতীকার আছে? সুযোগ-সংযোগের কোন উপায় আছে কি? আছে বৈ কি। যে যে কারণে আজ অবসর মিলিতেছে না, সেই সেই কারণ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া চাই। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি কি? শিশু যেমন তাহার মায়ের মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়, আমি আমার বিশ্বজননীর জন্য তেমন ব্যাকুল হইয়াছি কি? মনে করিতেছি,—সন্ধ্যা করি, আহ্নিক করি, সুতরাং ঈশ্বরকে চাই বৈ কি? সুতরাং সকল অন্তরায় ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি বৈ কি। মনে ত করিতেছি যে, আমি ভক্ত হইয়াছি কিন্তু সত্য সত্যই কি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি? শিশুর প্রাণ যখন মায়ের জন্য কাঁদে, তখন তাহাকে ভুলাইবার জন্য রঙ্গীন চুষিকাটি বা সুমধুর ঝুন্‌ঝুনি দিলেও সে শান্ত হয় না। সে সকল প্রকার সুন্দর মধুর খেলানা দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহার মায়ের জন্যই কাঁদিতে থাকে। আমার জননীকে দেখিবার জন্য আমি কি জগতের কোন সুন্দর মধুর

দ্রব্য ত্যাগ করিয়াছি ? তাহা ত করি নাই। তবে ত আমার ব্যগ্রতা নাই, শুধু আত্মপ্রতারণা করিতেছি। তাই আজ অবসর মিলিতেছে না। ঠিক ঠিক আগ্রহ হইলে সুযোগ জুটিতই। কি বলিতেছ, মন ? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যতীত অন্য কারণে ইতস্ততঃ ধাবিত হই না। ভাল ; একটু আলোচনা করিলেই সত্য ফুটিয়া উঠিবে। স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজনে ঘুরিয়া বেড়াই। সে ত ভাল ; আমার স্ত্রীপুত্রকে আমি খাওযাইব পরাইব না ত কি পাড়ার লোকে খাওযাইবে পরাইবে ? কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গেলেও ত ঘুরিতেছি। আরও চাই, আরও চাই,—এই ভাব ত মনের মধ্যে বেশ আত্মগোপন করিয়া বসিয়া আছে। প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গিয়াছে তবুও ত পরের দ্বারে গোলামি করিতে ফিরিতেছি, তবুও ত যাহাকে প্রসন্ন রাখিলে আরও অর্থ মিলিতে পারে তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য আজিও তাহার দ্বারে ধরনা দিতেছি। যদি সত্য সত্যই ঈশ্বরকে ভালবাসিতাম, যদি সত্য সত্যই ভজনা করিবার জন্য প্রাণ কাঁদিত, তাহা হইলে কি আর উহাদের ন্যায় এমন করিতাম। তবেই দেখা গেল যে প্রয়োজনীয় অর্থ মিলিয়া গেলে অধিকতর অর্থের জন্য ধাবমান না হইলে ডাকিবার অবসর একটু মিলিতে পারে। আরও একটু নিগূঢ় কথা আছে ; যদি তাঁহাকে ডাকিবার অবসর লাভ করিবার লোভে অর্থোপার্জ্জনের একটু ক্ষতি স্বীকার না করি, অর্থাভাবজনিত কষ্ট বেশ একটু সহিতে বদ্ধপরিকর না হই, তাহা হইলে ত তাঁহার জন্য মনের টান খুবই অধিক ! এতাদৃশ ক্ষীণপ্রাণ প্রেম যার তার অবসর মিলে না। তাহার পর নাম যশের কথা। নাম যশ অর্জ্জন করিবার জন্য যে কত করিয়াছি, কত সত্যকে অসত্যে পরিণত করিয়াছি, কত যাহা নাই তাহা সাজিয়াছি, কত যাদুমন্ত্র ছড়াইয়াছি তাহা ত আমার অবিদিত নহে। অর্জ্জিত যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এখনও আকণ্ঠ পিপাসা, তাই এখনও পূর্ব্বের বন্ধুগণকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাই সুযোগ পাইলেই তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস করিতেছি, তাই তাহারা পথে ঘাটে

আমাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, তাই আমার ভাগ্যে নির্জ্জনতা মিলিতেছে, না। যদি ডাকিবার অবসর চাই তাহা হইলে এই যশের রক্ষণে বেশ একটু উদাসীন হইতে হইবে, এই বিষয়ে উদাসীন হইলে আমার অতীতের সহচরগণ আমাকে ক্রমশঃ ছাড়িতে আরম্ভ করিবে, আমারও নির্জ্জনতা জুটিবে। তাহার পর ভোগসুখের কথা, আমোদ আহ্লাদের কথা, পূর্ব্বে যাহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছি এখন তাহাদিগকে অন্তরের অন্তর করিতে অন্তর ছিঁড়িয়া যায়,—তাহারা বেদনা পায়, আমি বেদনা পাই। তাই তাহাদিগকে লইয়া আজিও আমোদ, আহ্লাদ, রঙ্গরস করি। মন, তোমার এখনও এত দুর্ব্বলতা, আর তুমি তাঁহাকে ডাকিবার অবসর পাও না বলিয়া দুঃখ কর। তোমার আত্মপ্রতারণা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। তুমি কি ভুলিয়া গেলে

"প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না,
পিয়া বিনে অন্য পানে চাইতে পাবে না।"

যদি সত্যসত্যই ডাকিতে চাহি তাহা হইলে যতই প্রাণে বেদনা লাগুক না কেন, পার্থিব প্রণয়িগণকে ত্যাগ করিতেই হইবে। রঙ্গরসের সহচরগণকে একটু অন্তরে রাখিলে ডাকিবার সুযোগ মিলিতে পারে। তাহার পর দেহের কথা। পুরাতন অভ্যাস দেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না, সত্য। কিন্তু ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া নূতন অভ্যাস আরম্ভ করিলে, পুরাতন অভ্যাসের দাসত্বের জ্বালা হ্রাস হইতে পারে। অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে চাই মনের বল। মনে জোর করা চাই, আমি ইহা ত্যাগ করিব। একদিনে না হইতে পারে, দুই দিনে না হইতে পারে, তিন দিনে হইবেই হইবে। তবে পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করা বড় কঠিন বলিয়া পুরাতন অভ্যাসকেই দোষী স্থির করতঃ আপনাকে পরম ভালমানুষ মনে করিয়া নিশ্চিন্তে চিরাভ্যস্ত পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলে, দেহের সেবাতেই চিরজীবন রত রাখিতেই হইবে, ডাকিবার অবসর আর মিলিবে না।

কোন্ পথ অবলম্বন করিলে ডাকিবার সুযোগ পাইব তাহা বুঝিলাম।

এক্ষণে কথা হইতেছে, ডাকিবার সুযোগ পাইলেও যে ডাকিতে পারি না, ইহার উপায় কি, ডাকিবার ইচ্ছাসত্ত্বে, ডাকিবার সুযোগ মিলি-লেও যে ডাকিতে পারি না এই বিড়ম্বনা আমার কোন্ কর্ম্মের ফল? আর এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায়ই বা কি? ডাকিতে পারি না। কেন পারি না? স্থান ত বেশ নির্জ্জন, আসন ত বেশ সুখদায়ক; তবুও ডাকিতে পারিতেছি না। কেন? ডাকিতে বসিলে কত কি ভাবনা আইসে। যখন কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকি তখন সেই কার্য্যে ডুবিয়া থাকি, অন্য ভাবনা মনে স্থান পায় না; কিন্তু যেই সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আসিয়া আহ্নিক করিতে বসি মন অমনই বাঁদরের ন্যায় লাফালাফি জুড়িয়া দেয়,—এক ভাবনা হইতে নিমিষে ভাবনান্তরে ছুটিয়া যায়, ভয় হয় যুগপৎ বিবিধ ভাবনার প্রবল মন্থনে মাথাটা বুঝি ঘুরিয়া যাইবে, বুঝি বা পাগল হওয়ার উপক্রম হয়। আমি ত ডাকিতে চাই, তবে এমন আপদ ঘটে কেন? অন্য সময় হইলে বলিতাম "ঈশ্বরের দোষ, তিনি কাহাকেও তাঁহার নিকট যাইতে দিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই কেহ তাঁহাকে ডাকিতে বসিলে তিনি বহু বিঘ্ন প্রেরণ করিয়া তাহার তপস্যা নষ্ট করিয়া দেন।" আজ এখন আর সেই উত্তর আসিতেছে না। এখন দেখিতেছি, দোষ আমার নিজের। এই যে মন, শাখায় শাখায় শাখামৃগের ন্যায় লাফালাফি করে, ইহার কারণ আমার কর্ম্ম। সমগ্র জীবন যাহাকে নিত্য সর্ব্বক্ষণ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নাচাইয়া আসিলাম, এক্ষণে তাহাকে বাঁধিতে গেলে সে যদি বাঁধা পড়িতে না চায় তাহা হইলে সে দোষ বিধিরও নহে, মনেরও নহে, সে দোষ যে এতদিন বাঁদর নাচাইয়া আসিয়াছে তাহারই, সে দোষ আমারই। দোষ ত আমার বুঝিলাম, এখন উপায়? এই উচ্ছৃ-ঙ্খল মনকে কি প্রকারে শৃঙ্খলিত করিব? ব্যাপার নিতান্তই কঠিন। মনের দশা একবার এইরূপ হইলে তাহাকে স্থির করা একান্তই দুরূহ। তবু স্থির করিতে হইবে, নতুবা অহরহঃ জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। কি উপায়ে শান্ত হইতে পারিব? বিচারবলে মনকে ধীরে ধীরে স্থির

করিতে হইবে। যে সকল ভাবনা আসিয়া মনকে নাচায় সেই ভাবনা-গুলিকে ধরিতে হইবে, একে একে তাহাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, প্রত্যেক ভাবনার বস্তুর সহিত ঈশ্বরের মহিমার তুলনা করিতে হইবে, তাঁহার মহিমার সহিত তুলনায় সেই বস্তুব অসারতা ধরিতে হইবে, সেই অসারতা শুধু বুদ্ধি দ্বাবা বুঝিলে হইবে না, এই বোধকে প্রাণে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে; এইরূপে চাঞ্চল্যোৎপাদক বস্তুনিচয় প্রাণেব মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়া সেই মুক্তপ্রাণ ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। কেবল মাত্র আহ্নিকের সময় ইহা কবিলেই যে হইবে তাহা নহে, জীবনেব প্রতি মুহূর্ত্তে—"শয়নে স্বপনে সদা জাগবণে" —এই ভাব জ্বলন্তরূপে প্রাণে অনুভব কবিতে হইবে, এবং জীবনেব সকল কর্ম্মই এই ভাব বজায় রাখিয়া কবিতে হইবে। যদি একবারও এই ভাবেব প্রতিকূলে পদক্ষেপ কবা হয় তাহা হইলে ভাবের ঘরে চুরি হইবে, ভাব চলিয়া যাইবে, ভাব চলিয়া গেলে মন পুনরায় তাহার মর্কট প্রকৃতি ধারণ করিবে, সে আবাব ডালে ডালে নাচিতে আরম্ভ করিবে। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু আমার যে আর এক উপদ্রব আছে। সেই বিঘ্ন আসিযা আমাকে স্থিরচিত্তে কিছুই ভাবিতে দেয় না। একান্তে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে কোন এক বিষয় ভাবিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিলেই আমার তন্দ্রা আইসে। আমাব ইহার কি করি? সাধকের পদে পদে বিঘ্ন। সকল বিঘ্নের বিচার একদিনে হওয়া কঠিন। আচ্ছা, মন, সে কথা আর এক দিন হইবে। এক্ষণে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাই চলুক। হাঁ, তাহা হইলে দেখিলাম যে, সময় পাইলেও যে ডাকিতে পারি না তাহার কারণও স্বকর্ম্ম এবং তাহার ঔষধও স্বকর্ম্ম!

ভাল, ডাকিতে পারিনা কেন,—তাহা যেন বুঝিলাম। ডাকি না কেন? ইহা ত এখনও বুঝিতে পারি নাই। ডাকিবার ইচ্ছা আছে, অবসর মিলিয়াছে তবুও ডাকি না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ? আচ্ছা, অবসর পাইলেও যে ডাকিনা, তা তখন কি করি? অবসর-

কাল কি ভাবে কাটাই? কোন দিন বা অনুতাপে, আর কোন দিন বা রঙ্গরসে। সে কি প্রকার? স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যদি অবসর মিলিল ত ভাবিতে লাগিলাম,—জীবনের এত দিন গেল কিছুই করি নাই, এখনও নানা ঝঞ্ঝাটে দিন কাটিতেছে, আর হইবে না, এবার জন্ম বৃথা। এই সকল দুর্ভাবনা আসিয়া প্রাণ পাগল করিয়া তুলে, আর ঈশ্বর ভাবনা ঘটে না। আবার কোন দিন বা অবসরটুকু আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়া যায়,—যে আমোদ আহ্লাদে, রসরসিকতায়, সামাজিকতায় কখনও স্থায়ী সুখ পাই নাই তাহাতেই হয়ত অবসর কাটিয়া যায়। এখানেও অপরাধ আমার নিজের এবং ঔষধও আপন হস্তে। দুর্ভাবনা ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রান্ত,ক্লান্ত প্রাণ লইয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। কি ভাবে অবসাদ ত্যাগ করিতে হইবে তাহার আলোচনা বহুপূর্ব্বে একবার "একখানি চিঠিতে" করিয়াছি, সেই পত্রখানিই আজ আর একবার পড়িয়া লইব,-- অনর্থক আজ আর সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই। তবে অপর বিষয়টি একটু বুঝিয়া লইতে হইতেছে। এই যে রঙ্গরস, রসরসিকতা —ইহার মূল কোথায়? ইহার মূল বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ নহে। ইহার মূল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। ঈশ্বরকে ভালবাসিবার সাধ সবে প্রাণে নূতন জাগিয়াছে; আর এই রসরসিকতা বহুদিনের প্রিয়-সহচর। ভগবৎপ্রেম অদ্যাপি তাদৃশ বেগবান্ হয় নাই যাহাতে হৃদয়-নদীর তলদেশস্থ রঙ্গরসের শৈবাল সে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে। এখন সাধু সাজিতেছি; এখনও ত সাধু হই নাই। তবেই কথা হইতেছে, "সাধু, সাধন"! সতত সজাগ প্রহরী হইয়া হৃদয়ের দ্বারে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন কথা ক্ষণতরেও হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিলে হৃদয়ের অন্তঃস্থলেই রঙ্গরসের বীজ ফুটিয়া উঠিবে আর যাহা এযাবৎ ঘটিতেছে তাহারই পুনরাবতরণা ঘটিবে। কার্য্য অত্যন্ত দুঃসাধ্য; কিন্তু করিতেই হইবে; নহিলে যে চির অশান্তি।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, আমার সাধনপথে যে শত অন্তরায় তাহার কারণ আমার সহস্র-কুকর্ম্ম, এই অন্তরায়ের জন্য দায়ী আমি স্বয়ং,—ঈশ্বর বা আমার কোন প্রতিবাসী ইহার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধী নহেন।

চৈতন্যদেব কে?

হীনবীর্য্য ভারত-সন্তান কেহ কি এখনও জীবিত আছ, যাহাকে বলিয়া দিতে হইবে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কে?—যে রূপে কাব্যের সুখ-সঙ্গীত, পাপীর আশা, ভক্তের সমাধি—যে রূপে ভক্ত প্রেমারাধনায় ধ্যানস্থ মহাযোগী;—যোগী প্রেমোন্মাদনায় রূপদর্শনের অধিকারী—সে রূপের বর্ণনা আমি কেমন করিয়া জানিব। যে রূপ বর্ণনা করিতে গেলে ভাষা মূক হইয়া ভাবে লয় হয়; কল্পনা নিজেই সে রূপে আত্মগোপন করে, সে চৈতন্যদেবের কথা আমি কেমন করিয়া কহিব। ললাটে তিলক, কণ্ঠে শ্রীমুখজ হরিনাম, প্রাণে দয়া, পদে মুক্তি, এমন যে রূপ,—সে রূপতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া জগতে কয়জন লোক ধন্য হইতে পারিয়াছে; শ্রীবাসের আঙ্গীনায় যে কালে উদাস সঙ্গীতের স্বরলহরী খোল-করতালে মিশ্রিত হইয়া গৃহকাজ হইতে মন কাড়িয়া লইয়াছিল,—সে কালের কথা চিন্তা করিতেও একসঙ্গে আনন্দ ও আশায় প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। সংসারে জগাই মাধাইর অভাব নাই, কিন্তু তাদের মত প্রেম কয়জনে লাভ করিতে পারে। যে ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে পারে, সেই বিবেকের আঘাতে ধর্ম্মের মাধুর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়। প্রেম বড় সুন্দর ও পবিত্রতাময়ী যাঁহারা প্রেমে গা ভাসাইতে শিখিয়াছেন তাঁহারাই নিজকে ধন্য করিবার একটা সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। প্রেম হৃদয়ে থাকিলে তাহা কখনই নিস্ফল হয় না, হইতে পারে না।—তাহা হইলে বিল্ব-

মঙ্গল ঠাকুরের প্রেম ব্যর্থ নিশিযাপনেই বিলীন হইয়া যাইত। প্রেমের ভাণ্ডার অফুরন্ত, কাজেই বিল্বমঙ্গল ভগবানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে প্রেমে ভগবান্ সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, সে প্রেমের আঘাত সহিবার ক্ষমতা চিন্তামণি কোথা হইতে লাভ করিবে। প্রেমে কখনও কামনা থাকে না, প্রেম উপাসনা, উপাসনায় তন্ময়তা। প্রেমে শুধু চক্ষের সার্থকতা। এ তন্ময়তার অর্থ চিন্তামণি কেমন করিয়া অনুধাবন করিবে?

প্রেম জ্বলন্ত অক্ষয় সুধা-প্রস্রবণ, তাই নদের গোরা এত প্রেম বিলাইয়াও তাহার শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাপদগ্ধ সংসারীকে স্নিগ্ধ সুবাস বিলাইবার জন্য আজও নদের ধূলায় ইহা সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন একটা ধূমকেতুর মত—কেন আসিয়াছিলেন, কোথায় চলিয়া গেলেন এবং কি পাপের স্রোত হইতে মানব জাতিকে এক অমৃতরসও পাওয়াইবার অধিকারী করিয়াছিলেন, কে তাহার সন্ধান করিবে? এখনও অনন্তলীলা রসরঙ্গভূমি প্রেমের নিত্য বিলাসক্ষেত্র আনন্দের অক্ষয়ভাণ্ডার, নদীমাতৃকপ্রদেশ সমৃদ্ধের গঙ্গা বিস্তৃত বারি বিধৌত নদীয়ার ঘাটে পথে সেই যুগ যুগান্তের স্মৃতি বহিয়া মানবগণকে আত্ম-বিস্মৃতিতে নিমগ্ন করিতেছে। এমন প্রাণময়ী-লীলা নিকেতন কেহ দেখিয়াছ কি? সে বার আমার তা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কৃষ্ণনগর হইতে শকটারোহণে যখন নবদ্বীপ যাই তখন জানিতাম না এমন নীরস শুষ্ক মরুভূমিতে একটা প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া যাইবে। এ, না জানার একটা কারণ ছিল, খুব ছেলেবেলা হইতেই একটা অসার ধারণা আমাকে আশ্রয় করিয়াছিল যে, "যত সব নষ্ট চরিত্রের লোক, তারাই সব এখানে ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজায়";—কথাটা যখন ধারণা করিয়াছিলাম, তখন তাহার মীমাংসার চেষ্টা করি নাই, সুতরাং সেই ধারণা লইয়াই আমাকে নদীয়ায় প্রবেশ করিতে হইল।—আর এখন বুঝিয়াছি, সব, জগাই মাধাই—এখানে উদ্ধার হইবে না ত কোথায় হইবে? প্রেমের

ঠাকুর কোল দেবেন না ত, কে তাহাদের পাপগুলি যাচিয়া নিজের তহবিল করিবে? এখন বুঝিয়াছি চৈতন্যদেব কে? এবং কেনই বা অবতার হইয়াছিলেন? এখন বুঝিয়াছি মানুষ যায় সেখানে পাপ করিতে নহে, পাপের বোঝা নামাইতে।

আমার বাসা ছিল নবদ্বীপের হরিসভায়। হরিসভার মালিক — শ্রীযুক্ত স্মৃতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি দাদা বলিয়া ডাকিতাম, কেন তা ডাকার অধিকার আমার হইয়াছিল, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, কেননা ইহা আমার বৃত্তান্ত নহে, তাহারই একটা দিক;

অন্যান্য স্মৃতি মন্দির ছাড়িয়া আমাকে পুরীর সোনার গৌরের কথা বলিতে হইল। যাঁহার অঙ্গে ধূলা, মাথায় ধূলা, পদে ধূলা। যাঁহার শয়ন ভূমিতে, বিচরণ ভূমিতে, উপবেশন ভূমিতে; যাঁহাকে আহারান্ন ধূলার পথে পথে উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বিচরণ করিতে হয়, —তাঁহার মূর্ত্তি সোনায় ভাল দেখিলাম না। হিন্দুর পবিত্র ও গৌরবের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় মণ্ডিত করিয়া ভক্ত-হৃদয়কে বিচলিত করা, আবার তাহাদের ধন-লালসা প্রবল করিয়া দেওয়া ঠিক হইয়াছে কি না জানি না। যাঁহার একবিন্দু পদরজে ভক্তের হৃদয়মন্দিরে স্বর্ণমূর্ত্তির সৃষ্টি করে, তাঁহাকে বাহ্যিক সোনায় আবৃত করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, ভক্তগণ বলিতে পারেন।

খোল করতাল শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সুখনিকুঞ্জের পরম সুকণ্ঠ কোকিল, যে প্রাণ মাতান কলরবে জগত মোহিত হইয়াছে, তাপদগ্ধ সংসারী এক অনাবিল আনন্দ ও শান্তি বুঝিয়া পাইয়াছে। সে দিনও বেশ মনে পড়ে গৌরের বাড়ীর খোলের রবে আমাকে যে উন্মাদনায় মত্ততা মাতাইয়া ছিল, সে সমস্ত সুখস্মৃতি এখনও চিত্তমন্দিরে উদয় হইলে প্রাণটা উথলা হইয়া উঠে।

তখন নিয়তই মনে হয়, জগতে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের তুলনা নাই। বাঁশী ও খোল করতালের রব জগতের উপর ধ্বনিত হইয়া কি যে

উন্মাদনীয় মত্ততা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার শেষ ঝঙ্কায় এখনও এই দুইটী স্থানকে জাগাইয়া মাতাইয়া নাচাইয়া রাখিয়াছে।

ভক্তগণ!—একবার শ্রীনবদ্বীপের মধুর সুখমধুরিমার প্রাণ সংকীর্ত্তনে মোহিত হইয়াছ কি? জড়তায় আবদ্ধ অশান্তিময় জীবন একবার উন্মত্ত উত্তেজনায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া অবসাদ হৃদয় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিয়াছ কি?—না পারিয়া থাক তুমি নিতান্ত হতভাগ্য! না দেখিয়া থাক, আইস, প্রেমের বিজয়-দুন্দুভি শ্রবণ করিয়া ধন্য হও, প্রাণ আনন্দরসে অভিষিক্ত কর, অন্ততঃ জীবনের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও এই মহাসত্য তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজাইয়া যাও। এ প্রেমে কি যে মাধুর্য্য, কি যে উন্মাদনা, কি যে বিহ্বলতা আর কেউ জানেন কি না, জানি না, আমি তাহা বুঝিবার ক্ষুদ্র অধিকার লাভ করিয়াছিলাম, যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা শুধু অনুভবের, প্রকাশ করিতে লেখনী অক্ষম। নহিলে জানিনা কি আনন্দরাগে আমার শুষ্ক হৃদয় হইতে ব্যভিচারের কাঠিন্য খসে গিয়ে এক বৈষ্ণবের মূর্ত্তি জাগাইয়া হৃদয়খানাতে কারুণ্যের উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা বহাইয়া দিয়াছে।

আমি যে সময়টায় নদীয়াতে ছিলাম, ঠিক তার ৫।৬ দিন পরেই ভগবানের দোলযাত্রা এবং চন্দ্র গ্রহণ। সুতরাং এ শুভ ভক্ত-জনতা দর্শনের আমিও অধিকারী হইয়াছিলাম। কি দেখিলাম,—দেখিলাম, গঙ্গার ঘাটে শত শত নরনারীর অপূর্ব্ব সম্মিলন! ‘গৌর হরি, গৌর হরি’ রাধে কৃষ্ণ! কি সে সমবেত প্রাণ উদাস করা আনন্দ কোলাহল, বাহ্যিক জ্ঞানহীন ভক্তগণের কি সে আনন্দ সঙ্গীত; শ্রবণমাত্র মনুষ্য জন্মের সফলতা অনুভূত হইল। কি অগাধ বিশ্বাসে সমস্ত তাপ, পাপ, ভয়, দুঃখ, কুলু কুলু প্রবাহিণী পবিত্রতাময়ী মাতা ভাগীরথীর দয়ার আঁচলে মুছে তাপদগ্ধ মানব তীরে উঠে এল, দেখিয়াছি যার ভাবে বিহ্বল হইয়া সেই পূর্ণচন্দ্রের আলোয় সাজান দেহের দিকে চেয়ে বলেছি,

“এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল॥

বাস্তবিক মরতেই ইচ্ছা হয়। মরণ যদি মানুষের অবশ্যম্ভাবী তবে এমনি আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ ক'রে, গৌরব অনুভব করতে হয়।

সে দিন যে অবস্থাটা আমার হইয়াছিল, এই অবস্থাটাকেই প্রেম বলে, এই প্রেমে স্থায়ী অধিকার লাভ করতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধি হয়। হায় প্রাণ গৌর! আমায় আর একবার তেমনি অবস্থা করে দেনা গোরা, সেই ভাব, যে ভাবে আত্মায় সমাজ-সংস্কার, লজ্জা, ভয়, ইহকাল পরকাল সব ভুলিয়া 'পথ ভোলা পথিক' সাজায়। ঘাটে পথে পোড়া মা তলায়, শিশুর হাসিতে, দুঃখার ব্যথায় পাপীর আর্ত্তনাদে যেমন গৌরছবির আভাস পাইলাম, গৌরের বাড়ী, নিতাইয়ের বাড়ী, লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ী সব খুঁজিলাম এমন দেখি নাই। রঙ্গে, শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের পরের ব্যথায় হাহাকার রবে উদ্‌ভ্রান্ত ধূলা উড়াইয়া এখনও যেন মানুষকে সজাগ রাখিয়াছে।

কয়েকটা দিন সংকীর্ত্তনের মধুর রবে ডুবিয়া থাকিয়া এক অনাবিল শান্তির প্রলেপে আনন্দে ছিলাম। তার পর নদের চাঁদ আমায় তাকে দেখা সমাপ্ত করিয়া দিল। জানি না জীবনে এ সমাপিকার উপক্রমণিকা আছে কি না? শুকদেব যে রূপ বর্ণনায় অক্ষম, আমি ক্ষুদ্র মানব কেমন করিয়া সকলকে কামগন্ধ শূন্য চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব রূপ বর্ণনা করিব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহ রূপান্তরিত করিয়া নদীয়ার পথে ঘাটে যে প্রেমের প্রবাহ ছুটাইয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষয় অনন্ত। তাহা ভক্তহৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য আজও সঞ্চিত রহিয়াছে। লিখিলে যে ভাবের শেষ হয় না, বলিলে যে কথা অফুরন্ত, পাঠ করিলে যে রূপ জ্যোতি হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে; তাহা আমি কেমন করিয়া ব্যক্ত করিব? এ যে মজিবার এ যে অনুভবের।

একবার এস ভক্তগণ! দেখিয়া যাও আজও খোল করতালের উন্মাদনায় প্রাণ গৌর ভাবে বিভোর হইয়া সকলের সঙ্গে অলক্ষ্যে নর্ত্তন করিতেছেন। এ উন্মাদ-নর্ত্তনের কি প্রয়োজন, কি সার্থকতা;—পাপী

মূঢ় হীনবীর্য্য, আজও কি তাহা বুঝিতে পার নাই? আজও কি ব্যর্থ জীবনের কম্পিত হৃদয়ে এক দিনের জন্যও স্থান দাও নাই—চৈতন্য-দেব কে?

ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

শাস্ত্রের সার উপদেশ।

কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর ইহাই শাস্ত্রের সার উপদেশ আমি দেখিতেছি না, আমি শুনিতেছি না, আমি খাইতেছি না, আমি বেড়াইতেছি না, আমি ঘুমাইতেছি না, আমি সমুদ্র স্নান করিতেছি না—অথচ ঐ সকল কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে, যাহাতে ইহা হয় তাহাই কর; এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার জন্যই অন্ততঃ ব্রাহ্মণকে বলা হইতেছে ভাবনা, মা গায়ত্রী তোমাকে ভূর্ভুবাদি লোক পার করাইয়া তাঁহার সহিত মিলাইয়া দিলেন; তুমি জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে জাগিয়া জাগিয়া তাঁহার সহিত মিলিলে। এই মিলন ভাবনায়। মিলিয়া তাঁহার সহিত এক হইয়া গেলে।

যদি পূর্ণভাবে এক হইয়া যাও তবে তোমার পৃথক সত্তা ত থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের মধু যখন মধুচক্রে গিয়া এক হইয়া যায় তখন যেমন কোন্ পুষ্পের মধু এইটুকু হইবে আর জানিবার উপায় থাকে না সেইরূপ তাঁহাতে জীব যখন মিশিয়া যায় তখন এই জীব কে ছিল কোথায় ছিল তাহার জানিবার ত উপায় থাকে না। কিন্তু তুমি সাধক। তুমি যখন ভাবনায় তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়াছ তখনও কিন্তু পূর্ণভাবে এক হও নাই। সেই হইয়া যাইবার জন্য ঋষিগণ উপদেশ করিতেছেন তুমি বুঝিয়াছ যে পরমপদ ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই আর তুমি চৈতন্যরূপী তুমি জড় নও কাজেই তুমি সেই পরমপদ। এই জন্য তোমার কোন কার্য্য নাই। তুমি দেখও না খাও না চলও না ঘুমাও না—এই সব যিনি করেন তিনি প্রকৃতি—তিনি মন এবং দেহ।

তুমি মনও নও তুমি দেহ নও। তুমি চৈতন্য তুমি খণ্ড চৈতন্য নও তুমি অখণ্ড চৈতন্য তুমি পরমপদ। তুমি তত্ত্বমসি। তুমিই বল সোঽহং।

ভিতরে এইটি বুঝিয়া কার্য্যে ইহা পরিণত করিবার জন্য তুমি সেই হইয়া বৈদিক কর্ম্ম কর, লৌকিক কর্ম্ম হইবার সময়েও ভাবনা কর আমি; সেই আমি কিছুই করিতেছি না; অভ্যাস কর একবারও ইহা ভুলিও না। তত্ত্ব কথাটি যখন বুঝিয়াছ, সত্য যখন জানিয়াছ অভ্যাস কর, সাধনা কর কেন হইবে না? এই জীবনেই হইবে। শুধু গুরু সাজিলে কি হইবে? কর।

৺পুরী ধাম।

১২ই চৈত্র বুধবার ১৩১০। এইদিনে আমরা ৺পুরীধামে। আজ আজ অষ্টাহ হইল। সমুদ্র স্নান, জগবন্ধুর দর্শন, চক্রতীর্থে প্রাতঃ সন্ধ্যা, চন্দনযাত্রা গমন, ভাস্বর (ভাস্কর ভাস্করবধ্) কূপদর্শন, নানক-পন্থী সাধুসঙ্গ, সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে ভ্রমণ, অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে সমাগত পরিচিত জনগণের সহিত কিছু কিছু সৎসঙ্গ, বিমলা কুটীরের তীর্থ ও হরিদাস মঠের শ্যামদাস বাবাজীর সহিত কথোপকথন, অদ্বৈত জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তির খাদ্য-খাদকতা সম্বন্ধে বাবাজীর আধুনিক কোন ব্যক্তির ভ্রম-প্রদর্শন ও সমালোচনা ইত্যাদিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। অদ্বৈতজ্ঞানই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু ইহা যদি আধুনিক ভগবৎ ভক্ত বৈষ্ণবেরা স্বীকার না করেন তবে তাঁহাদের ভাগবৎ পাঠও ধন্য এবং তাঁহাদের বুদ্ধিও আরও ধন্য। যখন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বাবাজীরাও বলেন অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির কোন প্রকার বিরোধ নাই তখন ইহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ সম্বন্ধে ঋষিদিগের যুক্তি একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা ইহা যুক্তযুক্ত মনে করেন তবে তাহাই করিবেন যদি না মনে করেন করিবেন না ইহাতে কাহারও কিছু করিবার নাই।

কাল মঙ্গলবার গিয়াছে। আমরা অপরাহ্নে শঙ্করমঠে গিয়াছিলাম।

শ্রীমৎ মধুসূদনতীর্থ স্বামীর সহিত সৎসঙ্গ হইল। স্বামীজী অনেক কাজের কথা বলিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্ন জল ও তেজের স্থূল সূক্ষ্ম ও বীজ অংশ দ্বারা আমাদের দেহের কোন্ কোন্ পদার্থ পরিপুষ্ট হয় তাহার কথা উঠিল। কথাটা উঠিল আজকাল সাধনা সম্বন্ধে স্থান কাল ও পাত্র অবিকৃত নাই ইহা দেখাইতে গিয়া।

ভুক্ত অন্নের স্থূলতমভাগ বিষ্ঠা হয়, মধ্যমভাগ হয় মাংস, সূক্ষ্মতম ভাগ যাহা তাহা হয় মন এবং জলের স্থূল অংশ মূত্র মধ্যম রক্ত এবং অতি সূক্ষ্মাংশ হয় প্রাণ; তেজের অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদি ভুক্ত হইলে তাহার স্থূলতম অংশ হয় অস্থি, মধ্যম অংশ হয় মজ্জা এবং সূক্ষ্মতম অংশ হয় বাক্।

তবেই দেখ আহারের শুদ্ধিতা দ্বারা মন প্রাণ ও বাক্য শুদ্ধ হইবে। কদর্য্য আহার কর মন প্রাণ ও বাক্ নিতান্ত ব্যভিচারি ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিবে। প্রদীপ অন্ধকার আহার করে এবং কজ্জল বিষ্ঠা ত্যাগ করে। তুমিও কদর্য্য আহার কর তোমা হইতে যাহা বাহির হইবে উচ্চনীচ যে দ্বার দিয়াই হউক তাহা হইবে অজ্ঞানকজ্জল বিষ্ঠা। কাজে কাজেই সাধনার জন্য আহারশুদ্ধি প্রথমেই আবশ্যক।

ভারতবাসীর উন্নতি হইতেছে না কেন জান?

ইহারা সমস্ত অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া। আর যাহা কিছু অনুষ্ঠানও চলিতেছে তাহাও অভ্যাসেই আটকাইয়া আছে। অভ্যাসের পরে জ্ঞান, জ্ঞানের পরে ধ্যান, ধ্যানের পরে কর্ম্মত্যাগ, এসব প্রায় নাই। অনুষ্ঠান নিজে পালন কর অন্যকে করাও—দেখনা তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তি, যোগ, জ্ঞান সব দ্বার খুলিয়া যায় কি না? তাহা করিবে না—ঋষিদিগের চক্ষে এসব দেখিবে না অথচ ভক্তখাতার নাম লেখানই একটা মস্ত বাহাদুরি মনে ভাবিবে তাতে ভক্তি জন্মিবে কেন? ওটা একটা আনন্দ তাঁতির ভক্তি। গৌরাঙ্গ নাম করিলেই কাঁদে কিন্তু অন্যে যে দরে কাপড় বিক্রয় করে তাহার দ্বিগুণ দাম ঠকাইয়া লয়।

৪০ প্রশ্ন। কোন্ অণু আপনাকে আচ্ছাদন করেন না অথচ সকল জগৎ আচ্ছাদন করেন ?

রাজা। চিৎ যিনি তিনি আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া চিত্তরূপ অণু বিস্তার করতঃ তদ্দ্বারা এই জগৎ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন হস্তী দূর্বাক্ষেত্রে আত্মগোপন করিতে পারে না, সেইরূপ আকাশাত্মা পরমব্রহ্মও কোন স্থানে আত্মগোপন করিতে পারেন না।

৪১ প্রশ্ন। প্রলয়কালে এই জগৎ কোন্ অণুর অন্তরে সজীবভাবে অবস্থান করে ?

রাজা। সজীব অর্থ এখানে পুনরুত্থানযোগ্য। প্রলয়ে এই জগৎ আত্মশক্তিতে লীন থাকে। আবার সৃষ্টিকালে ইহা ফুটিয়া উঠে সেই জন্য বলা হইল সজীবভাবে লীন থাকে। চিৎপরমাণু সর্ব্বশক্তির আধার। চিৎপরমাণু ব্যাপিয়াই আত্মশক্তি থাকে, কারণ শক্তিমান্ না থাকিলে শক্তি কোথায় থাকিবে ? সেই শক্তিই জগৎ রূপে আবার উত্থান করে। যেমন বসন্তকালে রসের উদ্বোধনে বনসমূহ বিচিত্র শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই জগৎ প্রলয়ে লীন হইলেও চিৎপরমাণু অবলম্বনে সজীব থাকে অর্থাৎ পুনরুত্থানযোগ্য হয়। বসন্তরসাগমে বনখণ্ডের উল্লাসের ন্যায় একমাত্র চিত্তসত্তা দ্বারা জগৎ সর্ব্বদা সমুদিত হয়। জগৎটা চিত্তস্পন্দন কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন পল্লব ও গুল্ম বসন্তকালীন রস হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ এই জগৎও সেই চিন্ময় শক্তি হইতে ভিন্ন নহে।

৪২।৪৩ প্রশ্ন। কোন্ অণু জাতশরীর না হইয়াও সহস্র করলোচন ? কোন্ নিমেষ, মহাকল্প ও কোটিকল্পশত স্বরূপ ?

রাজা। পরমাত্মার শরীর হইতেছে চিৎ। চিৎবপুঃ পরমাত্মা সকল প্রাণীর আত্মা। এই আত্মা অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত মত বোধ হয়। সর্ব্বপ্রাণীর ভিতরে একই আত্মা আছেন। এই প্রাণিপুঞ্জের অসংখ্য করলোচন তবে আত্মারই। এই জন্য আত্মা সহস্র করলোচন অথচ তিনি অতি সূক্ষ্ম অসঙ্গ বলিয়া নিরবয়ব।

সেই চিদণু নিমেষও বটে কল্পও বটে।

দেশদৈর্ঘ্য বলিযা কোন কিছু যেমন নাই কালদৈর্ঘ্য বলিয়াও সেইরূপ কিছু নাই। বহুদেশ বিস্তৃত এই সৃষ্টি এটাও যেমন মায়ার কল্পনা সেইরূপ ক্ষণকল্প ইত্যাদিও মায়ার কল্পনা। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক রাত্রিকেই দ্বাদশবর্ষ মনে কবিযাছিলেন। স্বপ্নে দেখা গেল বৃদ্ধ হইয়াছি বা বালক হইয়াছি ইহা যেমন মিথ্যা সেইরূপ নিমেষ মহাকল্প ইহাও মিথ্যা। অভুক্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে "আমি ভোজন করিলাম" ইহা যেমন ব্যর্থ জ্ঞান; নিমেষকে কল্পজ্ঞান কবাও সেইরূপ। স্বপ্নানুভূত মরণজ্ঞানেব ন্যায় নিমেষকেও কল্প বলিয়া অবধাবণ হইয়া থাকে। লীলা উপন্যাস ২০ সর্গ ২৭।২৮ শ্লোক হইতে দেখ।

৪৪-৪৬ প্রশ্ন। বীজমধ্যে বৃক্ষেব অবস্থিতিব ন্যায় এই জগৎ প্রলয়কালে কোন্ অণুব মধ্যে অবস্থিতি কবে? বস্তুতঃ অনুদিত স্বভাব হইলেও এই ত্রিজগৎ সৃষ্টিকালে কোন্ অণুতে পরিস্ফুটভাবে উদিত বা প্রকাশিত হয়? কোন্ অণুব নিমেষেব মধ্যে মহাকল্প বীজমধ্যে অঙ্কুরেব অবস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি করে?

রাজা। প্রলয়কালে জগৎসমূহ চিদাত্মরূপ পবামাণুতে থাকে, বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে সেইরূপ। ইহা কিন্তু মাযিক। যে বস্তুব অবয়ব আছে তাহারই বিকার হয় যাহা নিরবযব তাহাতে কোন বিকৃতি নাই। তণ্ডুল যেমন তুঁষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে সেইরূপ নিমেষ ও কল্প উভয়ই অণু আত্মায় একদেশ আশ্রয় করতঃ তাহাকেই যেন বেষ্টন করিয়া থাকে। অবিদ্যাপাদে এই সমস্ত মায়িক আড়ম্বর মনে রাখিও।

৪৭-৫৮ প্রশ্ন। কিছুই করেন না অথচ কর্ত্তা—ইনি কে? কোন্ নেত্রহীন দ্রষ্টা, দৃশ্যদর্শন নিমিত্ত আপনাকেই দৃশ্যরূপে দর্শন কবেন? কেই বা আপনার জ্ঞানে আপনাকে অখণ্ডিত দর্শন করিয়া দৃশ্যদর্শনে পরাঙ্মুখ হন? কে আপনাকে দৃশ্য ও দর্শন উভয়রূপে প্রকাশিত করেন? কোন্ ব্যক্তি সুবর্ণে বলয়াদি আরোপের ন্যায় আপনাতে দৃশ্য-দ্রষ্টা দর্শন এই তিন প্রকারে আরোপিত করিতেছে? যেমন তরঙ্গ-

মালা সলিল হইতে অপৃথক্ তেমনি কোন্ পদার্থ হইতে এ সমুদায় অপৃথক্?

কাহার ইচ্ছায় সলিলরাশি হইতে ঊর্ম্মির ন্যায় এ সকল পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয়? কোন্ এক অদ্বয় বস্তু দিক্ কালাদিতে অনবচ্ছিন্ন ও অসতের (মিথ্যার) সৎ অর্থাৎ প্রকাশক?

দ্বৈতই বা কাহা হইতে—সলিলরাশি হইতে তরঙ্গের ন্যায় অপৃথক্? কোন্ ত্রিকালগামী দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য, প্রকাশাবস্থা, ও তিরোহিতাবস্থার সহিত জগৎকে স্বকীয় অন্তরে ধারণ করতঃ অবস্থিতি করিতেছে? যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে তেমনি কাহার অন্তরে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জগৎবৃন্দরূপ মহৎ ভ্রম অবস্থিতি করিতেছে? কে অনুদিত স্বভাব হইয়াও দ্রুম হইতে বীজের ও বীজ হইতে দ্রুমের ন্যায় উদিত হয় অথচ আপনার একরূপতা ত্যাগ করে না?

রাজা। আত্মা উদাসীনবৎ অবস্থান করেন, তিনি অসঙ্গ কিছুতেই তিনি সংস্পৃষ্ট হন না অথচ স্বমায়ায় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অর্জ্জন করিয়া তিনি সর্ব্ব জগতের কর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতেও নাই মায়াতেও নাই কেবল আরোপে আছে। আত্মা হইতে মায়াবশে জগৎ উঠে সত্য তিনি কিন্তু ভোগ সম্বন্ধ রহিত হইয়াই থাকেন। ব্যবহারে কর্ত্তা কিন্তু স্বরূপে কর্ত্তা ভোক্তা নহেন।

যাঁহার অবয়ব নাই যিনি নিরাকার সেই আত্মাই জ্ঞানচক্ষে সমস্ত মায়িক ব্যাপার জানেন বলিয়া ইনিই নেত্রহীন দ্রষ্টা। সেই আত্মা দৃশ্য ভোগসিদ্ধির জন্য আপনাতে স্থিত আন্তরিক চিৎ চমৎকৃতিকে অর্থাৎ আপনার মধ্যে অবস্থিত চৈতন্যব্যাপ্ত মায়া শক্তিকে বাহ্যরূপে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিস্তার করিয়া নেত্রবিহীন হইয়াও তাহা দেখেন।

আপনি আপনি সদা থাকিয়াই আপনি যেন চিৎচমৎকৃতি চৈতন্য ব্যাপ্ত মায়াশক্তি হইয়া তাহাই বাহিরে আনিয়া আপনাকে দৃশ্যরূপে দর্শন করেন।

চিদণুর্দৃশ্যসিদ্ধ্যর্থমান্তরীং চিৎচমৎকৃতিম্।
বহীরূপতয়া ধত্তে স্বাত্মনা পরিসংস্থিতিম্॥ ৫৯

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তথাপি ভিতর বাহির বলিয়া যে সব কথা ব্যবহার করা যায় তাহা সাধকদিগের শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত মাত্র, যখন যিনি আপনি আপনি অব্যক্ত তখন বলা যায় ভিতর; ব্যক্তাবস্থাই বাহির। যিনি পূর্ণ তাঁহাতে তিনি ভিন্ন অন্য পদার্থের বিদ্যমানতা অসম্ভব। সুতরাং বলিতে হয় তিনিই দ্রষ্টা তিনিই দৃশ্য অর্থাৎ তিনি আপনার অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই আপনাকে আপনি দর্শন করেন। হে নিশাচরি! পরমাত্মা ত জড় বস্তুর মত বিস্তৃত পদার্থ নহেন সুতরাং তিনি বাস্তব দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রাপ্ত হন না। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত চক্ষু—স্থূল চক্ষু তাহার দ্বার মাত্র।

তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব কিরূপ জান?

সেই চেতনরূপ দৃষ্টি, বাসনারহিত আপন চিৎ বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করতঃ নিজে তাহার দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হন। বুঝিতেছ তিনি অস্পন্দ স্বভাব। অথচ স্পন্দ স্বভাব ধরিতেও পারেন। বাসনা তাঁহাতে নাই। কিন্তু বাসনা তুলিবার শক্তি তাঁহার আছে। বাসনা যাহা তাহা স্পন্দন মাত্র। তিনি আপনি আপনিই আছেন। আপন স্বরূপকে তিনি দৃশ্যরূপে কল্পনা করেন। যেন আমি আমাকে দেখিতেছি ইহা কল্পনা করিয়া তিনি দ্রষ্টৃরূপে সমুদিত হয়েন। আরও স্পষ্ট করিয়া আত্মার দ্রষ্টৃত্ব সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিতেছি শ্রবণ কর।

ন চ গচ্ছতি দৃশ্যত্বং দ্রষ্টা হ্যসদবাস্তবম্।
আত্মন্যেব নযৎ কিঞ্চিৎ তত্তামেতি কথং পরঃ॥৬২
দৃগেব লোচনে সা চ বাসনান্তং নিজং বপুঃ।
বহীরূপতয়া দৃশ্যং কৃত্বা দ্রষ্টৃতয়োদিতা॥৮১ সর্গ ৬৩॥

রাক্ষসি! তুমি পূর্বে প্রশ্ন করিয়াছ

দৃশ্য সম্পত্তয়ে দ্রষ্টা স্বাত্মানং দৃশ্যতাং নযন্।
দৃশ্যং পশ্যন্ স্বমাত্মানং কো হি পশ্যত্যনেত্রবান্॥৭৯সর্গ ২৩॥

চক্ষু নাই অথচ দেখেন কে? কিরূপে দেখেন? না দৃশ্যদর্শনের জন্য দ্রষ্টা আপনার আত্মাকেই দৃশ্য করেন; দৃশ্য করিয়া আপনাকেই দেখেন। ইনি কে তোমার এই প্রশ্ন ছিল। ইহার উত্তরে বলিয়াছি

চিদণুর্দৃশ্যসিদ্ধ্যর্থমান্তরীং চিৎচমৎকৃতিম্।
বহীরূপতয়া ধত্তে স্বাত্মন্যপরিসংস্থিতাম্॥৮১সর্গ৫৯॥

চিৎ চমৎকৃতি বলে চিদ্ব্যাপ্তমায়াশক্তিকে। বহীরূপতয়া অর্থে বাহ্য-প্রপঞ্চতয়া।

দৃশ্য কোথাও নাই। পরিপূর্ণ চলনবহিত আত্মাই আছেন। ইনি চিদণু। আত্মা কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্। ইনি আপন শক্তি আপন ইচ্ছায় জাগাইতেও পারেন।

দেখিবার ত কিছুই নাই আপনি আপনিই আছেন। তবু কিছু দেখিতে হইবে? কিরূপে দৃশ্য দর্শনটা হইবে? আপনিই যদি দৃশ্য হন তবেই হইতে পারেন। আপনাকে দৃশ্য কবিবাব জন্য আপনার শক্তি জাগান। যে শক্তি জাগিল তাহা কিন্তু চিত্তেব উপবেই ভাসিল। চিৎ মাখা হইয়াই মায়াশক্তি ভাসিল। এই আভ্যন্তরীণ চিৎব্যাপিনী মায়া-শক্তি তিনি প্রপঞ্চরূপে কল্পনা কবেন, করিয়া বায়স্কোপেব ক্যানভাসে যেমন ছবির খেলা দেখা যায় সেইরূপে দৃশ্যপ্রপঞ্চকে বাহ্যরূপে নিজের গায়েই ধারণ করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে

"তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমন্তরবাহ্যং" শ্রুতি বলিতেছেন আত্মার অন্তর বাহির কিছুই নাই। তবে যে বলা হইতেছে চিচ্চমৎকৃতিং চিৎ-ব্যাপ্তমায়াশক্তিং বহীরূপতয়া বাহ্যপ্রপঞ্চতয়া ধত্তে অর্থাৎ আত্মা আপ-নার অন্তরের চিৎব্যাপ্ত মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে বাহিরে দেখেন? এই অন্তর বাহির কথার প্রয়োগ যাহারা অধিকারী সাধক তাহাদের উপ-

দেশের জন্য কল্পিত মাত্র। অন্তর ও বাহির শব্দে মাত্র আছে বস্তুতে নাই কেননা চিৎ হইতেছেন সদা একরূপ তাঁহার অন্তরও যা বাহিরও তাহা অর্থাৎ অন্তর বাহির তাঁহার নাই।

এখন দেখ এই আত্মা দ্রষ্টা হন কিরূপে? আত্মা ত নিজ বোধরূপ নিত্য অপরোক্ষ। ইনি অস্পন্দ স্বভাব আবাব স্পন্দ স্ব াব বিশিষ্টও বটেন। স্বভাব মায়াবই নাম। স্পন্দ স্বভাব কি না—স্পন্দনাত্মিকা মায়া। কিন্তু মায়ার অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় স্পন্দন দেখা যায় না, মনে হয় যেন আছে। মায়াচ্ছাদিত চৈতন্যেব স্ফুবণ হইতেছে সগুণ অবস্থায় আগমন। তাহাতে অভিমান করিলেই দ্রস্টাভাব আসিবেই এই আত্মা নেত্রদ্বারা বাহিবে আসিয়া সদা একরূপ আপনাকে অসৎ ঘটাদিরূপে স্থিত দেখেন। অর্থাৎ আপনাকে আত্মচিৎরূপেই প্রকাশ করেন। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত চক্ষু স্থূল চক্ষু তাহার দ্বার মাত্র। এইজন্য বলা হইয়াছে অনেত্রবান্ হইয়াও দেখেন।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কি? আত্মা আপনিই আপনি। তিনি কখন কাহারও দৃশ্য হন না। দৃশ্য যখন নাই তখন দ্রষ্টা বলিয়া যাহা বলা হয় তাহা অসৎ অবাস্তব।

আত্মচৈতন্য আপন অস্পন্দ স্বভাবে নিত্য স্থিত। তথাপি তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া আপনার মধ্যে কল্পনা তুলিবার সামর্থ্যও তাঁহার আছে। কল্পনা তুলাটাই স্পন্দ স্বভাব। যদি চৈতন্যের কোন আদি দেহ কল্পনা কবা যায় ইহা কিন্তু তাঁহারা বাসনারহিত অস্পন্দ চিৎ বপু। আত্মচৈতন্য আপনার চেতনরূপ দৃষ্টি দ্বারা বাসনারহিত স্বীয় বপুকে দৃশ্যরূপে কল্পনা করেন। করিয়া তবে তিনি দ্রস্টৃরূপে সমুদিত হন। আগে দৃশ্য কল্পনা না কবিলে দ্রষ্টৃ হইবেন কার?

কিন্তু পুত্র না থাকিলে পিতা হওয়া যায় না অর্থাৎ পুত্রত্ব না থাকিলে পিতৃত্ব অসম্ভব। দ্বিত্ব না থাকিলে একত্বও অসম্ভব সেইরূপ দ্রষ্টৃতা বিনা দৃশ্যসত্তা কদাচ নাই "ন বিনা দ্রষ্টৃতামস্তি দৃশ্যসত্তা কথঞ্চন" ॥৬৪॥ ভোক্তা ব্যতিরেকে ভোগ্য যেমন সম্ভাবিত নহে সেইরূপ

দ্রষ্টৃতা ব্যতিরেকে দৃশ্যতাও সম্ভাবিত নহে। বিশ্বের দ্রষ্টা যদি না থাকে তবে দৃশ্যজগৎ থাকিবে কিরূপে ?

দ্রষ্টৃ যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করেন দ্রষ্টৃর চিত্তে সেই শক্তি থাকে বলিয়া। নির্ম্মল সুবর্ণ দ্বারাই বলয়াদি নির্ম্মিত হয়। দৃশ্য বস্তু কখন দ্রষ্টৃকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কারণ জড়ে কোন প্রকার নির্ম্মাণ শক্তি থাকিতেই পারে না।

যেমন সুবর্ণে বলয় ভ্রম হয় তেমনি চিৎই চিত্তগত জগৎভাব প্রকাশন সমর্থতা প্রযুক্ত মোহের কারণীভূত অসৎ দৃশ্যকে সৎরূপে আরোপিত অর্থাৎ কল্পনা করেন। তার পরে দৃশ্যতা ভাসিলে দ্রষ্টৃবপু ভাসে তাহা যেমন বলয়ভাব ভাসিলে হেমের হেমত্ব থাকে না সেইরূপ।

কিন্তু বলয় বোধকালেও কাঞ্চন কাঞ্চনভাবেই থাকে আর দ্রষ্টা যখন দৃশ্যভাবে প্রকাশিত হয়েন তখনও তাঁহাতে দ্রষ্টৃভাব বিদ্যমান থাকে এবং দৃশ্যবোধ বিগলিত হইলে দ্রষ্টৃসত্তাই ভাসিয়া থাকে।

বলা হইল চিদ্বপু আত্মা দ্রষ্টা হইয়া দৃশ্য দর্শন করেন। দ্রষ্টৃত্বকালে দৃশ্যতা দর্শন অবশ্যম্ভাবী। আবার দেখ দৃশ্য সকল দ্রষ্টাতেই অবভাসিত। দৃশ্যজ্ঞান যদি বিগলিত হয়—তবে অহং দ্রষ্টা—আমি দেখিতেছি এ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। অহং দ্রষ্টা এই জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে 'ইহা দেখিতেছি' এই জ্ঞানও বাধিত হয়—লুপ্ত হয়। যে কালে দৃশ্য থাকে না, অহং দ্রষ্টা এ জ্ঞানও থাকে না সেই সমাধিকালে, বলা যায়না এমন যে আপনি আপনি স্থিতি তাহা মাত্র থাকে।

দীপ যেমন আপনাকে ও দৃশ্যবস্তুকে প্রকাশ করে সেইরূপ চিদ্বপুঃ পরমাত্মাও আপনাকে, আত্মস্থিত দ্রষ্টৃত্ব জ্ঞানকে ও দৃশ্যকে প্রকাশ করেন। প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় এই সমস্তই অসৎ ও আগন্তুক। তত্ত্বজ্ঞান তিনকে গ্রাস করে। যেমন বৃক্ষ লতাদি ভৌতিক পদার্থ জল ভূমি ইত্যাদি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে সেইরূপ কোন পদার্থই স্বতঃসিদ্ধ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। আত্মার সর্ব্বৈকতার প্রমাণ হইতেছে একত্বানুভব। সকলের মধ্যে থাকিয়া তিনিই অনুভব করেন এবং তিনিই

সর্ব্বানুভব স্বরূপ ইহা হইতেই একত্বানুভব হয় এবং এই একত্বানুভবে সর্ব্বৈকতা রূঢ়।

তিনি এক কিন্তু এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বস্তু কেন? পৃথক্ বলিয়া যাহা প্রতীত হয় তাহা সলিলরাশি হইতে তরঙ্গমালা যেমন পৃথক্ দেখায় সেইরূপ। কিন্তু ভিতরে একই—এই যে পৃথকত্ব এটা হয় তাঁহারই ইচ্ছায়—তাঁহারই মায়ায়।

কোন্ অদ্বয় বস্তু দিক্ কালাদিতে অবচ্ছিন্ন হয় না জান? এবং কে সতেরও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যারও প্রকাশক জান?

কেবল অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন এক পরমাত্মাই আছেন। তিনি সবার আত্মা। দুয়ে দুয়ে চারি যেমন স্বতঃসিদ্ধ সেইরূপ আমি আছি ইহা সকলেরই স্বতঃসিদ্ধ। সকল প্রাণীর সকল ভূতের চেতন তিনিই; তিনি কিন্তু চক্ষুরাদির অগোচর। সকল ভূতেরই অনুভব হয় বলিয়া সৎ আবার ইন্দ্রের অগোচর বলিয়া অসৎ। চৈতন্যরূপী তিনি তাই অসতেরও তিনি প্রকাশক।

দ্বৈত তাঁহা হইতে অপৃথক্। দুই থাকিলে তবে না একত্ব সিদ্ধ হয়? আতপ ও ছায়ার ন্যায় দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর পরস্পরের সাধক। যখন দ্বিত্ব নাই তখন একত্বও নাই। যখন একত্ব নাই তখন দ্বৈতও নাই। কি তবে থাকে? সেইটি তত্ত্ব—তত্ত্বটি দ্বৈত অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।

যাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াও উক্ত উভয় ধর্ম্মীর মত অবস্থিত দেখায় তাহা আপনাতে ভাসিয়াছে যে দ্বৈতাদ্বৈত তাহা হইতে অপৃথক্। যেমন দ্রবত্ব জল হইতে অপৃথক্ সেইরূপ। বলয় যে ভাবে সুবর্ণ হইতে পৃথক্ দ্বৈতত্ব সেইভাবে অদ্বৈত হইতে পৃথক্। ব্রহ্মের একাংশেই ত্রিজগৎ অবস্থান করিতেছে—যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে সেইরূপ। এই বীজাংশই মায়া, স্পন্দন, চলন, কম্পন ইত্যাদি। তত্ত্বের বোধ যখন হয় তখন দ্বৈতভাব সৎ বলিয়া অনুভূত হয় না। দ্বৈত যাহা তাহাই অদ্বৈত যেমন দ্রবতাই সলিল স্পন্দনই বায়ু, শূন্যই ব্যোম অর্থাৎ দ্বৈত অদ্বৈত হইতে ভিন্ন নহে।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

ভজন-গীত। (১)

ক্যা ভরম্‌মে রহো ভাই
না জানু কব্‌ চলি যানা হ্যায়।
দয়া ধরম্ কি গাঁঠোরি বাঁধো
তব্‌ কুছ্‌ নাহি দুখ্‌ পানা হ্যায়॥
ইহ সংসারা মায়া কি আধারা
যাদু ঘর কি সমানা হ্যায়।
মগন্ হোকে মোহ খেল্‌মে
আপ্‌না করম্ কি খোয়ানা হ্যায়॥
মাতা পিতা বনিতা সুতা দুহিতা
সবহি মায়া কি স্বপন্ হ্যায়।
যো চ'লে যাওগে তুম্‌হি রোওগে
য্যায়সি সবহি যানা হ্যায়॥
কিৎনে সাধু যোগী ফলপত্র ভোগী
পবিত্র মন্‌মে রাখানা হ্যায়।

রাম নাম জপ্ তপ্ বিনা কুছ্ নেহি
মহেশ মন্‌মে মানা হয়॥

ভজন-গীত। (২)

হরি সো লাগি রহোরে ভাই।
তেরে বন্‌ত বন্‌ত বনি যাই॥
তেরে ঘসর মসর মিটি যাই॥
হরি সো লাগি রহো রে ভাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেণিয়া বয়েল চরাই
যব্ কাল্‌কা ডঙ্কা বাজে, তব্ খোঁজ খবর না পাই।
হরি সো লাগি রহো রে ভাই।
তেরে বিগিড় বাত্ সুধার যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই
শুগা পড়ায়কে গণিকা তরগয়ি, তবগয়ি মীরাবাই।
য়্যায়সা প্রেম করো ঘট্ ভিতর, তেবে সহজ মিলি রঘুরাই॥
হরি সো লাগি রহো বে ভাই॥

গানের সাধ জাগিল না কি?

হরি! হরি! সাধের হাত হইতে বোখশোধ হওয়াই যে প্রার্থনা। সাধ কি আবার?

তবে?

এটা গানের সাহায্যে বৈরাগ্য ও অভ্যাসে তোমাকে লইয়া যাইতে চাই ইহাতে তোমারও মঙ্গল আমারও পরমানন্দ প্রাপ্তি।

তোমার সব কথা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কখন কোথায় থাকিয়া কি যে বল শুনিতে বেশ লাগে। কিন্তু ধরিয়াও যেন ধরিতে পারি না।

বুঝিতে কি আর সবই পারা যায়? কতক কতকও যদি পার তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস কর, করিয়া কাজ করিয়া

যাও। কাজ করিতে করিতে কাজ ছাড়িয়া যাইবে, স্থির হইবে—আর সব বুঝিবে।

আচ্ছা সাধটা দোষের কেন তাই একটু বল না ?

দেখ যতদিন কিছু সাধ থাকিবে ততদিন সেই সাধ সাধিতে আবার আসিতে হইবে। আবার কি আসিতে সাধ রাখ ?

কোন মহাপুরুষের কাছে শুনিয়াছিলাম যদি আবার আসিতে হয় তবে শ্রীভগবান্ যখন আসিবেন তখন যেন তাঁর দাসের দাস হইয়া আসিতে পাই। এও ত সাধ ?

মহাপুরুষের কথা অত সহজ বুঝিও না। দেখনা কেন, যে সে লোকে সাধ করে আর যেন পৃথিবীতে আসিতে না হয় আর যেন জননী-জঠরে ঢুকিতে না হয়। কিন্তু ইহা কোথাকার কথা তাহা না জানিয়া যদি কেহ দেখাদেখি এই সাধ করে তবে সে সাধের অর্থ কি ? সে সাধে কি হয় বল ? সাধ করিবে কিন্তু সাধনা করিতে প্রাণান্ত করিবে না। এ সাধটা পাগলের খেয়ালমাত্র। মহাপুরুষেরা নিজের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বদাই বিচার করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন জন্য প্রাণপণ করেন; করিয়া দেখেন আর বলেন এমন সাধনা ত হইল না যাহাতে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়, যাহাতে সমস্ত বাসনা পুড়িয়া যায়। বাসনার বীজ—অতি সূক্ষ্ম বীজও যদি থাকে তবে তাহা-হইতে সংসার মহীরুহ আবার জাগিবেই। এই জন্যই তাঁহারা বলেন এমন কি করিলাম যাহাতে জনন মরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেই জন্য মহাপুরুষেরা শ্রীভগবানের আজ্ঞা মত চলিতে প্রাণপণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট নিত্য প্রার্থনা করেন প্রভু! আমি ত চেষ্টা করিবই—চেষ্টাও করিতেছি কিন্তু তোমার করুণা ভিন্ন আমি সংসার হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিব না। তাঁহারা নিজের অবস্থা বুঝেন বলিয়াই বলেন যদি আবার জন্মিতে হয় তবে তুমি যখন আসিবে তখন যেন জন্মাই। ইহার ভিতরে আরও কত ভাব আছে বুঝিলেই বুঝিতে পার। তোমার জন্মের অপেক্ষায়

যে থাকিব—তাহা আমি কোথায় থাকিব ? বহু কথা ঐ সাধের মধ্যে আছে জানিও। ইহা বাসনা হইলেও শুভ বাসনা।

আচ্ছা কোন্ কোন্ বাসনা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে বাসনা ত্যাগের পথ ধরা যায় ?

আমার ক্ষুধা আছে পিপাসা আছে; আমার জন্ম আছে মৃত্যু আছে; আমার সুখ হয় আমার দুঃখ হয়, আমার দেহ আছে, আমার আত্মীয় স্বজন আছে; এই সমস্তই বাসনা। কিন্তু নিরন্তর বিচার করিতে হইবে আমি চৈতন্য, আমি দেহ নই, আমি প্রাণ নই, আমি মন নই। ক্ষুধা পিপাসা প্রাণের আর আমি প্রাণ নই বলিয়া ক্ষুধা পিপাসা আমার নাই, আমার শরীর নই বলিয়া জনন-মরণও আমার নাই, আমি মন নই বলিয়াও সুখ দুঃখ শোক মোহ আমার নাই। আমি চৈতন্য আমি অসঙ্গ। আমি অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন। আমি চৈতন্য বলিয়া সর্ব্বদাই পূর্ণ।

পুরুষ চৈতন্যের বাসনা নাই। প্রকৃতিরও বাসনা নাই। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গ করেন, তখন আপনার পূর্ণস্বরূপ বিস্মৃতি ঘটে। পূর্ণ চিরদিনই পূর্ণ আছেন। খণ্ড মত যিনি হন তিনি চৈতন্যের অবভাস; চৈতন্যের ছায়া। এই খণ্ডটি, পরিচ্ছিন্নটি পুরুষ প্রকৃতির মিলনে একটি কল্পিত বস্তু মাত্র। প্রকৃতির পরিণাম হইতে হইতে অহংকার পর্য্যন্ত আসিলে যাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক থাকে, তাহাই বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া এই কল্পনা জীবন্ত হইয়া উঠে। খণ্ড না হওয়া পর্য্যন্ত কল্পনা নাই।

বাসনার একটি মাত্র বীজও থাকিবে না কখন ? না যখন আপনাকে সর্ব্বদা চৈতন্য মাত্র—চিন্মাত্র বোধ হইবে। সন্মাত্র যিনি তিনি তূর্য্যাতীত; চিন্মাত্র যিনি তিনি তুরীয় আর আনন্দ পর্য্যন্ত নামিলেই ঈশ্বর। এই সৎ চিৎ আনন্দের পৃথক্ ভাব কখন নাই। ইঁহারা পৃথক্ হইয়া কখনও থাকেন না। শিষ্য বোধের জন্য পৃথক্ করা হয় মাত্র। সাধনাকালে সন্মাত্র সাধনা আদি, পরে সৎ চিতের সাধনা পরে সৎ চিৎ আনন্দের সাধনা।

বাসনার বীজ যদি কিছু থাকিয়া যায়, সাধ যদি একটিও থাকে, তবে অজ্ঞান থাকিল কাজেই সংসারে যাওয়া আসাও থাকিল।

যখন দেহ থাকেনা প্রাণ থাকেনা মন থাকেনা যখন মানুষের দেহান্ত হয়, মানুষের স্থূলদেহ দগ্ধ করা হয় তখন কি মানুষের বাসনা থাকে?

স্থূল দেহ পোড়াইয়া ফেলিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত সংসার আত্মা হইতে মুছিয়া যায় না। মন প্রাণ দেহ না থাকিলেও আত্মাতে সংস্কারগুলি বাসনারূপেই থাকে।

দেহান্তে প্রাণ নাই কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার সংস্কার আছে। মৃত ব্যক্তিও ভাবনা করে কতদিন না খাইয়া আছি? প্রাণ ত নাই তবে খায় কে? খায় সংস্কার; এই সংস্কার যতদিন থাকিবে ততদিন আবার জন্ম হইবে। সমস্ত সংস্কার দগ্ধ করা চাই। জ্ঞানাগ্নি না জ্বালিলে সংস্কারকে বা বাসনাকে দগ্ধ করা যাইবে না। এই জ্ঞানাগ্নি হইতেছে চৈতন্য অসঙ্গ— আমি চৈতন্য কাজেই ষড়োর্ম্মি আমাতে একেবারেই নাই। ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম, মৃত্যু, শোক, মোহ এ সমস্ত আত্মাতে নাই। এই ভাবে আত্মাকে আপন স্বরূপে লইবার সাধনা যিনি করেন, করিয়া সিদ্ধিলাভ যিনি করিতে পারেন তিনি এই দেহেই জীবম্মুক্ত হয়েন। তিনিই বাসনার হাত হইতে মুক্ত হয়েন। তিনি সাধ ছাড়াইতে পারেন।

সঙ্গীতের সাধের জন্য সঙ্গীত দেওয়া হইল না। দেওয়া হইল সর্ব্বদা আত্মভাবে থাকিবার জন্য। বৈরাগ্য ও অভ্যাস সমকালে চাই। ইহার সুবিধার জন্যই ভজনসঙ্গীত।

শ্রুতি যেমন বলেন বাসনা ক্ষয়, মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাস সমকালে আবশ্যক—এক একটি সাধনায় কোটিকল্পেও হয় না, সেইরূপ ঋষিগণ ইহাও বলেন যে বৈরাগ্যের সহিত "আমি তোমার" "তুমি আমার" ও "তুমি আমি এক" সমকালে সাধিয়া যাও। যখন চৈতন্যে ভরিয়া যাইবে তখন সাধ আর থাকিবে না, বাসনা আর উঠিবে না, তখন যাহা হইবে তাহা অবুদ্ধিপূর্ব্বক।

ভজন-সঙ্গীতের আবশ্যকতা এইজন্য আছে। ইতি।

সাধনা রহস্য।

(১)

"আমি তোমার" "তুমি আমার" এবং "তুমি আমি এক" ক্রম অনুসারে এই তিনই সাধনা। ইহার উপর আর চতুর্থ নাই।

শ্রুতির সঙ্কল্পক্ষয়, মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস—সমকালে এই তিন সাধনার মধ্যে "আমি তোমার" "তুমি আমার" এবং "তুমি আমি এক" এই সাধনা তত্ত্বাভ্যাসেরই ক্রকমাত্র।

"আমি তোমার" সাধনা করিতে গিয়া দেখি "তুমি আমার" কত যুগান্তর ধরিয়া হইয়াছ। "তুমি আমার" যদি নিত্য না থাকিতে তবে বুঝি "আমি তোমার" হওয়া হইত না। "তুমি আমার" চিরদিন ধরিয়া হইয়া আছ। এতদিন চিনি নাই তাই কতকির পশ্চাতে ছুটিয়াছি কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছি কিছুতেই তৃপ্তি নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। এখন তুমি চিনাইয়া দিতেছ তুমি যে আমারই হইয়া আছ, চিরদিন হইয়া আছ, চিরদিন হইয়া থাকিবে তাই আমি লুব্ধ হইয়া তোমার দিকে ফিরিতেছি। দেখি—আমার কে হইয়া আছে? কে আমার চিরতরে থাকিবে? কে এ কথা বলিতেছে বিস্মিত হইয়া তোমার ভালবাসা দেখিলাম। অহো কি সুন্দর! আমার নিত্য সহচর শ্বাসের মত তুমি—আমার মুখ্য প্রাণের মত তুমি, তুমি আমাকে একক্ষণও ছাড়িয়া থাক না। তুমি এত ভালবাস—তুমি সর্ব্বদা আমায় রক্ষা করিতেই চাও। সর্ব্বদা আমায় সুখী করিতে চাও। আমায় সুখী দেখিলে তোমার সব ফুটিয়া উঠে—তোমার মুখ চক্ষু বুঝি প্রাণও কিসে যেন ভরিয়া যায়। এত ভালবাস তুমি—এত আপনার তুমি—তুমি যে আমার আপনার হতেও আপনার। এত দিন বুঝি নাই কতকি করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আর কি কিছু করা যায়? আর কি তোমায় ছাড়িয়া থাকা যায়? আর কি আড্ডার লোকের কাছে যাওয়া যায়? আর কি কামক্রোধের হওয়া যায়? আর কি দুঃখ শোকের ক্ষুধা পিপাসার হওয়া যায়? তুমি কত করিয়া জানাইয়া দিতেছ তুমি

ভিন্ন আমার আপনার কেহ নাই। তুমি কত প্রকারে বলিয়া দিতেছ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃসাক্ষীনিবাসশরণং সুহৃৎ তুমিই আমার। বল আর কি তোমায় ভুলিয়া থাকা যায়? বল "আমি তোমার" না হইয়া আর কার হইব? আর কার হইতে পারি? আমি ঘুমাইয়া থাকি তুমি জাগিয়া জাগিয়া আমায় দেখ কত ভালবাস তুমি? কত প্রকারে আমায় রক্ষা কর তুমি। কত প্রকারে আমার মনপ্রাণ চুরি কর তুমি। কি আর বলিব আর বলা হইল না। শুধু বলিলাম তোমার ভালবাসা দেখিতে গিয়া আমি তোমার হইলাম। আমি কারও হইতে চাই কতদিন বলিতেছি এখন তোমার ভালবাসা আমাকে তোমার করিল। তাই বলি "আমি তোমার" হইতে গিয়া দেখি "তুমি আমার" চিরতরে।

আবার একি দেখাও? "তুমি আমার" দেখিতে গিয়া দেখি "আমি" ঐ "তুমির" মধ্যে খেলা করিতে করিতে "তুমিই" হইয়া যাইতেছে। "তুমি" হইয়া ও আবার আসিয়া "আমি সাজিয়া খেলা করিতেছে। আহা! এই তুমি। তুমিই আমি সাজ? তুমি জান যে তুমি ঐ আমি। কেবল আমাকে প্রথমে জানিতে দাও না যে "আমিই তুমি"। শেষে যখন জানাও আমিই তুমি" তখন খেলা বড় রমনীয়। খেলিতে খেলিতে খেলা হয় না—দেখিতে দেখিতে দেখা হয় না—ছুঁইতে ছুঁতে ছোঁওয়া থাকে না। বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! এই সুন্দরকে যদি লাভ করিতে চাও—এস—আমি তোমার সাধনা কর। তবেই যে আপনার তারে চিনিবে পরে দেখিবে যে বড়ই আপনার সেই আমি।

(২)

রহস্য কি বুঝিলে? না হয় অন্যরূপে বলি?

"আমি তোমার" হইতে হইলে দেখিতে হইবে তুমি নিরন্তর আমার হইয়া আছ। মহাকাশ যেমন ঘটাকাশকে একবারও ছাড়িয়া নাই তেমনি তুমি আমাকে একবারও ছাড়িয়া নাই। আমি কখন

জাগিয়া থাকি—জাগিয়া কত কি দেখি শুনি কত কি ভোগ করি, তখনও তুমি আমায় ডাক, আমায় সাবধান কর, আমায় বলিয়া দাও তোমায় অর্পণ করিয়া ভোগ করিতে—তোমায় অর্পণ না করিয়া কোন কিছু করিলে কোন কিছু ভোগ করিয়া পাছে তোমায় ভুলি সেইজন্য তুমি কতই কর। আবার যখন নিদ্রাতে কত স্বপ্ন দেখি তখন তুমি তাহা নিবারণের জন্য জাগ্রতে তোমার সঙ্গে থাকাটি—তোমার কথা, তোমার গুণ, তোমার রূপ, তোমার যশ, তোমার নাম, তোমার কর্ম্মার্পণ, তোমার সেবা, তোমার মানসপূজা জীবসেবায় তোমার সেবা এত করিয়া অভ্যাস করিতে বল যাহাতে আমি স্বপ্নেও যেন তোমায় লইয়া থাকিতে পারি। আমি তোমায় কতবার ভুলিয়া যাই তুমি কিন্তু একবারও আমায় ছাড়িয়া থাক না। আবার যখন সুষুপ্তি হয় তখন তুমি আমাকে সব ছাড়াইয়া তোমার বক্ষে ধারণ কর—আমার সব ভোগেচ্ছা-সব স্বপ্ন ছুটিয়া যায়, সব সঙ্কল্প ছুটিয়া যায়—তুমি তোমার ত্বরিত আদরে আমার সব বৃত্তি নিরোধ করিয়া আনন্দময় আনন্দভুক্ করিয়া রাখ—অহো! তুমি আমায় জাগ্রতে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতেও একবারও ভুল না—এইটি বেশ করিয়া যখন আমি দেখি তোমার ভালবাসা যখন আমি বেশ করিয়া ভাবনা করি—প্রত্যক্ষ করি; তুমি আমার এইটি যখন আমি বেশ করিয়া বুঝিতে পারি তখন তোমার স্বভাব দেখিয়া আমি তোমার না হইয়া থাকিতেই পারি না। তাই বলিতেছিলাম "আমি তোমার" এই সাধনায় তোমার স্বভাব দেখিয়া দেখিয়া—তোমার ভালবাসা অনুভব করিয়া বুঝি তুমিই আমাকে তোমার করিয়া রাখিয়াছ। শেষে দেখি যাহাকে আমি বলিয়াছিলাম সেও তুমি। একটা খেলার জন্য তুমিই আমি সাজ। ঘটাকাশ একটা পৃথক্ নাই। এইটিই মহাকাশ।

(৩)

"আমি তোমার" "তুমি আমার" সাধনাও যে বড় কঠিন। সহজ কি কিছু নাই যাহা আমি অভ্যাস করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে পারি?

"আমি তোমার" ইহার মত সরস সাধনা আর নাই। ইহাকে বড় সাহস করিয়াই শাস্ত্র দেখাইয়াছেন।

"আমি তোমার" এই সাধনা কি শাস্ত্রে আছে? তুমি কি ভাব সাধনার কথা আমি কল্পনা করিয়া বলি? না না ইহা শাস্ত্রেরই কথা।

রামায়ণ আদি গ্রন্থ। ভগবান বাল্মীকি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিতে শুনিয়াছিলেন—

সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

প্রথমে প্রপন্ন হও। সংসারের ধাক্কা পাইয়া যখন মানুষ সংসারের প্রকৃতরূপ দেখে—পরিবার স্বজনের, সমাজের, জাতির এবং নিজের দেহের এবং নিজের মনের স্বরূপ যখন মানুষ দেখে, তখন তাহাকে কাতর হইতেই হইবে।

এইরূপ বৈরাগ্যবান্‌কে শ্রীভগবান বলিতেছেন, রে বৈরাগ্যবান্ তুমি সংসারের, দেহের, মনের জ্বালায় জ্বলিতেছ পুড়িতেছ কিন্তু হতাশ হইও না। আমি তোমার আছি। তুমি আমার কাছে একটি প্রার্থনা নিত্য অভ্যাস কর—বলিতে অভ্যাস কর "তব অস্মি" তোমার আমি।

দেখিতেছ ত "তব অস্মি" তোমার আমি এটি শাস্ত্রেরই কথা।

তোমার লক্ষ্যটি হইতেছে নিরন্তর শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা। সকল কর্ম্মে, সকল ভাবনায়, সকল বাক্য উচ্চারণে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ কর। একবারও শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকিও না। এই জন্য প্রতি শ্বাসে নাম করিবার সাধনা। নাম কর—তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি যে সর্ব্বত্র আছেন তিনি যে ভিতরে বাহিরে আছেন—জগতে যাহা কিছু আকার বিশিষ্ট আছে তাহা যে তাঁহারই উপরে ভাসিয়াছে ইহা শুনিয়া ইহা বিচার করিয়া সর্ব্বদা 'রাম' 'রাম' কর, তবেই "তেরে সহজ মিলে রঘুরাই"।

বুঝিতেছ সাধনা কি করিতে হইবে। তাঁহার আজ্ঞা পালনটি প্রধান সাধনা। তাঁহার আজ্ঞা 'আমাকে ভুলিও না—এক ক্ষণকালও ভুলিয়া

থাকিও না। একটি শ্বাসও যেন তোমার যেন বৃথা না যায়। প্রতি শ্বাসের উঠায় প্রতি প্রশ্বাসের নামায় রাম রাম কর। এইটি করিতে অভ্যস্ত হইবে তখন যখন নিত্যক্রিয়ারূপ তাঁহার আজ্ঞা তিন সন্ধ্যায় দৃঢ়ভাবে করিতে থাকিবে। আবার স্বাধ্যায়কালেও যখন তাঁহাকে শুনাইয়া পাঠ করিবে, তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার কথা মত লিখিবে।

নিত্যকর্ম্মে ধারণাভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার উপাসনা কর। আবার ব্যবহারকালে সকলের মধ্যে তাঁহাকে স্মরিয়া নাম কর—সবার সেবায় তাঁর সেবা হইতেছে ভাবনা করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্ম কর, কেন হইবে না।

এই সমস্ত কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে "তবাস্মি" যাচ্ঞা কর। প্রতিদিন এই প্রার্থনা কর, ঠাকুর! "তোমার আমি"; আমি তোমার আজ্ঞা-পালনে প্রাণপণ যে করি সে কেবল তোমার হইবার জন্য। আমি আর ইন্দ্রিয়ের হইতে পারি না, আমি আর রিপুর হইতে চাই না, আমি আর সাধের হইতে চাই না, আমি আর আমার ক্ষুদ্র পিপাসার, ক্ষুদ্র দেখিবার ইচ্ছার, ক্ষুদ্র শুনিবার ইচ্ছার হইতে চাই না—আমি মনে প্রাণে দেহে তোমারই হইতে চাই। আমি তোমার বলিতে বলিতে ত্রিসন্ধ্যা কর আমি তোমার আমি তোমার বলিতে বলিতে জপ কর, ধ্যান কর,—জপের প্রয়োগ কর। আমি তোমার আমি তোমার বলিতে বলিতে নাম কীর্ত্তন কর, যশোকীর্ত্তন কর তোমার সকল আশা পূর্ণ হইবে। দেখিতেছ না সে আপনিই বলিয়া দিতেছে "তবাস্মি" বলিয়া প্রার্থনা কর। নিশ্চয় জানিও আমি সকল ভূত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়া আমি তোমারই হইব। ইতি।

—

শেষ গীত।

তোমারি মতন, এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার ॥
ওহে দয়াময়! দয়াময়!
প্রভু আমিও তোমার তুমিও আমার ॥
দীনবন্ধু তুমি দীনজনত্রাতা, তোমা বিনা নাথ কেবা বোঝে ব্যথা;
আছ অন্তরে বাহিরে
নাথ আমার যে তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥
দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে নাথ কত ভালবেসে
তুমি ছাড়িয়ে থাক না
তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার ॥
প্রাণে প্রাণে নাথ দাও ভালবাসা, ঘুচাও সবার সকল পিয়াসা
ওহে নাশহে দুরাশা
তোমার স্মরে যায় মরমের আঁধার ॥

নেত্রান্ত সংজ্ঞা।

তুমি যারে নেত্রান্তসংজ্ঞাটি একদিনের জন্যও বুঝাইয়াছ তাকে তুমি তোমার রঙ্গময় স্বভাবেরও কিছু যেন দেখাইয়াছ। জীবের বহুকার্য্যে তোমার রঙ্গ থাকে। তুমি যখন নির্গুণ স্বভাবে আপনি আপনি থাক তখন কাহারও সাধ্য নাই যে তুমি কোথায় থাক কিরূপে থাক তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে। তখন তুমি এমন গম্ভীর হও যে তাহা দেখিবারও কেহ থাকে না। সেই সময়ে তুমি স্তিমিত গম্ভীর। তোমার গাম্ভীর্য্যে অন্য সমস্তই তখন অস্তমিত। এই যে সমুদ্র যুগ যুগান্তর ধরিয়া আপন বক্ষে আপনি কত তরঙ্গ তুলিতেছে, কতই ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে, কতই তুফান তুলিতেছে আবার কখন শান্ত হইতেছে

তখন; কিন্তু এসব কিছুই থাকে না। তুমি একেবারে নির্জ্জন। কোন কিছুই তখন থাকে না। কোন খেলা থাকে না। তুমি তখন নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্। তুমি কিছুই করনা কিছু করাওনা। করিবারও তখন কিছু নাই করাইবারও কিছু নাই তুমি পরম শান্ত চলন রহিত আপনি আপনি সচ্চিদানন্দ। এ সব কথা তুমি অন্য অবস্থায় আসিয়া ব্যক্ত কর তাই তোমার ভক্তগণ তোমার এই স্বভাবের কথা কহিতে পারে। তুমি যারে ভালবাস তারে সব বলাও চাই। এও তোমার এক আশ্চর্য্য স্বভাব। "শান্তং শিবমদ্বৈতং" ইহার উপরে আর কিছু শ্রুতি বলেন না। ইহা কিন্তু অদ্বৈত উহা মনে রাখা চাই।

তার পরে স্বগুণ অবস্থা আত্ম অবস্থা এখানে না কর এমনও কিছুই নাই। কিন্তু ইহাতেই তোমার সব শেষ হইয়া যায় না। বাকী যাহা থাকে তাহা দেখাও তোমার অবতার অবস্থায়।

যে সময়ে আমরা আসিয়াছি এ সময়ে তোমার কোন প্রসিদ্ধ অবতার নাই। এ জগতে নাই কিন্তু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয়ত আছে। ভাবনা রাজ্যে সর্ব্বদা আছে। এখন আমাদের জগতে কোন অবতার নাই তাই বলিয়া কি তোমার কোন রঙ্গ এখন হয় না ? কে বলিবে হয় কিনা ?

একটি বিড়াল আপন মনে ধীরে ধীরে যাইতেছে। একজন মানুষ অতি ধীরে তাহার পশ্চাতে গিয়া এমন শব্দ করিল যাহাতে বিড়াল অতিশয় ত্রাস পাইয়া কেমন কেমন করিয়া যেন ছুটিয়া পলাইল। আর মানুষটি তাই দেখিয়া বড় রঙ্গ করিল। বিড়াল আবার কতদূরে গিয়া দেখিল মানুষটি কি করিল।

সংসার করিতেও মানুষ দেখে কে যেন রঙ্গ দেখিবার জন্য ভাইগুলিকে একরকম করিয়া দিল, পিতামাতা একরকম হইয়া গেল, স্ত্রী পুত্র কন্যা একরকম হইয়া গেল, স্ত্রী অতি বিচিত্র হইয়া গেল। কেহ কাহারও কথা শুনিল না। পূর্ব্বদিকে সরিতে বলিলে পশ্চিমে সরিল। গর্ভধারিণী হইয়াও মাতা সন্তানকে বিপদে ফেলিবার জন্য

দেউলিয়া করিবার জন্য যাহাতে পুত্র দেনায় জর্জ্জরিত হয় তাহাই করিতে লাগিল। যখন সংসার এইরূপ চলিতেছে তখন যাহাদের নেত্রান্ত সংজ্ঞা করা একটু অভ্যাস হইয়াছে তাহারা ক্ষণকালের জন্য একটু নেত্রান্ত সংজ্ঞা করুন, করিয়া ভীত ভীত বিড়াল যেমন তাড়া খাইয়া কতকদূরে ছুটিয়া পলাইয়া আবার ভীতির বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে আর দেখে সে রঙ্গ করিতেছে সেইরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখুন দেখিবেন রাজরাজেশ্বর যিনি তিনিই এই রঙ্গ তুলিয়াছেন। হরি! হরি! তাঁহার এই রঙ্গ! একি! তাঁর রঙ্গে আর একজনের যে প্রাণ যায় তবুও তাঁর রঙ্গ কমে না।

যে তাঁহাকে একটুও জানিয়াছে, একটুও চিনিয়াছে অথবা তাঁহার কথা শুনিয়া যে তাঁহাকে একটুও বিশ্বাস করিয়াছে সে শত দুঃখে পড়িয়াও যখন তাঁহার দিকে একবার চাহিবে অথবা তাঁহাকে একটু স্মরণ করিবে তখন দুঃখটাও তাহার কাছে রঙ্গ ভিন্ন আর কি?

তাই বলিতেছিলাম নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া যদি তাঁহাকে নালিশ করার অভ্যাসটা করা যায় তবে বুঝি দুঃখ আর দুঃখ থাকে না সুখ হইয়া যায়। এইরূপ অপ্রিয় প্রাপ্তিতেও যেমন প্রিয় প্রাপ্তিতে বুঝি তেমনি হইয়া যায়।

স্মরণের বড় সুন্দর উপায় যাহাতে কোন প্রকার অশান্তি আইসে বা কোন প্রকার উদ্বেগ আইসে বা দুঃখ আইসে প্রতি দুঃখে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া হৃদয়ের রাজাকে একটু নালিশ কর। কর ভালই হইবে।

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা।

(প্রথম প্রবন্ধ)

কে কাহার দুঃখের হেতু কেই বা কাহার সুখের হেতু ? আপন আপন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহই সুখ দুঃখের কারণ।

সুখ ও দুঃখের দাতা কেহই নহে। অন্য কেহ সুখ বা দুঃখ দিতেছে ইহা মনে করাই কুবুদ্ধি। আর যদি কখন কেহ এইরূপ বলে যে আমি এমন কর্ম্ম করিতে পারি যাহাতে কেবল সুখমাত্র হয় ইহাও মিথ্যা অভিমান মাত্র। কারণ আপন আপন কর্ম্মরূপ সূত্রে সমস্ত মনুষ্য আবদ্ধ। এখানে অভিপ্রায় এই হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মই মানুষকে সুখ ও দুঃখ দিতেছে সত্য এবং এই অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার মানুষকে স্ববশে আনিয়া সুখী দুঃখী করে—ঈশ্বর কর্ম্মফল মাত্র দিয়া থাকেন এ কথাও সত্য কিন্তু মানুষের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মই যে কেবল মানুষের সঙ্গে আছে তাহাত নয় ঈশ্বরও সঙ্গে আছেন। দুঃখের সময়েও যদি মানুষ ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন কর্ম্ম ভোগ করে তবে সে আর অভিভূত হয় না। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে ঈশ্বরই মানুষকে দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে রক্ষা করেন।

সুহৃৎ মিত্র আর উদাসীন দ্বেষ্য মধ্যস্থ এবং বান্ধব এই সমস্ত ভেদ যেমন কর্ম্ম অনুসারেই হয় সেইরূপ কর্ম্ম করিয়াই মানুষ সুখী বা দুঃখী প্রতীয়মান হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে মাতা পিতা বিনা প্রয়োজনেই পুত্রকে স্নেহ করেন ইহাই সুহৃদের কার্য্য। কিছু স্বার্থ রাখিয়া যে স্নেহ তাহা মিত্রের কার্য্য। বিনা প্রয়োজনে যে শত্রুতা করে সে অরি। শত্রুতাও নাই মিত্রতাও নাই ইহা উদাসীনের ভাব। আর স্বার্থ জন্য যে শত্রুতা করা ইহা দ্বেষ্য, বিবাদ বিষয়ে যিনি সাক্ষী তিনি মধ্যস্থ আর বিবাহাদি দ্বারা যে সম্বন্ধ তাহাকে বান্ধব বলা যায় কর্ম্ম দ্বারাই যেমন সুহৃদ্ মিত্রাদি ভেদ হয় সেইরূপ যে অন্যকে সুখী করিবার কর্ম্ম করিয়াছে তাহার সুখ হইবে, অন্যকে দুঃখ প্রদানের কর্ম্ম

যে করে তাহার দুঃখই হয়। সুখ দুঃখ যে হয় তাহার কারণ আপন কর্ম্মই, অন্যের অপরাধ এখানে নাই।

আপন কর্ম্মের অধীনে যে মনুষ্য সে সুখ বা দুঃখ যে যে প্রকারে প্রাপ্ত হয় তাহা ভোগ করিয়া স্বস্থ মন হয় অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত সুখ বা দুঃখ ভোগ না হয় ততদিন সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি দ্বেষ থাকে উহা ভোগ হইয়া গেলে তবে রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া সুস্থান্তঃকরণ হয়।

আর দেখ আমাদের মত লোকের সুখ ভোগ প্রাপ্তির ইচ্ছাও নাই অথবা দুঃখ ভোগ নিবৃত্তির ইচ্ছাও নাই দৈববশে সুখপ্রাপ্তি হউক বা দুঃখ প্রাপ্তি না হউক আমরা কোনপ্রকার ভোগের বশ হইনা। যিনি জীবন্মুক্ত অথবা যিনি ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ হইলেই কর্ম্মভোগের বশ কেহ হয়না। জীবেরই সুখ ও দুঃখের ভোগ হয়। ঈশ্বরের তাহা হয় না।

আরও যদি তুমি সকল জীবের ব্যবস্থা দেখ তবে তোমার কোন বিষাদ হইতে পারে না কারণ যে দেশে বা যে সময়ে অথবা যে কারণে যে কেহ শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করে তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয় তাহার অন্যথা কিছুতেই হইতে পারে না।

এই হেতু শুভাশুভ ফলোদয়কালে অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রাপ্তিতে হর্ষ বিষাদ করা কর্ত্তব্য নহে কারণ ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহা সুরাসুর কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে।

এই হেতু ইহা বলা যায় যে সকল সময়ে মানুষ সুখ দুঃখযুক্ত হইয়াই থাকে কারণ যে কারণে মনুষ্য শরীর পুণ্য ও পাপ এই দুই হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেই জানা যায় যে এই শরীর সুখ ও দুঃখযুক্ত সর্ব্বদা থাকিবে। ইহা যে প্রকারে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সুখের পরে দুঃখ আসিবেই আবার দুঃখের পরে সুখ আসিবেই— সকল প্রাণীর পক্ষে ইহা অলঙ্ঘনীয়, যেমন দিনের পরে রাত্রি আইসে

রাত্রির পরে দিন আসিবেই সেইরূপ সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ আসিবেই ইহার উল্লঙ্ঘন কোথাও নাই।

আরও দেখ বিষয় ও ইন্দ্রিয় ইহাদের সম্বন্ধবশতঃ যে সুখ ও দুঃখ হয় তাহা ত্রিগুণাত্মক। এই হেতু সুখের মধ্যেই দুঃখ অবস্থিত এবং দুঃখের মধ্যে সুখের স্থিতি এই দুইটি জল ও পঙ্ক বৎ মিলিত রহিয়াছে, কাজেই ইহারা পরিত্যাগের উপযুক্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে ইহাই বলিয়াছেন—

পরিণাম তাপসংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিন ইতি।

এই সমস্ত কারণে জ্ঞানী পুরুষ ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষযুক্ত হন না অথবা অনিষ্ট প্রাপ্তিতে মোহপ্রাপ্তও হয়েন না কারণ সমস্তই মায়া ইহাই তাঁহারা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করেন।

—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

প্রথম প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে 'আমার দুঃখের কারণ অমুক' এইরূপ বুদ্ধির নাম কুবুদ্ধি। স্বকর্ম্মই দুঃখের কারণ। যে যুক্তিতে এইরূপ দুঃখ দূর হয় তাহার কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের আর একটি দিক আছে। "আমি সখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা" ইহা অন্য প্রকার দুঃখ। অর্থাৎ আমি নিজের কর্ম্মদোষেই দুঃখ পাইতেছি এই বলিয়া অনেকে হতাশ হয়েন। এই প্রকার দুঃখের প্রতীকার করিবার জন্য শাস্ত্র যাহা উপদেশ দিতেছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

সম্পাতি ও জটায়ু সূর্য্যদেবকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের তেজ দেখাইতে উর্দ্ধে উঠিতেছিলেন। সূর্য্যদেবের তেজে সম্পাতির পক্ষ দগ্ধ হয়। সম্পাতি বিন্ধ্যপর্ব্বতের শিখরে পতিত হয়েন। পরে বহু ক্লেশে তিনি ঐ পর্ব্বতে নিশাকর মুনির আশ্রমে আইসেন। নিরতিশয়

যাতনায় যখন তিনি প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তখন মুনিবর তাঁহার আত্মহত্যা-সঙ্কল্প দূর করেন। সম্পাতি তখন ধৈর্য্য ধরিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করেন। শেষে তাঁহার দুঃখের অবসান হয়।

কত লোক আজ দুঃখে পড়িয়া শুধু জীবনের দিন গণনা করিতেছেন বলা হয় না। স্ত্রীলোকের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আর বাঁচিয়া লাভ কি এই বলিতে বলিতে ইঁহারা অতিকষ্টে দিনযাপন করেন। কোন কার্য্যে ইহাদের উদ্যম নাই, কোন আশা নাই, নিতান্ত যাতনায় ইঁহারা থাকেন। সর্ব্বদা বিষণ্ণ; কোন কিছুর স্ফুরণ নাই। বাস্তবিকই এইরূপ জীবন দুঃসহ।

ইঁহাদের মধ্যে জীবন-সঞ্চারের কি কোন আশা আছে? মৃতসঞ্জীবনী কি কিছু আছে?

আছে বৈ কি। শাস্ত্র ইঁহাদিগকে সুন্দর পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এই কথাই পরে আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে শাস্ত্রের শিক্ষাটি ধরিবার জন্য সংক্ষেপে এই বলা যায়—এই যে তোমার দুঃখটি আসিযাছে ইহা তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জীবের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার ভোগ করিবার জন্যই দেহ ধারণ করা। সকলকেই ইহা ভোগ করিতে হইবে।

অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারই প্রকৃতি। প্রকৃতিকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বটে। কিন্তু প্রকৃতিই কি শুধু মানুষের সঙ্গে আছেন? আর কেহ কি মানুষের নাই? পতিতের কোন আশ্রয়দাতা কি নাই? প্রকৃতিও যেমন মানুষের সঙ্গে আছেন শ্রীভগবান্‌ও ত সেইরূপ সঙ্গে আছেন। তুমি শ্রীভগবানের দিকে চাহিতে শিক্ষা কর, নিরন্তর তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিতে অভ্যাস কর। হতাশা অন্ধকার মধ্যে আশার বিজলী চমকাইবে। তুমি যদি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে চাহিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পার তবে "বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথা পাতি লয়" তুমি এই ভাবে সমস্ত দুঃখ-বর্ষার ভিতরেও স্থির থাকিয়া সেই সুখময়কে লইয়া থাকিতে পারিবে। এমন ক্ষমাসার আর কে? এমন কাঙ্গালের

গতির্ভর্ত্তা আর কে ? এমন দয়ার সমুদ্র আর কে ? তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশ্রয় দিতে আর কেহ ত নাই। বিশ্বাস রাখ তোমার সকল দুঃখের প্রতীকার কর্ত্তা তিনিই আছেন। তুমি তাঁহাকে ডাকিতে শিক্ষা কর। তখন দেখিবে দুঃখ তোমার বড় উপকার করিয়াছে। দুঃখ তোমাকে তোমার আপনার জনকে দেখাইয়া দিয়াছে। যাহার অভাবে তুমি মৃত্যুর দিন গণনা করিতে—সেই আজ তাঁহার পূর্ণ মূর্ত্তিতে তোমাকে আশ্বাস দিতেছেন। যে তোমার কাছে স্বামী সাজিয়া আসিয়াছিল সেই পিতা সাজিয়াছিল, মাতা সাজিয়াছিল, ভাই-ভগ্নী সাজিয়াছিল আর আজ সেই তোমার হৃদয়ের রাজা হইয়া তোমার হৃদয়কমলে শয়ান আর সেই আজ জগতের প্রতি বস্তু সাজিয়া তোমাকে প্রবুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

আহা! কত সুখী সে—যাহার সর্ব্বদার কার্য্য আছে ? কত সুখী সে, যে জীবে জীবে সেই একজনকে ভাবনা করিয়া সবার সেবায় তাহার সেবাসুখ অনুভব করিতে পারে ? আহা! কত সুখী সে, যে দুঃখ আসিলে ভাবিতে পারে তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার সকল সাধের সমষ্টি—তোমার হাত হইতে যাহা আইসে তাহা কি কখন দুঃখ হইতে পারে ? আমার মঙ্গলের জন্য, আমার অপরাধের বিস্ফোটক অস্ত্র করিয়া আমার দেহের মনের দূষিত পদার্থ দূর করিয়া আমাকে নির্ম্মল করিয়া কোলে লইবার জন্যই তুমি দুঃখরূপে আসিয়াছ এই ভাবিয়া সে ব্যক্তি দুঃখকেও তোমার "স্নেহের দান" মনে করে, করিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিয়া দুঃখে দুঃখেই তোমাকে ডাকে। সে জানে যে তোমাকে পাইয়াছে সে দুঃখে দুঃখেই পাইয়াছে; হাসিয়া খেলিয়া যে তোমায় পাওয়া এটা কথার কথা মাত্র। কবির বলেন :—

কবির হাঁসে পিয়া নাই পাইয়ে যিন্‌হ পায়া তিন্‌হ রোয়।
হাঁসি খেল যো পিয়া মিলে তো কোন্ দোহাগিনী হোয়॥

কবির বলিতেছেন হাঁসি খুসিতে পিয়াকে পাইবে না যিনি পাইয়া-

ছেন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতেই পাইয়াছেন। হাঁসি খেলায় যদি পিয়া মিলিত তবে ত দোহাগিনী কেহ থাকিত না।

কবির হাঁসি খেল যো পিয়া মিলে তো কোন্ সহে খুরসান।
কাম ক্রোধ তৃষ্ণা ত্যজে তাহি মিলে ভগ্ওয়ান॥

কবির বলিতেছেন হেঁসে খেলে যদি পিয়া মিলিত তবে ক্ষুরের ধারের মতন সাধনা কে আর করিত? কাম ক্রোধ তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারিলে তবে ভগবান্ মিলে।

কবির হাউস করে হরিমিলন কি আও সুখ চাহে অঙ্গ্।
পাড় সহে বিনু পদুমিনী পুতন লেৎ উছঙ্গ্॥

কবির বলিতেছেন হরির সহিত মিলিবার হাউস্টি করিতেছে আর দেহটিও সুখ চাহিতেছে। যেমন পদ্মিনী—আতুরে স্ত্রী প্রসব পীড়া সহিতে চাহে না অথচ ছেলে কোলে করিতে চাহে সেইরূপ।

সেই জন্য বলা হইতেছিল যে তোমায় চায়, সে সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিতেও পারে।

মরণ হইলে বাঁচি এ কথা আর মনেও আনিও না। গুরু শুনিলে তোমার হাতে আর জলগ্রহণ করিবেন না। শ্রবণ কর মুনীশ্বর চন্দ্রমা সম্পাতিকে বলিতেছেন।

সম্পাতে! তোমাকে এরূপ বিরূপ কে করিল? আমি জানিতাম তুমি পূর্ব্বে ত অখণ্ড বলবান্ ছিলে—তোমার পক্ষ কিসে দগ্ধ হইল, তাই বল।

সম্পাতি তখন নিজের কৃতকর্ম্ম সমস্তই বলিল, বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইল। পরে বলিল মুনিশ্রেষ্ঠ আমি দাবানলে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছি। আর পক্ষশূন্য হইয়া আমি জীবনধারণে সমর্থ হইতেছি না।

মুনি তখন দয়ার্দ্র চক্ষে আমার দিকে চাহিলেন, চাহিয়া বলিতে লাগিলেন বৎস! শ্রবণ কর আমি যাহা বলি! শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিও।

"দেখ! যত প্রকার দুঃখ আছে তাহার মূল কারণটি হইতেছে এই

দেহ অর্থাৎ দেহে অভিমান হইতেছে সকল দুঃখের কারণ। সেই দেহ আবার উৎপন্ন হয় কর্ম্ম হইতে। কর্ম্ম আবার পুরুষের অহংবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। অহংকার কবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানা যায় না বলিয়া অনাদি। অহংকার আবার অবিদ্যা হইতে জাত এবং জড়। সেই অহংকার অগ্নিতপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদা চিদাভাসযুক্ত চিৎ-ছায়াযুক্ত অর্থাৎ অগ্নিতাপে তপ্ত আরক্তবর্ণ লৌহপিণ্ডকে যেমন অগ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না সেইরূপ চৈতন্য হইতে অহংকারকে পৃথক্ করা যায় না। ঐ অহংকারের সহিত দেহের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য দেহও চৈতন্যযুক্তমত জানা যাইতেছে।

যাহাতে মিলিত হওয়া ও পৃথক্ থাকা দুইই প্রতীতি হয়, তাহাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলে।

এই অহংকারের বলে আত্মার "দেহই আমি" এই মিথ্যাবুদ্ধি জন্মে। ঐ মিথ্যাবুদ্ধি হইতেই এই সংসার হইয়াছে। অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের প্রকট-মূর্ত্তিই এই সংস্কার। কর্ম্ম দ্বারা সুখ ও দুঃখ সংসারেই উৎপন্ন হইতেছে।

আত্মা কিন্তু নির্ব্বিকার। এই নির্ব্বিকার আত্মার, অহংকারাদির সহিত মিথ্যা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হইতে আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এই বুদ্ধি জন্মে। অথবা নির্ব্বিকার আত্মা অহংকারাদির সহিত তাদাত্ম্য হইয়া আমি দেহ—আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এই দুই প্রকার বুদ্ধিযুক্ত হয়েন। কাহার কাহার পুণ্যবিশেষ দ্বারা আমি দেহ এই বুদ্ধি দূর হইলেও, আমি কর্ত্তা এই বুদ্ধি বিনা জ্ঞানে নিবৃত্ত হয় না।

জীব এই বুদ্ধিতেই পুণ্যপাপাদি কর্ম্ম করে আবার সেই কর্ম্মের ফল যে সুখ ও দুঃখ অবশ হইয়া সেই কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। পুণ্যপাপা-ত্মক জীব ঊর্দ্ধে ও অধে সর্ব্বদা ভ্রমণ করে।

আবার আমি যজ্ঞ দানাদি অধিক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি এই নিশ্চয় করিয়া জীব, আমি স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করিব এইরূপ সঙ্কল্পযুক্ত হয়। আমি পুণ্য করিয়াছি এই অভিমান হেতু বহুকাল স্বর্গসুখ

ভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া স্বর্গ হইতে নিম্নে পতিত হয়।

স্বর্গ হইতে কোথায় পতিত হয় জান ?

সূক্ষ্ম শরীরে জীব চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয়। পরে চন্দ্রের কিরণ দ্বারা শিশিররূপে আইসে। নীহার হইতে পৃথিবীতে পড়ে। পরে তথা হইতে ব্রীহি যব ইত্যাদি অন্নের ভিতরে আইসে। অন্নের ভিতরে বহুকাল থাকিয়া যখন ঐ অন্ন চতুর্ব্বিধ ভোজনরূপে পুরুষ কর্তৃক ভুক্ত হয় তখন উহা বীর্য্যরূপে পরিণত হয়। হইয়া ঋতুকালে উহা পুরুষ দ্বারা স্ত্রীযোনিতে সিঞ্চিত হয়।

দেখিতেছ অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মার দুর্গতি কত ?

স্ত্রীর যোনি হইতে যোনিরক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জরায়ু নামক সূক্ষ্ম চর্ম্মস্থলিতে আবদ্ধ হয়। সেখানে আসিয়া একদিনেই কিঞ্চিৎ কঠিন হয়। পঞ্চ রাত্রিতে উহা বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয়। সাত দিনে চৈতন্য আবার মাংসপেশীত্ব প্রাপ্ত হয়। এক পক্ষে সেই পেশী রুধিরে পরিপ্লুত হয়। পঞ্চবিংশতি রাত্রে সেই রুধিরাপ্লুত পেশী হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে থাকে। একমাসে গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, মেরুদণ্ড বা পৃষ্টবংশ এবং উদর এক এক করিয়া এই পঞ্চ অঙ্গ ক্রম অনুসারে জন্মে। দুই মাসে হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটিদেশ এবং জানু যথাক্রমে উৎপন্ন হয় ইহার অন্যথা হয় না। তিনমাসে ক্রম অনুসারে অঙ্গের সন্ধিস্থান সমস্ত উৎপন্ন হয়। চারিমাসে ক্রমে অঙ্গুলী সকল উৎপন্ন হইতে থাকে। পাঁচমাসে নাসা, কর্ণ, নেত্র, দন্তপংক্তি, নখ এবং গুহ্য উৎপন্ন হয়। ছয় মাসে কর্ণ দ্বয়ের ছিদ্র, পায়ু, (মলত্যাগের স্থান), মেঢ্র (মূত্র ত্যাগের স্থান) উপস্থ, (যোনি) এবং নাভি হয়। সাত মাসে রোমরাজি, মস্তকের কেশ জন্মে এবং অষ্টম মাসে সর্ব্ব অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ গঠিত হইয়া যায়। এইরূপে স্ত্রী উদরে গর্ভ বাড়িতে থাকে। নবম মাসে জীব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। শিশুর নাভিতে জড়িত যে নাড়ী সেই নাড়ীতে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে,

সেই ছিদ্রদ্বারা মাতার ভুক্ত অন্নের রস আকর্ষণ করিয়া শিশু পুষ্ট হইতে থাকে এবং নিজ কর্ম্মবলেই ঐ শিশু মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পায়। নবম মাসে যখন গর্ভস্থ শিশুর জ্ঞান হয় তখন অনেক জন্ম ও অনেক জন্মের কর্ম্ম স্মরণ করে এবং জঠরানল তাপে সন্তপ্ত হইতে হইতে শিশু এইরূপ বলিতে থাকে—বহুসহস্র যোনিতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি কোটি কোটি বার স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধ, গবাদি পশু, বিত্ত ও বন্ধু বান্ধব লাভ করিয়াছি। কুটুম্ব পালনে আসক্ত হইয়া ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছি।

যন্ময়া পরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহ্যেহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ॥

যাহাদের জন্য শুভাশুভ বিচার না করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলাম তাহারা আমার কেহই নহে তাহারা ফলভোগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে আমি কিন্তু একাই নিজ কর্ম্মফলে দগ্ধ হইতেছি। হায় আমি দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি ইহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখিতেছি না, যদি এবার গর্ভান্তর হইতে মুক্ত হই তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইব তিনিই অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা তিনিই মুক্তিদাতা। যদি যোনি হইতে মুক্ত হই তবে নারায়ণের শরণ লইব আহা তিনিই অশুভের ক্ষয়কর্ত্তা এবং মুক্তিফলদাতা। যদি যোনিদ্বার হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি তবে সাংখ্যজ্ঞান অভ্যাস করিব এবং যোগ অভ্যাস করিব। যদি এই বার এই নরক হইতে পরিত্রাণ পাই তবে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব।

হায় আমি এমনই হতভাগ্য যে স্বপ্নেও একবার বিষ্ণুচিন্তা করি নাই সেই জন্যই আজ এই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।

ক্ষণভঙ্গুর এই দেহকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া বিষয়-তৃষ্ণাবশতঃ কেবল অকার্য্যই করিয়াছি নিজের হিত কিছুমাত্র ভাবনা করি নাই। নিজের কর্ম্ম দ্বারা বহুবিধ দুঃখের পর এখন এই গর্ভযন্ত্রণা পাইতেছি। এই নরক সদৃশ বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভ হইতে কবে আমি বাহির হইতে

পারিব? ইহার পর আমি নিরন্তর বিষ্ণু সেবাই করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জীব জন্ম সময়ে যোনিযন্ত্র নিপীড়িত হইয়া নরক হইতে পাতকীর ন্যায় অতি দুঃখে গর্ভ হইতে পতিত হয় দুর্গন্ধ ব্রণ হইতে কৃমি যেমন পতিত হয় সেইরূপ। ইহার পরে ইহার বাল্যকালের দুঃখভোগ হয়। সকল প্রাণিই এইরূপ যাতনা ভোগ করে। আবার যৌবনের যে দুঃখ তাহাও ত সকলেই জানে তুমিও জান— সুতরাং আর তাহা বর্ণনা করিলাম না। এখন দেখ "আমি দেহ" এই অবিদ্যা হইতেই নরকভোগ হয় ও গর্ভবাসাদি দুঃখভোগ হয়। অতএব জীব, আত্মাকে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে পৃথক্ ভাবনা করুক এবং ইঁহাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভাবনা করিয়া বিষয় দেহ মন প্রভৃতি পদার্থে মমজ্ঞান ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হউক। তখন জীব, বুঝিবে যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি আত্মার নহে—সত্যজ্ঞান আনন্দই আত্মার স্বরূপ। এই স্বরূপে মায়াদোষের লেশমাত্রও নাই। চেতনই শুদ্ধ বুদ্ধ ও সদা শান্ত—ইহা সর্ব্বদা ভাবনা করা উচিত। চিদাত্মার জ্ঞান হইলে অজ্ঞান হইতে জাত মোহ নষ্ট হইবে। তখন প্রারব্ধ কর্ম্মফলে দেহ থাক্ বা না থাক্ এইরূপ যোগযুক্তের তাহাতে সুখ বা দুঃখ হয় না, কারণ দুঃখটা অজ্ঞানসম্ভূত। সর্পের খোলস ধারণের মত যতদিন প্রারব্ধ শেষ না হইতেছে ততদিন এই দেহের সহিত নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান কর। দেহ বিনাশের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই বলা হইতেছিল মরণ হইলে বাঁচি এ কথা আর মুখেও আনিও না। সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে ডাকা এইটি তোমার মুখ্যকার্য্য। যাতে তাতে এই কার্য্যটি সাধিয়া যাও তবেই জীবন ধন্য করিয়া গেলে। নতুবা বৃথাই জীবন ধারণ ইহা নিশ্চয় জানিও। ইতি

মনের শান্তি।

আমার একটা মন আছে ইহা আমি জানি। এটা কখন সুখী হয়, কখন দুঃখী হয় ইহাও আমি জানি। যখন ইহা সুখী হয় তখন কিছু লইয়া সুখী হয় আবার যখন সুখের বস্তুটি পুরাতন হইয়া যায়—যখন আর পূর্ব্বের বস্তুটি ভাল লাগে না তখন এটা নূতন কিছু চায়—নূতন দিতে পারিলে সুখ পায়, না দিতে পারিলে দুঃখ পায়।

এই ভাবে অনেক বস্তু এটা ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে ফেলিয়া দেখিয়াছে সেই সব বস্তু একটু সাময়িক আরাম দিলেও ইহারা মনকে সর্ব্বদা সুখ পাইবার কিছু দিতে পারে নাই। অন্য পক্ষে নানাপ্রকার বস্তু ভোগ করিয়া এই মনটা দেহ-যন্ত্রটাকে পর্য্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে—ইহাতেও মনের নিত্য নূতন উপদ্রব ঘটিতেছে। এইরূপে মন যে যে বস্তু সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে কিন্তু সুখী হইবে বলিয়াই করিয়াছিল। মনটা সংসার করিয়াছে, পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু, জিনিষ, পত্র, আসবাব, জমীদারী, তালুক, মুলুক, অর্থ ইত্যাদি ইহার সংগৃহীত বস্তু সকল এখন ইহাকে নিরন্তর উৎপীড়ন করিতেছে।

মন চায় সংসারে সবাই সন্তুষ্ট থাকুক তাহা হয় না। মন চায় আমি আপনি যখন যা আসে তাতেই সন্তুষ্ট থাকি তাহাও হয় না। লোকে ইহাকে কখন নিন্দা করে কখন স্তুতি করে অগ্রাহ্য করিলেও নিন্দাতে ইহার কষ্ট হয় স্তুতিতে ইহার সুখ হয়। যদিও স্তুতিতে সুখ কিন্তু সে সুখও সর্ব্বদা থাকে না—তাহা লইয়াও ইহা সর্ব্বদা আরাম পায় না। যত রকম কর্ম্ম লইয়া এটা থাক্ না কেন—ঠিক এটা যা চায় তা পায় না—নিত্য সুখ ইহার হয় না। তাই যাহোক তাহোক করিয়া দিন কাটায়। এখন মনের অবস্থা হইয়াছে এই যে ইহার সংগৃহীত বস্তু লইয়া একটা বড় বিব্রত। ছাড়িতে চায় ছাড়িতে পারে

না। রাখিলেও সুখ পায় না। সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করে। যাহা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার সংস্কার সব সময়ে না জাগিলেও অন্যে সেইরূপ কাজ করিয়া ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া এটা ভীত হয়, হইয়া গত কার্য্যের সংস্কার ভুলিয়া যাইতে চায়, কিন্তু ভুলিতে পারে না বলিয়া দুঃখিত হয়--বড় কষ্ট পায়। মন এখন দেখে সে যে নিত্য উৎপাতের মধ্যে পড়িয়াছে ইহা তাহার স্বকৃত ব্যাধি। এই ব্যাধি হইতে মন মুক্ত হইতে চায়। শত বারবলে

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল। ইত্যাদি।

মন কোথায় ভুল করিয়াছিল, কবে এই ভুল আরম্ভ হইয়াছিল ইহাও ভাবে। বিচার করিয়া নিশ্চয়ও করে এমন ভুল অনেকবার করিয়াছে—এমন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা জিনিষ পত্র ধন দৌলত ইহার কাছে অনেকবার আসিয়াছিল। আর ইহার সংস্কার যে বহুপূর্ব্ব হইতেই ছিল তাহারও প্রমাণ পায় বালককাল হইতে যে যে কার্য্য সে করিয়াছে তাহার চিন্তা করিয়া। বালককালে ছাগল, ভেড়া, খেলা ধূলো, ছাই রাই যে ভাল লাগিয়াছিল, যুবাকাল না আসিতে আসিতেই শরীরগত রিপুর কার্য্য যে সে করিয়াছিল, যুবাকালে যুবতীর পশ্চাতে যে অত মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়াছিল—এসব কেন হইয়াছিল? কে ইহাকে বলিয়া দিয়াছিল যুবতীর দেহ স্পর্শে সুখ আছে? কিরূপে ইহা এ কথা জানিল? নূতন যদি হইত, একেবারেই যদি না জানা থাকিত, তবে কি একেবারে অত মাতোয়ারা হইত? ইহাতেই দেখা যায় এই সব কার্য্য মন বহুকাল হইতে করিয়া আসিয়াছে।

যখন হইতেই রিপুর কার্য্য আরম্ভ হউক না কেন যখন হইতেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মনের কার্য্য আরম্ভ হউক না কেন—ইহা নিশ্চয় যে মন প্রথম হইতেই একটা ভুল করিয়াছিল—কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার

করিতে হইবে না জানিয়া অথবা জানা থাকিলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উপস্থিত অশান্তিতে পড়িয়াছে। শক্তির অপব্যবহারই ইহার দুর্গতির কারণ।

কোথায় ভুল করিয়াছিল এইটি ধরিতে পারিলে এখনও আমি মনকে শান্তি দিতে পারিব। ধরিবার চেষ্টা করি এস।

সৃষ্টি যেমন করিয়াই হউক না কেন যখন মন নানাপ্রকার দুঃখে কষ্টে অশান্তিতে পড়ে তখন একটু বিচার করিয়াই বুঝিতে পারে মন দুইটি প্রকাণ্ড বস্তুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া।

মনের এক দিকে সংসার-সমুদ্র। অন্য দিকে ভগবৎপয়োনিধি অথবা ভগবৎসমুদ্রের উপরেই সংসার তরঙ্গ। মন এই দুয়ের মধ্যে। ইচ্ছা করিলেই মন সংসারসমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে অথবা ভগবৎ সাগরে ডুবিতে পারিত। ভগবৎ সাগরে মনোঘট ডুবিয়া গেলেই, ইহার সুখ—স্থায়ী সুখ; ইহার নিত্য আনন্দ। কিন্তু বিষয়-সমুদ্রের তরঙ্গে পড়িলে এটা সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাড়িত হয় শেষে দম ফুরাইয়া যায় আর তরঙ্গে ভাসিতে পারে না। শেষে বিষয় সাগরে তলাইয়া যায়। সেখান হইতে এটা নানা যোনিতে পুনঃ পুনঃ এই দুর্ব্বার সংসার স্রোতে উঠিতে পড়িতে থাকে মাত্র।

তাই বলিতেছি বিষয়সাগরে মন ছুটাছুটি করিয়াই বহুবিধ কষ্ট পায় বড় অশান্ত হয়। কিন্তু ভগবৎসাগরে এই ছুটাছুটি নাই। ভগবৎসাগরে ডুবিতে পারিলে মন আর কোথাও তাড়িত হয় না। নিত্য সুখে, নিত্য শান্তিতে থাকিতে পায়।

কিরূপে ভগবৎসাগরে মন ডুবিবে? এখন যে অবস্থায় মন পড়িয়াছে তাহাতে কি ভগবৎসাগরে এটা ডুবিতে পারিবে?

হাঁ এখনও পারিবে। মহাজনেরা বলেন "রিক্তী কুরু মনোঘটম্"। ঘটের মধ্যে হাওয়া পোরা থাকিলে ঘট ডুবেনা, ঘটের ভিতরকার হাওয়াটা বাহির করিয়া দাও মন ডুবিবে।

হাওয়া বাহির করিতে হইলে ঘটের মধ্যে জল ঢালিতে হয়। অন্য উপায়েও হাওয়া শূন্য করা যায়, কিন্তু সে উপায় এখানে দেওয়া যাইবে না।

মনোঘটে ভগবৎসাগরের জল ঢালিতে হইবে। এ জল কোথায় পাইব? ভগবৎকথা কিরূপে মনে ঢালিব? বিষয়বাসনা মনে রহিয়াছে বলিয়া মন ডুবিতেছে না। বিষয়বাসনাকে তাড়াইতে হইবে ভগবৎ বাসনা দিয়া। ভগবৎ বাসনা জাগিবে সৎসঙ্গে; ভগবৎ বাসনা জাগিবে সৎশাস্ত্রে। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রে যাহা জাগিল তাহাই ভগবৎ কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখা চাই। তবেই মনোঘট একদিন বিষয় বায়ু শূন্য হইবে। হইলেই ভগবৎসাগরে ডুবিবে।

সৎসঙ্গও কিছু কিছু করা হইয়াছে সৎশাস্ত্রও কিছু কিছু দেখা হইয়াছে তবু ত এখনও ডুবিতেছে না?

না—সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র মত কর্ম্ম করা হয় নাই অথবা অতি সামান্য করা হইয়াছে তাই ঠিক মনোঘটটা বিষয়-বায়ুশূন্য হইতেছে না। ধর—কর্ম্ম ত অনেক। একটি কর্ম্ম লও মন্ত্র জপ।

এই মন্ত্র জপ এমনভাবে কর যে মন যেন আর অন্য চিন্তা করিতেই না পায়, অন্য চিন্তা করিবার অবসর না পায়। যদি বল এই অবস্থায় ইহা সম্ভব নয়, তবে বলিব দুই চারি ঘণ্টার জন্যও ত সম্ভব হইতে পারে? প্রতিদিন দুই চারি ঘণ্টার জন্যও ত পার? দুই ঘণ্টা না হয় এক ঘণ্টাও ত সকলেই পারে। নিত্য কর্ম্মটি করিয়া এ বেলা এক ঘণ্টা ও বেলা এক ঘণ্টা মন্ত্র জপ কর। কিছু দিন অভ্যাস কর দেখ হয় কি না? হইতেই হইবে।

মন্ত্রশক্তি এক অদ্ভুত বস্তু। ইহার শক্তি তুমি শীঘ্র অনুভব করিতে পারিবে যদি আচার মানিয়া চল যদি পবিত্র খাদ্য আহার কর, যদি বাহিরে শুচি ও ভিতরে শুচি থাকিতে পার, যদি "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" ইহার ধারণা করিয়া নিত্য মনে রাখিতে পার।

আচার ব্যবহার ঠিক হইলে মন্ত্রজপও ভাল হইবে। আর একটু কার্য্য করিলে মন্ত্রজপ সর্ব্বদা চলিবে। ইহা হইতেছে প্রথমে গুরুমুখে পরে শাস্ত্রমুখে মন্ত্রের অর্থ শুনিয়া ভাবনা করা। শাস্ত্রমত মন্ত্রে প্রথমেই প্রণব পরে বীজ পরে নাম থাকে। কোথাও বীজ ও নাম থাকে। কিন্তু সর্ব্বদা জপের জন্য কোথাও শুধু নাম থাকে। যাহার যেমন অধিকার সে সেইরূপ পায়। প্রণবকে বল পরমপদ শক্তিমান্, বীজকে বল শক্তি—আর শক্তিমান্ ও শক্তি এক বলিয়া বীজও, পরমপদের, শক্তি-মানের স্থানীয়। যাহাদের প্রণবে অধিকার নাই বীজেই এ জন্য তাহা-দের কার্য্য হয়। আর নামটি হইতেছে শক্তিমান্ ও শক্তিজড়িত মূর্ত্তির নাম, পুরুষ প্রকৃতি জড়িত মূর্ত্তির নাম। পুরুষ মূর্ত্তিতেও ইহা আছে স্ত্রী মূর্ত্তিতে ইহা আছে।

পরমপদের একদেশে শক্তি ভাসিয়া পরমপদকেই নামরূপ দিতেছে মন্ত্রে তুমি এই পাও। যদি এই নাম রূপে ডুবিয়া যাও অথবা বীজে ডুবিয়া যাও তবেই পরমপদে চিরতরে ডুবিতে পারিবে। ইহাই মুক্তি। মন্ত্রকেই, মন্ত্রের অক্ষরকেই, প্রথমে মূর্ত্তির স্থানে বসাইয়া জপ করিলেও কার্য্য হয়। ইহাতে চিন্তা করিবার আরও কত কি রহিল। মন, ইহা তুমি বহুদিন ধরিয়া চিন্তা কর। বহু ভাব পাইবে। এই চিন্তায় এই ভাবে এই জপ কার্য্যে এমন কিছু পাইবে যাহাতে দেখিবে বিরুদ্ধ কুরু মনোঘটং হইবার পথে আসিতেছে।

বড় সুখ বড় শান্তি এখানে। কথা কি শুনিবে? করিবে কি? ইতি।

———

পূজা।

প্রথমতঃ পূজা কি তাহাই বুঝা আবশ্যক। স্থূল বুদ্ধিতে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা ইষ্টদেব বা দেবীর অর্চ্চনাকেই পূজা বলিয়া থাকে, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি আসিলেই বুঝা যায় পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজার বিধান চিত্তশুদ্ধির অবান্তর কারণ বা সাধনমার্গের প্রথম সোপান ভিন্ন কিছুই নহে। সোপান কিম্বা কোন অবলম্বন ব্যতীত যেমন ছাদে উঠা অসম্ভব তদ্রূপ বাহ্যপূজা ব্যতীত সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়াও কঠিন, তবে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশতঃ স্বভাবতঃই যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবদনুরাগ বিদ্যমান তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে উপায়কেই উদ্দেশ্য ভাবিয়া আমরা সারাজীবন উপায় নিয়াই কাটাইতেছি। উদ্দেশ্য একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কথিত আছে—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

ব্রহ্মসাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্ম নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। যেমন এক দীপশিখা হইতে শত শত প্রদীপ জ্বালিলেও দীপের কোন ব্যত্যয় হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম নানাবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও ব্রহ্মই বটেন। ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। প্রথমতঃ স্থূলরূপ ভিন্ন অবাঙ্মনসো-গোচরের ধারণা অসম্ভব [illegible] পূজায়ও মানসপূজার বিধানে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রত্যেক পূজাতেই মানসপূজার বিধান দেখা যায় ভূতশুদ্ধিতে দেখা যায় জীবাত্মা প্রত্যেক জীবহৃদয়ে দীপ-কলিকাকারে বিদ্যমান আছেন। ভূতশুদ্ধিতে সোঽহং ভাবে ভাবিত হইয়া "আমিই সেই" হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করাই ভূতশুদ্ধির চরম উদ্দেশ্য, স্থূল বুদ্ধিতে "আমিই সেই" ধারণা করা অসম্ভব। দেখা যায় সাধারণতঃ নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম দ্বারা এক জনের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য হইয়া থাকে কিন্তু ইহার কোনটীর সঙ্গেই উপাস্য উপাসকের সাদৃশ্য দেখা যায় না। কেবল স্বরূপে উপাস্য উপাসকের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়। সেই অখণ্ড চৈতন্যই প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে চৈতন্য বা আত্মারূপে বিদ্য-

মান আছেন। স্থূল দৃষ্টিতে সেই অখণ্ড চৈতন্যই খণ্ডরূপে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন প্রতীয়মান হয়, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিতে দেখা যায় চৈতন্য পদার্থের কখনও খণ্ড হয় না। যেমন আকাশকে কখনও খণ্ড করা যায় না তদ্রূপ চৈতন্য পদার্থেরও কখনও খণ্ড হইতে পারে না, সেই সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যই স্বস্বরূপে থাকিয়া প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে চৈতন্য বা আত্মারূপে বিরাজমান আছেন।

বাহ্যপূজায় পুষ্প দ্বারা পূজ্য দেবতার ধ্যান করিয়া সোঽহং ভাবে ভাবিত হইয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসপূজা করতঃ তদনন্তর পুনরায় ধ্যান লইয়া পূজ্য দেবতাব তেজ স্বীয় হৃদয় হইতে পুষ্পে সঞ্চারিত হইল ভাবিযা সেই পুষ্প বিগ্রহাদিতে প্রদানেব বিধান দেখা যায়। একটু সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি আসিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভূতশুদ্ধির বিধানে দেখা যায় জীবাত্মা প্রত্যেক জীব হৃদয়ে দীপ কলিকাকারে বিদ্যমান আছেন। সেই পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে প্রত্যেক জীব হৃদয়ে দীপ-কলিকাকারে বিরাজমান আছেন। সুতরাং জীবাত্মাকে উপাস্য দেবতারূপে চিন্তা কবিয়া স্বীয় হৃদয়ে উপাস্য দেবতাকে স্থাপন ও রূপ চিন্তা এবং তদনন্তর স্বীয় হৃদয় হইতে উপাস্য দেবতাকে অভীষ্ট বিগ্রহাদিতে স্থাপন করা অসম্ভব কল্পনা নহে। তেজ পদার্থ ভিন্ন তেজ পদার্থের সান্নিধ্য হওয়া সম্ভবপর নয় যেমন শুষ্ক কাষ্ঠে তেজ পদার্থের হানি হওয়ায় অগ্নিতে তাহা সহজেই ভস্মীভূত হয় অথচ সদ্য কর্ত্তিত বৃক্ষে তেজ পদার্থের হ্রাস হওয়ায় তাহা সহজে ভস্মীভূত হয় না। তদ্রূপ হৃদয়-স্থিত দীপ কলিকাকারে জীবাত্মারূপে তেজ পদার্থকে উপাস্য দেব বা দেবীরূপে রূপান্তরিত ভাবিয়া তাহা দ্বারা পরমাত্মারূপী দেব বা দেবীর সান্নিধ্য হওয়া সঙ্গত কল্পনাই বটে। বিসর্জ্জন মন্ত্রেও দেখা যায় উপাস্য দেবতাকে স্বীয় অন্তরে প্রবেশ করানই বিসর্জ্জনের উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় মানস পূজায় অধিকারী অথবা জীবা-ত্মারূপী ভগবানের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই বাহ্য পূজার চরম ফল।

তখন বুঝা যায় আমিই তিনি অথবা তিনিই আমি উপাস্য উপাসকে এই সময় উপস্থিত হইলে তখন স্পষ্ট বুঝা যায় আত্ম-সমর্পণই-পূজা।

কিন্তু হায়! আমরা বাহ্য পূজা বা উপায় নিয়াই জীবন কাটাইয়া পরিণামে হায় হায় করিতেছি। এবং লয় বিক্ষেপের হাতে পড়িয়া সর্ব্বদা হাবু ডুবু খাইতেছি। অবশ্য অনুষ্ঠানই যে ধর্ম্মের প্রাণ তাহা সত্য। অনুষ্ঠানের অভাবেই বর্ত্তমান সময়ে অনুষ্ঠান হীন জীবনে ধর্ম্মোপদেশে স্থায়ী ফল হইতেছে না। ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতাদিও ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছে সুতরং অনুষ্ঠান (তিন বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি) অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য চিন্তা করিয়া ক্রমশঃ সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা পরিণামে ঠকিতে হইবে।

শ্রীসুঃ—

(শিমুল-জানি)।

২৭।১১।১৩২৪।

সরস্বতীপূজা বিজ্ঞান।

সুন্দর পার্ব্বত্য প্রদেশ। চড়াই পথ কত মনোহর। দুই ধারে পার্ব্বতীয় বৃক্ষ, সম্মুখে নদী, পর্ব্বতের উপরে নানাস্থানে মানুষের থাকিবার স্থান। সবার উপরে সুন্দর নীল আকাশ। অতিবৃহৎ নারিকেল বৃক্ষগুলি যেন আকাশ ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া আছে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি পার্ব্বতীয় পক্ষী বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মধ্যে একটি রমণীয় গৃহ। পর্ব্বতের উপরে গৃহপ্রাঙ্গণে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি।

তুমি চিত্রকর। মনে ভাবিতেছ---এমন সুন্দর ত আর দেখি নাই। এই সমস্ত আমি চিত্রে আঁকিব। কেন আঁকিতে চাও? আহা! এই ছবি আমি নিত্য দেখিতে চাই। কিন্তু আমায় ত এখানে থাকিতে দিবে না। এই স্ত্রীমূর্ত্তি ত আর দেখিতে পাইব না। আমি যে ইহাকে সর্ব্বদা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে চাই।

বিচিত্র চিত্র আঁকিলে চিত্রকর। বড় সুন্দর—বড় মনোভিরাম। আহা! কি নয়নাভিরাম—ঠিক যেন জীবন্ত। যেন জীবন্ত ত উঠিল, কিন্তু একবারে জীবন্ত ত হইল না। অতি সুন্দর চিত্র উঠিল, কিন্তু তথাপি ত হইল না। কেন হইল না? প্রাণ যে নাই। বুঝিলাম, যাঁহাকে দেখিয়া এই ছবি আঁকিলে, তাঁহাকে সর্ব্বদা পাওনা বলিয়া—তাঁরে সর্ব্বদা পাইবার জন্য ছবিতে তাঁরে তুলিয়া রাখিলে। কিন্তু ছবিতে সুখ কোথায়, ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিতে সে সুখ কোথায়, যাহা জীবন্তটিতে পাইয়াছিলে?

এই ছবি, এই ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি যদি জীবন্ত করিতে পার, তবে যাহা চাও, তাহাই পাইবে। জীবন্ত করিতে পারিবে? হাঁ পারা যায়। পূর্ণ অনুরাগে এই ছবি রঞ্জিত কর, নিজের সমগ্র প্রাণ দিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর, ইহা তোমার কাছে নিত্য সজীব থাকিবে। প্রাণযুক্ত

ক্রমশঃ

ইহা দ্বৈত, ইহা অদ্বৈত এতদ্রূপ জ্ঞানই দুঃখের কারণ।

আর পরমপদ তিনি যিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাব বর্জ্জিত সুতরাং কেবল সত্তা। পরমপদ তিন্ কালেই আছেন। সেই সর্ব্বসাক্ষী চিদণু পরমাত্মাতে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য সমস্তই কল্পিত।

আ! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি। পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম চৈতন্যের ভিতরে এই প্রকাণ্ড ত্রিজগৎ। বাস্তব সত্তা নাই তথাপি অণুর ভিতরে জগৎ। জগৎটা একটা বিশাল ভ্রম। ভ্রম সকলই দেখাইতে পারে।

তিনি এক হইয়াও বহুমত. হয়েন। বহু হইলেও কখন তিনি তাঁহার একরূপতা ত্যাগ করেন না।

বৃক্ষ আপনার পত্র পুষ্পাদি সমন্বিত দেহ ত্যাগ না করিয়াই বীজ-মধ্যে অবস্থিতি করে। আর জগৎও আপনার দ্বৈতাদ্বৈতরূপ ত্যাগ না করিয়াই চিদণুর ভিতরে অবস্থান করে। চিৎপরমাণুর অন্তরস্থিত দ্বৈতরূপ জগৎকে যিনি অদ্বৈতরূপে দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুয়ের কোনটিই তত্ত্ব নহে। ইহা জাতও নহে অজাতও নহে; ইহার বিদ্যমানতাও নাই, অবিদ্যমানতাও নাই। ইহা প্রশান্তও নহে ক্ষুব্ধও নহে। আকাশ বায়ু সমন্বিত জগৎও চিদণুর অন্তরে অবস্থিত নহে। চিৎই আছে আর কিছুই হয় নাই। এই আত্মা অনুদিত স্বভাব হইয়াও মায়ার আচ্ছাদনে যেন সৃষ্টিরূপে উদিত হন। ইনি প্রপঞ্চোপশম হইয়াও সর্ব্বাত্মকরূপে অবস্থিত। পরম পদ যিনি তিনি ত্যাগাত্যাগরূপী। অসঙ্গ স্বভাব বলিয়া সর্ব্বত্যাগী আবার সর্ব্বগত বলিয়া অত্যাগী।

শেষ প্রশ্ন। মেরুভূধর কাহার নিকট মৃণাল তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম? কাহার ইচ্ছায় মৃণাল-তন্তু মেরু অপেক্ষাও সুদৃঢ়? তুমি কোন্ সারে সারবান্ হইয়া ব্যবহার কার্য্য কর এবং প্রজাশাসন কর? কাহার দর্শনে তুমি শান্তিদায়িনী নির্ম্মলা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ?

রাজা। জগদ্রেণুর নিকট মৃণাল-তন্তু মহামেরু। কেননা

মৃণাল-তন্তু দেখা যায়, পরমাণু দেখা যায় না। আত্মার নিকট পরমাণু মহামেরু। পরমাণু দেখা যায় না বটে কিন্তু বুদ্ধিগম্য। পরমাত্মা বুদ্ধিগম্যও নহেন। পরমাণু অপেক্ষা সুদুর্লক্ষ্য পরমাত্মরূপ অণুর মধ্যে শত শত মেরু মন্দর ভূধর অবস্থান করিতেছে।

সেই শ্রেষ্ঠ পরমাণু দ্বারাই এই জগৎ বিস্তৃত, বিরচিত, সমুৎপন্ন। এই বিরচিত দৃশ্যপ্রপঞ্চ আকাশে গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। বিচিত্র দেখা গেলেও ইহা শূন্য। আত্মতত্ব জানিলেই মানুষ শান্তি পায়, মানুষ সারবান্ হয়, সকল প্রকার ব্যবহার কার্য্য করিতে ও সমর্থ হয়।

---

৮২ সর্গঃ।

রাজা ও রাক্ষসীর সৌহার্দ্দ।

কর্কটী বনমর্কটী রাজার নিকটে আপন প্রশ্নের উত্তর পাইয়া ব্রহ্মপদ প্রচ্যুতিকারক রাক্ষস জাতির স্বভাব যে হিংসা তাহা ত্যাগ করিল। সে তখন অন্তঃশীতলতা প্রাপ্ত হইল এবং বাহ্যদৃষ্টি সন্তাপ অপগমনে পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করায় বর্ষাগমে ময়ূরীর মত, জ্যোৎস্না সমাগমে কুমুদ্বতীর মত আনন্দ প্রফুল্ল হইল।

অন্তঃশীতলতামেত্য বিশ্রান্তিমপতাপতাম্।
প্রাপ্তা প্রাবৃণ্ময়ূরীব সজ্যোৎস্নেব কুমুদ্বতী॥ ২

রাজার বাক্য শ্রবণে তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল—যেমন মেঘরব শ্রবণে বলাকা অন্তর্গর্ভ ধারণ করে সেইরূপ। রাক্ষসী বলিতে লাগিল—আশ্চর্য্য! আপনাদের বুদ্ধি সার সম্পন্ন প্রবোধ সূর্য্য দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া অতি পবিত্রভাবে দীপ্তি পাইতেছে। যেমন শশি-মণ্ডল হইতে শুভ্র সুশীতল শুদ্ধ জ্যোৎস্না বাহির হয় সেইরূপ আপনা-দের হৃদয় হইতে বাক্য দ্বারা প্রসূত বিবেকামৃতের কণিকা কর্ণপুটে পান করিয়া আহা! আমি কতই শীতল হইলাম। ভবাদৃশ-জন

জগৎপূজ্য ও সেবা যোগ্য। চন্দ্রকিরণে কুমুদ্বতীর যেমন বিকাশ হয় সেইরূপ সৎসঙ্গে আমারও বিকাশ হইয়াছে। কুসুম সংসর্গে সৌরভ লাভের মত সৎসঙ্গে শুভলাভ হইবেই। যেমন সূর্য্য সংসর্গে পদ্মিনী আর মলিনা থাকে না সেইরূপ মহতের সংসর্গে দুঃখ আর থাকে না। দীপশিখা হস্তে থাকিলে অন্ধকারে অভিভূত আর কে হয়?

মহতামেব সম্পর্কাৎ পুনর্দ্দুঃখং ন বাধতে।
কোঽপি দীপশিখাহস্তস্তমসা পরিভূয়তে॥

আমি আজ এই জঙ্গলে ভূমি ভাস্কর সদৃশ আপনাদিগকে পাইয়াছি। আপনাদিগকে ইষ্ট বস্তু দিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনাদের বাঞ্ছিত কি তাহাই বলুন।

রাজা রাক্ষসীর নিকটে বিসূচিকা মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন আমার রাত্রিচর্য্যার দ্বিতীয কারণ তোমার মত মুগ্ধলোক বিনাশকারী জনগণেব নিগ্রহ করা। তাই আমি তোমাব নিকট ইহাও প্রার্থনা করি যে তুমি আর কাহাকেও হিংসা করিও না ইহা অঙ্গীকার কর।

কর্কটী। আচ্ছা আমি সত্য বলিতেছি অদ্য প্রভৃতি আর প্রাণিহিংসা করিব না।

রাজা। ফুল্ল পদ্মাক্ষি! পব দেহ ভোজনই তোমার জীবিকা। অহিংসাচরণ করিলে তোমার দেহ রক্ষা কিরূপে হইবে?

কর্কটী। এই পর্ব্বত শৃঙ্গে আমি সমাধিতে ছিলাম। সমাধি হইতে উঠিয়াছি বলিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আবার আমি পর্ব্বত শিখরে গিয়া ঝট্ সমাধি লাগাইব। এইরূপে সমাধি দ্বারা যতদিন দেহ থাকে ততদিন রাখিব পরে যথাকালে দেহ ত্যাগ করিব। আর আমি প্রাণিহিংসা করিব না।

রাক্ষসী তখন নিজের তপস্যাবৃত্তান্ত বর্ণন করিল এবং রাজাকে মন্ত্র দিবার জন্য সকলে নদীতীরে গমন করিল। রাক্ষসী মন্ত্র দিয়া

বিদায় চাহিল। রাজা বলিলেন তুমি আমাদের গুরু ও বয়স্যা। হে সুন্দরি! আজ আপনাকে আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি। আপনি আপনার শরীরকে অল্পমাত্র অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া আমার গৃহে আগমন করুন। আপনি আমাদের প্রণয় মিথ্যা করিবেন না। আমরা জানি—সুজনের সৌহার্দ্দ দর্শন মাত্রেই পরিবর্দ্ধিত হয়।

সৌহার্দ্দং সুজনানাং হি দর্শনাদেব বর্দ্ধতে। ৩৭

রাক্ষসী মানবস্ত্রীরূপিণা হইয়া রাজার সঙ্গে চলিল। বন্দোবস্ত হইল ঐ রাজ্যের শত শত পাপাচারপরায়ণ চোর ও অন্যান্য বধার্হ ব্যক্তি একত্রিত করিয়া রাজা রাক্ষসীকে প্রদান করিবেন এবং রাক্ষসী মানবীরূপ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসীরূপে সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া হিমালয় শৃঙ্গে গমন করিবে ও তথায় উহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।

রাজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

মহাশনানামেকান্তে ভোজনং হি সুখায়তে। ৪৪

যাহারা মহাভোজী নির্জ্জনে ভোজন করা তাহাদের পক্ষে সুখের হেতু। এইরূপ আহারের পরে কিঞ্চিৎকাল নিদ্রাসুখ অনুভব পরে আবার সমাধি লাগাইবে। সমাধি হইতে উঠিয়া আবার এখানে আসিয়া বধ্য জন লইয়া যাইবে। এরূপ হিংসায় অধর্ম্ম হইবে না। কারণ স্বধর্ম্মানুসারে যে হিংসা তাহা মহাকরুণা।

স্বধর্ম্মেণ চ হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা ॥৪৬

রাক্ষসী। যুক্তমুক্তং ত্বয়া রাজন্ করোম্যেবমহং সখে।

সৌহার্দ্দেন প্রবৃত্তস্য কো বাক্যং নাভিনন্দতি ॥৪৮

রাজন্ ঠিক বলিয়াছ। এইরূপই করিব। সুহৃদ্ বাক্য অবহেলা কে করিতে পারে?

রাক্ষসী তখন হার, কেয়ূর, কটক, স্রগ্দামধারিণী বিলাসিনী রমণী হইয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল।

ছয়দিন পরে রাজা স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে তিন সহস্র বধ্য সংগ্রহ করিয়া রাক্ষসীকে প্রদান করিলেন।

রাত্রি আসিল। রাত্রিকালে কর্কটী কৃষ্ণরাক্ষসী হইয়া তিন সহস্র বধ্য হস্তে লইয়া হিমালয়ে গমন করিল। মানুষ যেমন মৎস মারিয়া ঝুলাইয়া লয়, রাক্ষসী সেইরূপ তিন সহস্র জীবিত মানুষকে মৎসের মত ঝুলাইয়া লইয়া চলিল। রাক্ষসী হিমাচলে লইয়া গিয়া উহাদিগকে ভক্ষণ করিল পরে দিনত্রয় নিদ্রায় অতিবাহিত করিল। পরে সমাধিস্থা হইল। চারি পাঁচ বৎসর পরে সমাধি হইতে উঠিয়া রাজভবনে যাইত। তথায় দিনকতক অতিবাহিত করিয়া আবার বধ্য লইয়া আসিত।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আজও সেই রাক্ষসী জীবন্মুক্ত হইয়া সেই গিরিস্থিত অরণ্যে ধ্যানে থাকে। আবার সমাধিভঙ্গে কিরাত রাজসমীপে গমন করিয়া বধ্য সংগ্রহ করে।

৮৩সর্গঃ।

কন্দরা পূজা।

কিরাত রাজ্যে যিনি রাজা হয়েন তাঁহার সহিত রাক্ষসীর মৈত্রী হয়। রাক্ষসী কিরাত রাজ্যের পিশাচ ভয়, মহোৎপাত ও সর্ব্বপ্রকার রোগ শান্তি করে। আজ পর্য্যন্ত সেই রাজ্যে প্রথম নিয়মই চলিতেছে।

এখনও কিরাত রাজ্যে রাক্ষসী কন্দরা ও মঙ্গলা মূর্ত্তিতে পূজা প্রাপ্ত হয়েন। এক গগনস্পর্শী প্রাসাদ তাঁহার মন্দির। ভগবতী কন্দরার প্রতিমা নষ্ট হইলে ঐ রাজ্যের রাজা আবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যে রাজা কন্দরার পূজা না করেন কন্দরা তাঁহার সমস্ত প্রজা নষ্ট করেন। এখনও কন্দরার চিত্রস্থা প্রতিমা তথায় আছে।

---

৮৪ সর্গঃ।

কর্কটী উপাখ্যান শেষ।

কর্কটী বনমর্কটীর উপাখ্যান শেষ হইল। এই সংসার কাননের কর্কটীও রাক্ষসী। ইহার ক্ষুধা অতি ভয়ানক এক কবলে যদি জগতের সমস্ত লোককে খাইতে পায় তবে ইহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ইহার এরূপ প্রবল। এইভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ভাবে ভোগ করিয়া ভোগ নিবৃত্তির জন্য ইহার তপস্যা। কর্কটী তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিল। ভোগে হিংসা থাকিবেই। রাক্ষসী তপস্যা দ্বারা অশাস্ত্রীয় হিংসা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় হিংসা মাত্র রাখিল নতুবা জীবন-ধারণ করা যায় না। তিন চারি বৎসর সমাধিতে থাকিত একবার মাত্র কিরাত রাজ্যে আসিয়া পাপী, অধার্ম্মিক, দেবদ্বিজ হিংসুক, চোর স্বেচ্ছাচারী আত্মপ্রতারক অসতীদিগকে লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিত।

জগতের দুঃখ ভোগমূলক। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগই জগতের দুঃখের কারণ। দুঃখ থাকিতে থাকিতে সুখ—নিত্যসুখ কিছুতেই হইবে না। নিত্য সুখটি হইতেছে বন্ধনমুক্তি আর ভোগেচ্ছা হইতেছে বন্ধন।

বশিষ্ঠদেব জীবের বন্ধন মোচন করিয়া জীবকে নিত্য সুখের রাজ্যে পৌঁছাইতে চাহেন। সেই জন্যই এই যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ।

নিরন্তর সুখে থাকা যায় কিরূপে ?

তোমার স্বরূপটি যাহা তাহাতেই থাক। স্বরূপ বিশ্রান্তিই নিত্য সুখে স্থিতি।

স্বরূপ বিশ্রান্তি বা আপনি আপনি স্থিতি হয় না কেন ?

আপনি আপনি অবস্থাটি নাই বলিয়া। যতদিন আপনাকে আপনি না দেখিতেছ ততদিন অন্য কিছু দেখিতেছ বলিয়া দুঃখ পাইবেই। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, দৃশ্য দর্শন যত-দিন না মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছ ততদিন স্বরূপ বিশ্রান্তি নাই, সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি নাই।

আত্মা স্বচ্ছ দর্পণ। বাহিরের বস্তুর ছায়া পড়িয়া ইহা কলঙ্কিত হয়। বাহিরের কোন কিছু দেখা যতদিন থাকে ততদিন ইঁহার বন্ধন থাকিবেই। বাহিরের কোন কিছু দেখিলেই আপনাকে ভুল হইবেই। আপনি আপনি যিনি তিনি অখণ্ড। আত্মবিস্মৃতি ঘটিলে আপনাকে খণ্ড মত দেখা হইবেই। খণ্ড মত পরিচ্ছিন্ন মত যিনি, তিনি খণ্ডশক্তি সম্পন্ন। অখণ্ড থাকিতে পারিলে শক্তিও অখণ্ড থাকে। অখণ্ডশক্তিসম্পন্ন যিনি তিনি খণ্ডশক্তিসম্পন্ন হইলেই ক্ষুদ্র হইয়া গেলেন, বন্ধনে পড়িলেন, দুঃখী হইলেন।

সেইজন্য দৃশ্যদর্শন মার্জ্জন করাই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা। বাহিরে দৃশ্যদর্শন মার্জ্জন করিতে হইবে তাহা হইলে বাহিরের কোন কিছুর ছায়া স্বচ্ছ দর্পণকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। ইহা হইলেই হইল না। ভিতরের সঙ্কল্প দেখিলেও আত্মার আত্মবিস্মৃতি ঘটে। ভিতরের সঙ্কল্পেরও একটা ছায়া আত্মদর্পণে পড়িয়া দর্পণকে কলঙ্কিত করে। ভিতরের সঙ্কল্প সূক্ষ্ম আর বাহিরে দৃশ্য স্থূল। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রুতির মত বলিতেছেন -সূক্ষ্ম সঙ্কল্প যাহা তাহাই স্থূল দৃশ্য হইয়া যায়। স্থূল ও সূক্ষ্ম দৃশ্যদর্শন মার্জ্জন করিতে হইবে।

লীলা উপাখ্যানে দেখান হইয়াছে আত্মাই সত্য স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ই মিথ্যা। লীলা সমাধিতে যাহা দেখিয়াছিল তাহাকে কৃত্রিম সৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষে যাহা দেখিত তাহাকে অকৃত্রিম সৃষ্টি বলিয়াছিল। ভগবতী সরস্বতী বুঝাইলেন সৃষ্টির আবার কৃত্রিম অকৃত্রিম ভাব কি? জাগ্রতে যাহা দেখ তাহাকে অকৃত্রিম বল আর স্বপ্নে যাহা দেখ তাহাকে কৃত্রিম বল। কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন আত্মার আপনি আপনি অবস্থায় নাই। আত্মা মায়া অবলম্বন করিলে তবে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ মায়িকব্যাপারে তিনি যেন জড়িত হন। ফলে মায়িক যাহা কিছু, তাহা মিথ্যাই। সৃষ্টিও মায়িক বলিয়া মিথ্যা। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয় সৃষ্টিই মিথ্যা।

লীলাতে সৃষ্টি মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কর্কটীতে ব্রহ্ম সত্য

ইহার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। দৃশ্যদর্শন ত্যাগের জন্য লীলা যেমন একদিক্ সেইরূপ কর্কটীও উহার অপর দিক্। একদিকে বিচার কর জগৎ মিথ্যা অন্যদিকে মনে কর ব্রহ্ম সত্য। কর্কটীর প্রশ্নে চিদণুর কথাই আলোচনা করা হইয়াছে। আত্মা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইঁহাকে অণু বলা হইয়াছে। কর্কটীতে দেখান হইল যিনি সর্ব্ব বস্তুতে আত্মচৈতন্য দেখিতে পারেন—সকল বস্তুর স্থূল সূক্ষ্ম বীজ অবস্থা ছাড়িয়া যিনি সাক্ষী অবস্থা দেখিতে অভ্যস্ত হন—চৈতন্য ভাবিতে ভাবিতে, চৈতন্য অনুভব করিতে করিতে যিনি জগৎটাকে চৈতন্য বলিয়াই দেখেন তাঁহার স্বরূপ-বিশ্রান্তি হয়—তাঁহার আর দৃশ্যদর্শন থাকে না।

ইহার জন্যই প্রথমে জগৎ মিথ্যা, শেষে জগৎ একেবারেই নাই এই দুই ক্রম।

প্রথম ক্রমের দৃষ্টান্ত সমুদ্র তরঙ্গ দ্বিতীয় ক্রমের দৃষ্টান্ত রজ্জুসর্প। সমুদ্র স্বভাব শান্ত চলন রহিত। তরঙ্গই ইহাকে বিক্ষুব্ধ করে। তরঙ্গই মায়া। কিন্তু তরঙ্গ জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেইরূপ ব্রহ্ম-সমুদ্রের তরঙ্গ হইতেছে সৃষ্ট বস্তু। তবেই হইল জগৎ যাহা তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টিকে ব্রহ্মভাবে যিনি দেখেন তিনিই মুক্ত। সৃষ্টিকে ব্রহ্মভাবে দেখা কিরূপ?

ব্রহ্মত অবাঙ্‌মনসগোচর। ব্রহ্মকে ত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না। সৃষ্টিকে কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করা যায়। তবে সৃষ্টি ব্রহ্ম হইবেন কিরূপে? ইহার উত্তর হইতেছে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছ তাহা ইন্দ্রজাল; তাহা বায়স্কোপের ক্যানভ্যাসের উপরে মিথ্যা ছবির গমনাগমন। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জান—জানিয়া অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা কর, অভ্যাস কর, আর অন্য দিকে সত্য চৈতন্যে দৃষ্টি রাখ; দৃশ্য-দর্শন দেখিয়াও দেখিবেনা—সত্য চৈতন্যকেই সর্ব্বত্র দেখিবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রজ্জুসর্পে ইহা আরও স্পষ্ট। সর্প নাই রজ্জুই

উৎসব।

স্বাত্মরামায নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

জ্ঞানের কথা ও সাধনা। (প্রথম দিন।)

(১)

চৈতন্যের শাস্ত্রীয় নাম হইতেছে সম্বিৎ। সম্বিতের একদিকে ব্রহ্ম, অন্যদিকে জগৎ। সম্বিৎ ব্রহ্মাকারাও হইতে পারে, জগদাকারাও হয়। ঘটাকারা আকাশ ও আকারশূন্য মহাকাশ যেমন সেইরূপ।

(২)

চিৎস্বভাব মিদং জগৎ॥ ৪৪। উৎ ৬০ সর্গ। এই জগৎ চিৎ-স্বভাবান্বিত। যে চিৎ হইতে জগৎ জন্মিতেছে, সেই চিৎ হইতেছে সাম্যাবস্থারূপিণী মায়া-মণ্ডিত চিৎ। চিন্মাত্র যিনি, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি মায়ামণ্ডিত নহেন।

(৩)

মায়ামণ্ডিত চিৎ যিনি তাঁহার দুই প্রবাহ। একটি প্রবৃত্তি-প্রবাহ, অপরটি নিবৃত্তি-প্রবাহ। মায়ামণ্ডিত চিতের স্বভাব হইতেছে প্রস্ফুরণ বা কচন। চিৎস্বভাবের যে কচন তাহার কারণ অনুসন্ধান বৃথা।

(৪)

সম্বিৎ বা জীবচৈতন্য যখন তীব্রবেগে ব্রহ্মাকারা হয়েন, তখন তাঁহাতে প্রবৃত্তি-প্রবাহের কম্পন আদৌ থাকে না। প্রবৃত্তি-প্রবাহের কম্পনশূন্য যে সম্বিৎ তাহা যখন তীব্রবেগে ব্রহ্মাকারা হয়েন, তখন ইনিই মোক্ষদর্শন করান।

(৫)

সম্বিৎ একদিকে আপন স্বরূপ বিচার করিয়া—পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এবং অন্যদিকে জগৎ মিথ্যা বিচার করিয়াই তীব্রবেগে ব্রহ্মাকারা হয়েন। জগৎটা ইন্দ্রজাল আর সম্বিৎ আপন স্বরূপে অসঙ্গ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জনন, মরণ এই ষড়োর্ম্মি মায়ার ধর্ম্ম। জীবচৈতন্য এই সব হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। অতি নির্ম্মল, অতিশুদ্ধ এই সম্বিৎ। তুমি জীব, তুমি সর্ব্বদা ভাবনা কর তোমার সঙ্গে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষার মলিনতা মিলিত হয় না। আমি নিত্যতৃপ্ত, অসৎ, দেহের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, মনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, সুখ দুঃখ আমার হয় না, ভাবনা বাসনা পূর্ণের হয় না, সাধ নির্ম্মল নিত্যতৃপ্ত আমির হইতেই পারে না, সংযোগ বিয়োগ আমার সহিত কোন কিছুরই হয় না, পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব জীবচৈতন্যের নাই নিরন্তর বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা তোমার স্বরূপ চিন্তা কর, জগৎ-চিন্তা আদৌ করিও না, দেহ-চিন্তা, মন-চিন্তা, আদৌ করিও না—কারণ মিথ্যা যাহা তাহার ভাবনা করাও মিথ্যা—এইভাবে সম্বিৎকে ব্রহ্মাকারা করিতে হয়।

(৬)

ব্রহ্মাকারা-সম্বিৎ এবং জগদাকারা-সম্বিৎ এই দুয়ের মধ্যে যাহার বল অধিক তাহারই জয় হয়।

(৭)

যদি বল জগৎ-জ্ঞান চিরাভ্যস্ত এই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান দুর্ল্লভ—না ইহা বলা যায় না। জগৎজ্ঞান অযত্নজ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে

হইলে যত্নজ বেগ আবশ্যক। অযত্নজ বেগ অপেক্ষা যত্নজ বেগ অধিক বলশালী। আবার সত্য ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা মিথ্যা জগৎজ্ঞান অতীব দুর্ব্বল।

(৮)

তবেই হইল যদি অত্যধিক যত্নের দ্বারা ব্রহ্ম-সম্বিৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা সম্বিৎ উত্থাপন করা যায়, তবে তাহা অযত্ন-লভ্য-জগৎ সম্বিতের বেগকে অবশ্যই জয় করিবে। জগৎ-সম্বিৎ মিথ্যা আর ব্রহ্ম সম্বিৎ সত্য। সমুদ্র যেমন নদীকে গ্রাস করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-সম্বিৎ নিশ্চয়ই জগৎ-সম্বিৎকে গ্রাস করিবে। বাহ্যজ্ঞান দুর্ব্বল কর, দেখিবে নিশ্চয়ই ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে ডুবিয়া যাইবে।

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে।

(১)

কি হইবে লয়ে বপু সুকান্তি সুন্দর
প্রিয়তমা অনুপমা ভার্য্যা যদি হয়
কি হইবে লয়ে বল ধন যশ আর
চিরশান্তি গুরুপদে না নিলে আশ্রয়।

(২)

ভোগ-সুখ আদি করি যত দেখ পথে
স্ত্রী পুত্র বান্ধব লয়ে মিথ্যা হাসি খেলা
ভাব কিবে ভ্রান্ত মন! যাবে নাকি সাথে
মায়ার এ নাট্যশালা শুধু পট ফেলা।

(৩)

হাসি কান্না সুখ দুঃখ যাঁর এই খেলা
তাঁরে যদি নাহি কর সদা সুমীরণ
কি হইবে বল তবে সেই শেষ বেলা
যখন আসিবে সাজি দুরন্ত শমন।

(৪)

জন্মমৃত্যু গতা-গতি হেরিছ নিয়ত
বসি মৃত্যুশয্যা পরে কাতর আহ্বান
অসহ্য যাতনা এই আর সব কত
শান্তি দিতে এ সময় কে আছে আপন।

(৫)

তাই বলি ভ্রান্ত মন ভুলোনাক আর
সময থাকিতে কর তাঁহাব স্মরণ
ভুলে যাও ভোগ-সুখ অলীক সংসার
শ্রীগুরু রাতুল পদ কব দরশন।

(৬)

ভব আশা মৃগ-তৃষ্ণা ঘুচিবে তোমার
চিরানন্দে প্রেমানন্দে রহিবে মগন
দুরন্ত শমন হাতে পাইবে নিস্তাব
লও লও সেই পদে অনন্য শরণ।

(৭)

গুরু ভিন্ন নাহি গতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
গুরুরূপ ইষ্ট যদি দেখিবারে পার
অরূপে স্বরূপ মিলে ঘুচয়ে সংশয়
আমি তুমি মন-ভ্রান্তি বিনাশ সবার।

(৮)

"তবাস্মি" বলিয়া মন্ত্র জপ অনিবার
গুরুমন্ত্র ইষ্টে করি একত্ব স্থাপন
জপ মন্ত্র, লিখ মন্ত্র না কর বিচার
শ্বাসে শ্বাসে নাম লও জুড়াবে জীবন।

২৮।৪

——

তোমার ইচ্ছা।

তোমার আজ্ঞা—তোমার প্রদর্শিত বিধি—শাস্ত্রের সর্ব্বস্থানেই আছে। বিধিগুলি, জীব পালন করুক এই তোমার ইচ্ছা আর নিষেধ যাহা তাহার ধার দিয়াও মানুষ যেন না যায়—ইহাও তোমার ইচ্ছা। মানুষ আপনার পুরাতন কুৎসিত অভ্যাস সহজে ছাড়িতে পারে না; এই জন্য তুমি তাহার কদর্য্য অভ্যাস ধীরে ধীরে ছাড়াইবার জন্য কতকগুলি আদেশ এরূপ ভাবে করিয়াছ, যাহা নিকৃষ্ট মানুষকেও প্রথমে বড় লুব্ধ করে। লুব্ধ হইয়া এই সব মানুষ ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। হইয়া অল্পে অল্পে মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন ইত্যাদি ধীরে ধীরে ত্যাগ করে। যাহারা ত্যাগ না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মকার গুলি বাড়াইয়া যায়, তাহারা সখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে। নিকৃষ্ট বস্তু অবলম্বনে যে সাধনা, সেটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ছাড়াইবার কৌশল মাত্র; নতুবা কাম-সেবায় যে ধর্ম্ম হয় না ইহা শিশুও বুঝিতে পারে। বুঝিয়াও যাহারা বুঝিতে চায়না তাহারা নিজে নিরয়গামী হয়, অন্যকেও নরকে টানিয়া লয়। ত্যাগের জন্য গ্রহণ। ত্যাগে লক্ষ্য না রাখিয়া যে গ্রহণ, তাহা ব্যভিচার। এই ব্যভিচার কলিযুগে বড়ই প্রবল হয় বলিয়া, কলিযুগে সাধনার বড়ই বিকৃতি দেখা যায়। মদ্যকে ধর্ম্মের অঙ্গ করা মাতলামি ছাড়াইবার জন্য। এই জন্য মদ্যের পরিমাণ এমন করিয়া ধরিয়া দেওয়া আছে যে, পরিমাণের এক চুল তফাৎ হইলে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে ইহা তুমিই প্রকাশ করিয়াছ।

ব্যভিচার দেখাইবার প্রয়াস আমাদের নাই। তথাপি সমাজের দুর্গতি দেখিয়া সমালোচনা হইয়া যায়। ব্যভিচারীও "তোমার ইচ্ছা" এই কথা ব্যবহার করে আবার যথার্থ ধর্ম্মপথে যাঁহারা যাইতে চান, তাঁহারাও "তোমার ইচ্ছা" এই কথা ব্যবহার করেন।

আমরা শেষোক্ত "তোমার ইচ্ছার" কথা কহিতেছি। মনে করা হউক সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে কেহ প্রাণপণ করিতেছে। মনে মনে

মনকে বিষয়-ভাবনা ত্যাগ করাইবার জন্য বা মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়াইবার জন্য কেহ প্রাণপণ করিতেছে। এই জন্য যতপ্রকার শাস্ত্রীয় কৌশল জানা আছে, তাহাই লোকটি প্রয়োগ করিতেছে। তথাপি যখন ঠিক ঠিক কার্য্যটি হইল না, তখন মানুষ করিবে কি? তখন মানুষ বলিতে শিখুক "তোমার ইচ্ছা"।

মনে করা হউক সর্ব্বদা জপ রাখিতে কেহ চেষ্টা করিতেছে। তিন বেলা নিয়মমত বসাব জন্য সে প্রাণপণ করে আবার সর্ব্বদা তোমার নাম লইয়া এই হরি-বিমুখ মনকে তোমার চরণে রাখিতে চায়। চেষ্টা করিয়াও যখন পারে না, তখন নেত্রান্ত-সংজ্ঞা করিতে করিতে বলে "তোমার ইচ্ছা"। "তোমার ইচ্ছা" কথাব সাধু প্রয়োগ ইহাই। অন্য স্থানে প্রয়োগ ব্যভিচার মাত্র।

বাক্যসংযম সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শত চেষ্টা করিলেও যখন সাধক ইহা ভুলিয়া যায়, তখন নেত্রান্ত-সংজ্ঞা করিয়া বলুক তোমার ইচ্ছা—এই না ভাল? ত্যাগটি ধরাই চাই। তবে তোমার ইচ্ছা বল ঠিক।

সরস্বতীপূজা বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

হইলেই ত কোন কিছু সজীব হয়। প্রাণটি স্পন্দনবিশিষ্ট। স্পন্দনবিশিষ্ট যে চৈতন্য—প্রাণমিশ্রিত যে চৈতন্য তাহাই কিন্তু আদি জীব, আর যে চৈতন্য অস্পন্দ স্বভাব, তাহাই শান্তব্রহ্ম। পরে এই তত্ত্ব আসিবে।

ছবিতে প্রাণ ছিল না—প্রাণ আসিবার মত করিয়া ছবি তুলিয়াছিলে, এখন অনুরাগরঞ্জিত নিজের প্রাণ মাখাইয়া নির্জ্জীবকে জীবন্ত করিলে। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। যাহা দেখিয়া ছবি আঁকিয়াছিলে, তাহার প্রাণ ছিল, এখন নিজের প্রাণ এই প্রাণহীন ছবিতে

মাখাইতে গিয়া দেখিলে, তোমার খণ্ড প্রাণ সেই অখণ্ড প্রাণে মিশিল। এখন দেখিলে প্রাণ দিয়া ভালবাসা হইল। নতুবা মুখে বলিলে তোমায় প্রাণ দিয়া ভালবাসি—কিন্তু নিজের প্রাণ ত নিজের কলিজার ভিতর ধড়ফড় করে, প্রাণ দিলে কখন? প্রাণপ্রতিষ্ঠার কার্য্য আছে, সাধনা আছে—কর, বুঝিবে মুর্ত্তিটি পুতুল নহে—মুর্ত্তি কথা কয়, মূর্ত্তি প্রার্থনা শ্রবণ করে, মূর্ত্তি খণ্ডকে অখণ্ডে লইয়া যায়। যদি এই সাধনা কর, তবে মন তুমি বুঝিবে, কুব্জিকাতন্ত্রের নবম পটলের কথা—

"সাকরেণ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥
সাকারমূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন সদা দেবি! নিরাকারং প্রপশ্যতি॥"

অথবা অগস্ত্য সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের কথা তখন বুঝিবে।

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥

ঋষিগণ স্বচক্ষে দেখিয়া পরমেশ্বরের পরমেশ্বরীর ছবি তুলিয়াছেন। ইহা তৈলচিত্রে নহে। ইহাঁদের তৈলচিত্র উঠিয়াছে বাক্যে। বাক্যগুলি ধ্যানরূপে আসিয়াছে আমাদের নিকটে। সেই ধ্যান পড়িয়া আমরা মূর্ত্তি গড়ি, সেই ধ্যানমত আমরা মূর্ত্তি আঁকি। তুমি বল পূণার আঁকা সরস্বতীর ছবি আর বাঙ্গালার আঁকা ছবি ত একরূপ নহে, তবে কোন্ ছবি ধরিয়া পূজা করিব? ঋষিগণের প্রত্যক্ষাকৃত মূর্ত্তির ধ্যান ধরিয়াই পূণা ও বাঙ্গালা ছবি আঁকিয়াছে। ধ্যানে পার্থক্য নাই, চিত্রকরের অসামর্থ্যহেতু চিত্র পৃথক্ হইযাছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির চিত্রকর আপন আপন কল্পনা মত আঁকিতে গিয়া মূল হইতে সরিয়া আসিয়াছে। ঋষিগণের আঁকা কিন্তু ঠিকই আছে।

ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহারা যাহা দেখিতেন, বাক্যের সদ্ব্যবহার তাঁহারা জানিতেন বলিয়া সাধু বাক্যে তাঁহারা ধ্যান রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা

আমাদের মত পতিতের উদ্ধার জন্য। তাঁহারা জানিতেন বাক্ কোন্ বস্তু। তোমার আমার মত বাক্যের মিথ্যা ব্যবহার তাঁহারা কখন করিতেন না। তাঁহারই বলিয়াছেন—

বাগেব ব্রহ্মরূপৈব তা যো মিথ্যাসু নিক্ষিপেৎ।
মিথ্যাবাদী স বিজ্ঞেয়ো নারকী পরমো মতঃ॥

বাক্যই ব্রহ্মস্বরূপ। যে ব্যক্তি সেই বাক্যকে মিথ্যারূপে ব্যবহার করে, তাহাকে মিথ্যাবাদী ও ঘোর নারকী জানিবে। আবার বলিতেছেন—

বরং প্রাণাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিরসশ্ছেদনং তথা।
ন তথাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যাবাচং বিধীয়তে॥

বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবে অথবা মস্তকচ্ছেদনে প্রস্তুত হইবে, তথাপি বাক্যরূপী ব্রহ্মকে কখন মিথ্যাবিষয়ে প্রয়োগ করিবে না। তাঁহারা জানিতেন,—"বাচঃ পবিত্রং পরমং" বাক্ পরম পবিত্র দ্রব্য, বাক্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বাদু, 'বাচোঽমৃতং বিষং বাচঃ বাক্যই অমৃত বাক্যই বিষ আর 'বাচা পবিত্রিতং সর্ব্বং সর্ব্বং পবিত্রয়তি সর্ব্বথা।' বাক্যই সকলকে পবিত্র করে। কি বেদ, কি সংহিতা, কি মন্ত্র, কি পুরাণ সমুদায় বাক্যময়। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য সমস্তই বাক্য হইতে জন্মে।

অতো বাচঃ সসর্জ্জাদৌ ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অকারাদিস্বরাংশ্চৈব ককারাদিহলাংস্তথা॥ ইত্যাদি

এই জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমেই ব্রহ্মরূপী বাক্য সৃজন করিয়া অকারাদি স্বর ও ককারাদি হল বর্ণ দিয়া নানা ভাষা সৃজন করিয়াছেন। বলিতেছিলাম, ঋষিগণ পরমেশ্বরের পরমেশ্বরীর মূর্ত্তি না দেখিয়া ধ্যান লিখিয়া যান নাই। আমাদের বুদ্ধির দোষে আমরা নিজে ভ্রষ্ট এবং অপরকে ভ্রস্ট করিতেছি।

আমরা অবতার মানিতে চাই না। বুদ্ধির দোষে ভাবি, শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। তিনি মূর্ত্তি ধরিবেন কিরূপে? মূর্ত্তি ধরিলে তাঁহার স্বরূপের বিনাশ হয়। মূর্ত্তিটা খণ্ড, মূর্ত্তিটা ক্ষুদ্র; কাজেই তিনি ক্ষুদ্র

হন, খণ্ডিত হন, তাঁহার স্বরূপের বিনাশ হয়। আরও বলি, ভগবান্ কোন দেশে জন্মগ্রহণ যখন করেন, তখন অন্য দেশে তিনি থাকেন না, কাজেই একদেশ মাত্র তিনি পালন করেন, অন্য দেশের অবস্থা ভগবানশূন্য হয়। এইরূপ চিন্তাকেই বুদ্ধির দোষ বলিতেছি। তিনি সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও জীবের প্রয়োজন বশতঃ কোন এক দেশে অবতরণ করিবার শক্তি রাখেন।

শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। বৃদ্ধ পিতা তাহার পুত্রের সন্তোষের জন্য অল্পমাত্র শক্তির প্রয়োগ করিয়া ঘোড়াঘোড়া খেলা করিতে পারেন। তিনি এক থাকিয়াও ঘোড়া সাজিতে পারেন। ঘোড়া সাজেন বলিয়া কি পিতার স্বরূপের বিনাশ হয়? না তাঁর সর্ব্বশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়? ঈশ্বরও আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বদা রাখিয়াও অল্প শক্তির প্রয়োগ করিয়াই জগতের কার্য্য করেন। পিতা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলে যেমন তাঁহার ঘোড়াঘোড়া খেলা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর আপনার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলে ঈশ্বরই থাকেন, তাঁহার কোন খেলাই হয় না। আজকাল চিন্তাশীল লোক সকল বলেন, অখণ্ড ঈশ্বর আপনাকে আবৃত্তি করিয়া খণ্ড জীব সৃষ্টি করেন, এই জন্য জীব চিরদিনই ক্ষুদ্র। আমরা জিজ্ঞাসা করি, নিরাকারের আবৃত্তিতে ত নিরাকারই হইবে, সাকার আসিবে কিরূপে? বাক্যের মিথ্যা প্রয়োগে সভ্য জগতে বহুবিধ কুসংস্কার জন্মিয়াছে। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে সেই সমস্ত কুসংস্কার অতিশয় প্রবল হইতেছে। আজ আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করি যেন আমাদের দেশের লোক ঋষিগণের সত্য বাক্য বুঝিয়া তাঁহাদের মত চলিতে চেষ্টা করেন। ঋষিগণের মতে চলিতে প্রয়াস করিলে দাসত্ব করা হয় না, দাসত্ব করা হয় নিজের স্বেচ্ছাচারী হৃদয়ের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মতের পশ্চাতে ছুটিলে। সমালোচনা করিতে আর ইচ্ছা নাই। তবুও করিতে হয়, নতুবা সত্যটি চাপা পড়িয়া যায়। তাই আরও দুই একটী কথা বলিতেছি।

সভ্য জগৎ প্রতিমা পূজার বিরোধী হইলেও মূর্ত্তিপূজায় চিত্ত একাগ্র করিয়া পরে নিরোধ অবস্থায় নিরাকারে স্থিতিলাভ করা, পরে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিকে আয়ত্ত করা, ইহাই মানবের পরিপূর্ণ শক্তিলাভের একমাত্র উপায়, ইহাই পূর্ণসত্য। সভ্যতার কুসংস্কারে সত্য ত্যাগ করা বাতুলতা মাত্র। ঋষিগণ মূর্ত্তিপূজা করিতেন। তাঁহারাই আমাদের মত অজ্ঞানান্ধের জন্য মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শুধু ভগবান্ গাছে আছেন, পাতায় আছেন, জলে আছেন, আকাশে আছেন এই ভাবনাকে সাধনা বলে না। হৃদয়-কমলে দেবতাকে বসাইয়া তিনিই যে চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই যে চিন্ময়ী—এই ভাবনা করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সত্তাটি দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্ত হইতে হয়। হৃদয়ে যাঁহার ধ্যান করি, তিনিই যে সর্ব্বজীবে, সর্ব্ব মূর্ত্তিতে, সর্ব্ব আকারে বিরাজিত, ইহার নিত্য অভ্যাস যিনি করেন, তিনিই ধার্ম্মিক হইতে পাবেন। ধর্ম্মের প্রাণ হইতেছে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আর একটু সাংঘাতিক দোষের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা সমালোচন অংশের শেষ করিতেছি।

আমি কৃষ্ণপূজা করি, সরস্বতীপূজা করিব কেন, ইহাও অনেকের মত। যদি সরস্বতীর স্বরূপে দৃষ্টি পড়িত তবে কি এই সঙ্কীর্ণতা সমাজকে আক্রমণ করিত? তথাপি "মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ" হইলেও আমার ইষ্ট দেবতাই এই মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, ইহাই ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। রাম কৃষ্ণাদি অবতার, সূর্য্য অগ্নি বায়ু শিব সরস্বতী দুর্গা কালী ইত্যাদি দেবতাগণ সকলেই স্বরূপে এক—চৈতন্য অংশে এক, কিন্তু মূর্ত্তিতে—নামরূপে ভিন্ন। কৃষ্ণ যদি সরস্বতী মূর্ত্তি ধরিতে না পারেন তবে তিনি ঈশ্বর কৃষ্ণ নহেন, কাহারও মনগড়া কাল্পনিক কৃষ্ণ, ইহাই ঋষিগণের সিদ্ধান্ত। নতুবা এই সরস্বতীর ধ্যানে বলা হইত না 'যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা' মা! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তোমার বন্দনা করেন। কৃষ্ণও যে সরস্বতীর বন্দনা

করেন। দেবতারা পরস্পর পরস্পরের মূর্ত্তিও যেমন গ্রহণ করেন, পরস্পর পরস্পকে ধ্যানও সেইরূপ করেন। ব্যবহারেও ইহা দেখা যায়। স্নানযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথকে শ্রীগণপতির মূর্ত্তিতে সাজাইয়া দেওয়া হয়। "ভক্তিচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" কোন গণপতি-ভক্তের জন্য শ্রীজগন্নাথ গণপতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় প্রাচীনবংশে একই বাড়ীতে কৃষ্ণপূজাও হয়, কালী পূজাও হয়, দুর্গা পূজাও হয়। ইহাই হওয়া উচিত। সঙ্কীর্ণতা ঢুকিলেই দলাদলী সম্প্রদায়। মাধুর্য্যের কাছে ঐশ্বর্য্য ছার একথা সত্য; কিন্তু যার, ঐশ্বর্য্য আছে, তারই মাধুর্য্য শোভা পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছাত্রের মোট বা, হাইকোর্টের জজ ৺গুরুদাস বাবু সাধারণ পূজারির মত দরিদ্রের বাড়ীর ঠাকুর পূজা করিলে বড় সুন্দর দেখায়, তুমি আমি করিলে তা কি হয়? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ মাধুর্য্য দেখাইলেই শোভা পায়। তুমি আমি ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়া মাধুর্য্য দেখিতে গেলে বা ঐশ্বর্য্যশূন্য মাধুর্য্যের অভিনয় করিতে গেলে সঙ্কীর্ণতা বই আসিবে কি? কুবের যাঁর ভাণ্ডারী, তিনি যদি বাঘছাল পরিয়া রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া পিতালয়ে যান তখন বড় শোভা হয়; নতুবা তোমার আমার ঐরূপ অভিনয়ে রস কোথায়? সকল পূজাই সকলের জন্য তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ইহাতে কোন দোষ অর্শে না। এখন সরস্বতী পূজার কথা বলিব।

ধন্য সেই চিত্রকর যিনি সাক্ষে দেখিয়া মায়ের এই মূর্ত্তি ধ্যানে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মায়ের কান্তি বড় সুন্দর! নীহারের মত, মুক্তাহারের মত, কর্পূরের মত, সুধাকারের মত এই শুভ্রকান্তি। মা আমার নূতন চন্দ্রকলা কপালে ধারণ করিয়াছেন আর এই শুভ্রকান্তির উপর কনক চম্পকদাম ভূষায় অলঙ্কৃতা। শশিরুচিকমলাকল্পবিস্পষ্ট-শোভে, পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদসম্পাদয়িত্রি কমলভব-মুখাম্ভোজভূতিস্বরূপে, হিমরুচিমুকুটে, বল্লকীব্যগ্রহস্তে জননী! শ্রুতি কত অনুরাগ ভরেই না তোমার রূপের বর্ণনা করিতেছেন। কুটিল

কুন্তলালঙ্কৃতা অথবা যামিনীনাথলেখালঙ্কৃতকুন্তলা কম্বুকণ্ঠী, সুতাম্রোষ্ঠী, সমন্দহসিতেক্ষণা মুরহরদয়িতা জগজ্জননীর কাছে কত ভাবেই না তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন। এই আলম্বিকুন্তলভরা জগদম্বিকার সলিলস্থ সরোজ নেত্রের অমৃতাপ্লুত শীতল কটাক্ষ যাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও নয়নপথে আনিয়াছেন, তাঁহাদের কি সৌভাগ্য! তাঁহারা তোমার যে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, কোথায় আমাদের সেই অনুরাগ—যে অনুরাগে রঞ্জিত হইয়া তোমায় দেখিলে আমরা আমাদের জীবন্ত জননীর চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধন্য হইব!

অনুরাগ যদি আসে তবে কি এক ক্ষণকালও ভুলিয়া থাকা যায়? তবে কি সর্ব্বদা তোমার নাম লইয়া থাকিতে ভার বোধ হয়? যাবে ভালবাসি তার নাম ত সর্ব্বদা করিতে ইচ্ছা করে। তবে বুঝি অনুরাগ আইসে নাই, তাই তোমার মধুময় অমৃত নাম লইযা থাকিতেও পরিশ্রান্ত হই। তোমায় বুঝি জানিতে চাই না—তোমার স্বভাব দেখিতে বুঝি চক্ষু নাই, তাই তোমার ভালবাসার অনুভব আমাদের হইল না! বিষয়ানুরাগভরা হৃদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিলে কি লাভ হইবে? বিষয়ভোগের জন্য তোমায় ভজা, ইহাতে কি কখন শান্তি আসিতে পারে? না প্রাণ জুড়ায়? না ভবসন্তাপনির্ব্বাপণসুধানদী তুমি, তোমাতে অবগাহন করা যায়? তথাপি তোমার করুণার সীমা নাই।

শুধু সেবায় সব হয় না, যদি অনুরাগের প্রাণ যে আজ্ঞা পালন সেই আজ্ঞা পালনে আমরা চেষ্টা না করি। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে করিতে যে তোমায় জানিতে চেষ্টা করে, যে তোমার স্বভাব দেখিয়া দেখিয়া তোমার যশোবর্ণন করে, তোমার নাম কীর্ত্তন করে আর তোমার শাস্ত্রে প্রকাশিত তোমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করে, তাহার উপরেই বুঝি তোমার কৃপা হয়। ঋষিপ্রণীত স্তবে কি সুন্দর প্রার্থনা পাই।

স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথাঃ
মা মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপম্।

মা মে দুঃখং কদাচিদ্বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বং
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্ম্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥

মা! আমি তোমার স্তব করিতেছি, তোমায় বন্দনা করিতেছি, তুমি আমার রসনায় অধিষ্ঠিতা থাক, কখন ইহা ত্যাগ করিও না। আমার বুদ্ধি যেন কদাপি শাস্ত্র বিরুদ্ধ পথগামী না হয় এবং আমার মনও যেন পাপ পথে না যায়, আমাকে দুঃখ যেন কখন অভিভূত না করে, আমি যেন বিপদ্ সময়ে তোমায় ভুলিয়া ব্যাকুলচিত্ত না হই; আমার বুদ্ধি শাস্ত্র-বিচার ও কবিত্ববিষয়ে যেন প্রসার-প্রাপ্ত হয়। এবং কোথাও যেন ইহা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। শাস্ত্র ত সর্ব্বত্রই দেখাইতেছেন, তুমি সমকালে নির্গুণ সগুণ! তুমি দেবাবতার আমার আত্মা সমকালে। আত্মা বা চৈতন্যই তোমার স্বরূপ, কিন্তু তুমি তোমার আত্মমায়ায় নির্গুণ সগুণ ও অবতার হও।

রূপারূপ-প্রকাশে সকল গুণময়ে নির্গুণে নিরিরাকারে
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিতবিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে।

রূপ অরূপের প্রকাশয়িত্রী তুমি; সকল গুণময়ী আবার নির্গুণা নিরাকারা তুমি। কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে কোন বিষয়ে তুমি নাই,তোমাকে পাওয়াও যায় না। তোমার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না। বিশ্বময়ী তুমি আবার বিশ্বের অন্তরালেও তুমি। দেবতাগণ সকলেই তোমাকে প্রণাম করেন। তুমি কলাতীতা, তুমি নিত্যশুদ্ধা। সৎচিৎ আনন্দস্বরূপিণী তুমি। তোমার সম্মাত্র ভাবই তূর্য্যাতীত ভাব। তোমার চিন্মাত্র ভাবই তুরীয় ভাব। তোমার আনন্দ ভাবই সুষুপ্তি ভাব। চিৎ এবং অস্পন্দ স্বভাবটি তুরীয় ব্রহ্ম আর চিতের স্পন্দ স্বভাবজড়িত ভাবই মায়াশবলিত ব্রহ্ম। চেত্যতাযুক্ত চিত্তই সুষুপ্তভাব, অহঙ্কারই স্বপ্ন এবং জাগ্রতই সংসার।

তোমার নির্গুণ সগুণ অবতার ভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই সর্ব্বজ্ঞানাধার বেদ তোমার স্তব করিয়াছেন।

যা বেদান্তার্থতত্ত্বৈকস্বরূপা পরমার্থতঃ।
নামরূপাত্মনা ব্যক্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ১
যা সঙ্গোপাঙ্গবেদেষু চতুঃষ্বেকৈব গীয়তে।
অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তি সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ২
যা বর্ণপদবাক্যার্থস্বরূপেণৈব বর্ত্ততে।
অনাদিনিধনানন্তা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৩
অধ্যাত্মমধিদৈবঞ্চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী।
প্রত্যগাস্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৪
অন্তর্য্যাম্যাত্মনা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং যা নিযচ্ছতি।
রুদ্রাদিভ্যাদিরূপস্থা যস্যামেবেশ্য তাং পুনঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বরূপৈকা সা মাং পাতু সরস্বতী ॥ ৫
ইত্যাদি।

শ্রীগুরুমুখে এই দশ শ্লোকের অর্থ বুঝিযা যদি তোমায় দেখিতে কেহ অভ্যাস করে এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনা করে, তবে বুঝি তার আশা পূর্ণ হয়। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, স্মৃতি তাহাই সহজ করিয়া তোমার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রথমে ধ্যান পরে স্তবসহ বীজমন্ত্র অবলম্বনে পুষ্পাঞ্জলি, পরে প্রণাম, ইহাই সাধারণ পূজকের পূজা ব্যবস্থা। মূলমন্ত্র জপ ও প্রার্থনা ইহাও পূজার অঙ্গ।

মূর্ত্তি পূজা কি, ইহা জগৎকে বুঝাইবার সময় আসিতেছে। যাঁহারা ক্ষমতাবান্ নিপুণ সাধক তাঁহারা এই কার্য্য করিলেই শোভা পায়। লেখকের মত ক্ষীণপুণ্য লোকের চেষ্টা দেখিয়া যদি নিপুণ সাধকেরা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচন করেন, তবে নিঃশ্রেয়স্ ও অভ্যুদয় বুঝি সমকালে সাধিত হয়।

আমার আপন দেশ।

হেথায় আছে জন্ম মরণ সেথায় মিলন সব ডুবায় ;
সেই অন্তবিহীন অন্তধারায় শান্তি যেথা না ফুরায়।
নাইকো সেথা বিশ্বছবি, এমন চন্দ্র তারা প্রখর রবি ;
সেথায় সবি মধুর ভাতি রাঙিয়ে তোলে আনন্দাভায়।
নাইকো এমন ভাষার দ্বন্দ্ব সেথায় মিটে সকল সন্দ,
ওসে গন্ধবহ মন্দানিল সুরের ছন্দে মিলিয়ে যায়।
সকল পাওয়ার পাওয়া সেইত জীবন হাঁসির বেশ,
নেশার ঘোরে মাতিয়ে তোলে সেইত আমার আপন দেশ ;
নীল আকাশের শান্ত ছায় স্নিগ্ধজ্যোতির উজান ভায়,
পরাণ-পাখী উধাও হয়ে সেইখানেতেই বস্‌তে চায়॥

২৫।৭

ধার্ম্মিকের বল।

যিনি শুধু ভগবান্ দিয়াই মনকে সুস্থ রাখিতে পারেন তিনিই ধার্ম্মিক মানুষ। যার এখনও একটু বেড়ান, একটু গান বাজনা, একটু খেলা আমোদ, একটু খাওয়া দাওয়া এই সব দিয়া মন সুস্থ করিতে হয় তিনি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মধ্যেও যাঁহারা ভগবানের প্রীতি জন্য সকল কাজ করিতে পারুন আর না পারুন অন্ততঃ চেষ্টা করেন—অন্ততঃ শরীরটা ভাল রাখিতে চাই মনটাকে সুস্থ রাখিবার জন্য, আবার মনটাকে সুস্থ রাখিতে চাই শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে পারিব বলিয়া—এই সব যাঁর উদ্দেশ্য তিনিও কালে ধার্ম্মিক হইতে পারেন।

শ্রীভগবান্‌কে দিয়া মনকে সুস্থ রাখা কিরূপ ?

অসুস্থ হইবার বস্তু মনের মধ্যেও আছে এবং বাহিরেও আছে। সময়ে সময়ে বাহিরের প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে মন অসুস্থ হয়—যেমন অত্যন্ত বর্ষাতে শরীর জড়তা প্রাপ্ত হয়, হইলেই মন অসুস্থ হয়। যে কারণেই

হউক মনের রজস্তম যখন প্রবল হইয়া সত্বগুণকে নিস্তেজ করিয়া ঢাকিয়া রাখে তখন মন অসুস্থ হইবেই। এই মনের অসুস্থতা নিবারণ জন্য সাধারণ লোকে নানা ব্যবহারিক ব্যাপার দিয়া মনকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যিনি ধার্ম্মিক তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার দ্বারাই সুস্থ হয়েন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারের মধ্যে সৎসঙ্গ, জপ, ধ্যান, আত্মবিচার, স্বাধ্যায় এবং ধর্ম্মালোচনার জন্য লেখা এই সমস্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহারা কোন একটি ভাবের সাধনার কথা চিন্তা করিবামাত্র অল্পে অল্পে রজস্তম বা লয়বিক্ষেপ কাটাইয়া মনকে সরস করিতে পারেন। মনে করা হউক "আমি তোমার সাধনা" দ্বারা লয়বিক্ষেপ কাটান। "আমি তোমার" কি করিলে হওয়া যায় ইহা যাঁহার চিন্তা করা আছে, তাঁহার বড় সুখের অবস্থা সব সময়েই থাকে। যে নিন্দা করে, তিরস্কার করে তাহাকেও যদি ভিতরে ভিতরে বলিতে পারা যায় "আমি তোমার" সে ক্ষেত্রে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিতে হয় তাহা ভাবনা করিলে, মানুষের উপর বিরক্তি হইতেই পারে না। ফলে বিরক্তির সময়ে যদি স্মরণ করা যায় "আমি তোমার" তাহা হইলে বিরক্তি আসিতেই পারে না। শীত, গ্রীষ্ম, হর্ষ, বিষাদ, রোগ শোক, মৃত্যু, জরা যখন যাহাই কেন আসুক না "আমি তোমার" এই সাধনা যাহার বেশ করিয়া ধরা হইয়াছে তাহার কিছুতেই কিছু ভাবনা আর হইতে পারে না। অত্যন্ত যে শত্রুতা করে তাহারও উপরে "আমি তোমার" সাধনার প্রয়োগ করিতে পারিলে মন সুস্থ হইবেই। "আমি তোমার" এই সাধনা সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া মন সুস্থ করিবার বড় সুন্দর উপায়।

সতী স্ত্রীর বল স্বামীকে নারায়ণ-বোধে ভক্তি করা। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বল জ্যেষ্ঠকে নারায়ণ ভাবনা করিয়া ভক্তি করা।

রামায়ণে দেখি এইরূপ ভক্তি করিতে যিনি অভ্যাস করিয়াছেন তিনি অসাধ্যও সাধন করিতে পারেন। শ্রীলক্ষ্মণ প্রবল শত্রু ইন্দ্রজিৎ বধের পূর্ব্বেই বলিতেছেন—

উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাম্বুজম্ ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি ।
ত্রৈলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥

শ্রীলক্ষ্মণ কিন্তু এই বলিয়াই ইন্দ্রজিৎ বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। কত চিন্তার কথা ইহাতে আছে—ইহা কিন্তু আর বলা হইল না। বিষয়টি উল্লেখ করা মাত্র হইল। ভাবুক জন নিজেই চিন্তা করিয়া লইবেন।

আবার শ্রীসীতা বলিয়াছিলেন—

যথাহং রাঘবাদন্য মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমৃর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥

শ্রীসীতার প্রার্থনা পৃথিবী শুনিয়াছিলেন। ইহা কিরূপে হয় তাহার চিন্তা করা কি উচিত নয়? ইতি

সহিষ্ণুতার দুই একটি সঙ্কেত।

মৃত্যুশোক, স্ত্রী পুত্র কন্যাজনিত সংসার দুঃখ, আধি ব্যাধি জনিত দুঃখ, সর্ব্ববিধ বিপ্লব জনিত দুঃখ - সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক আর না থাক—কতকগুলি সার্ব্বজনীন দুঃখ তোমায় সহ্য করিতেই হইবে। জরা মরণাদি দুঃখের প্রতীকার জন্য ঋষিগণ তোমায় উপদেশ দিতেছেন। যতদিন এই দুঃখের পরপারে না যাইতেছ, ততদিন তোমায় পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে।

সহিষ্ণুতা আমাদের অভ্যাস করিতেই হয়। কি উপায়ে সহিষ্ণু হওয়া যায় তাহার দুই একটি সঙ্কেত এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে।

অন্যের মুখাপেক্ষা হইয়া পরপদাঘাত সহ্য করার কথা বলা

হইতেছে না। জড় সবই সহ্য করে। জড়মত হইয়া সহিষ্ণু হওয়া হয় মুক্তপুরুষের কার্য্য, না হয় কাষ্ঠ প্রস্তরের কার্য্য। যতদিন মুক্ত হওয়া না যাইতেছে, ততদিন হিতাহিত বিচারপূর্ব্বক সহিষ্ণু হইতে হইবে। এই বিচারের দুই একটি সঙ্কেত এখানে করা হইতেছে।

(১) সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে মানুষ পারে- তখন যখন শ্রীভগবান্ আছেন, আমার ভিতরে আমার হৃদয়ের রাজা হইয়া আছেন বা হৃদয়ের রাণী হইয়া আছেন আর বাহিরে সুর মানুষ তির্য্যগাদির দেহ ধারণ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম বীজ এই তিন আবরণের পরে সাক্ষীরূপে আছেন, এই বিশ্বাসটি মানুষ দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিয়া ফেলে।

ইহারই জন্য প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্মে, নিত্য পূজায়, নিত্য প্রার্থনায় নিত্য নাম করায়, নিত্য নামীর সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে শিখায়, নিত্য স্বাধ্যায়ে, আর প্রতিদিন একবার করিয়া একান্তে গিয়া তাঁহার স্বরূপ আলোচনায় ও নিজের মধ্যে স্বস্বরূপানুসন্ধানে, যাহাতে তাঁহার উপর অনুরাগটী জন্মে তাহাই করিতে হয়। এই অনুরাগ জন্মিলেই যদি মানুষ একটু বিচার করে মানুষ কোন্ স্থানে আছে, কোন ভোগ লইয়া আছে, মানুষের মৃত্যুর কোন কালাকাল নাই, মৃত্যুর যন্ত্রণা অতি ভীষণ; বিষয় যত কিছু আছে সমস্তই দোষ-কলঙ্কিত, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী—এই সব বিচার নিত্য করিলে বৈরাগ্য আসিবেই। বৈরাগ্য একদিকে আর অনুরাগের জন্য তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতে করিতে নিত্যক্রিয়ায় লাগিয়া থাক অন্যদিকে। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের উপরে ভক্তি জন্মিবে—তাঁহাকে অনুরাগে ভজন করিতে ইচ্ছা হইবে।

অনুরাগ একবার জন্মিলেই মানুষ সহিষ্ণু হইতে পারিবে। কেননা দুঃখের সময়ে "স্মরিলে সে মুখ দূরে যায় দুঃখ এই গুণ শ্যামা মার রে" ইহা নিশ্চয়ই হয়। তবেই হইল ঈপ্সিততমের স্মরণে সহিষ্ণু হওয়া যায়; তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার নাম

করিতে করিতে, সব সহ্য করা যায়। তাঁহার প্রতি নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত—তাঁহারা পরম সহিষ্ণু।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া হউক। মনে কর কাহারও উপর ভারী দুঃখভার আসিয়া পড়িয়াছে। সে কি বিচার করিয়া শান্ত হইবে? একবার হৃদয়-বল্লভের পানে নেত্রান্তসংজ্ঞা করুক; করিয়া ভাবনা করুক—আমি দীনহীন হইয়া তোমাকে আশ্রয় করিলাম—যাহাকে কেহ আশ্রয় দেয় না তুমি কাঙ্গাল দেখিয়া তারে আশ্রয় দাও। সকলে তোমায় আশ্রয় করুক, পাপী তাপী, উপদ্রুত, দীন দুঃখী যে যেখানে আছে সবাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া জুড়াইয়া যাক্; এইজন্য তুমি নিজমুখে বলিতেছ—রে জীব আমিই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" রে জীব বিশ্বাস কর "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীব ভাবনা করুক, এমন অপার করুণার জলধি আর কোথায়? এমন দয়ার সাগর আর কে? অথচ সেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।

ঠাকুর—এমন তুমি। জগতে যা ঘটে সব তুমি জান, প্রতিকার করিতেও পার। আমার এই যে দুঃখ, এ দুঃখ কি তোমার অজ্ঞাতসারে আসিয়াছে? হায়! যার ইচ্ছা না হইলে একটি বৃক্ষের পত্র অবধি নড়িতে পারে না, সে কি আমার দুঃখের কথা জানে না? জানে না কি বলিতেছ সেই এই দুঃখ পাঠাইয়াছে—আমার মঙ্গলের জন্য। কেননা তার হাত হইতে যাহা আইসে তাহাতে কি জীবের অমঙ্গল হইতে পারে? না তাহা পারে না। যদি দুঃখের সময় কেহ এই চিন্তা করিতে পারে—শুধু যদি একবার তাহাকে বলিতে পারে—তুমি জানিতেছ আমি এই দুঃখ পাইতেছি—এই বলিয়া একবার নেত্রান্তসংজ্ঞা করুক—লোকটি সব সহ্য করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় সঙ্কেত। এই যে দেহটা এটা কতকগুলি ফলদানোন্মুখ কর্ম্মের সমষ্টি মাত্র। এই দেহে কতকগুলি কর্ম্ম—আমারই কৃতকর্ম্ম ভোগ হইবেই। সেই কর্ম্মগুলির ভোগেরই জন্য এই দেহ। স্ত্রীপুত্র

কন্যার বিরুদ্ধাচরণ—ইহা আমার কর্ম্মের ফলেই হইতেছে। ইহাতে স্ত্রীপুত্রাদির দোষ নাই। এই কর্ম্মগুলি ভোগ করিবার জন্য উহাদের সহিত আমার সংস্রব হইয়াছে। আমি যদি প্রিয় ও অপ্রিয় এই দুয়ের আগমনে এক ভাবে থাকিয়া কর্ম্মক্ষয় করিয়া যাই, রাগ-দ্বেষের কর্ম্ম করিয়া একটি কর্ম্ম ভোগ করিয়া তাব সঙ্গে সঙ্গে শত শত কর্ম্ম বাড়াইয়া না যাই, তবেই আমি প্রারব্ধ-ক্ষয়ে বড় উত্তম স্থানে যাইতে পারিব।

তৃতীয় সঙ্কেত। দ্বিতীয় সঙ্কেতের বিচার করিয়া যিনি প্রথম সঙ্কেত অনুসারে তাঁর উপর একটু নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতে পারেন, তিনি যে জগতের কোন দুঃখেই বিচলিত হইবেন না ইহা নিশ্চয় কথা। ইতি।

— —

সাধন-পথে কণ্টক—দোষ কার?

এই যে অনভিলষিত সঙ্গ হেতু কত যন্ত্রণা পাইতেছি—এই যে রোগ ও শোকের তাড়নায় অস্থির হইতেছি—এই যে দারিদ্রের কঠোর আঘাত ছন্দবদ্ধ হৃদয়-তন্ত্রীগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে—এই যে কোথাও কিছুর অভাব অভিযোগের কারণ নাই, তবু শুধু শুধু সতত অস্বস্তি বোধ করিতেছি ইহার জন্য কাহাকে দোষ দিব? শ্রীগুরু ও শাস্ত্র বলেন—দোষ আমার চিত্তের। জন্মজন্মান্তরীণ অজ্ঞানপ্রযুক্ত কৃতকর্ম্মের ফলে চিত্তে বহু রেখা পাত হইয়াছে; তাই নিখিল কর্ম্মের বীজগুলি ফলনোন্মুখ হইবা মাত্র সেই কর্ম্মসূত্রের সহিত যে যে জীবের কর্ম্মসূত্রের মিলন অবশ্যম্ভাবী তাহাদের একত্রে মিলন হইয়া থাকে। এইরূপে পরস্পরের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতের সঙ্গে অসতের, পণ্ডিতের সহিত মূর্খের এবং ধার্ম্মিকের সহিত অধার্ম্মিকের কি এক অচ্ছেদ্য মিলন সূত্রে বন্ধন হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্র গ্রথিতোহি লোকঃ॥

কেহ কাহাকে সুখ কিম্বা দুঃখ দিতে পারে না। অপর ব্যক্তি সুখ কিম্বা দুঃখ দিতেছে ইহা মনে করা কুবুদ্ধি। আমিই করিতেছি অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা এইরূপ অভিমান করা বৃথা, কেননা প্রত্যেকেই স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। তবেই পাওয়া গেল আমি যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতির দ্বারা নির্য্যাতিত হইতেছি ইহা তাহাদের দোষ নয়। আমি যে নির্য্যাতিত হইব সেই কার্য্যের নিমিত্ত কারণস্বরূপ এই সকল ব্যক্তিদিগের সূক্ষ্মরূপ আমার চিত্তের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত ছিল। বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর সমাবেশের সময় আমার চিত্তই ঐ রূপগুলি একটী সৎ জিনিষের উপরে রাখিয়া কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে। ঐ সৎ জিনিষ হইতেছে, "সূত্রে মণিগণাইব" যে সূত্রে এই নিখিল জীবপুঞ্জ অপূর্ব্ব কৌশলে একত্রে গ্রথিত।

আরও একটী স্থূল উদাহরণ দ্বারা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা হউক। পূর্ণিমার চন্দ্রমিলনকালে দম্পতি যুগলের বড়ই নয়নানন্দদায়ক কিন্তু বিরহকালে সেই পূর্ণ চন্দ্রই তাহা-দিগকে সাতিশয় পীড়া দেয়। ইহাতে বুঝা যায় চন্দ্র একই ভাবে অবস্থান করে কিন্তু চক্ষুর দেখিবার সময় কি এক গোলমাল হইয়া যায়। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝা যায় চক্ষু ত একটা যন্ত্র বিশেষ কিন্তু এই স্থূল চক্ষুর সাহায্যে প্রকৃতভাবে চিত্তই দেখিয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিলাম—চিত্ত যখন যে যে ভাবে স্পন্দিত হইবে বিষয়ের অনুভবও সেই সেই ভাবে হইবে। মুমুক্ষু ব্যক্তি দেহবন্ধন-বিমুক্তির জন্য শ্রীজগদম্বার যে রূপের ধ্যান করিয়া থাকে—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং
নির্গুণং পরমজ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেক কারণং।
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥

সে রূপ নিষ্কলঙ্ক সূক্ষ্ম বাক্যেরঅতীত সুনির্ম্মল নির্গুণ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকারণ নির্ব্বিকল্প উৎপত্তিরহিত এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সুতরাং জগজ্জননীর স্বরূপের দিকে যখন লক্ষ্য থাকে তখন আর জগৎ থাকে না। তখন সমস্ত নাম, সমস্ত রূপ গলিয়া সর্ব্বতত্ত্বময়ী তিনিই থাকেন। শ্রীগুরুপ্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জনে এই জগদাড়ম্বর, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত তখন কোথায় লুকাইয়া যায়। আবার যেখানে জগদাড়ম্বর ভাসিয়া উঠে কৃতকর্ম্মের পরিপাক হয় নাই বলিয়া অর্থাৎ বিচার দ্বারা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইহা অভ্রান্ত-রূপে অনুভব করা হয় নাই, শুধু মনন করা হইয়াছে মাত্র। তাহা হইলে পাওয়া গেল ভগবৎবস্তু নিত্যসিদ্ধ এবং একমাত্র সৎ, কিন্তু আমার বিচার-হীনতার ফলে দর্পণে দৃশ্যমান নগরীর মত নিদ্রাকালে স্বপ্নযোগে বস্তুনিচয় ভিতরে দেখিয়া বাহিরে দেখার মত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভিতরে দৃষ্ট হইয়া বাহিরে দৃষ্টমত মনে হয়। এই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ করাই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। বলা হয়—মা এস। আমি দুর্ব্বল তোমার কাছে যাইতে পারি না। দেববৃন্দ শ্রীজগদম্বার স্তুতিকালে বলিয়াছিলেন—

যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা কিংস্তূয়সে তদা ॥

হে অখিলাত্মিকে! অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনস্বরূপা যাহা কিছু সৎ ও অসৎ আছে তাহাদের যে শক্তি, তুমি সেই শক্তি-স্বরূপা, অতএব তোমাকে কিরূপে স্তব করিব। অর্থাৎ দেবভাব জাগিলেই—রজঃ তম অধঃকৃত করিয়া সত্ত্বের উদয় হইলে সাধকেরও এইরূপ মায়ের বিরাট্ সত্তার অনুভূতি আইসে।

বলা হইতেছিল সাধক রজঃতমের প্রভাবে বলিয়া থাকেন—

জগত্তারিণী মা আমার—একবার এস। আসিয়া তোমার সাধন-সম্বলহীন সন্তানকে তোমার অভয়-ক্রোড়ে তুলিয়া লও। মা কোথায় আসিবেন? মা যে আসিয়াই আছেন আর সাধকই বা কোথায় যাইবেন। তিনি যে মায়ের অতি সন্নিকটেই আছেন। হায় কি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা! অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকটে। চক্ষু দূরের বস্তু দেখিতে পারে বলিয়া মহা আস্ফালন করে, কিন্তু এত নিকটে যে অঞ্জন তাহা দেখিতে পায় না। ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস। এই যে সর্ব্বত্র মায়ের দর্শন বা স্ফুরণ—আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় এই যে অদ্বয় জ্ঞান ইহাই লাভের জন্য জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়া আইসে। সুতরাং যিনি আমার ভিতরে বাহিরে, ঊর্দ্ধে অধঃ সম্মুখে পশ্চাতে; যিনি আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু মনের মন, যাঁহার প্রেরণায় এবং ইচ্ছায় মন বহিরিন্দ্রিয় সংযোগে বিষয়ে গিয়া পড়ে সেই হৃদয় গুহাশায়ী চৈতন্যময় সাক্ষী পুরুষকে জানাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাই ভগবৎ প্রসাদপ্রাপ্তদিগের মিলন-ক্ষেত্র উৎসবে সাধনার ভেরী বাজিতেছে—

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

যাহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীগুরু-কৃপায় ধারণা হইয়াছে তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার জন্য এই মুহূর্ত্ত হইতেই চেষ্টা করা উচিত কেননা বৃদ্ধকালে অর্থাৎ দেহ বিকল হইলে আর সাধনা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখন নিজের দেহপিণ্ডটাই ভার বলিয়া মনে হইবে।

(৩)

অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানি না। আমরা পরম কারুণিক ঋষিদিগের পদাশ্রিত। তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুমোদিত পন্থাই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বনীয়। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমের বহির্ভূত কার্য্য, সাধনার প্রতিকূল। শাস্ত্র বলেন "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"। ছাত্রদিগের অধ্যয়নই তপস্যা।

ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুসমীপে বিদ্যালাভ করিয়া শিষ্য, সংসার-আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারা সংসার-ধর্ম্ম করিতেন। পরে বিহিতরূপে সন্তান উৎপাদন করিয়া পিতৃ ঋণ, যাগ যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা দেব ঋণ এবং অধ্যাপন ও ধর্ম্মের অনুভূত সত্যগুলির প্রচার দ্বারা ঋষি ঋণ পরিশোধ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন অর্থাৎ কোন তীর্থ স্থানে থাকিয়া শুধুই তপস্যা করিবেন। তৎপরে সর্ব্ব কর্ম্মন্যাস করিয়া সন্ন্যাস।

এখন যদি কেহ মনগড়া কোন আদর্শের লক্ষ্যে সংসারে থাকিয়া অকৃতদার কিম্বা ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ এবং বানপ্রস্থ আশ্রম যে কি এক গূঢ় সাধনার ব্যাপার তাহা না বুঝিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা হিন্দুনামধারী হইলেও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী কার্য্য করেন। ফলে তাঁহারা "ইতোনষ্ট স্ততো ভ্রষ্ঠঃ" হইয়া যান। প্রোক্ত তিন ঋণ শোধ না হইলে তাহাদের গতি কোথায়? অবশ্য ইহা অতি সূক্ষ্ম কথা। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের উত্তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস যে তাহাদের জীবন কণ্টকময় করিয়া তুলিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ফল কথা অকপট ধর্ম্মযাজী হইয়া সা[illegible] করিতে করিতে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া পাওয়াই শাস্ত্রের কৌশল। কখন মাহেন্দ্রক্ষণ আসিবে সেই আশায় বসিয়া থাকা বাতুলতা। মাতৃগর্ভে আগমনের দিন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাধনার কাল। ঐকান্তিক পুরুষকারের সহিত দৈব ও কালের যোগাযোগ হইলেই সাধনার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

উপসংহারে বলা হইতেছে প্রারব্ধ ভোগ কালে অন্যের উপগু দোষারোপের চেষ্টায় বিরত থাকিয়া মনে করা উচিত যে সুখ ও দুঃখ স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত। সুতরাং ইহা আপনার চিত্তেরই দোষ। শুধু যুক্তির হিসাবে নয় ইহাই অভ্রান্ত সত্য। প্রারব্ধ ভোগকালে সুখ ও দুঃখের ঝড় চিত্তের উপর দিয়া বহিয়া যাইবেই। সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সুখ দুঃখের ঝড়ে রজঃ ও তম-বিক্ষুব্ধ চিত্তের স্বরূপ যাহা—প্রশান্ত

সাগর বক্ষে বায়ু সংযোগে উত্তাল তরঙ্গের অধিষ্ঠান যাহা—সেই চিৎ স্বরূপে লক্ষ্য রাখাই পুরুষকার। শ্রীগুরুকৃপায় চিৎস্বরূপে লক্ষ্য রাখিতে অভ্যস্ত হইলেই চিত্তের সুখ দুঃখানুভূতি ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। এই পুরুষকারই পুরুষকার, অন্যথা স্বজঠরভরণের পুরুষ কারের নাম উন্মত্ত চেষ্টা। কেননা বিষয়ের সেবা পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে হইয়া যাইবেই কিন্তু বিষয়াতিরিক্ত বস্তুলাভের জন্য যে সাধনা বা শাস্ত্রসম্মত চেষ্টা তাহাই পুরুষকার। প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে বিষয়ের সেবা—জগদ্দর্শন বা মায়ার খেলা, ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া জীবের দুঃসাধ্য, কেননা শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কিং করিষ্যতি।

জীব অবশভাবে প্রকৃতির অনুসরণ করে অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিবে? সত্য কথা কিন্তু পরক্ষণেই ঠাকুর বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

ইন্দ্রিয়গুলির স্ব স্ব বিষয়ের ভোগকালে অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি ঐ উভয়ের অর্থাৎ অনুরাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইও না। কেননা তৌ রাগদ্বেষৌ অস্য মুক্তিকামিনঃ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ কিম্বা দ্বেষ, মুক্তিকামীদিগের সাধনার প্রতিকূল। জীব যে পরিমাণে মুমুক্ষুত্ব লাভের অধিকারী হইবে সেই পরিমাণে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও দ্বেষ কমিয়া যাইবে। এই মুমুক্ষুত্ব লাভের শক্তি প্রতি জীব-হৃদয়ে আছে, তাই শ্রীভগবান্ প্রতি জীব-হৃদয়গুহাশায়ী শক্ত্যা-লিঙ্গিত শিবরূপী জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "তয়োর্ন বশমা-গচ্ছেৎ"; ইহা শিশ্নোদরপরায়ণ খোলস মাত্র জীবকে বলা হয় নাই। এই মুমুক্ষুত্ব লাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ধর্ম্মকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করা। মহাভারতকারের অমৃতময় উপদেশ-প্রবর্ত্ত সাধকের সাধন জীবনে পরমোপকারী।

ধর্ম্মে মতির্ভবতুবঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেক এব পরলোক গতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্ত্রীয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাব মুপযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥

শ্রীগুরুদাস।

"আমি তোমার" "তুমি আমার" "তুমি আমি"

'আমি তোমার' 'তুমি আমার' ও 'তুমিই আমি' এই তিন প্রকারের সাধনার কথা বলিয়াছ, এখন তিন অবস্থা, কি করিলে লাভ করা যায়, তাহাই আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

প্রথমে তাঁহার শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতে করিতে 'আমি তোমার' হইতে হয়। প্রথম সাধনা 'আমি তোমার হওয়া'। আর কখন্ ঠিক বলা যায় বা জানা যায়, 'আমি তোমার' হইয়াছি? এই সংসার-পীড়িত কর্দ্দমলিপ্ত মলিন চিত্ত লইয়া 'আমি তোমার' হওয়া যায় না। এ বিষম ভবরোগাক্রমণে নিরন্তর শোক দুঃখ হাহাকারে নিষ্পেষিত হইয়া, আশা-প্রতিহত হৃদয়ের তীব্র জ্বালা জুড়াইবার জন্য এধার ওধার চারিদিক্ ছুটাছুটি করিয়া, কোথাও কিছু না পাইয়া অবশেষে তোমারই নিকট যাইতে হয়। তোমারই নিকট ঊর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে হৃদয়ের দুঃখ জানাইয়া যখন কাতর হইয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারা যায়, যখন অনুতাপাশ্রুনলে হৃদয়ের ময়লা ধুইয়া যায়, তখন সত্যই মনে হয়, আমার প্রাণের দেবতা, আমার প্রাণারাম এই তো তুমি? ওগো তুমি যে সর্ব্বব্যাধিনাশকারী ঠাকুর। আমি, ভীষণ ভবব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়াও শ্রীগুরুর অনন্ত করুণায়, আজ তোমার দুয়ারে আসিতে পারিয়াছি। শুধু তাঁহারই কৃপায় আজ আমার 'আমি তোমার' হইবার বাসনা জাগিয়াছে। গুরু ইষ্ট মন্ত্র তিনি যে বলিয়াছেন,

স্বরূপে এক, তবে আর কেন ঠাকুর? এ দীনহীনা ভিখারিণীকে দয়া করিয়া এইবার 'তোমার করিয়া' লও। যাহা হয় হউক, যাহা আসে আসুক, যাহা ইচ্ছা প্রভু তাহাই কর, আমি যদি তোমার, তবে আর আমার ভয়, ভাবনা কেন? তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি; রাখ, মার, যাহা ইচ্ছা তোমার তাহাই কর। যদি দুঃখই আসে, তুমি তো সর্ব্বান্তর্যামী, তাহাও তো তোমার জানিত, তবে কি, সে দুঃখ দুঃখ বলিয়া বোধ হইতে পারে? আমি যে তখন তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ে রাখিয়া, নীরবে হাসিতে হাসিতে তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, শেষে তোমারই চরণে মিশিয়া, তুমি আমি মাখামাখি হইয়া থাকিব, তখন, যে 'আমি তোমার' 'তুমি আমার' সব ভুলিয়া, তুমি আমি এক হই। হায় প্রভু! যুগ যুগান্তর হইতে কত শত অপরাধে অপরাধী। সর্ব্বাঙ্গে অপরাধের বিস্ফোটক হইয়াছে, দুঃখ কষ্টরূপ ছুরিকা দ্বারা তুমি না নির্ম্মল করিলে, আর কে করিবে? যে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থাতেই তোমার যেন কত কি মাখা, কত স্নেহভরা, আদরভরা প্রেমময় নয়নের স্থির দৃষ্টি দেখিতে পায়, সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবনা, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, ভাল মন্দ, সকল তোমার চরণে অর্পণ করিয়া, শুধু শ্রীগুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণ যত্ন করে, তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া, তোমার নিকট শক্তি চাহিয়া যে কাতরভাবে বলিতে পারে—ঠাকুর এইবার 'আমাকে তোমার' কর, এইরূপে নিরন্তর সাধনার দ্বারা সে প্রাণে শীঘ্রই অনুভব করিতে পারে, এইবার 'আমি তোমার' হইয়াছি। শুধু মুখে বলিলে, আমি তোমার হওয়া যায় না।

সকল ভার তাহাকে দিয়া যখন একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া যাইবে, মনে যখন আর কোন আকাঙ্ক্ষা বা 'আমার' 'আমার' ইত্যাদি থাকিবে না, তখনই জানিবে 'আমি তোমার' হইয়াছি। বল, যে সকল সমর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার শ্রীপদে শরণ লয়, অনন্ত দিয়াধার তুমি, কেমন করিয়া তুমি তখন তাহার না হইয়া থাকিবে?

'আমি তোমার' হইতে পারিলে, তুমি যে আপনি আসিয়া আমার হইবে। তুমি যে আমারই চিরদিন, চিরকালই আছ, শুধু 'আমি তোমার' নয় বলিয়া, শুধু আমি আমাকে অনেকের সহিত মিশাইয়া অনেকের কাছে ঋণ করিয়া শক্তির অনেক অপব্যবহার করিয়া অনেকের হইয়া আছি, তাই না তোমাকে আমার বলিবার সাহস বা শক্তি পাই না। নতুবা তুমি যে বলেছ—

'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্'।

যিনি সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ ও অনন্য ভক্তিযোগে আমার ধ্যানে রত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমি অচিরেই তাঁহাকে এ ভীষণ মৃত্যুসাগর পার করিয়া দিয়া থাকি। তুমি তো চিরদিনই দীনের বন্ধু, তোমার অপার অগাধ অসীম করুণার কণার কণামাত্র যাহার অনুভব হইয়াছে, সে যে পূর্ণ হইয়া ধনী হইয়া যায়, সে তখনই শুধু বলিতে পারে, 'তুমি আমার', আর তোমাকে যখন আমার বলিবার শক্তি দাও, তখন তোমার উপর কত জোর কত আব্দার চলে, সে এখন অনায়াসে বলিতে পারে, যারে শমন তুই ফিরি 'আমি তোর বাপের কি ধার ধারি,' বা "তুই যারে কি ক'রবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি,' মন-বেড়ী তার পায়ে দিয়ে হৃদগারদে বসায়েছি"। তুমি যাহার সহিত নিরন্তর খেলা কর, তুমি যার অন্তরে বাহিরে বিরাজ কর, তার চিরদিনের ভবব্যাধি দূর হইয়া যায়। তুমি তখন কত ভাবে, কত সেজে, কত রূপে এসে তাহাকে পূর্ণ কর, সে তখনই শুধু ভক্তিগদ্গদচিত্তে বলিতে পারে, 'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্'। তুমি যখন পিতা, মাতা, সুহৃদ্, সখা, জ্ঞানদাতা কত রকমে আসিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া তাহার হও, সে তখন প্রকৃতির সুন্দর সজ্জায় ফলে, ফুলে, তৃণে, পল্লবদলে পশু, পক্ষী, পতঙ্গে, নদ, নদী, পাহাড়ে তোমারই ভুবন-মোহন রূপ দেখে, বায়ুর স্পর্শে তোমার স্পর্শসুখ অনুভব করে।

একটি পাখীর সাড়ায় তোমারই সাড়া পায়, সে তখন সাকার সর্ব্বরূপে তোমার নিরাকার অরূপ দেখিয়া, কেমনই যেন আত্মভোলা, জগৎভোলা হইয়া, কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যায়। তুমি তাহার প্রাণের প্রাণ হইয়া বুঝাইয়া দাও, তাহার চিরদিনের ভয় ভাবনা ঘুচিয়া যায়। সে তখনই বুঝিতে পারে, 'তুমি আমার'। তাহার পরে সাধনের শেষ সীমায়, 'তুমিই আমি'। স্ব স্বরূপে স্থিতি হইলে, তুমি ও আমি এক। স্বরূপে এক তুমিই আছ।

'যো রাম দশরথ্‌কো বেটা', 'ওহি রাম ঘট ঘট বৈঠা'
'ওহি রামকি সকল পশার' 'ওহি রাম সবসে নীহার'।

তুমিই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা, অবতার, অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যই তুমি সবের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছ। যে তুমি, দশরথ পুত্র—তাহা অবতার; যো ঘটে ঘটে আছে—সে তুমি আত্মা, ও যাহার সকল পশার, তাহা সগুণ ও পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায়; যে সবসে নীহারা—সে তুমি নির্গুণ। এরূপ তুমি অনন্ত ভাবে, অনন্তরূপে খেলা কর। সকলের মূল তুমিই এক। তুমি মায়া দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছ, নতুবা তুমি পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সৎ চিৎ আনন্দময়। তুমিই একমাত্র দ্রষ্টাস্বরূপে সকল হৃদয়ে আছ, অজ্ঞান ও মায়া দ্বারা আমি আমি এই জগৎভ্রম। যেমন জল ও তরঙ্গ ভিন্ন নহে, তেমনি জগৎ ও তুমি, বা তুমি ও আমি ভিন্ন নহি। স্থির, শান্ত, ব্রহ্মসমুদ্রে মনরূপ মায়ার প্রবল তরঙ্গে এই জগৎরূপ ইন্দ্রজাল সৃষ্ট হয়। যেমন ঘট-উপাধিবিশিষ্ট আকাশকে ঘটাকাশ বলিলেও তাহা মহাকাশের সঙ্গেই ভাসিতেছে, সেইরূপ এই নিত্যমুক্ত অসঙ্গ আত্মাতে অভিমান করিয়া কতকগুলি উপাধিঘট ভাসিয়া আমরা স্বরূপ হারাইয়াছি মাত্র। নতুবা তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? এযে তুমি আমার ভিতরে তোমাকে ও তোমার ভিতরে আমাকে রাখিয়াছ। হায়! আমি অজ্ঞানে এই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শোক, দুঃখ, জন্ম, জরা, ক্ষুধা, তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া কতই না

কষ্টভোগ করিতেছি, আর এই মিথ্যা মনটার গোলাম হইয়া কত কাল কাটিয়া গেল, কত হাহাকারই করিলাম, তবু আমার আত্মচৈতন্যে দৃষ্টি হইল না। সেই চতুষ্পাদ পরমপদের পাদৈকদেশের কোন এক ক্ষুদ্র কোণে একটু ঝলক্ উঠে বা স্পন্দন হয়, ইহাতেই অহং বহু স্যাম হইব ইচ্ছা জাগে; সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার আশ্রয়ে খেলিতে খেলিতে যত প্রকৃতিতে অভিমান করা যায়, ততই নিজ স্বরূপ ভুলিয়া ভবব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইতে হয়। ততই আপনার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। আপন পরমাত্মভাব বিস্মৃত হইয়া, এই অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত চিত্তের ধর্ম্ম যে সঙ্কল্পাদি তাহাকেই আত্মার ধর্ম্ম মনে করেন ও ক্রমে বহু বহু প্রকার কল্পনা দ্বারা এই জগৎরূপ ইন্দ্রজালের শোভা বিস্তৃত হয়। মরুমরীচিকায় কল্পিত নদীলহরীর মত জগৎ-ইন্দ্রজাল অসত্য হইয়াও সত্যমত বোধ হয়।

"সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘ স্তড়িন্মনঃ
অহংতা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারো হি যত্তমঃ"।

পরে সেই জীবভাবপ্রাপ্ত তুমি আপনার 'স্বয়মন্য ইবোল্লসন্' প্রদর্শন বাসনায় অজ্ঞানরূপ চিত্তের সৃষ্টি কর। বীজ অন্তরে অঙ্কুরের মত সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়াপ্রভাবে তিনিই কল্পনা করেন। তিনিই আপনি আপনি থাকিয়াও 'আর কিছু হইব' এই উল্লাসে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপে যেন ভাসেন। এই মায়াই বহুভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া বহু নামরূপ উপাধি লইয়া, অহং কর্ত্তা ভাবে প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্য নিজ স্বরূপ ভুলিয়া আপনাকে খণ্ডমত বোধ করেন ও পরে খেলিতে খেলিতে আপনাকে হারাইয়া সুখ দুঃখের হাতের খেলার পুতুল হইয়া নানা যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন। নতুবা এই দৃশ্যদর্শনজ্ঞান মাত্রেই অজ্ঞান। এই দৃশ্যদর্শন মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই, আমি অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্য বা অস্তিভাতিপ্রিয়রূপে ভাসিয়া থাকি। এই বিশ্ব মন মাত্র। তাই বলিয়াছেন, আগে মনোনাশ', পরে বাসনাক্ষয়, তাহার পরে তত্ত্বাভ্যাস। মায়া অর্থে,

যাহা নাই তাহা আছে অনুভব করা, এই মায়া অজ্ঞান হইলেও, মূলে কিন্তু তুমিই আছ, তোমারই উপর এ অজ্ঞান ভাসিয়া, স্বরূপ ঢাকিয়া, নটরঙ্গালয়ে সং সাজিয়া খেলিতেছে মাত্র। তবে বল, তুমি ছাড়া আমি কোথা? তুমিই আমি। বলিতেছিলাম, 'তুমি আমার' 'আমি তোমার' ও 'তুমিই আমি'। যতদিন তাঁহাকে জানা না হয়, ততদিন প্রার্থনা, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, পূজা, মান, অভিমান কতই খেলা হয় ইহাই 'আমি তোমার' ও 'তুমি আমার'। পরে দেবতার সহিত পরিচয় হইলে তিনি আর পূজাও চাহেন না, তখন 'আমিই তুমি' জানিয়া মৌন হইতে হয়।

আনন্দঘনগোবিন্দ পূজানারম্ভ কর্ম্মণি
বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ।

সেই আনন্দঘন গোবিন্দের পূজারম্ভে যখন দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন মূঢ়বুদ্ধি যজমান পলায়ন করে। তখন তাহার সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্প ঘুচিয়া যায় আর সে তখন পরিপূর্ণ সৎচিদানন্দ-সাগরে ডুবিয়া জীবন্মুক্ত হয় ইহাই 'আমি তুমি' এক হওয়া। স্বরূপে স্থিতি হইলেই মুক্তি, বা 'আমিই তুমি'।

তাই বলিতেছি, মন, এস এস শ্রীগুরুর আদেশপালনে প্রাণপণ করিয়া এই জন্মেই জীবন্মুক্তি লাভ করি। সর্ব্বেন্দ্রিয় লুটাইয়া সে চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবে এস, আপনার ঘরে চল। সাধনায় প্রাণপণ কর।

রে বিহঙ্গ মম মন্ হিত কথা কহি শোন্
কল্পতরু-বৃক্ষে সদা কর আরোহণ,
(করি) পুণ্যের জ্যোতিতে স্নান চিদ্ঘন-বারিপান
ফল সহ আহরিবে মুকুতি-রতন।
বহে প্রেম সমীরণ জুড়াইবে প্রাণ মন
যোগপক্ষপুটে উড়ে ধর সে চরণ
সমাধিতে মগ্ন হয়ে, থির চোখে চেয়ে চেয়ে
অনন্তস্বরূপে শেষে হ'বিরে মগন।—২৫। ২

শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী "প্রণবানন্দ' 'গিরিজী মহারাজের পবিত্র মহা-সমাধি লাভে, "পুণ্য-স্মৃতি" উপলক্ষে ঃ—

(১)

অকস্মাৎ সবে ফেলি,
কোথা দেব ! গেলে চলি,
বিরহ-অনল জ্বালি এই ভব-ধামে,—
কেন করি' পিতৃহীন,
লুকাইলে দেহ ক্ষীণ,
আঁধার ঘেরিল এবে "প্রণব-আশ্রমে",
দয়াল পরম গুরু ! নিত্য কাশীধামে ॥

(২)

শুনিব কি আর কোথা ?
শ্রীমুখে "আনন্দ" কথা,
(সবে) প্রণমি তোমায় কহে, "আনন্দ" প্রণামে,—
কিবা সুধামাখা তায়,
ঝরিত অমিয় হায় !
দুর্লভ পরম তত্ত্ব মানব-জনমে,
লভিত অজ্ঞান জীব নিত্য কাশীধামে ॥

(৩)

সদ্‌গুরু রূপে দেব !
জননীর ইষ্টদেব !
আশাপূর্ণ করিলে যে জীবন-সংগ্রামে,—

কত শত বদ্ধজীব,
পাশ-মুক্ত হ'লো শিব,
পদাশ্রয় লভি' তব এই মরুভূমে,
জীবের কাণ্ডারী তুমি নিত্য কাশীধামে ॥

(৪)

অহৈতুকী কৃপাবলে,
ভোগে উপবিষ্ট কালে,
(যবে) ব্যজন করিতেছিল সহোদরা বামে,—
কিবা দেখে অবহেলে,
ভোগ-নিবেদন কালে,
প্রসাদ করেন শ্যাম শিখিচূড়া ঠামে,
'বাসুদেব' হরি তুমি নিত্য কাশীধামে ॥

(৫)

কতেক অসূয়া-নরে,
সাধুতা পরীক্ষা-তরে,
সাধনে প্রবৃত্ত যবে সিন্ধু-তটাশ্রমে,—
দিয়াছিল সেঁকো বিষ
খাদ্যে তব, স্মরি' ঈশ
মাসাবধি জলমগ্ন রহিলে শ্রীধামে,
তুমি দেব ! সদাশিব নিত্য কাশীধামে ॥

(৬)

কে জানিত শেষ-দেখা,
অদৃষ্টে আমার লেখা,
(যবে) ভ্রাতৃদ্বয়ে প্রেম-ডোরে বাঁধিলে মরমে,—
বিদায় করিলে মোরে,
শেষ আশীর্ব্বাদ ক'রে—
"দিলাম গুহার-ভার রাখহ নিষ্কামে",
প্রেম-অবতার প্রভু ! নিত্য কাশীধামে ॥

(৭)

(কিবা) রচিয়া "প্রণব-গীতা",
যৌগিক রহস্যযুতা,
সহজে বুঝালে তত্ত্ব আপনার প্রেমে,—
লভিনু বিমল শান্তি,
দূরে গেল সব ভ্রান্তি,
ভরিল' "আনন্দ" বিশ্বে তব পূত নামে,—
অমর হইল কীর্ত্তি নিত্য কাশীধামে ॥

(৮)

(এবে) স্থূল-দেহ পরিহরি,
নাদ-বিন্দু ভেদ করি',
কর্ম্ম-অবসানে দেব! যাইলে স্বধামে,—
সহজে সমাধি নি'লে,
হৃষীকেশে দেহ দিলে,
উদয় হইও হৃদে আমার অন্তিমে,
তুমি সত্য সনাতন নিত্য কাশীধামে ॥

(৯)

তোমার মহিমা-গাথা,
বর্ণিতে শকতি কোথা ?
তোমারি তুলনা তুমি,—এ আয়াস ভ্রমে',—
লহ' দেব! কৃপা করি',
এক বিন্দু অশ্রুবারি,
দিলাম চরণে ডালি' আজি সসম্ভ্রমে,
অনাথ-শরণ তুমি নিত্য কাশীধামে ॥

অনাথ-সন্তান,
শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়,—
আজমীর।

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর প্রয়াস।

[লেখক উপরোধে পড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্বটি বিশেষরূপে না বুঝিলে ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব তত্ত্ব ধরা যাইবে না। বিনা সাধনায় জীব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় হইবে না—লেখক ইহাই জানাইয়াছেন]। সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঁড়ে মহাশয় ১৩২৫ সালের পৌষ মাসের ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকায় ঈশ্বর ও জীব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন।

প্রশ্নগুলি এই :—

গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে ঈশ্বর ও জীব অভেদ, কেবল উপাধিগত একটা মিথ্যা আবরণ উহাদের আছে মাত্র। আচ্ছা ঈশ্বরই যদি জীব হইলেন তবে আমরা এই জগৎকে যেমন দেখি ঈশ্বরও এই জগৎকে সেইরূপ দেখেন? অর্থাৎ আমাদের দেখা শুনা অনুভব করা বলিয়া কোন পৃথক্ ব্যাপার নাই—দেখা শুনা অনুভব করা সবই ঈশ্বরের। আরও ভাল করিয়া জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিতেছেন—আমরা বৃক্ষের পত্রকে যেমন সবুজ দেখি, লাল দেখি ঈশ্বরও সেইরূপে কি দেখেন? আমরা যেমন কাম ক্রোধ অনুভব করি, ঈশ্বরেরও কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যও ত সেইরূপ? আমরা যেমন জীবের দুঃখ দেখিয়া ব্যথা পাই, ঈশ্বরও সেইরূপ ব্যথা পান কি? এই সমস্ত প্রশ্ন পাঁড়ে মহাশয় করিয়াছেন আরও প্রশ্ন করিবেন পরে—ইহাও লিখিয়াছেন। কাগজখানি কাছে থাকিলে তাঁহার ভাষাই আমরা তুলিয়া দিতে পারিতাম। ফলে তাঁহার ভাষা না দিলেও তাঁহার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের বুঝিবার কোন গোলযোগ হয় নাই। তিনি আরও যে সমস্ত প্রশ্ন করিবেন বলিয়াছেন তাহাও আমরা অনুমান করিয়া বলিলে বোধ হয় ভাল হয়।

অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যখন অভেদ, তখন জীবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি ত ঈশ্বরেরই। জীব যে পাপ কর্ম্ম করে সে কর্ম্ম তবে ঈশ্বরই করেন। জগতে যত অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম চলিতেছে সমস্তই ত ঈশ্বর করিতেছেন। পুণ্য কর্ম্ম ঈশ্বর করিতেছেন ইহা শুধু বলিলেই ত চলিবে না, পাপ কর্ম্মও ঈশ্বর করিতেছেন। তবে পাপ করিবেন ঈশ্বর, কিন্তু সাজা পাইবে মানুষ ইহাও হইতে পারে না। ঈশ্বর তবে জেলে যান, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেন, খুন খারাপি করেন, সব করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নকর্ত্তা এইরূপে বহু সন্দেহ তুলিতে পারেন, শুধু তাঁহারই যে এই সব সন্দেহ উঠিয়াছে তাহাই নহে, বহু ব্যক্তির মনে এইরূপ সংশয় জন্মিয়াছে।

প্রশ্নকর্ত্তা কাতর হইয়া ভক্ত ও জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে ভক্ত! হে জ্ঞানিন্! তোমরা আমার সংশয় দূর করিয়া আমার মনকে শান্ত কর। হে বাঙ্গালী দার্শনিকগণ! তোমরা বহুদর্শন লিখিতেছ, সকল শাস্ত্র অনুবাদ করিতেছ, বহু ভাবে বহু কথায় ঈশ্বর-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমার সন্দেহ আরও বাড়াইয়া দিয়াছ, আমাকে আরও অশান্ত করিয়া তুলিয়াছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভক্ত বা জ্ঞানী বা বাঙ্গালী দার্শনিক বা হিন্দুস্থানী দার্শনিক বা সাহেব দার্শনিক এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি না জানিনা, আমরা কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিবারই চেষ্টা করিব। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিলেই পূর্ব্বোক্ত সংশয় দুর হইবে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই যে সংশয় ইহার মূল কিন্তু অন্যত্র। শ্রুতি জ্ঞানশূন্য কর্ম্ম এবং কর্ম্মশূন্য জ্ঞান এই উভয়কে নিতান্ত দুষ্ট বলিয়াছেন। উভয় অবস্থাই দোষের সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রমত কর্ম্ম করেন অথচ জ্ঞানে লক্ষ্য নাই তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষা শাস্ত্রীয় কর্ম্মবর্জ্জিত ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনাকারীদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। স্বরূপে লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম করিলে মানুষ গোঁড়া হয়, মানুষ

পৌত্তলিক হইয়া যায়, মানুষ দলাদলি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে আবার কর্ম্মশূন্য জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা প্রায়শ সংশয়াত্মা, প্রায়শ দাম্ভিক। প্রথম শ্রেণীর লোকের উদ্ধারের পথ থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের উদ্ধারের পথই প্রায় থাকে না। "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" এ কথা বড়ই সত্য।

শুধু পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানলাভ করা যায় না, সাধনা আবশ্যক, এই সত্য কথা আমরা আজকাল বুঝিতে চাই না। সাধনা না করিয়া জ্ঞানলাভ যে করিতে পারা যায় না ইহার বিশিষ্ট যুক্তি কিন্তু আছে।

যাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি তিনি আত্মা। শ্রুতি বলিতেছেন আত্মা চতুষ্পাদ্। তুরীয়, সুষুপ্তি-অভিমানী, নিদ্রা-অভিমানী, জাগ্রৎ-অভিমানী। এই যে আত্মার চারি পাদ্ ইহারা "কিন্তু গোর পাদের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ নহে। এই চারি পাদ্ কার্ষাপণ মত বা কাহন মত। এক কাহন কড়ি—এই দৃষ্টান্তে সমষ্টি ব্যষ্টিভাব সহজেই অনুমান করা যায় বলিয়া এই দৃষ্টান্ত লওয়া হইয়াছে। আত্মা সর্ব্বদাই এক, কেবল শিষ্যের বোধের জন্য চারি পাদ্ কল্পনা করা হয় মাত্র। তবেই বলিতে হয় আত্মা একই সময়ে তুরীয়, সুষুপ্তি, নিদ্রা ও জাগ্রৎ এই চারি অবস্থায় বিরাজ করেন। সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় যিনি তাঁহাকে মানুষ কি দিয়া বুঝিবে? মনের সে শক্তি কোথায় যে শক্তি দ্বারা জাগিয়াও সুষুপ্ত থাকা যায়? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সমকালে ইহা কি মানুষের বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়? বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করা যায় না সত্য কিন্তু সাধনা দ্বারা ইহা ধরা যায়। যাঁহারা কিছু কিছু প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করেন, তাঁহারাও অনুভব করিতে পারেন যে জ্যোতির মধ্যে থাকিয়াও, কূটস্থ হইতে একক্ষণও বহির্ম্মুখ না হইয়াও লোকের সঙ্গে কথা কহা যায়, হস্ত পদাদি দ্বারা সকল কর্ম্মই করা যায়। মনকে একস্থানে রাখিয়া শরীর দিয়া সকল কর্ম্ম করা যায়। সাধকের দ্বারা শত শত কর্ম্ম হয়—যাহা শুধু পুস্তক আলোচনায অতি বিরুদ্ধ বলিযা বোধ হয়। মৃত্তিকার মধ্যে কত

দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থান করা যায় ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। মন ও বুদ্ধির নিয়ম আপন আপন সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারেনা, কিন্তু সাধনা দ্বারা মন ও বুদ্ধির নিয়মকে অতিক্রম করা যায়।

বলিতেছিলাম ঈশ্বরকে জানিতে হইলে শুধু পুস্তক পাঠে কুলাইবে না, সাধনা বিশেষ ভাবে চাই। মনে করা হউক ঈশ্বর ত সর্ব্বজীবের অন্তরে থাকেন, বাহিরেও থাকেন। তিনি সকলের অন্তর্যামী, অন্তর সংযমন করেন। তিনি সকলের দ্রষ্টা ও সাক্ষী। এক ক্ষণকালে জগতে কত প্রকার কার্য্য হইতেছে, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, শীত, গ্রীষ্ম কতই বিরুদ্ধ ব্যাপার এক সময়েই হইতেছে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী বলিয়া এক সময়েই জন্ম ও মৃত্যুর সুখ দুঃখ দেখিতেছেন, হাসি কান্নার এক সময়েই সাক্ষী। মানুষ বলে এক সময়ে দুইটি বিপরীত ধর্ম্মের অনুভব করা মনের সাধ্যাতীত। মানুষের সাধ্যাতীত যাহা, তাহা আত্মার সাধ্যাতীত নহে। কেহ বলেন ঈশ্বর ত দেশ কালের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ নহেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলা ভুল। ঈশ্বর না বলিয়া এখানে ব্রহ্ম বলাই ভাল। কিন্তু শাস্ত্র বলেন সর্ব্ব বলিয়া যখন কিছু থাকে—সেই সর্ব্ব তাঁহার এক দেশে মাত্র উঠে বলিয়া তিনি সর্ব্বব্যাপী। যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে না, তখন তিনি আপনি আপনি। ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বের বাহিরে আপনি আপনি, সেইরূপ তিনি ঈশ্বর হইয়া সর্ব্বকে ক্রোড়ীভূত করিয়াই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বনিয়ামক। তিনি নির্গুণও বটেন আবার গুণময়ী প্রকৃতিকে লইয়া তিনি সগুণও বটেন, আবার তিনি আত্মাও বটেন এবং অবতারও বটেন। তিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা।

শুধু কি তাই? তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে যাঁহারা লক্ষ্য করেন তাঁহারা বলেন তিনি যখন সন্মাত্র তখন তিনি তুর্য্যাতীত। যখন তিনি চিন্মাত্র তখন তিনি তুরীয়। এই চিতের দুই স্বভাব। একটি অস্পন্দ স্বভাব, এই স্বভাবেই তিনি তুরীয়। চিতের আর একটি স্বভাব আছে তাহা তাঁহার স্পন্দ স্বভাব। এই স্বভাবে, চিৎ, চেত্যতা

বা বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন—বহির্ম্মুখতার জন্য সৃষ্টি হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

শুদ্ধ আত্মা নিত্য তৃপ্ত ইব শান্তসমন্বিতঃ।
অপশ্যন্ পশ্যতীবেমং চিত্তাখ্যং স্বপ্নবিভ্রমম্॥
সংস্থতির্জ্জাগ্রদিত্যুক্তং স্বপ্নং বিদুরহঙ্কৃতিম্।
চিত্তং সুষুপ্তভাবঃ স্যাৎ চিন্মাত্রং তুর্য্যমুচ্যতে॥
তুর্য্যাতীতং পদং তৎ স্যাৎ তস্থোভূয়ো ন শোচতে॥

আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ। প্রশ্নকর্ত্তার সংশয়ের সমস্ত কারণগুলি দেখাইবার স্থান আমরা করিতে পারিব না। তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে সকল যুবক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য দর্শন-শাস্ত্র পড়েন তাঁহাদের মনে বহু সন্দেহ দেখা যায়। বিশেষতঃ ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া যাঁহারা ঋষিগণের কথা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইংরাজী যুক্তিগুলি যেমন বুঝেন আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রগুলির ইংরাজী তরজমা পড়িয়া ঋষিদিগের সিদ্ধান্ত আদৌ বুঝিতে পারেন না। দুই একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। ইংরাজীতে Dualism, Materialism. Idealism, Deism, Pantheism. Panentheism প্রভৃতি কত মতই যে নিত্য উঠিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। ইংরাজীপড়া যুবকেরা এবং তাঁহাদের অধ্যাপকগণের অধিকাংশই মনে করেন বেদের শিক্ষাটি হইতেছে Pantheism. তাঁহাদের এই ভ্রমসিদ্ধান্তের কারণ হইতেছে ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অথবা মাণ্ডূক্যশ্রুতির সর্ব্বং হ্যেতৎ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থে ঋষিগণ ইহা বলেন নাই যে গাছটি ব্রহ্ম, পাথরটি ব্রহ্ম, কুকুরটি ব্রহ্ম, গর্দ্দভটি ব্রহ্ম। কেননা, তাঁহারা দেখেন ব্রহ্ম জড় পদার্থ নহেন, তিনি চিৎ পদার্থ। সর্ব্ব বলিয়া, জগৎ বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মের উপরে ব্রহ্মের আত্মশক্তি যে মায়া তাহা দ্বারাই ভাসিয়াছে। জগৎ যাহা তাহা মায়িক। জগৎ ব্রহ্মসত্তা

মাত্রাত্মক। ইহার নিজের অস্তিত্ব অবধি নাই। ব্রহ্মসত্তা অবলম্বন করিয়াই ইহা ভাসিয়াছে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থে তাঁহারা বলিতে-ছেন, সর্ব্ব বলিয়া যাহা তুমি দেখিতেছ তাহা অজ্ঞানেই দেখিতেছ। কিন্তু সর্ব্ব বলিয়া যাহা কিছু তাহার বাস্তব সত্তা নাই। যেমন তরঙ্গকে জল ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না, সেইরূপ এই ব্রহ্মই অজ্ঞানীর চক্ষে জগৎরূপে ভাসেন মাত্র। ফলে অজ্ঞানীই রজ্জুকে সর্পরূপে দেখে। রজ্জু সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানেই রজ্জুটি সর্পরূপে দেখা হয় কিন্তু জ্ঞানে বুঝা যায় সর্প আদৌ নাই, রজ্জুই আছে। জগৎটা ভ্রমজ্ঞানে আছে, অজ্ঞানীর কাছে আছে, জ্ঞানে ইহা নাই কিরূপে ইহার তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা মাণ্ডূক্য উপনিষদের শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের বৈতথ্য প্রকরণ পড়িয়া দেখিবেন, সঙ্গে সঙ্গে যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের অন্ততঃ উৎপত্তি-প্রকরণ দেখিলেই সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন।

ঋষিদিগের সিদ্ধান্তকে ইংরাজী Pantheism নিশ্চয় করিয়া ইঁহারা বলেন সবই যদি ঈশ্বর তবে জীবও ঈশ্বর। তাহা হইলে all the thoughts and actions of men are really those of God। এইভাবে ঋষিদিগের অভিপ্রায়কে বিপরীত ভাবে বুঝিয়া ইঁহারা ভাবেন ঋষিগণের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। সেই জন্য Pantheism ছাড়িয়া ইঁহারা Panentheism ধরেন।

Pantheism হইতেছে all god অর্থাৎ সমস্তই ঈশ্বর আর Panentheism হইতেছে all in god সমস্তই ঈশ্বরের ভিতরে। Panentheismটি বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সদৃশ। সদৃশ বলিতেছি এই জন্য যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে যে অবতারকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহা কিন্তু ইয়ুরোপায় দার্শনিকের মত নহে অথবা আমাদের দেশের ইংরাজীপড়া বহু জনের মত নহে।

ক্রমশঃ।

ওঁ অথ বৈতথ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং প্রকরণম্।

वैतथ्यं सर्व्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः।
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥

স্বপ্নে দৃষ্ট সকল পদার্থই মিথ্যা—বুদ্ধিমান্ জনগণ ইহা বলেন। কারণ স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ সকল বা ভাবসকল অন্তঃকরণে অনুভূত হয় এবং অন্তঃকরণ অতি অল্প পরিসর স্থান মাত্র॥ ১॥

বৈতথ্যং। বিতথস্য ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ। তথাভাবে—একরূপে যাহা থাকে না তাহা বিতথ। বিতথের ভাব হইল বৈতথ্য। বৈতথ্য মানে অসত্যত্ব। কস্য বৈতথ্যং? সর্বেবষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভাবানাং পদার্থানাং বৈতথ্যং। কাহার অসত্যত্ব? না বাহিরের হস্তী, পর্ব্বতাদি পদার্থের এবং আধ্যাত্মিক কাম ক্রোধ, সুখ দুঃখাদি পদার্থের মিথ্যাত্ব। স্বপ্ন। স্বপ্নে উপলভ্যমানানাম্ পদার্থানাং বৈতথ্যং আহুঃ কথয়ন্তি। স্বপ্নে উপলভ্যমান হস্তী পর্ব্বতাদি বাহিরের পদার্থের এবং সুখ দুঃখাদি আধ্যাত্মিক পদার্থের মিথ্যাত্ব বলেন। কাহারা বলেন—একথা? মনীষিণঃ প্রমাণকুশলাঃ। শ্রুতিপ্রমাণ প্রয়োগে পারদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা বলেন, স্বপ্নে উপলভ্যমান পদার্থ সকল—ভিতরের হউক বা বাহিরের হউক—সকলই মিথ্যা। কি জন্য মিথ্যা বলেন? "অন্তঃস্থানাত্তু ভাবাঃসংবৃতত্বেন হেতুনা"। অন্তঃস্থানাৎ অন্তঃশরীরস্য মধ্যে স্থানং যেষাং। তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বত-হস্ত্যাদয়ঃ; ন বহিঃ শরীরাৎ; তস্মাৎ তে বিতথা ভবিতুমর্হন্তি। শরীরের মধ্যে স্থান ইহাদের। পর্ব্বত, হস্তী প্রভৃতি পদার্থ সমুদয় শরীরের ভিতরে অনুভূত হয়, শরীরের বাহিরে অনুভূত হয় না। সেই জন্য ইহারা মিথ্যা।

নন্বু অপবরকাভ্যন্তরুপলভ্যমানৈর্ঘটাদিভিরনৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংবৃতত্বেন হেতুনেতি। অন্তঃসংবৃতস্থানাদিত্যর্থঃ। ন হ্যন্তঃ সংবৃতে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ব্বতহস্ত্যাদীনাং ভাবোঽস্তি। ন হি দেহে পর্ব্বতোঽস্তি।

আবরণের ভিতরে অনুভূত হইলেই কি বস্তুটি মিথ্যা হয়? বস্ত্রাদি বা গৃহাদি আবরণের ভিতরে অনুভূত ঘটাদি পদার্থ কি মিথ্যা? কোন দৃশ্যপদার্থ অপর পদার্থের ভিতরে অনুভূত হইলেই যদি ঐ দৃশ্য বস্তুটী মিথ্যা হয়, তবে গৃহমধ্যস্থিত ঘট বা বস্ত্রাচ্ছাদিত পটও ত মিথ্যা। ইহাতেও অনৈকান্তিকত্ব দোষ আসিতেছে। অর্থাৎ ঐ যুক্তিটি ব্যভিচারী হইতেছে। এই শঙ্কার সমাধান জন্য বলিতেছেন "সংবৃতত্বেন হেতুনা"। শরীরের অন্তরটি ত সঙ্কুচিত স্থান। নাড়ী সকল দেহের অন্তরকে আবরণ করিয়া আছে। ইহাদের ভিতরে পর্ব্বত-হস্তি প্রভৃতির স্থান কিরূপে হইবে? শ্রুতি বলেন--

"যা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাণিম্নাতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি। একগাছি কেশের সহস্র ভাগ প্রমাণ অতি সূক্ষ্ম নাড়ী। ইহা হইতেছে স্বপ্নরূপ ভ্রান্তিদর্শনের স্থান। তাহার ভিতবে পর্ব্বত-হস্তী প্রভৃতির স্থান হইবে কিরূপে? এজন্য স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ আপনার অবস্থিতির স্থান পায় না। অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম নাড়ীতে স্বপ্ন হয়, সেখানে বাহিরের পরমাণুর পর্য্যন্ত স্থান হয় না, তবে সেখানে বাহিরের পর্ব্বত সাগর ইত্যাদি আঁটিবে কিরূপে? স্বপ্নে অনুভূত পদার্থ সমূহের মিথ্যাত্ব রজ্জুসর্পাদিবৎ অসত্য।

স্বপ্নে উপলভ্যমান পর্ব্বত-হস্তী ইত্যাদি যেমন মিথ্যা, সেইরূপ স্বপ্নে উপলভ্যমান কাম ক্রোধ, সুখ দুঃখাদিও মিথ্যা ॥ ১ ॥

স্বপ্নদৃষ্ট যাহা কিছু পদার্থ সমস্তই মিথ্যা কারণ তাহারা দেহের মধ্যেই দেখা যায় কিন্তু দেহমধ্যস্থান বা হৃদয় সঙ্কুচিত। গিরি সমুদ্রাদির ঐ সঙ্কুচিত স্থানে স্থিতি অসম্ভব। এই শ্লোকে এই বলা হইল। আচ্ছা যদি বলা যায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেহের মধ্যে দেখা যায়

না ; কিন্তু বস্তু সকল যে যে দেশে থাকে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নদর্শন-কালে সেই সেই দেশে গমন করে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেশান্ন পশ্যতি।
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥

অল্প সময় বলিয়া দেহের বাহিরে গিয়া পুরুষ স্বপ্ন দেখে না। জাগরিত হইয়াও স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নদর্শন দেশে থাকে না ॥ ২ ॥

ন দেহাৎ বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। দেহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া, দেশান্তরে যাইয়া পুরুষ স্বপ্ন দর্শন করে না। কুতঃ? কেন যায় না? কালস্য অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্যাল্পত্বাৎ। বহু-কালগম্য দেশস্থং শয়নানন্তরমেব পশ্যতি যত ইত্যর্থঃ। শয়ন করিবার পরেই যখন, যেদেশে যাইতে বহু দিন লাগে, সেই দেশের বস্তু স্বপ্নে দেখে, তখন ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পুরুষ ঐ দূরদেশে কিরূপে যাইবে? আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—যস্মাৎ সুপ্তমাত্র এব দেহদেশাৎ যোজনশতান্তরিতে মাসমাত্র প্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে। ন চ তদ্দেশপ্রাপ্তেরাগমনস্য চ দীর্ঘকালোঽস্তি। অতঃ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ন স্বপ্নদৃক্ দেশান্তরং গচ্ছতি। শয়নের পরেই নিদ্রা আসিল আর স্বপ্ন দেখা গেল। তন্মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে শত যোজন দূরে—যে দেশে যাইতে গেলে মাসাধিক সময় লাগে, সেই দেশে যেন স্বপ্নদর্শন করিতেছে দেখা যায়। অথচ ঐ দূরদেশে গমন ও সেই দূর দেশ হইতে ফিরিয়া আসার উপযুক্ত দীর্ঘকাল ত নাই। এইজন্য বলিতে হয় উপযুক্ত দীর্ঘকালের অভাব হেতু স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ দূরদেশে গিয়া স্বপ্ন দেখিয়া আসে না, দেহের মধ্যে থাকিয়াই স্বপ্ন দেখে। (কিঞ্চ) প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শন দেশে ন বিদ্যতে। যদি চ স্বপ্নে দেশান্তরং গচ্ছেৎ, যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ, তত্রৈব প্রতিবুধ্যেত। ন চৈতদস্তি। রাত্রৌ সুপ্তোঽহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি, বহুভিঃ সঙ্গতো ভবতি, যৈশ্চ সঙ্গতঃ, স তৈর্গৃহ্যেত,

ন চ গৃহ্যতে। গৃহীতশ্চেৎ "ত্বামদ্য তত্রোপলব্ধবন্তো বয়ম্" ইতি ব্রূয়ুঃ; ন চৈতদস্তি। তস্মান্ন দেশান্তরং গচ্ছতি স্বপ্নে ॥ ২ ॥

আরও দেখ জাগরিত হইয়া স্বপ্নদ্রষ্টা কোন পুরুষ স্বপ্নদর্শন দেশে ত আর থাকে না। যদি স্বপ্নে দেশান্তরে যাইত তবে যে দেশে স্বপ্ন দেখিতেছে সেই দেশে সে জাগিত—কেননা এক মুহূর্ত্তেই ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ফিরিয়া আসিবার সময় কোথায়? তবেই বলিতে হয় যে দেশে স্বপ্ন দেখিতেছে সেই দেশে জাগে না।

আরও দেখ রাত্রিতে নিদ্রা গেল কিন্তু দিনের বেলায় যেন পদার্থ সকল দেখিতে লাগিল অর্থাৎ সূর্য্যাদি পদার্থ দেখিতে লাগিল;—দিনের বেলাতে যেন বহু লোকের সহিত মিলিত হইল। যাহাদের সঙ্গে স্বপ্নে দেখা হইল—যদি সত্য সত্যই দেখা হইত তবে তাহারাও বলিত দেখা হইয়াছে, কিন্তু তাহা ত হয় না। এসব লোকের সঙ্গে যদি সত্য সত্যই দেখা হইত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিত যে আমরা আজ অমুক লোককে এই দেশে দেখিয়াছি। তাহা ত হয় না। এ সমস্ত কারণে বলিতে হয় স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নে দেশান্তরে যায় না ॥ ২ ॥

অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্ব্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩ ॥

[স্বপ্নদৃষ্ট] রথাদির অভাবও ন্যায়পূর্ব্বক [যুক্তিসিদ্ধ] ইহা শুনা যায়। সেই হেতু স্বপ্নবিষয়ে প্রাপ্ত যে মিথ্যাত্ব, সেই মিথ্যাত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নে দৃষ্টানাম্ রথাদীনাম্ অভাবশ্চ মিথ্যাত্বমপি ন্যায়পূর্ব্বকং যুক্তিসিদ্ধং শ্রূয়তে। "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিঃ। তেন হেতুনা অন্তঃস্থান সংবৃতত্বাদি হেতুনা প্রাপ্তং বৈ সিদ্ধমেব স্বপ্নে বৈতথ্যং মিথ্যাত্বং শ্রুত্যাপি প্রকাশিতমুক্তমিত্যাহুঃ কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সমস্তই মিথ্যা। “সেখানে (স্বপ্নে) রথ নাই, রথে যোজনা করা যায় এমন অশ্বচক্রাদিও নাই আর রথ চলিবার পথও নাই।” ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে রথাদির অভাব যে ন্যায়পূর্ব্বক—যুক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করা যাইতেছে। অতএব বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্—অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার শরীরমধ্যে অতি সূক্ষ্ম নাড়ীতে স্থানাভাব হেতু কেবল স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট সমস্তই মিথ্যা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি আত্মা যে স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ তাহার প্রতিপাদন জন্যই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সত্য কোন্ বস্তু এবং মিথ্যাই বা কোন্ পদার্থ ইহা জানা না থাকিলে, মিথ্যা বস্তু ত্যাগ করিয়া সত্য বস্তু লইয়া থাকা যাইবে না; সেই জন্য স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু বা ভাব যে মিথ্যা তাহার যুক্তি দেখান হইল। এখন জাগ্রৎকালে আমরা যাহা দেখি তাহা কতদূর সত্য তাহার বিচার দেখান হইতেছে।

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্।
যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥

যে হেতু অন্তঃকরণে থাকে বলিয়া পদার্থ সকলের মিথ্যাত্ব, সেই হেতু জাগ্রৎকালেও মিথ্যাত্ব বলা হইতেছে। যেমন জাগ্রৎকালে, সেইরূপ স্বপ্নকালেও। কেবল স্বপ্নকালে কল্পিত বস্তু সঙ্কুচিত স্থানে থাকে কিন্তু জাগ্রতে বস্তু সকল যেন কল্পিত নহে, যেন সত্য সত্যই বাহিরে আছে মনে হয়—এই মাত্র প্রভেদ ॥ ৪ ॥

ভেদানাং দেহাদি পদার্থানাং তু পুনঃ অন্তঃস্থানাৎ দেহাদি পদার্থানাং মনোময়ত্বেন অন্তঃস্থানাদেব হেতুনা বৈতথ্যং। তস্মাৎ স্বপ্নদৃষ্টস্য মিথ্যাত্ব সিদ্ধের্হেতো'র্যথা তত্র স্বপ্নে তথা জাগরিতেঽপি স্মৃতং বৈতথ্যমুক্তং।

যথা তত্র জাগরিতে তথা স্বপ্নে। কেবলং সংবৃতত্বেন হেতুনা

ভিদ্যতে। অন্তঃস্থানাৎ সংবৃতত্বেন চ স্বপ্ন-দৃশ্যানাং ভাবানাং জাগ্র-দৃশ্যেভ্যো ভেদঃ। দৃশ্যত্বমসত্যত্বঞ্চাবিশিষ্টমুভয়ত্র।

ন চৈতাবতা জাগ্রৎস্বপ্নাঽভেদঃ। স্বপ্নেহি সংকুচিতপদার্থদেশত্বেন ভেদোঽস্তি জাগ্রদ্দেশাস্তু তৎতৎপদার্থোচিত বৈতথ্যেন কল্পিতা ইতি ভাবঃ॥ ৪॥

স্বপ্নকালে বস্তু সকল অন্তঃকরণে থাকে এজন্য মিথ্যা। যে যুক্তিতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা, সেই যুক্তিতে জাগ্রৎকালেও যাহা দেখা যায় তাহাও মিথ্যা। জাগ্রৎকালে যাহা দেখা যায় তাহা যে মিথ্যা সেইটিই যুক্তি দিয়া দেখানই হইতেছে প্রতিজ্ঞা।

স্বপ্নেও পদার্থ সকলকে দেখা হয়, জাগ্রতেও দেখা হয়। স্বপ্নে দৃশ্য পদার্থের মিথ্যাত্ব দেখান হইয়াছে। কোন্ যুক্তিতে মিথ্যা বলা হইয়াছে? দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম নাড়ী। সেই নাড়ীর মধ্যে যে স্থান তাহা নিতান্ত সঙ্কুচিত—তাহাতে কোন বস্তুর স্থিতি অসম্ভব। সেই জন্য বলা হইতেছে স্বপ্নে যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রান্তি মাত্র। মনে হয় যেন পদার্থ সকল দেখিতেছি ইহা কিন্তু মনের কল্পনা মাত্র এই জন্য, বলা হইতেছে ভ্রান্তি। এখন বিচার কর জাগ্রৎকালেও যাহা দেখা যায় তাহাও ত ভিতরেই দেখা যায়। কিন্তু অন্তঃকরণে বাহিরের পর্ব্বত বা সমুদ্রের অবস্থানের স্থান কোথায়? তবে জাগ্রৎকালে ভিতরে যাহা দেখা যায় তাহা কি? বলিতে হইবে তাহাও কল্পনা তাহাও ভ্রান্তি।

স্বপ্নজাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা॥ ৫॥

স্বপ্নে দৃষ্ট ও জাগ্রতে দৃষ্ট বস্তু সকল যে এক তাহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হেতুবলেই উভয়কালে দৃষ্ট বস্তুই সমান।

প্রসিদ্ধং মিথ্যাত্বং জাগ্রৎ স্বপ্ন পদার্থানামিতি সমত্বাৎ জাগ্রৎ স্বপ্না-বেকমাহুঃ॥

জাগ্রৎকালের বস্তু ও স্বপ্নকালের বস্তু—ইহাদের যাহাই কেন ভেদ থাকুক না, ইহারা উভয়েই দৃশ্য বস্তু। এই দৃশ্যতারূপ প্রসিদ্ধ হেতুবলেই ইহারা সমান। এই জন্য মননশীল বিবেকিগণ বলেন—জাগ্রৎস্থান ও স্বপ্নস্থান উভয়ই তুল্য।

জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নকালে বর্ত্তমান পরস্পর বিভিন্ন বস্তু সকলের গ্রাহ্য ভাব ও গ্রাহক ভাব সমান। ইহারা উভয়েই দৃশ্য পদার্থ। এই দৃশ্যতা রূপ হেতু দ্বারাই ইহারা মিথ্যা।

শিষ্য। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে কল্পনা মাত্র তাহা বুঝিতে ক্লেশ নাই। কারণ স্বপ্ন দেখা ভাঙ্গিলেই আর কিছুই দেখা যায় না। জাগ্রৎ-দৃষ্ট বস্তুর অনুভবটি না হয় স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মত হইল কিন্তু লোকে অনুভব করুক বা না করুক, জাগ্রৎ-দৃষ্ট বস্তুর তিরোভাব ত স্বপ্নদর্শনের মত নহে। আরও এক কথা একজনের স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ অন্যে দেখে না, কিন্তু একজনের জাগ্রতে দৃষ্ট বস্তু সকলেই দেখিতে পারে।

আরও দেখুন জাগ্রতে দৃষ্ট বস্তু কোন এক দেশে এবং কোন এক কালে অবস্থান করে, কিন্তু অন্তরে যাহা অনুভূত হয় তাহা কোন দেশে থাকে না কিন্তু কালে থাকে। তবে কিরূপে বলা যাইবে স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর মত জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুও মিথ্যা?

আচার্য্য। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা" এই শ্লোকের অবতারণা এই জন্য।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥ ৬॥

আদি বিষয়ে ও অন্ত বিষয়ে যাহা নাই, তাহা বর্ত্তমানেও সেইরূপ নাই। মিথ্যার সদৃশ হইয়াও ইহারা অমিথ্যা বা সত্যমত লক্ষিত হয়॥ ৬॥

যৎ আদৌ অন্তে চ নাস্তি মৃগতৃষ্ণিকাদি তৎ মধ্যেঽপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে। অথবা যৎ রজ্জুসর্পাদি পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ ন ভবতি তৎ-

প্রতীতি কালেপি তথা নাস্ত্যেব। ঈদৃশা এব তু জাগ্রৎপদার্থা অপি। ইমে জাগদ্দৃশ্যা ভেদাঃ আদ্যন্তয়োরভাবাদ্ বিতথৈরেব মৃগতৃষ্ণিকাদিভিঃ সদৃশত্বাৎ বিতথা এব ; তথাপি অবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনাত্মবিদ্ভিঃ জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থাঃ সত্যা ইব প্রতীয়ন্তে এতদপি মিথ্যামাত্রে সমানমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

শিষ্য। জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ যে মিথ্যা তাহা ভাল করিয়া বলুন।

আচার্য্য। জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ ত মানুষ অনুভব করে। পদার্থগুলিই ত অন্তঃকরণে উপস্থিত হয় না ? বাহিরের পর্ব্বতাদি বক্ষের মধ্যে আঁটিবে কিরূপে ? বাহিরের বস্তু কল্পনারূপে হৃদয়ে অনুভূত হয়। এই জন্য এই অনুভব স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের অনুভবের মত মিথ্যা। কিন্তু তুমি প্রশ্ন করিতে পার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ত কিছুই থাকে না কিন্তু জাগদ্দৃষ্ট পদার্থ ত থাকে এবং সকলেই যখন ইচ্ছা ইহাদিগকে অনুভব করিতে পারে। যে যুক্তিতে ইহারা মিথ্যা তাহা দেখান হইতেছে।

যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি আছে—উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই সকল পদার্থের বর্ত্তমান আকারের অভাব ছিল। আবার উৎপন্ন পদার্থ নষ্টও হয় ইহা দেখা যায়। কাজেই বলিতে হয় উৎপন্ন পদার্থ সকল অন্তের বর্ত্তমান আকারের পরে বর্ত্তমান আকারের অভাব রূপই বটে। এই জন্য আদি ও অন্তে ইহারা মিথ্যা।

আদিতেও যাহা নাই তাহা যে বর্ত্তমানে আছে তাহা কি যুক্তিসিদ্ধ ? মৃগতৃষ্ণিকা বা রজ্জু-সর্পাদি আদিতেও নাই, অন্তেও নাই অর্থাৎ ভ্রম ভাঙ্গিবার পরেও নাই। কাজেই বর্ত্তমানে দেখা গেলেও, বাস্তবিক উহারা নাই। কেবল ভ্রমেই মনে হয় উহারা আছে। যেমন নৌকারোহী ব্যক্তি দেখে যে তীর তরু চলিতেছে বাস্তবিক কিন্তু তীর তরু চলে না—স্থিরই থাকে। তথাপি ভ্রমে মনে হয় যেন তরু ছুটিতেছে। মিথ্যাটা এখানে সত্যবৎ মনে হয়। দৃষ্টবস্তু সকলও মিথ্যা রজ্জুসর্প বা মৃগতৃষ্ণিকার মত মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীয়মান

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, আলোচিত।

"মাতের হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার মাত্রাবন সাধনা এবং বিশ বৎসর কাল-ব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতিশ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী পাঠককে বিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪৷০ টাকা, মোট ১২৷৷০ টাকা। উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ভদ্রা—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য ১০ আনা মাত্র।

কৈকেয়ী—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

গোলাপ গাছ! গোলাপ গাছ!!

এক্ষণে আমাদের নিকট নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপ কলম প্রস্তুত আছে। প্রতি ডজন রকম বা জাতি অনুসারে ৸৹ আনা হইতে ৬৲ টাকা। অন্যান্য ফল ফুলাদির গাছও যথেষ্ট আছে। এরূপ সঠিক গাছ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। উচ্ছে, করলা, কাঁকুড়, কাঁকড়ি, চিচিঙ্গে, ঝিঙ্গে, লাউ, শশা প্রভৃতি শাক সব্জী বীজ ১০ রকম ১০ পেকেট ৷৹ আনা। ফুলের বীজ ১০ রকম ১০ পেকেট ১৲ টাকা।

নুরজাহান নার্সারি।

২ নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা।

ইকনমিক ফার্ম্মেসী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

হেড আফিস,—৯ নং বনফিল্ডস লেন; ব্রাঞ্চ,—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ও ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; এবং ঢাকা ও কুমিল্লা।

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ টিউব শিশিতে ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

কলেরার বাক্স কিম্বা গৃহ চিকিৎসার বাক্স— ঔষধ, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র ও পুস্তক সহ ১১, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০ ও ১০৪ শিশি ২৲, ৩৲, ২॥৹ ৫৶৹, ৬৷৹ ও ১১৷৷৹।

ইংরাজী পুস্তক, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউল, বাক্স ইত্যাদি সুলভ।

ভৈষজ্য-বিধান—হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া (৪র্থ সংস্করণ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা বাঁধান) ১৷৹ আনা। হোমিওপ্যাথিক "পারিবারিক চিকিৎসা" ৭ম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সচিত্র ৩২৮ পৃষ্ঠা (সুন্দর বাঁধান) মূল্য ৷৷৶৹ আনা। ওলাউঠা চিকিৎসা—৪র্থ সংস্করণ ৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৹।

ভৈষজ্য-লক্ষণ-সংগ্রহ—হোমিওপ্যাথিক সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকা প্রায় ২,৪০০ পৃষ্ঠা, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, মূল্য ৭৲ সাত টাকা। বাঁধান ৭৷৷৹ টাকা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

লীলা—লীলা উপন্যাস পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি ২৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দাম আবাঁধাই ১৲, বাঁধাই ১।০। লীলা বশিষ্ঠদেব রচিত উপাখ্যান। আজকাল উপন্যাস-প্লাবিত জগতে কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক উপন্যাস লিখিতেছেন, কিন্তু ভগবান বশিষ্ঠদেবের এই পুস্তকে ও সেই সকলে কত প্রভেদ? পদ্মও ফুল আর শিমূলও ফুল কিন্তু প্রভেদ কত? প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিয়োগ-বিধুরা কত স্ত্রীলোক, শোকদগ্ধ কত মূঢ় পুরুষ মৃতব্যক্তি কোথায় কিভাবে আছে তাহা দেখিবার জন্য যখন ব্যাকুল হয় তখন কেহ কি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারে? বশিষ্ঠদেব দেখাইতেছেন যে, যদি কেহ লীলার মত কার্য্য করিতে পারেন তবে তিনি পারেন। লীলা মৃতস্বামীকে দেখিয়াছিলেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ঋষিগণ গল্প রচনা করিতেন না। যাহা না জানিলে মানুষ পশুত্বের দিকে নামিতে থাকে, যাহা জানিলে সাধন-লভ্য অমৃতের আস্বাদন করিতে করিতে অমরত্বের দিকে চলিতে পারে, ঋষিগণ সকল পুস্তকে তাহারই সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং সাধনা করিতে বলিয়াছেন। লীলাতে ইহজীবনের বিশেষতঃ পরলোকের সকল তত্ত্বই বলা হইয়াছে। এরূপ উপন্যাস অতি বিরল। ইহাতে শিক্ষা আছে, মাধুর্য্য আছে, আর আছে সংশয়শূন্য হইবার কৌশল।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। বিচার চন্দ্রোদয় গ্রহণেচ্ছুগণ কোন প্রকারের বাঁধা বই লইতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইবেন। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২।।০ টাকা অর্দ্ধবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷০ এবং সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড়, বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে, ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই হইয়া ইহা শ্রীগীতার অনুরূপ সুন্দর হইয়াছে।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রী লোকেরাও সাধনার উপাদান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থ আমরা হিন্দুর ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যালীলা—১৲, (২) উচ্ছ্বাসঃ—৸০, (৩) লক্ষ্মীরাণী—১।।০, (৪) লোকালোক—১৲, (৫) আহ্নিকম্—৷৷০। শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু প্রণীত সদ্গুরু-লীলা –২৲। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্র প্রণীত (১) শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়—।০, (২) নিবেদন—।০।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA. IN ENGLISH RHYME.

"Highly praised by Eminent oriental Scholars. Price Rs. 3.

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

উৎসব।

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

১৩শ বর্ষ। } সন ১৩২৫ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা।

বর্ষ শেষে—নূতন আয়োজন।

১৩২৫ বৎসর শেষ হইতে চলিল। এই বৎসরের এখন শেষ মাস। নূতন বৎসর আসিতেছে। এখন হইতে নূতন বৎসরের জন্য আয়োজন করি এস।

কি হইবে জীবন লইয়া যদি এই জীবনে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত হইবার কিছু না করা যায়? যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রাণপণ না করা যায়? কি তাঁহার প্রিয়কার্য্য যদি জিজ্ঞাসা করি তবে কি উত্তর পাই? নিজের মন গড়া কোন কিছুকে তাঁহার প্রিয়-কার্য্য বলা যায় না। ঐ যে তোমার মনে যাহা উঠিল তাহাকেই বলিবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য ইহা বড়ই ভ্রান্তি। তোমার মনে যাহা উঠিতেছে তাহাই যে তিনি তোমায় করিতে বলিতেছেন—ইহা বুঝিলে কিরূপে? তোমার মনের কথাই যে ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা প্রমাণ কর কিরূপে? বিশ বৎসর বয়সে তুমি ঈশ্বরের যে বাণী পাইয়াছিলে, ত্রিশ বৎসর বয়সে তাহার বিপরীত বাণী পাইলে।

ঈশ্বরের বাণী যাহা তাহা সত্য—তাহা চিরদিনই এক থাকিবে। ঈশ্বরের বাণী যে পায় তাহার কি আবার মতের পরিবর্ত্তন হয়? ছাড় এই ভ্রান্ত বিশ্বাস। তোমার ব্যভিচারী মন ঈশ্বরের বাণী কখনও পায় নাই, পাইতেও পারে না। তুমি যদি তোমার মনকে সত্য সত্য শ্রীভগবানের চরণসরোজে স্থির করিতে পারিতে তবে ইহা "মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার" হইয়া যাইত। তখন তোমার মন আর কিছুই চিন্তা করিতে পারিত না শ্রীগীতা যে অবস্থাকে বলেন "আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" তাহাই তোমার হইত। তোমার সমাধি হইত। যাঁহারা সমাধি করিতে পারেন তাঁহারাই ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পান। তুমি আমি যদি আমাদের মনের বাণীকেই ঈশ্বরের বাণী বলিতে চাই তবে আমরা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

তাঁহার প্রিয়কার্য্য তিনি আপনই প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা "বড় আমির" দেখা পাইয়াছেন, যাঁহারা "ছোট আমিকে" "বড় আমির" অধীনে আনিবার সাধনা করিয়াছেন তাঁহারই তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়াছিলেন ঋষিগণ, ঋষিগণই শাস্ত্রে তাঁহার প্রিয়কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ঋষিগণ প্রায় সময়েই শ্রীভগবানকে তাঁহার প্রিয়কার্য্য কি তাহা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছেন।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত", ইহা তাঁহার প্রিয়কার্য্য। "আহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইহা তাঁহার প্রিয়কার্য্য। "আচারহীনং ন পুনন্তিবেদাঃ" ইহা তাঁহার প্রিয়কার্য্য। প্রতিদিন সন্ধ্যা করা; সাত্বিক অন্নাদি আহার করা, আচার পালন করা এইগুলি তোমার উপর তাঁহার আজ্ঞা। আচার্য্য দেবোভব—পিতৃদেবোভব—মাতৃদেবোভব—এইগুলিও তোমার উপর তাঁহার আজ্ঞা। আত্মোদ্ধারের আজ্ঞাগুলি যেমন তোমাকে অবশ্য পালন করিতে হইবে সেইরূপ পরোপকারও তোমায় করিতে হইবে ইহাও তাঁহার আজ্ঞা। আপনার নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ আপনাকে মোক্ষপথে পরিচালন ও এবং জগৎচক্র মত চলা এই দুইটি সমকালে করিতে হইবে। ইহাই

তাঁহার প্রিয়কার্য্য। একটি বাদ দিয়া অপরটি মাত্র ধরা ইহা তাঁহার প্রিয়কার্য্য নহে। আত্মকর্ম্ম ও লোকহিতকর কর্ম্ম সমকালে করিতে যদি পার তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার পথে চলিতেছ জানিও নতুবা নহে। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বশাস্ত্রেই তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন আবার তিনি নিজে আচরণ করিয়া তোমর আমার মত মূঢ়জনকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তুমি তোমাকে যদি তোমার মনের মত গড় তবে তুমি ভ্রান্ত। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যাঁহারা প্রাণপণ করেন তাঁহারাই তাঁহাদের মনকে তাঁহার আদেশ মত গঠন করিয়া সমকালে নিজের হিত ও জগতের হিত সাধন করিতে পারেন। নতুবা নিজের ব্যভিচারী মনের আজ্ঞা শুনিয়া যদি কেহ মনে করে শ্রীভগবানের প্রিয়কার্য্য করিতেছি, এরূপ ব্যক্তি যে অতিশয় ভ্রান্ত সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।

তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—এই ক্রিয়াযোগ তোমায় প্রথমেই করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়াযোগের অঙ্গ-রূপে লোকহিতকর কর্ম্মও করিতে হইবে। এইজন্যই ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম হইতেছে অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ ইত্যাদি। এই তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যাঁহারা যত্ন করেন তাঁহারাই জানেন সমকালে আত্মোন্নতি ও পরের উন্নতি কোন্ বস্তু এবং কেমন করিয়াই বা ইহা হয়। কাজেই শাস্ত্র তোমাকে মানিতেই হইবে। "বড় আমির" শাসন বাক্যই ঈশ্বরের শাসন বাক্য। ইহাই শাস্ত্র। নতুবা ব্যভিচারী বিষয়লোলুপ "ছোট আমির" চারুবাক্য পালন করিয়া যদি মনে কর ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতেছি তবে তুমি ঠিকপথে চলিতেছ না। ইহা সত্য। তাই বলিতেছি নিজের মনগড়া কার্য্যকে তাহার প্রিয় কার্য্য মনে করা বাতুলতা মাত্র।

নূতন বৎসরে কি ভাবে চলিতে হইবে তাহা পরে বলা যাইতেছে এক্ষণে একটু বর্ষ শেষের কথা বলিতে চাই।

২

যাঁহার প্রশাসনে বর্ষ আইসে বর্ষ নিয়মমত নিজের কার্য্যগুলি সম্পাদন করে শেষে নূতনকে ডাকিয়া দিয়া পুরাতনকে নূতনে মিশাইয়া আপনাকে নূতন করিয়া আবার প্রবাহ তুলে বলিতেছি যাঁহার প্রশাসনে এই হয় তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি।

ফাল্গুন ও চৈত্র বসন্তকাল। এই কলিকাতার মত সহরেও কোথাও কোথাও যদি এক অতি সুন্দর গন্ধ কাহারও আগমন জানাইয়া দেয় তবে না জানি পবিত্র বনভূমিতে তাঁহার সাড়া যে কতরূপে পাওয়া যায় তাহা আর মুখে বলার কোন প্রয়োজন থাকে না।

পুণ্য চৈত্র মাসের কথা বলিতেছি এই শিবরাত্রির দিনে। এই পুণ্যদিনগুলি কত শুভ যে আনয়ন করে তাহা যাঁহারা একটু জাগ্রত তাঁহারা অনায়াসেই ধরিতে পারেন।

এক একটী পর্ব্বদিনে যেন আমরা কোন এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করি। আজ এই শিবরাত্রির দিনে অন্তরাকাশে কৈলাস পর্ব্বতের মনোহর দৃশ্য খুলিয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যার পরে আপনা হইতেই মনে ভাসিতেছে

কৈলাসাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপাঠে
সংবিষ্টং ধ্যাননিষ্ঠং ত্রিনয়নমভয়ং সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
দেবী বামাঙ্গসংস্থা গিরিবরতনয়া পার্ব্বতী ভক্তিনম্রা
প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং বাক্যমানন্দকন্দম্॥

কৈলাস পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে রবিশতবিমল মন্দির—এ মন্দির কেমন জ্যোতির্ম্ময়! কখন ত চক্ষে দেখিলাম না শুধু কল্পনায় ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলাম। সেই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মন্দিরের মধ্যে রত্নপাঠ। সেই রত্নপীঠে শত শত সিদ্ধপুরুষেরা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা সেবা করিতেছেন। কাহার সেবা করিতেছেন তাঁহারা? ধ্যাননিষ্ঠ ত্রিনয়নের সেবা তাঁহারা করিতেছেন। তাঁহার বামভাগে গিরিবর

তনয়া দেবী পার্ব্বতী। ভক্তিনম্রা পার্ব্বতী দেবী ধ্যাননিষ্ঠ ত্রিপুরারিকে যেন কি বলিতেছেন।

ধ্যাননিষ্ঠ ত্রিনয়ন কেমন? আয়ত তিন চক্ষু কি তিনি মুদ্রিত করিয়াই ধ্যাননিষ্ঠ ছিলেন, না জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি চক্ষু সেই তুরীয়ের প্রসারিতই ছিল? তিনি আপন স্বরূপে, আপন তুরীয় অবস্থাতে থাকিয়াও জাগ্রৎ চক্ষুতে স্থূল জগৎ দেখিতেছেন, স্বপ্ন চক্ষুতে সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতেছেন আবার সুষুপ্তি চক্ষুতে আপনার উপরে অজ্ঞানের একটি পরদা টানিয়া স্বয়মন্য ইবোল্লসন্ হইয়া যেন এক হইয়াছিলেন। আপনাকে আপনি সর্ব্বদা জানিয়াও যেন আপনি অন্য কেহ এই দেখাইতেছিলেন। এই দেবাদিদেব কেমন? আজ শিবরাত্রির দিনে বুঝি তাঁহাকেই চিন্তা করিতে হয়। এস এস আজ আমরা তাঁহার কাছেই প্রকৃষ্টরূপে নত হই যিনি

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ব্যাপ্যলোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষণোদ্ভাসিতান্ কাম্যজন্যান্।
পিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়া সংখ্যা তুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোস্মি॥

যাঁহার মরণ নাই—যাঁহার জন্ম নাই—যিনি অমৃত, যিনি অজ, সেই পরব্রহ্মকেই ত আমাদের প্রয়োজন। আমরা জনন মরণ হইতে অব্যাহতি লাভ জন্যই এই মনুষ্যদেহ পাইয়াছি। এস এস আমরা সেই পরব্রহ্মকে নমস্কার করি। সেই পরমব্রহ্ম কিরূপ? না যিনি স্থির কি না স্থাবর, চর কি না জঙ্গম এই স্থিরচর—স্থাবর জঙ্গম সমূহ ব্যাপী জ্ঞানরশ্মি—সূর্য্যের রশ্মি বিস্তারের ন্যায়—বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন; যিনি জাগ্রৎকালে স্থূল বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নকালে পুনরায় বুদ্ধিসমুদ্ভাসিত অবিদ্যাকামকর্ম্মজাত সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ ভোগ করেন, যিনি সুষুপ্তিকালে জগতের স্থূল বিষয় এবং স্বপ্নের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ পান করিয়া অর্থাৎ আপনাতে লয় করিয়া—অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কোন বিষয় অনুভব না করিয়া আর কিছু না থাকা জন্য মধুরভুক্ বা

আনন্দভুক্ হইয়া শয়ান থাকেন; যিনি মায়া বা আত্মশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব স্বরূপ আমাদিগকে মায়াকৃত মিথ্যারূপা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করান এবং যিনি মায়াকল্পিত মিথ্যা সংখ্যা যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তাহার সম্বন্ধে তুরীয়—চতুর্থ কিন্তু বাস্তব পক্ষে যিনি সর্ব্ব-সংখ্যার অতীত—যিনি শুদ্ধ আত্মা বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে কোন সংখ্যাই হইতে পারে না—এইরূপ অমৃত অজ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

আজ এই শিবরাত্রিতে যাঁহার নিকটে যাইতে হইবে তিনি ত এই, তিনি কৈলাসাগ্রে রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে পার্ব্বতীর সহিত শিবরাত্রি করিতেছেন; যিনি সদা জাগ্রত তিনি রাত্রি জাগরণ করিতে-ছেন। তুমি আমি উপবাসে শুদ্ধ হইয়া, তাঁহার পূজা করিয়া, তাঁহার কাছে যাইব এই জন্য এই ব্রত। চল তবে যাই চল।

৩

কতক দূর আসিয়া আর ত উঠিতে পারি ন। শ্রীগুরু-প্রদর্শিত মৃণাল-তন্তুর পথে পথে আসিয়া আর পথ পাই না।

আমি কাঁদিতেছি। অতিশয় কাতর হইয়া কতই কাঁদিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি কত জ্যোতির মূর্ত্তি সেই মৃণাল তন্তুর সূক্ষ্ম পথে যাইতেছেন। আহা! কি রূপ ইহাদের! প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে সন্ধ্যা করিতেছিলাম। সম্মুখে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্র দিয়া বাহিরের সূর্য্যরশ্মিকে বড় অপূর্ব্ব আকারে দেখা যাইতেছে। সে যে জ্যোতি তাহা অতি প্রখরও নহে, অতি ম্লানও নহে। যতগুলি মূর্ত্তি আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন—কত দেবতা, কত দেবী—কেহ লোহিত দ্যুতি কেহ শ্যামল দ্যুতি, কেহ শুভ্র দ্যুতি—আহা কি সুন্দর! সবাই চলিয়াছেন সেই শিবরাত্রিতে দেবাদিদেবের নিকটে। আমি দীনহীন কাঙ্গাল—পথের ভিখারী—পথের ধারে কাঁদিতেছি। কেহ কেহ আমারদিকে করুণা-কটাক্ষ করিতেছেন। দয়মান দীর্ঘনয়নে চাহিয়া চাহিয়া যেন কি আশ্বাস দিয়া যাইতেছিলেন; আমি তখন বুঝি নাই পরে কিন্তু বুঝিয়া-

ছিলাম তাঁহাদের করুণা-কঠাক্ষের অর্থ কি? হায়! মানুষ যদি ধৈর্য্য ধরিতে পারে তবে বুঝি সবই পায়।

কত চলিয়া গেল আবার কত আসিল। আমি যে একা, সেই একা। শেষে যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের সঙ্গে একজন। তিনি আমায় দেখিয়া আমার কাছে আসিলেন, আমার হাতে ধরিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—চল। আহা! সে আমার মা। সে আমার আরাধ্যা দেবী।

মা হাতে ধরিলেন আমি বলিতে পারিতেছি না আমার কি হইল। বিদ্যাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বকে যেমন শিবতত্ত্বের কাছে লইয়া যায়, সেইরূপ মা আমার আমাকে শিবরাত্রির শিবসমীপে লইয়া চলিলেন। আহা কি আনন্দ! প্রতি পদক্ষেপে সর্ব্বশরীর আনন্দে ভরিয়া উঠিতে লাগিল আর শ্রোত্র কি এক অপূর্ব্ব স্বরলহরীতে ভরিত হইতে লাগিল তাহা ত বলা গেল না। মনে হইল যেন আমি দেহের ভিতরে বাহিরে রাগ রাগিণীতে ভরিয়া গিয়াছি।

মা আমায় সেই কৈলাসাগ্রে রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে আনিলেন। দেবাদিদেব শীতল হাস্য-সুধায় জননীকে পুলকিত করিয়া রত্নপীঠ ছাড়িয়া মায়ের নিকটে আসিলেন আর গিরিবরতনয়া আমাদের অতি নিকটে আসিলেন। আমার দিকে চাহিলেন—বলিলেন এ? অহো! এই সেই। পার্ব্বতী হাসিলেন মাও হাসিলেন। তাহার পরে যাহা ঘটিল তাহা আর বলা গেল না।

সন্তানের বলাধানে মা যাহা করে ওঁ "যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ" মাতা জগৎ জননী তাহাই করিলেন। হরপার্ব্বতী তখন আর পৃথক্ নাই ইষ্টদেব দেবীর অঙ্গে ইঁহারা মিশিলেন আবার ইষ্টদেবী ইষ্টদেবে মিশিলেন। দেখিতে দেখিতে

> ন জানে ক্ব পলায়ন্তে ধূপদীপাক্ষতাদয়ঃ।
> অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবাবশিষ্যতে॥

তখন "বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ।" এই ভাবে বোধের উদয়ে স্বরূপস্থিতি রহিল। বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে মায়ের কৃপায় আত্মতত্ত্ব শিবতত্ত্বে মিলিয়া স্বরূপবিশ্রান্তিতে পর্য্যবসিত হইল।

শিবরাত্রির দ্বিতীয় প্রহর চলিতেছে ইহা ফাল্গুন ১৩২৫এর কথা কিন্তু শিবরাত্রিতে চৈত্রের রামনবমীর কথা থাকিবে।

যদি শিবতত্ত্বটি বুঝিতে পারা যায়, যদি শিবাতত্ত্বটি বুঝা যায় তবে দেখা যায় যেটি রামতত্ত্ব সেইটিই কৃষ্ণতত্ত্ব সেইটিই শিবতত্ত্ব ; যেটি সীতা তত্ত্ব সেইটিই গৌরীতত্ত্ব সেইটিই রাধাতত্ত্ব।

কৃষ্ণ তত্ত্বটি হইতেছে এই :—

কৃষ্ণং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্॥

যেমন কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহা বলা হইল, সেইরূপ ইহা শিবসম্বন্ধেও খাটিবে, রাম সম্বন্ধেও খাটিবে।

আবার সীতা বা রাধা বা গৌরী ইঁহারা একই। শক্তি যিনি তিনি বলিতেছেন—

মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥
তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ॥

আমরা কস্মিন্‌কালে জড়ের উপাসনা করি না। চৈতন্যই উপাসনার বস্তু। "চৈতন্যং মম বল্লভং"—চৈতন্যই সকল জীবের বল্লভ। জড় কখন হৃদয়-বল্লভ হইতে পারে না। যে নামে তাঁর পূজা করা হউক না কেন, একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারি নাম যাঁহার তিনি চৈতন্য। কৃষ্ণ একটি নাম—এই নামটি কার? যদি বল এই মূর্ত্তিটি কৃষ্ণ। বুঝিলাম মূর্ত্তিটি কৃষ্ণের কিন্তু কৃষ্ণ কে? নামীই কৃষ্ণ বটেন। আর নামীটিই হইতেছেন চৈতন্য। ইনিই আত্মা। এই আত্মারই চারিপাদ। জাগ্রদ্-

পাদ, স্বপ্নপাদ্, সুষুপ্তিপাদ্ ও তুরীয়পাদ্। এই চারিপাদ তিনি সম-কালে। প্রথম তিনটি মায়িক, তুরীয় পাদটি মায়াতীত।

অহো! জীব যদি এইভাবে রাম, শিব, কৃষ্ণকে বুঝে যদি এইভাবে সীতা, গৌরী, রাধাকে বুঝে তবে বুঝি তাহাদের কোন দলাদলি থাকেনা। সকলকে এক বলিয়াও বলিতে পারে—তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।

যার কেন তুমি ভক্ত হওনা, যতক্ষণ তুমি না বলিতে পারিবে রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং; যতক্ষণ না তুমি বলিতে পারিবে মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং ইত্যাদি, ততক্ষণ তুমি ভ্রমনিলয়ে ঘুরিতেছ। তাই বলি নামরূপ, গুণ, কর্ম্ম লইয়া থাকিতে কেহ নিষেধ করেনা কিন্তু কার নাম, কার রূপ, কার গুণ, কার কর্ম্ম ইহা ভাবিতে গেলে বুঝিবে স্বরূপটিই বস্তু। ইনিই চৈতন্য। স্বরূপ না ধরা পর্য্যন্ত দলা-দলি সম্প্রদায় হিংসা দ্বেষ ছাড়িয়া সমভাবাপন্ন হইতেই পারেনা।

৪

নূতন বৎসরের জন্য নূতন আয়োজনের কথা এখন আমরা বলিব। পূর্ব্ব হইতে এই আয়োজনমত কর্ম্ম চলিতে থাকুক—এমন ভাবে চলুক যেন বৎসরের প্রথম দিন হইতে কর্ম্মের আর কোন ঝড়্তি পড়্তি না হয়।

যাঁর সর্ব্বদার কর্ম্ম আছে সেই বুদ্ধিমান্, সেই চতুর, সেই মানুষ, সেই সুখী। সর্ব্বদার কর্ম্ম যাহার আছে সে কখন অলস হইতে পারে না, সে কখন জীবিতোদ্দেশ্য বিফল করে না।

তিন্ বেলা বসা, সর্ব্বদা জপে থাকা—শ্বাসে শ্বাসে জপে থাকা ইহা ভিন্ন স্থায়িভাবে ধর্ম্মজীবন লাভের অন্য উপায় নাই। ইহার সহিত আর একটি নিত্য কর্ম্ম আছে। সেটি হইতেছে নিত্যস্বাধ্যায়।

যাঁহার সময় আছে তাঁহার জন্য পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞানগ্রন্থ এবং অপরাহ্নে ভক্তিগ্রন্থ নিত্য আলোচনা করা আবশ্যক। জ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে উপনিষদ্, শ্রীগীতা, যোগবাশিষ্ঠ, পাতঞ্জল ইহাই যথেষ্ট। ভক্তিগ্রন্থের

মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, শ্রীভাগবত, বৈষ্ণবপদাবলী।

নিত্যক্রিয়াই বল আর নিত্যস্বাধ্যায়ই বল—সকলের সাহায্যে স্মরণটি অভ্যাস করাই চাই। নিত্যস্মরণ যাঁর অভ্যাসে আসিল, তাঁহার আর ভয় নাই। পদাবলী ধরিয়া রস আস্বাদন, সকল প্রকার সাধনাকে সরস করে।

শেষ কথা এই। মানুষ একেবারেই সাধনাপথে অগ্রসর হইতে পারে না। এই জন্য নিত্যকর্ম্মে ও স্বাধ্যায়ে পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রম গঠন করা চাই আর গঠিত স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রমে যোগ দেওয়া চাই। যাঁহারাই স্বধর্ম্মমত কার্য্য করিবেন তাঁহাদেরই উচিত নিজের বাড়ীতে আর পাঁচজনকে লইয়া এক একটি করিয়া শাস্ত্র পাঠ করা এবং আপনার বাসভবনের নিকটে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। পরামর্শ দিয়াও সাহায্য করা যায়—অর্থ দিয়াও হয় শরীর দিয়াও হয়। এই সমস্ত সম্মিলনীতে গুরু পুরোহিতদিগকেও আহ্বান করা কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মভাব সজীব থাকে, তাহার চেষ্টাও করা উচিত। এইরূপ করিলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই প্রসন্ন হইবেন। নিজের ও সমাজের কল্যাণ সমকালে সাধিত হইবে। ইতি

ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ।

(১)

দুর্লভ মানব জন্ম করিয়া ধারণ
ভ্রমে ভুলি পূজি নাই যুগল-চরণ
সে ঘোর পাপেতে মোর পুনঃ গর্ভবাস
কি হইবে জন্মি পুনঃ স্মরি লাগে ত্রাস
তোমারে স্মরণ যোগ্য পাব কি আশ্রয় ?
দয়া কর ক্ষমাময়ি দাও পদাশ্রয়।

(২)

ক্রীড়ায় আসক্ত বাল্যে জড়মতি প্রায়
সতত ছিলাম মগ্ন না ভাবি তোমায়
আচার বিহীন সদা পূজা নাহি জানি
শ্রুতিজ্ঞান কিম্বা সেবা তব মন্ত্রবাণী
কালী কলুষহরা নাম ছিলনা স্মরণ
অপরাধ ক্ষমি দাও যুগলচরণ।

(৩)

যৌবনে মদেতে মত্ত ইন্দ্রিয়ের দাস
পরধন পরস্ত্রীতে সদা অভিলাষ
বিবেক বৈরাগ্যবল কোথায় তখন
মোহে মুগ্ধ পাপ মন, সদা উচাটন।
ভ্রমেতেও করি নাই ওপদ স্মরণ
অপরাধ ক্ষম এবে কে আছে আপন ?

(৪)

পুত্র কন্যা জ্ঞাতি বন্ধু সুখকামনায়
নিয়ত ছুটেছি হায়! বাতুলের প্রায়
করি চিন্তা ধন আশা প্রৌঢ় হয় শেষ
জীর্ণ দেহ জরা তবু নাহি আশা শেষ
হলনা প্রবৃত্তি ভুলে তোমার স্মরণে
ক্ষম মম অপরাধ বড় ভয় মনে।

(৫)

বৃদ্ধ এবে বুদ্ধিহীন অবশ শরীর
শ্বাস কাশ রোগগ্রস্ত নেত্র দৃষ্টিহীন
শ্রুতি গেছে দন্ত গেছে সকলি বিকার
কর্ম্মেতে অপটু সদা আছে ক্ষুধা মোর
কামরূপে! কর দয়া এ ঘোর দুর্দ্দিনে
মা বিনে কে করে ক্ষমা দুরন্ত সন্তানে।

(৬)

করি স্নান তুলি পুষ্প সলিল চন্দন
নৈবেদ্যাদি ধূপ দীপ করি আয়োজন
তব রূপ গুণ আদি স্বরূপ বিষয়
ভাবিতে—আমার ভাব হয়নি উদয়
ভক্তিভরে কোন দিন পূজিনি চরণ
ক্ষম সব অপরাধ দাও শ্রীচরণ।

(৭)

নিত্যা তুমি লীলাময়ী আনন্দদায়িনী
সকল সন্তাপ-হরা সংসার-নাশিনী
মিথ্যা ভ্রমে বৃথা কর্ম্মে ঘুরি দিবানিশি
বারবার যাই আসি ভুঞ্জি দুঃখরাশি
যাই ভুলে ক্ষণে ক্ষণে তুমি মা আমার
ক্ষমা করি কোলে লও আমি গো তোমার।

(৮)

ক্ষীণ কটি কোমলাঙ্গ কণক বরণা
শশি সনে বিন্দু ভালে ইন্দু-নিভাননা
জীব তরে যাচে প্রেম আপনি শঙ্কর
সে রূপে জগৎ মুগ্ধ আমি যে পামর
অনিত্য মিথ্যায় ভুলে ভুলি আপনায়
কর ক্ষমা এ কাঙ্গালে নিজ মহিমায়।

(৯)

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব ঋষি নমে ঐ পদে
আমি মূঢ় হীন-মতি মত্ত বৃথা মদে
বিকৃত বুদ্ধির বশে হারানু সকল
তব কৃপা-বিন্দু বিনে কি আছে সম্বল
প্রার্থনা চরণে তব জননি আমার
ক্ষমা করি তব দাসী কর গো এবার।

(১০)

বদ্ধমতি রাগ দ্বেষে কুসঙ্গী সদাই
কর্ত্তব্য বিচারহীন ধর্ম্মজ্ঞান নাই
অবিদ্যা অজ্ঞান-অন্ধ বৃথা ভোগে আশা
পাপে পূর্ণ জড়দেহ বাসনার বাসা
তব পূজা, মন্ত্র জপ, নাহি ধ্যান, জ্ঞান,
ক্ষমা করি, দয়াময়ি কর পরিত্রাণ।

(১১)

রোগী, দুঃখী, নিঃস্ব সদা পরের অধীন
স্বউদর-ভরণেতে ব্যস্ত নিশিদিন।
আলস্য নিদ্রার বশে বৃথা দিন যায়
শমন নিকটে, জ্ঞান না হয় উদয়
হলনা'ক অনুরাগে তোমার ভজন
তব গুণে ক্ষমা কর দাও মা চরণ।

(১২)

ষড়োর্ম্মী তরঙ্গাঘাতে ভাসি অবিরত
মোহমুগ্ধ পাপচিত্ত তাপদুঃখযুত
হারায়ে আপন ধন জ্ঞান-রত্ন-মণি
সেজেছি দরিদ্র তব তত্ত্ব নাহি জানি
পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতিতে পাইনা সুজন
ক্ষমগো জননি! কর ত্রিতাপ হরণ।

(১৩)

পিতৃদেহে মাতৃগর্ভে এ দেহ ধারণ
জানিয়াছি জননি গো তুমি সে কারণ
কর্ম্মবশে হয় দেহ মায়ার বিকার
চিত্তেরে করি আশ্রয় জাগে অহঙ্কার।

জাগাও মা অহংজ্ঞান বুদ্ধিরূপে তুমি
ক্ষমা করি দিব্য জ্ঞান দাও পদে নমি।

(১৪)

তুমি ভূমি জল বায়ু শূন্য অগ্নি স্থল
জগৎ-প্রপঞ্চ যাহা নিরখি সকল
মন মায়া অহঙ্কার তোমার(ই) বিকার
পরমাত্মা আত্মময়ী সর্ব্বসারাৎসার
অনাদি অনন্তরূপা বিশ্বমূলাধার
চরণে আশ্রয় যাচে এ দীনা তোমার।

(১৫)

তুমি কালী, তুমি তারা, তুমি মা ভৈরবী
ছিন্নমস্তা ভীমা দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী
মহালক্ষ্মী সরস্বতী শিবানী সর্ব্বাণী
মাতঙ্গী বগলা আদ্যা হিঙ্গুলারূপিণী
ধূমাবতীরূপে কালে করিছ শাসন
নিবার মা কালভয় লইনু শরণ।

(১৬)

দুরন্ত প্রকৃতিবশে শত দুঃখ পাই
দুঃখহরা তব নাম লইয়াছি তাই
অনুরাগ-প্রেমজলে যাক মলিনতা
পূজিতে ও রাঙ্গা-পদ হউক যোগ্যতা
পুত্র-বুদ্ধে কর ক্ষমা অধম সন্তানে
খণ্ডবে অভাব যাক্ স্থিতি হোক্ জ্ঞানে।

২৮।৪

শ্রীগীতগোবিন্দে--নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।

কেহ কি এই মধুমাসে, এই সরস বসন্তে—একান্তে নিশাভাগে আত্মগোপন করিয়া কাহারও উৎকণ্ঠা দেখিতে অবস্থান করে? বলনা এই যে এখানে সেখানে প্রাণমাতান গন্ধ—এ কি কাহার আগমন-চিহ্ন জানায়? কাককোলাহলপূর্ণ সহরে, নগরেও যখন এখানে সেখানে মনঃপ্রাণ-উন্মাদকারী এই সুরভি, তখন এই সরস বসন্তে বনভূমিতে কি হয়?

বল বল কে আসিয়া আজ এই নূতন পত্রে, নূতন গন্ধে এই বনভূমি ভরিয়া রাখিয়াছে?

"মধৌ মুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি"। এই মধুমাসে সুন্দর শ্রীহরি শ্যামবর্ণ শৃঙ্গার হইয়াই যেন সকল সময়ে ক্রীড়া করেন। এই মধুমাসে—সেই শ্রীবৃন্দাবনের শরতের মত শ্রীহরি শ্রীভক্তহৃদয়ে মদনমনোহর বেশ ধারণ করিয়া—শ্রীবৃন্দাবনের ব্রজসুন্দরীগণকে সঙ্গে লইয়া এখনও ক্রীড়া করেন।

এই কথাই আমরা শ্রীজয়দেবের হরিস্মরণ সামোদ-দামোদর নামক প্রথম সর্গ হইতে কতক কতক দেখাইয়াছি এবং অক্লেশ-কেশবঃ নামক দ্বিতীয় সর্গেরও কতক হইয়াছে। দ্বিতীয় সর্গের শেষ অংশ এখন আলোচনা করি।

সুন্দর শ্রীহরির এই সকল বিলাস সহিতে না পারিয়া, শ্রীমতী রাধিকা আসিয়াছেন নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে।

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরি ক্রীড়তি।

হে সখি! মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ইব—স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ স্বচ্ছন্দালিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিতঃ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ইব মুগ্ধোহরিঃ সুন্দরঃ শ্রীহরিঃ মধৌ বসন্তে ক্রীড়তি।

শ্রীমতি সহ্য করিতে ত পারিলেন না—নিভৃতেও ত আসিলেন কিন্তু কি লইয়া থাকিবেন? কৃষ্ণ ভিন্ন আর যে কেহ তাঁহার নাই।

সে যাই করুক তার কথাই ত স্মৃতিতে জাগিবে। ছাড়িতে চাহিলেও যে ছাড়া যায় না—এই ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণত্ব। ভুলিতেও পারিলেন না—ভুলিতে গিয়া প্রবলভাবে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বকথা স্মরণে জাগিল। পূর্ব্বলীলার উৎকট স্মরণে সব ভুলিলেন, অভিমান ভুলিয়া যার উপর অভিমান তাহাকে প্রাণভরিয়া ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইলেন।

তুমি সাধক—তোমারও শুদ্ধসত্ব আছে, তোমারও হৃদয়বল্লভ শ্রীচৈতন্য আছেন, তুমি ত কতবার বলিয়াছ—চৈতন্যং মম বল্লভম্ তুমি একবার এই শুদ্ধসত্বে অভিমান করনা। এই শ্রীরাধিকা। এই ভিতরের লীলা ধরিতে পারিবে বলিয়াই শ্রীভগবান্ সাধকের হিতের জন্য বাহিরের লীলা সত্য সত্যই করিয়াছিলেন—ভিতর ধরিতে বাহির, আবার বাহির বুঝিয়া ভিতরে প্রবেশ। এই জন্য এই রাসলীলা হৃদ্-রোগ—কামরোগ বিনাশ করে—নতুবা শুধু বাহিরে থাক, কামরোগ বাড়িবে বই কমিবে না। তাই না লোকে বলে জয়দেব বৃদ্ধের জন্য। না না বৃদ্ধের জন্য কেন হইবে—যুবক যুবতীর জন্য ইহা—ইহা যে হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার জন্য। আজ রাসলীলায় পৌঁছিতে বৃদ্ধ-বয়সের আবশ্যক হয়—শুধু সাধনা নাই বলিয়া। রাসলীলা যে সাধ-কের নিত্য প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্নত ভবসংসারসাগরে পাড়ী দেওয়া যাইবে না। আর এই জ্ঞান, ভক্তি বিনা যে ফুটিতেই পারে না। জ্ঞানী হও বা যোগী হও, মনকে সরস করিতে না পারিলে মন কি জ্ঞানের সেই ক্ষুরধার পথে চলিতে পারিবে? সেই জন্যই না উপাসনা চাই। উপাসনার অন্তরঙ্গ সাধনা মানসপূজা। আবার মানসপূজারও অন্তরঙ্গ সাধনা এই হরিস্মরণে ভাব আস্বাদন। এই ভাব আস্বাদন করা যায়, করানও যায়—যাঁহারা সাধক তাঁহাদিগকে—যাঁহারা ধরিতে পারেন "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে" তাঁহাদিগকে ইহা ধরান সহজ নতুবা স্থূলে ভাব আস্বাদন—পতনের জন্য, পাতনের জন্য। দেখনা জীবনে ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়াও পতন পাতনে লাঞ্ছিত

হইয়াছ কি না? নিজে লোক সাফাই বড়াই করিলে কি হইবে, যে সব দেখিয়া ফেলিয়াছে তাহার কাছে বড়াই কি টিঁকিবে?

বলিতেছিলাম শুদ্ধসত্ত্বকে শ্রীমতী সাজাওনা—সাজাইয়া সেই মদন মনোহর বেশং আপনার শ্রীহরি সন্ধানে একবার অভিসার কর না। দেখনা শ্রীজয়দেব কত মধুর লাগে। করনা বুঝিবে

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

এই সাধনা শ্রীজয়দেবের হরিস্মরণে বড় সহজে হয় কিনা?

নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে বসিয়া শ্রীমতী সেদিনের কথা মনে করিয়া কি হইয়া যাইতেছিলেন। সেই যে সেই বর্ষায়—সেই কুহু যামিনীতে পথ জানানাই, ঘোর অন্ধকার, দুর গহন কাননপথ—সেই অজানা পথে কাননমুখে অভিসারে চলিয়াছেন। কত কৌশলে জটিলা কুটিলা পরিবৃত সংসার আয়ানের দৃষ্টির অন্তরালে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু একি দৈব বিপাক। সবাই যেন বাধা দিতেছে। হউক শত বাধা তার ডাক শুনিয়া কি থাকা যায়? সে অপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইবে একি সহ্য করা যায়? হউক না বর্ষা, হউক না অন্ধকার রাত্রি, হউক না অজানা পথ, কিন্তু "রাই ব'লে বাজলে বাঁশী আমায় যেতে যে হবে গো।" একথা যে বুঝে, সেই বুঝে। সবই প্রতিকূল তার উপর জলধর থাকিয়া থাকিয়া বারি বর্ষণ করিতেছে। কখন শ্রীপদ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া অচল হইতেছে—কত কণ্টক-আঘাতে জর জর হইতেছে, কিছুই ত গ্রাহ্য হয় নাই। শ্রীমতী পথের দুঃখ তৃণসম মনে করিয়া শ্রীমাধবের সহিত মিলিয়াছেন। প্রথম দর্শনে, প্রথম চক্ষুর মিলনে যে হাসি ফুটিল আর কি তখন কিছু মনে থাকে। শ্রীমতী শ্রীমাধবের হাতে ধরিয়াছেন—হাতে ধরিয়ামুখের দিকে চাহিয়া শ্রীমতী তখন পথ আগমন কথা বলিতেছেন। কি সুন্দর! এমন সুন্দর বুঝি আর কিছুই হয় না। তুমি সাধক—তুমি এমনি করিয়া

সাধন মন্দিরে গিয়া একবার বলনা? দেখনা কি হয়? শ্রীমতী বলিতেছেন—

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কতবা কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির ত্যজি যবে পদ চারি আইনু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ আগে নাহি জাননু
পদ যুগে বেড়িল ভুজঙ্গ॥
একে পথ নাহি জানি তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিষয়ে ঝর ঝর
কেমনে যাইব সেই পুর॥
একে পদ অচল পঙ্কে নিমজ্জিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জাননু
চিরদুঃখ এবে দূরে গেল॥
তুঁহার মুরলী যবে শ্রবণে প্রবেশিল
ছাড়িনু গৃহ সুখ আশ।
পথেরি দুঃখ যত তৃণ সম গণিনু
কহইছে গোবিন্দ দাস॥

সংসার ত শত বাধা দিবেই। এই কালে ইহাই ত বিধি।
তথাপি যাইতে হবে যমুনার তীর।
তথাপি হেরিতে হবে কুঞ্জ কুটীর॥

শত বাধা অতিক্রম করিয়া যখন সাধনা মন্দিরে তার কাছে যাও তখন একবার গোবিন্দদাসের এই মধুর পদ গাহিয়া লওনা, একবার এই ভাবের মধ্যে একটু নিমজ্জিত হওনা। হইয়া নিজের কার্য্যটি কর

না। দেখ দেখি কাজ কেমন হয় আর ভাবই বা কেমন করিয়া তুলে। নতুবা সাধনা বর্জ্জিত গানে কতটুকু ভাব থাকিবে বল? ভাব ক্ষণকালের জন্য আসিবে—মাতোয়ারা করিবে সত্য কিন্তু পরক্ষণেই সব ভুলিয়া চপলতা করিয়া ফেলিবে। তাই বলি সঙ্গীতকে—এই রকম ভাবের পদকে সাধনার অঙ্গ করিয়া সাধনা কর। ইহাতে সাধনাও হইবে ভাল আর ভাবও থাকিবে নিরন্তর।

শ্রীমতী ইহাই ভাবিতেছিলেন—ভাবিতে ভাবিতে আরও কত কথা মনে জাগিল। শ্রীমতী আর একদিনের কথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীজয়দেব তাহা শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়া যেন গিয়াছেন। আমরা সেই কথাই বলিতেছি। মালব রাগে-একতালী তালে এই গীত গাহিতে হয়।

ঋধৌ তু কোমলৌ যত্র গ-মৌ তীব্রৌ চ মালবে।
ষড়্‌ভাবরোহণোদ্‌গ্রাহে স-ঋ ন্যাসাংশ শোভিতে॥

ইতি সঙ্গীত পারিজাতে।

স ঋ গ ম ধনি—ইহার ঠাট।

নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং।
চকিত-বিলোকিত সকল-দিশা রতি-রসভ-রসেন হসন্তম্॥
সখি হে কেশি-মথনমুদারং।
রময় ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারম॥১। ধ্রুবম

রহসি = একান্তে। নিলীয় বসন্তং = আত্মানং সংগোপ্য অবস্থিতং। রভসঃ – ঔৎসুক্যং তস্য ভরেণ আতিশয্যেন হসন্তং।

যিনি সঙ্কেত অনুসারে নিশাকালে নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে গমন করিয়া আমি তাঁহার অদর্শনে কিরূপ উৎকণ্ঠা স্ফুটিত হই ইহা দেখিবার জন্য নিকুঞ্জের গোপনতম প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিয়াছিলেন; আমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে না পাইয়া তিনি কখন আসেন এই চিন্তায় ব্যাকুল মনে সচকিত নয়নে সকলদিক অবলোকন করিতেছি আমার এই কাতরতা দেখিয়া যিনি শৃঙ্গাররসের আতিশয্যে হাস্য করিতেছিলেন

সখিহে—সেই কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণ যিনি সকল সন্তাপের শমতা বিধানে কখন কৃপণতা করেন না—সেই শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার মন আমার প্রতি অনুরাগাতিশয়ে বিমোহিত—সখিহে সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার অভিলাষ কিরূপে চরিতার্থ হইবে এই ভাবনায় আমি সমাকুল হইয়াছি। আমার সহিত তাঁহার মিলন তুমি করাইয়া দাও।

প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটু-চাটু-শতৈরনুকূলং।
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্॥
সহি হে কেশিমথনমুদারঃ
রময় ময়াসহ মদন-মনোরথ ভাবিতয়া সবিকারম্॥২॥

ক্রমশঃ

ব্রজভাব।

কি বিষাদ সাধে হিয়া লয়ে কাঁদে
কি সুখ তাহার নাহি?
রাজার নন্দিনী কেন কাঙ্গালিনী?
কি জানি কাহারে চাহি।
চাহে একদিঠে' কি জানি নিরখে
স্থির হ'ল আঁখি তারা,
চকিত শ্রবণে কি যেন সে শোনে
পেয়েছে হরিনী ধারা।
কেন গো উদাসে বাসে ছাড়ি, বাসে
কি নিধি মিলাব তারে?
সখিজন পাশে কেননা সম্ভাষে,
লুটায় নয়ন ধারে?

শুনিয়া ললিতা হাসি হাসি কহে
কি সুখে পরাণ বাঁধে ?
বুঝেছি সে জ্বালা হৃদে জপে কালা
দেখেছে কালিয়া চাঁদে।

হিন্দুর জাতি ভেদ।

এই বিংশশতাব্দীতে হিন্দুর জাতিবর্ণ লইয়া নানাজনে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি নানা সভা সমিতিতে হিন্দুর এই জাতি তত্ত্ব লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা অহরহঃ চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন হিন্দুর এই জাতিবর্ণ ঈশ্বরকৃত নহে, ইহা কাল্পনিক বা মনুষ্যকৃত। আবার কেহবা বলেন জাতি ভেদ জন্মগত বংশগত নহে, উহা গুণকর্ম্মগত। যে যেমন উচ্চ কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ উচ্চ জাতি হইবে, আবার যে যেমন নীচ কর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ নীচ জাতি হইবে। আরও বলেন যে ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অতএব এই মনুষ্যকল্পিত জাতি ভেদকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া না তুলিলে সমাজের ও দেশের মঙ্গলের আশা কিছুতেই নাই। ইত্যাকার ধ্বনিই এখন বাবু সমাজের চারিদিকে মুখরিত। যাঁহারা হিন্দুর এই সনাতন জাতি তত্ত্ব লইয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন বলা বাহুল্য তাঁহারা অধিকাংশই শিক্ষিত পদবাচ্য এবং সমাজে অতীব গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত জন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা কেহই হিন্দুর জাতিবর্ণের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া স্বকপোল কল্পিত ভ্রান্ত মত দ্বারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া কেবল খিচুড়ি পাকাইতেছেন মাত্র। কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু তা করেন না, হিন্দু ভাবেন হিন্দুর জাতিবর্ণ যত কিছু সমস্তই বিজ্ঞান

এক বুলি উঠিয়াছে তাহা আদৌ সমীচীন নহে। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য বা জন্মগত জাতিভেদ যে শাস্ত্রসম্মত সমীচীন সিদ্ধান্ত তাহাত ইদানীন্তন বহু বিখ্যাত বিখ্যাত মহাত্মারা স্বীকার করিতেছেন।

অশেষ শাস্ত্রদর্শী পরম পূজ্যপাদ মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ই যখন বহু গবেষণা পূর্ণ অপূর্ব্ব বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তাঁহারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্ম সিদ্ধান্তগ্রন্থে জন্মগত ব্রাহ্মণ্য বা জন্মগত জাতি ভেদই অতি সুন্দররূপে সপ্রমান করিয়াছেন তখন আর কথা কি?

বঙ্গীয় সাহিত্যের যশোমুকুট সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল মহাশয় ও জন্মগত ব্রাহ্মণ্য বা জন্মগত জাতিরই অনুকূলে মত সমর্থন করিয়া তাঁহার মনোহর সনাতনী পুস্তকে লিখিয়াছেন—

গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা। আপনার গুণে সিবিলিয়ান হওয়া যায়, ইলবুট বিলের গুণে সমান অধিকার পাওয়া যায়; কিন্তু কোন বিধি ব্যবস্থায় বাঙ্গালী ইংরেজ হইতে পারে কি? বিশ্বামিত্র হয় মহাতপস্যা, না হয় মহা দাঙ্গা করিয়া অথবা দুই করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন। তবু তিনি রাজর্ষি হইয়াছিলেন, এত সাধ্য সাধনায় ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই।

বীজ শুদ্ধিতে গতির উৎপত্তি, কেবল বীজের অশুদ্ধিতেই জাতিনষ্ট হয়। অন্য কোন দোষ গুণে জাত্যন্তর প্রাপ্তির কথা অসম্ভব। বিশেষ বিশেষ কার্য্য দোষে পতিত হইলে চণ্ডালের সমান হয়, কিন্তু চণ্ডাল হয় না। (সনাতনী ৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য নহে কি? ইহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে ব্রাহ্মণ যতই কেন অধঃপতিত বা আচার ভ্রষ্ট হউক না তিনি জাতিতেই ব্রাহ্মণই, শূদ্র বা চণ্ডাল নহেন। গায়ের জোরে কদর্থ দ্বারা শাস্ত্রবিপ্লব ঘটাইলে কোন লাভ আছে কি? তাহাতেত কেবল দলাদলিরই সৃষ্টি হইয়া থাকে মাত্র। এইরূপ ভাবে সঙ্কীর্ণতার

পরিচয় দিলে কি সমাজের ও জাতির আর মঙ্গলের আশা করা যায় ? যাহা হৌক যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার যিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ তিনিই যদি পতিত ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিতে পারেন তখন আর অন্য পরের কথা কি ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পতিত ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালন করিয়া জনসমাজে এই আদর্শ দেখাইলেন যে ব্রাহ্মণ যেমনই হউক না কেন তিনি ব্রাহ্মণেতর সকলেরই পরম পূজনীয়। সুতরাং নিতান্ত অধঃপতিত বা আচার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ ও যে হেয় নহেন বা ইহজন্মে ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্টও নহেন এই ভগবদ্দৃষ্টান্তইত তাহার এক সুন্দর প্রমাণ পরিচয়। অপিচ এই ঘটনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণের প্রতি কি সুন্দর অচলা ভক্তিই প্রকাশ পাইতেছে। আবার ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া এই বিষ্ণুর অবতার পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণের অপার মহিমা শতগুণ বর্দ্ধন করিলেন। ইহার চেয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি অসাধারণ ভক্তি পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কিছু আছে কি ? যাহা হোক পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যখন পতিত ব্রাহ্মণগণের পদ প্রক্ষালন করিয়া এই জগদ্ বরেণ্য চিরপূজ্য ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন তখন কি আর ইহার উপর কোনওরূপ তর্ক বিতর্ক চলে ? অতএব ব্রাহ্মণ যে নিশ্চিতই জন্মগত তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দুর জাতিভেদ যে কিছুতেই কাল্পনিক নহে, পরন্তু জন্মগত তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ যে জাতি অনাদি অনন্তকাল হইতেই হিন্দুসমাজে অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা জন্মগত ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? যদি জাতিভেদ জন্মগত না হইয়া গুণ কর্ম্মগতই হইত তাহা হইলে এই জাতিভেদ অচল অটল পাহাড়ের ন্যায় এমন সুদৃঢ়ভাবে হিন্দুসমাজে এতদিন কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না, তাহা হইলে এতদিনে কত ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র বা কত শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া যাইত ; কিন্তু তা যখন হয় নাই, এমন দৃষ্টান্ত প্রমাণ যখন কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তখন হিন্দুর এই চির আদরের জাতিভেদ আর জন্মগত না হইয়া যায় কোথায় ?

কেহ কেহ এস্থলে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত খাটাইয়া জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আপত্তির কোন মূল্যই নাই। কারণ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল একজন্মের তপস্যার ফলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন তা নয়; ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের মহাতপস্যা আর ইহজীবনের উগ্রকঠোর তপস্যা এই দুইয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রনফল। পূর্ব্ব পূর্ব্বজীবনে মহাতপস্যা করিয়া অনেক দূর আগাইয়াছিলেন, আর ইহজীবনের উগ্রকঠোর তপস্যার গুণেই তিনি তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক বিশ্বামিত্র তাহা পারিয়াছিলেন, আর কেহ পারেন নাই। আবার শাস্ত্রেই পাওয়া যায় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণচরুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণচরুতে জন্মলাভই যে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের একমাত্র মূলীভূত কারণ তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আর বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ চরুতে জন্মলাভের কথা ত অতি রঞ্জিত বা কোন ও রূপ আজগবী গল্প নহে; ইহা শাস্ত্রেরই কথা, সুতরাং এইজন্ম বিবরণ কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যিনি ব্রাহ্মণচরুতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অপিচ ব্রহ্মতেজ যাঁহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বিরাজমান অথচ যিনি পূর্ব্বজীবন ও ইহজীবনের উগ্রকঠোর তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি যে ইহজীবনেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন তাহাতে আত বিচিত্র কি? বরং ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করাই ত অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং তাঁহার এই ব্রাহ্মণত্ব যে সে ব্রাহ্মণত্ব নহে, প্রত্যুত অসাধারণ অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব। বিশ্বামিত্র অসাধারণ অলৌকিক ছিলেন বলিয়াই এক তিনিই তাহা পারিয়াছেন। তবু বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইয়াছিলেন, এত সাধ্য-সাধনায়ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই; ইহাও কি, বিশেষ ভাবিবার বিষয় নহে? যিনি জন্ম জন্মান্তরের উগ্র কঠোর তপস্যা দ্বারাও ব্রহ্মর্ষি

ক্রমশঃ—

আছে। রজ্জুর জ্ঞান নাই বলিয়া রজ্জুকেই সর্প বোধ করিয়া হাহা হিহি করা হয় মাত্র। ফলে সর্প আদৌ নাই। এখন মন যদি চৈতন্যের ভাবে পূর্ণ থাকে তবে অন্য কিছু ইহা দেখিতেই পায় না। গুরু ভাবনায় অন্য কিছুই চক্ষে পড়ে না।

দৃশ্য দর্শন মার্জ্জনের বিচার ত বুঝিলাম কিন্তু ইহার প্রয়োগ লইয়া থাকা যায় কিরূপে?

জগৎ পরে ধরিও কিন্তু প্রথমে দেহটা যে একেবারেই মিথ্যা একেবারেই নাই তাহাই অভ্যাস কর।

চৈতন্য সমুদ্রের তরঙ্গ এই দেহ। চৈতন্য সমুদ্রের তরঙ্গ এই মন বা সঙ্কল্প। চৈতন্যকেই অজ্ঞানে ঐরূপ দেখায় অর্থাৎ চৈতন্যের জ্ঞান না থাকায় চৈতন্যই ঐরূপে প্রতীয়মান হয়েন। সর্ব্বত্র স্থূলকে সূক্ষ্ম সঙ্কল্পে আন; সঙ্কল্পকে স্পন্দনরূপে বীজে আন তবেই দেখিবে যে স্থির অচঞ্চল চতুষ্পাদ চৈতন্যের একদেশে এই স্পন্দনাত্মিকা মায়া-বীজ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতেছে সেই মায়ার সাক্ষী যিনি তিনিই সেই পূর্ণ চৈতন্য। কর্কটী এই চৈতন্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছে তাহার উত্তর রাজা ও মন্ত্রী যাহা দিয়াছেন তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা কর তোমার দৃষ্টি আর দৃশ্যে পড়িবে না পড়িবে চৈতন্যে।

সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে যখন আর তরঙ্গ দেখিবে না ভাবিতে পারিবে স্থির শান্ত জলরাশি তখনই তোমার হইবে। দেহ দেখিতে দেখিতে দেহ ভুলিয়া যখন আত্মচৈতন্যে অন্তঃদৃষ্টি পড়িবে তখন ঠিক হইবে।

অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মচৈতন্য যখন পাইলে তখন বল কে কি আর ভোগ করিবে? ভোগের বস্তুই ত নাই ভোগ করিবে কি? চক্ষু দেখিবে কি? আপনাকে আপনি দেখা ভিন্ন তখন অন্য দেখাও নাই। আর আপনাকে আপনি দেখাও নাই—আছে আপনি আপনি স্থিতি—স্বরূপ বিশ্রান্তি।

এই স্বরূপ বিশ্রান্তিতে থাকিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিতে খেলা করা

বা খেলা না করা সত্যসঙ্কল্প পুরুষের ইচ্ছাধীন। আপন স্বরূপে নিত্য থাকিয়াও মায়াধীশ হইয়া থাকা ইহাই।

এখন বল ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কিরূপে বনমর্কটীর উপসংহার করিলেন।

শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ। এতত্তে কথিতং সর্ব্বং মায়াখ্যানমনিন্দিতম্।
কর্কট্যা হিমরাক্ষস্যা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥১॥

হিমপর্ব্বতস্থা কর্কটী রাক্ষসীর অনিন্দিত উপাখ্যান এই তোমাকে বলিলাম।

রাঘব। "অধ্যাত্মোক্তি প্রসঙ্গেন বিশ্বরূপ নিরূপণে" ইহা কথিত হইল। বিশ্বরূপস্য জগত্তত্ত্বস্য নিরূপণে প্রস্তুতে অধ্যাত্মোক্তি প্রসঙ্গেন কর্কটী কৃতানাং প্রশ্নানাং সংস্মৃত্যা এষা আখ্যায়িকা কথিতা। ব্রহ্মনিরূপণোদ্দেশে অধ্যাত্মকথা প্রসঙ্গে কর্কটীর প্রশ্ন স্মরণ করতঃ এই পরমার্থ নিরূপিকা আখ্যায়িকা তোমাকে বলিলাম।

আর একবার সংক্ষেপে বলি শ্রবণ কর।

পরম কারণ পরম পদ হইতে এই জগৎ উঠিয়াও যেন উঠে নাই। সমুদ্রের মধ্যে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান অসংখ্য তরঙ্গ যেমন অবস্থান করে, সেইরূপ এই সৃষ্টিপরম্পরাও যেন ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়াছে। অবশ্য আপনি আপনি ব্রহ্মে কিছুই নাই। সৃষ্টিপরম্পরা যাহাতে বীজরূপে এখন আছে তাহা সগুণ ব্রহ্ম—মায়াশবলিত ব্রহ্ম।

অজ্বলন্নেব কাষ্ঠেষু বহ্নিরর্থক্রিয়াং যথা।
করোতি মর্কটাদীনাং শীতাপহরণাদিকম্ ॥৮
সমং সৌম্যত্বমজহদেব নিত্যোদয়স্থিতি।
তথা ব্রহ্ম করোতীদং নানা কর্ত্তেব সজ্জগৎ ॥৯

যেমন মর্কটাদীর বুদ্ধিতে অপ্রজ্বলিত অবস্থাতেও কাষ্ঠগত বহ্নি-জ্বলন উহাদের শীত নিবারণ করে তেমনি ব্রহ্ম নিজের সৌম্যত্ব ত্যাগ না করিয়াই কর্ত্তার ন্যায় নানা জগৎ যেন করিতেছেন। কাষ্ঠে খোদাই

করা মূর্ত্তি আছে এই বুদ্ধি যেমন সেইরূপ জগৎ সৃষ্ট না হইলেও যেন সৃষ্টরূপে অনুভূত হয়। অঙ্কুর ও বীজ যেমন অভিন্ন অথচ মনের মধ্যে ভিন্ন প্রকারে সমুদিত হয়, সেইরূপ চিৎ ও চেত্য (চিত্তের জগদ্দর্শন শক্তি) এক বা অভিন্ন হইলেও উহারা ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। অবিচারেই ভেদ দর্শন হয় সদ্বিচার হইলে আর ভেদ দেখা যায় না। চৈতন্য বা ব্রহ্মকে জানিয়া তুমি ভেদদর্শন ভ্রান্তি ত্যাগ কর। আমার উপদেশরূপ অস্ত্রে তোমার ভ্রান্তি গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই তুমি অভেদ বুদ্ধি দ্বারা সেই পরম বস্তু অবগত হইতে পারিবে। তুমি মদীয় বাক্য শ্রবণে চিৎসমুৎপন্ন অনর্থ শ্রী এবং ইহার মূল কারণ অবিদ্যা বিনষ্ট করিতে পারিবে। তুমি আমার বাক্যে প্রবুদ্ধ হইলেই বুঝিবে যেহেতু জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সেইহেতু সমস্তই ব্রহ্ম।

রাম। পরমাত্মা পরমপদ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। জগৎ ইন্দ্রিয়াদির গোচর। তবে জগৎ পরমপদ হইতে অভিন্ন কিরূপে?

বশিষ্ঠ। শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য ভেদ বোধক শব্দরাশি সৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক ভেদ নাই। কাল্পনিক ভেদ আছে। এই ভেদটা ব্যবহারিক, বাস্তব নহে।

বেতালো বালকস্যেব কার্য্যার্থং পরিকল্পিতঃ ॥

বালকের উপদেশের জন্য যেমন বেতালের বা ভূতের কল্পনা সেইরূপ।

ফলে যাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই তাহাতে কাল্পনিক কিছু থাকিবে কিরূপে? অজ্ঞানেই ভেদদর্শন ও বহু বিবাদ। কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, বিদ্যা অবিদ্যা, অবয়ব অবয়বী ইত্যাদি যে সকল ভেদ তাহা অজ্ঞদিগের মিথ্যা কল্পনা এবং অনভিজ্ঞের বোধের জন্য।

বোধের অভাব হইতে এই বাদ এই ভেদ কল্পনা কিন্তু "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে" কিন্তু জ্ঞান হইলে দ্বৈত নাই। জ্ঞান হইলে কলন—কল্পনা শান্ত হয় তখন "মৌনমেবাবশিষ্যতে" মৌন বা অশব্দ বা অদ্বৈত মাত্র অবশিষ্ট থাকেন।

কালে বোধ আসিলে বুঝিবে এক অনাদি অবিভক্ত অখণ্ডিত পরমাত্মাই সর্ব্বময় হইয়া আছেন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

যাহারা প্রবুদ্ধ তাহাদেরই অদ্বৈত জ্ঞান হয়। ভেদজ্ঞানটা অপ্রবুদ্ধ জনের। দ্বৈত মিথ্যা হইলেও যতদিন না তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে ততদিন ইহার প্রয়োজন আছে। দ্বৈত অবলম্বন না করিলে অদ্বৈত বুঝান যায় না।

বাচ্যবাচক সম্বন্ধো বিনা দ্বৈতং ন সিদ্ধ্যতি।
নচ দ্বৈতং সম্ভবতি মৌনং ব্যাপাদয়ত্যলম্॥ ২৮

নামটি শব্দ, নামী হইতেছে বস্তু। অমুক নাম অমুক বস্তুর বাচক; অমুক বস্তু অমুক নামের বাচ্য—যেখানে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নাই সেখানে দ্বৈত সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ব্যবহার সিদ্ধি নিমিত্ত দ্বৈত গ্রহণীয়। কিন্তু বিচারে দ্বৈত থাকে না। থাকে এক অখণ্ড মৌন। এই অখণ্ড মৌন বা অদ্বৈতে স্থিতিলাভ করিতে হইলে রাম তুমি শব্দজনিত ভেদকে মিথ্যা বিবেচনা কর, করিয়া বুদ্ধিকে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ ভাবনায় নিযুক্ত কর।

এই জগৎটা গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। এই জগৎ-মায়া যেরূপে উঠিতেছে ও স্থিতিলাভ করিতেছে তাহা দৃষ্টান্ত সহ তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শুনিয়া জগৎটা বা দেহটা কেবলমাত্র ভ্রম এইটি নিশ্চয় করিতে পারিলে তোমার আর কোন বাসনা উঠিতে পারিবে না।

মনোমনন নির্ম্মাণমাত্রমেব জগৎ ত্রয়ম্।
সর্ব্বমুৎসৃজ্য শান্তাত্মা সাত্মন্যেব নিবৎস্যসি॥ ৩৩

এই ত্রিজগৎ মনের মনন—চিত্তস্পন্দন কল্পনা—দ্বারা নির্ম্মিত। সব ত্যাগ কর, করিয়া শান্তাত্মা হও; হইলে আপনাতে আপনিই থাকিবে।

মনোব্যাধি চিকিৎসার জন্য মৎবাক্যের অর্থে মনোযোগ করিবে এবং বিবেক ঔষধ সেবনে যত্ন করিবে।

এইরূপ করিতে পারিলে বুঝিবে একমাত্র চিত্তই জৃম্ভিত—প্রকাশিত হইতেছে। আর কিছুই নাই।' বালুকার মধ্যে যেমন তৈল থাকে না, সেইরূপ এই জগতে শরীরাদিও নাই। প্রকৃত পক্ষে "রাগদ্বেষাদি ক্লেশদূষিত চিত্তই সংসার" চিত্ত হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিলে সংসার মুক্তি হয়।

চিত্তং সাধ্যং পালনীয়ং বিচার্য্যং কার্য্যমার্য্যবৎ।
আহার্য্যং ব্যবহার্য্যঞ্চ সঞ্চার্য্যং ধার্য্যমাদরাৎ॥ ৩৭
সর্ব্বমভ্যন্তরে চিত্তং বিভর্ত্তি ত্রিজগন্নভঃ।
অহমাপূরমিব তৎ যথাকালং বিজৃম্ভতে॥ ৩৮

লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সাধ্য পালনীয়াদিরূপে একমাত্র চিত্তই বিজৃম্ভিত বা প্রকাশিত হইতেছে—চিত্ত ভিন্ন অন্য কিছুই স্ফুরিত বা প্রকাশিত হইতেছে না।

সিদ্ধিও হয় নাই এবং সাধনাতেও অসিদ্ধ যাহা তাহাই সাধ্য। পূর্ব্ব-সিদ্ধ যাহা, তাহা পালনীয় বা রক্ষণীয়। অসিদ্ধ সাধনের নানা পথের—নানা উপায়ের কোনটি সুবিধাজনক বিবেচনা করার নাম বিচার। শিষ্টসম্মত উপায় সাধ্য যাহা, তাহা আর্য্যবৎ করণীয়। দেশান্তরে সিদ্ধ যাহা তাহাকে স্বগৃহে আনয়নের যোগ্য করা তাহা হইল আদরণীয়। আপনার গৃহে যাহা আছে তাহাকে ক্রয় বিক্রয়ের উপযুক্ত করা হইল ব্যবহরণীয়। ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে অশ্ব রথাদি হইতেছে সঞ্চরণীয় আর ব্যবহার্য্যের মধ্যে অলঙ্কারাদি বস্তু হইতেছে ধারণীয়।

জগতের সমস্ত বস্তুই এই সাধ্য পালনীয় বিচার্য্য আর্য্যবৎ কার্য্য, আহার্য্য, ব্যবহার্য্য, সঞ্চার্য্য এবং ধার্য্য—এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়িবেই। এই সমস্তই কিন্তু চিত্ত।

ত্রিজগৎ কল্পনা দ্বারা আকাশ সদৃশ চিত্তই সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে অন্তরে ধারণ করিয়া আছে। চিত্তই অহন্তা প্রবাহরূপে—অহঙ্কার রূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

যোয়ং চিত্তস্য চিদ্ভাগঃ সৈষা সর্ব্বার্থ বীজতা।
যশ্চাস্য জড়ভাগশ্চ তজ্জগৎ সোঙ্গ সম্ভ্রমঃ॥

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ" সমস্তই হইল চিত্ত। এই চিত্তের দুই ভাগ আছে। চিৎভাগ বা চৈতন্যভাগ এবং জড়ভাগ।

চিত্তের চৈতন্যভাগটি হইতেছে সর্ব্বকল্পনাশক্তির বীজ-স্বরূপ অহন্তা। এই যে সকলে "আমার" "আমার" করে, তাহাই চিত্তের চিৎভাগ! চিত্তের জড়ভাগ যাহা, তাহা হইতেছে এই দৃশ্যভ্রান্তিরূপ জগৎ।

আদি সৃষ্টিতে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অবিদ্যমান্ বা অস্পষ্ট ছিল তখন আকারহীন ব্রহ্মা এই সমস্ত স্বপ্নবৎ দেখিয়াও দেখিতেছিলেন না।

পরে তিনি শূন্যমত আপনার ত্রিবিধ দেহ যেন দেখিলেন। আমি দীর্ঘসম্বিদ্—সাক্ষিসম্বিদ্ এই ভাবনা দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম বিজড়িত এক বিশাল দেহ দেখিলেন; আমি জড় এই ভাবনা দ্বারা শৈলাদি বিজড়িত বিরাড্ দেহ দেখিলেন; এবং আমি সূক্ষ্ম এই ভাবনা দ্বারা লিঙ্গ সমষ্টি সূত্রাত্মক হিরণ্য গর্ভরূপ সূক্ষ্মদেহ দেখিলেন। এই ত্রিবিধ দেহই কিন্তু শূন্য স্বরূপ—বাস্তব নহে।

চিত্তের চৈতন্যভাগ্ দ্বারা সেই মনোময় আত্মবপু ব্রহ্মা সর্ব্বগামী—সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। রবিতেজ দ্বারা বারি যেমন পরিব্যাপ্ত সেইরূপ।

চিত্তবালক অবিচারে—বিচারশূন্য হইয়া এই জগৎ দর্শন করিতেছে। এই জগৎকে যক্ষরূপে—এক অপূর্ব্ব বস্তুরূপে দর্শন করিতেছে। এই চিত্তপ্রবুদ্ধকালেই—বিচার যুক্ত হইলেই, আত্মদর্শন করিবে।

চিত্তবালো জগদ্‌যক্ষং মিথ্যা পশ্যত্যবোধতঃ।
বোধিতোসৌ পরং রূপং স্বং পশ্যতি নিরাময়ম্॥৪৩

শুদ্ধাত্মা চিত্তভাব দ্বারাই দৃশ্যভাব প্রাপ্ত হয়েন -ইনি চিত্তভাব

যারা বিম্ব ও ভ্রমদায়করূপে প্রতীয়মান হয়েন—আমি তোমাকে ইহাই বুঝাইতেছি প্রণিধান কর। ইহার জন্য ঐন্দবোপাখ্যান বলিতেছি। ইহা শুনিলে শ্রোতার হৃদয় শীতল হয়।

স্বাত্মভ্রান্তিই আপনাকে জগৎরূপে সাজাইয়াছে। যেরূপে জগন্মায়া বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

---

৮৫ সর্গঃ।

ঐন্দবোপাখ্যান।

অবতরণিকা।

বশিষ্ঠ। জগৎ কি? এই সমস্ত দৃশ্য কিরূপে জন্মিল?

ইমে কথমুপায়ান্তি ব্রহ্মন্ সর্গগণা ইতি ॥২

হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ কিরূপে আসিল?

ব্রহ্মা। জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা মনোমাত্র।

সর্ব্বং হি মন এবেদমিত্থং স্ফুরতি ভূতিমৎ।
জলং জলাশয়াস্ফারৈর্বিবিচিত্রৈশ্চক্রকৈরিব ॥ ৪

ভূতিমৎ জগদ্ভাবধারণশক্তিমৎ। চক্রকৈঃ আবর্ত্তৈঃ

যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা মনই। মনের জগৎভাব ধারণের শক্তি আছে। জগদ্ভাবধারণশক্তিবিশিষ্ট মনই দৃশ্য জগৎরূপে স্ফুরিত হইতেছে। জলাশয়ের জল যেমন বিচিত্র আবর্ত্তাকারে স্ফুরিত হয় সেইরূপ।

পূর্ব্বাধ্যয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও স্মরণ কর।

চিন্মাত্র যিনি—শুদ্ধাত্মা যিনি তাঁহার দুইটি স্বভাব। একটি অস্পন্দ স্বভাব। ইহাই সন্মাত্র। আর একটি স্পন্দ স্বভাব। এই স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট চিৎই চেত্যতা বা বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন। স্বভাবতই ইনি চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ইঁহার স্বভাব বলিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। চেত্যতা প্রাপ্ত চিতের নামই চিত্ত।

তবেই দেখ চিত্তটা আকাশ সদৃশ। কল্পনা করা ইহার শক্তি। ত্রিজগৎ কল্পনা দ্বারা আকাশ সদৃশ চিত্তই—সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে অন্তরে ধরিয়া আছে। চিত্ত অহং অহং রূপে দেহাদিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

চিত্তের দুই ভাগ। একভাগ চিৎ বা চৈতন্য অপর ভাগ জড়। জড় ভাগটা দৃশ্য, চৈতন্য ভাগটি দ্রষ্টা।

চৈতন্য ভাগটি—দ্রষ্টা ভাগটি সর্ব্বকল্পনা শক্তির বীজ-স্বরূপ অহন্তা। অহং অহং যাহা লোকে করে তাহাই চিত্তের চিদ্ভাগ আর চিত্তের জড়ভাগ হইতেছে এই দৃশ্য ভ্রান্তিরূপ জগৎ।

শুদ্ধাত্মা চিত্তভাব দ্বারাই দৃশ্যভাব মত হয়েন। চিত্তভাব দ্বারা ইনি দ্বিত্ব ও ভ্রমদায়করূপে ভাসেন।

স্বাত্ম ভ্রান্তই আপনাকে জগৎরূপে সাজাইয়াছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ের কথা পুনরাবৃত্তি করা হইল। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই প্রয়োজন।

জগৎসম্বন্ধীয় কথা বুঝাইবার জন্যই ইন্দু ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের উপাখ্যান।

ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—আমার এক দিন হইতেছে মানুষের এক কল্প। দিনে সৃষ্টি করি রাত্রিকালটা প্রলয় সময়।

কোন এক কল্পের আদিতে আমি প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিলাম। পূর্ব্বদিন দিবাবসানে নিখিল সৃষ্টি সংহার করিয়া সুখে রাত্রিযাপন করিলাম।

নিশান্তে সম্প্রবুদ্ধাত্মা সন্ধ্যাং কৃত্বা যথা বিধি।
প্রজাঃ স্রষ্টুং দৃশৌ স্ফারে ব্যোম্নি যোজিতবানহম্॥ ৭

নিশাবসানে—মহাপ্রলয়াবসানে আমার আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ হইলেন, তখন আমি যথাবিধি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া প্রজা সৃষ্টির জন্য সমন্তাৎ প্রসারিত মায়াশক্তিরূপ ব্যোমে আমার নয়নদ্বয় প্রসারিত করিলাম। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম। সন্ধ্যাত্যাগ কোন ব্রাহ্মণেরই

হইতেছে। অনাত্মজ্ঞানী মূঢ় পুরুষেরাই জাগদ্দৃষ্ট বস্তু সমূহকে সত্যরূপ দেখে। জ্ঞানী কিন্তু ইহাদিগকে মিথ্যাই জানেন।

শিষ্য। এই যে দেহ বা বৃক্ষাদি ইহারা আদিতে নাই কিরূপে বলা যাইবে? আদিতে ইহারা বীজে বা সঙ্কল্পে ছিল আবার নাশের পরেও সঙ্কল্পে ত থাকিবে? তবে আদিতেও নাই, অন্তেও নাই কিরূপে বলা যাইবে? এবং বর্ত্তমানেও যে নাই তাহা তবে প্রমাণ হইল কিরূপে?

আচার্য্য। দেহের বর্ত্তমান আকার, বর্ত্তমান নামরূপের অভাব হইলেই তুমি বল ইহা নাই। এই বর্ত্তমান নামরূপ বিশিষ্ট আকার পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবে না ইহাই বলা হইতেছে। বর্ত্তমান নামরূপবিশিষ্ট আকার যখন আদিতেও ছিল না, অন্তেও থাকিবে না তখন ইহা বর্ত্তমানেও যে মিথ্যা তাহাই বলা হইতেছে। পরে শুনিও বীজাবস্থা যাহা, তাহা কি? এখন জানিয়া রাখ সঙ্কল্প যাহা, তাহা চলন কম্পন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কিন্তু চলন হইবে কাহার? যাহা স্থির শান্ত তাহার চলন কোন কালে হইতে পারে না। এজন্য চলন যাহা দেখা যায় তাহা মায়িক, মিথ্যা। মিথ্যাটাই সর্ব্বস্থানে সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বরূপের অজ্ঞানতা জন্যই এইরূপ বোধ হয়।

শিষ্য। ক্ষুধা পিপাসা ইহারা ত আদিতেও থাকে না, অন্তেও থাকে না—ইহারাও কি মিথ্যা?

উত্তর—তাহাই দেখান হইতেছে।

স প্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।
তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥৭॥

জাগ্রতের যে সপ্রয়োজনতা—প্রয়োজনসাধকতা স্বপ্নে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে। সেই জন্য আদি অন্ত বিশিষ্টতাটা যাহার আছে তাহা যে মিথ্যা তাহা নিশ্চিত হয় ॥৭॥

তেষাং জাগ্রৎ পদার্থানাং যা প্রয়োজনবত্তা দৃষ্টা সা স্বপ্নে বিপ্রতি-

পত্ততে স্বপ্নে ন ভবতি। জাগ্রৎ দৃশ্যানাং স্বপ্নে বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টা ইতি ভাবঃ। ভৃশং ভুক্ত্বা সুপ্তঃ ক্ষুধার্তো ভবতি স্বপ্নে; স্বপ্নে ভুক্ত্বা আশু প্রতিবুদ্ধ ইব যতঃ। প্রয়োজনমপি মিথ্যৈব স্বপ্ন ইব ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বমুভয়ত্র সমানমিতি মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ। তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বস্য তুল্যত্বাৎ তে জাগ্রদর্থা অপি মিথ্যৈব ॥৭॥

শিষ্য। স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ মিথ্যা ইহা বুঝিয়াছি। কিন্তু জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ মিথ্যা কিরূপে? জাগ্রতে পান ভোজনাদি যাহা করা যায় তাহার প্রয়োজনতা দেখা যায়। ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি করাই ত পান ভোজনাদির সপ্রয়োজনতা। ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি হয় সকলেই ইহা জানে ইহারা মিথ্যা কিরূপে?

আচার্য্য। আদিতে এবং অন্তে যাহা থাকে না তাহা বর্ত্তমানেও মিথ্যা ইহার প্রয়োগ এখানে কর; বুঝিবে ক্ষুধা পিপাসা যাহা হয় তাহা মিথ্যা।

ক্ষুধা পিপাসার একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। মনে কর কোন এক ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ নিদ্রা গিয়াছে। সে পুরুষ স্বপ্নে যেন উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল। স্বপ্নে আহার করিয়া সে পুরুষ স্বপ্নে তৃপ্তিলাভ করিল। এই পান ভোজন কিন্তু স্বপ্নকালে সত্য। কিন্তু স্বপ্নের পান ভোজন ঐ কালে সত্য হইলেও উহা যে মিথ্যা সেই পুরুষ জাগিলেই তাহা বুঝিতে পারে। কারণ ঐ পান ভোজনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

অন্য দিকে দেখ। জাগ্রতে একজন উদর পূর্ণ করিয়া পান ভোজন করিল। করিয়াই সে শয়ন করিল। শয়নের অব্যবহিত পরেই সে স্বপ্ন দেখিতেছে বহুকাল কিছুই খাই নাই। সে স্বপ্নে ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। স্বপ্নে তাহার ক্ষুধা কিন্তু সত্য বোধ হইতেছে। স্বপ্নের ক্ষুধা যে মিথ্যা তাহা সে ব্যক্তি জাগিয়াই বুঝিতে পারে। কারণ জাগিয়াই দেখে উদর পূর্ণ, ক্ষুধা কিছুই নাই বরং অজীর্ণতা হেতু উদ্গার হইতেছে।

স্বপ্নের পান ভোজন বা স্বপ্নের ক্ষুধা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এতদ্দ্বারা তাহা প্রমাণ করা গেল।

স্বপ্নের দৃশ্যদর্শন মিথ্যা ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় বলিয়া যেমন ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা জাগ্রতের দৃশ্য দর্শন মিথ্যা প্রমাণ করা গিয়াছে সেইরূপ স্বপ্নে ক্ষুধা পিপাসা মিথ্যা এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জাগ্রতের ক্ষুধা তৃষ্ণাও যে মিথ্যা তাহাই দেখান্‌ হইতেছে।

এখন যুক্তি দেখ। জাগ্রতে জাগ্রৎ সত্য আর স্বপ্ন অসত্য আবার স্বপ্নে স্বপ্ন সত্য জাগ্রৎ অসত্য। এই হেতু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুয়ের সত্যতা ও অসত্যতা সাপেক্ষিক বা ব্যভিচারী এই জন্য দুইই অসত্য ভ্রান্তিমাত্র। যাহা একবার সত্য একবার মিথ্যা তাহাই ত অসত্য। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যেমন স্বপ্নদৃশ্যের অসত্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, সেইরূপ জাগ্রৎ দৃশ্যের অসত্যতা সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকিতে পারে না, তথাপি যাহার সংশয় থাকে তাহার এই সংশয় ভ্রান্তি মাত্র।

সেই জন্য বলা হইতেছে---

"তস্মাদাদ্যন্তবত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ" সেই জন্য আদি অন্ত বিশিষ্ট যাহা, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা ইহা জানা যায়। অর্থাৎ আদি ও অন্ত বিশিষ্ট যে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুইই সমান। এই জন্য মননশীল যাঁহারা, তাঁহারা আদ্যন্তবিশিষ্ট জাগ্রৎ দৃশ্যকেও নিশ্চয়রূপে মিথ্যা বলিয়া জানেন, বলেন এবং মানেন।

শিষ্য। অন্য কোন শাস্ত্রে কি আদ্যন্তবন্তবিশিষ্ট যাহা, তাহা মিথ্যা এই কথা বলা হইয়াছে?

আচার্য্য। হাঁ। শ্রীগীতা পঞ্চম অধ্যায়ে ২২শ শ্লোকে বলিতেছেন—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

স্পর্শজনিত যে সমস্ত ভোগ তাহা সুখ নহে দুঃখেরই কারণ। যে হেতু স্পর্শ-জনিত যে সুখ তাহা আদ্যন্তবন্ত অর্থাৎ সে সব সুখ

স্পর্শের পূর্ব্বেও থাকে না স্পর্শের পরেও থাকে না। এইজন্য জ্ঞানিগণ স্পর্শ সুখ আকাঙ্ক্ষার বিষয় নহে জানেন।

শ্রীগীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকে বলিতেছেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে স্পর্শ তাহাই শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী। ইহারা আগমাপায়ী ইহারা আদি অন্ত বিশিষ্ট—ইহারা আসে ও যায়। যাহা উৎপত্তি বিনাশশাল তাহাই অনিত্য—তাহাই মিথ্যা। হে ভারত! একবারে ইহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে না পার ইহারা মিথ্যা বলিয়া সহ্য করিয়া যাও।

শিষ্য। ভক্তিমার্গে ত ভাব লইয়াই সাধনা। ভাবও ত আদ্যন্তবন্ত, আগমাপায়ী, উৎপত্তিবিনাশশীল। ভাব এই আছে এই নাই। এখনি আসে এখনি ফুরাইয়া যায়। তবে কি ভক্তিমার্গের সাধনা মিথ্যা?

আচার্য্য। ভক্তিমার্গের সাধনা কি কখন মিথ্যা হইতে পারে? মানুষের ভাব আগমাপায়ী, আদ্যন্তবন্ত, উৎপত্তিবিনাশশীল, এখনি আসে এখনি ফুরাইয়া যায়। এই ভাবকে স্থায়ী করাই ত একমাত্র সাধনা। শ্রীভগবানই পরমাত্মা, আত্মা সমকালে। নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও আত্মা যিনি, তিনিই ভাবস্বরূপ। সচ্চিদানন্দই ভাব। জীবের খণ্ড ভাবকে অখণ্ড ভাবে পরিণত করাই মুক্তি। সচ্চিদানন্দ ভাবই মিথ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া অহং বহুস্যাম্ হইয়াছেন। মিথ্যার হাত হইতে পবিত্রাণ যিনি পাইয়াছেন তিনিই সচ্চিদানন্দ ভাবে স্থিতি-লাভ করিয়াছেন। ইহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপ ভক্তির প্রথম সাধনা। কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে অভ্যাস করা রূপ ভক্তির আদি স্তর বিশ্বাস ভিন্ন হইবে না। কর্ম্মার্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে বিশ্বাসের স্তর ছাড়িয়া ভক্তির স্তরে আসা যাইবে। সেই সময়ে কর্ম্ম দ্বারা, ভাবনা দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং স্বাধ্যায় দ্বারা "আমি তোমার" সাধনা চলিতে থাকিবে। তাহার পরেই "তুমি

আমার"" সাধনা। প্রথমে সর্ব্বদা বিশ্বাসে শ্রীভগবানের সঙ্গ কর। বাক্য, ভাবনা, কর্ম্ম, তাঁহাতে অর্পণ করিতে থাক। নিত্যকর্ম্মে বিশেষভাবে "মদর্পণ" করিতে অভ্যাস কর। স্বাধ্যায়কালে অবতার শ্রীইষ্টদেবের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার কার্য্য তাঁহার ভাব আলোচনা কর। ক্রমে বুঝিবে তিনি সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে ফিবিতেছেন। ইহাতে "তুমি আমার" সাধনা হইবে।

"আমি তোমার' এবং "তুমি আমার" সাধনাতেও সম্পূর্ণরূপে মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। ভক্তির সমস্ত অবস্থার পরেও জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। এই সাধনা হইতেছে "তুমি আমি" একের সাধনা। এই সাধনা জন্য "আমি আত্মা" একদিকে ইহার বিচার ও প্রয়োগ, অন্যদিকে আমি দেহ নই ইহার বিচার ও প্রয়োগ অভ্যাস করিতে হইবে। যখন নিশ্চয় হইয়া যাইবে ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম মৃত্যু, শোক মোহ এইগুলি মায়িক ব্যাপার মিথ্যা ব্যাপার, যখন অভ্যাস হইবে স্থূল জগৎটা সূক্ষ্ম অবস্থায় কল্পনা মাত্র, কল্পনা, চলন স্পন্দন কম্পনরূপ বীজভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কল্পনারূপ বীজই জগৎ বৃক্ষ বা দেহবৃক্ষের বীজ এবং এই কল্পনা বা স্পন্দন বা কম্পন বা চলন সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ চতুষ্পাদ পূর্ণব্রহ্মের এক অতি ক্ষুদ্রপাদে মায়া দ্বারা কল্পিত—যখন নিশ্চয় হইবে স্থূল জগৎ, স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম মন, এবং অতি সূক্ষ্ম মায়ার স্পন্দন এই সমস্তই মিথ্যা, যখন মিথ্যাতে অনাস্থা হইযা সত্য আত্মাতেই মন নিরুদ্ধ হইবে—তখনই পূর্ণানন্দে স্থিতি হইল। এই স্বরূপে বিশ্রান্তি লাভের পরেই সাধক অবতারের ভাব প্রাপ্ত হয়েন। আপন স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন। তবেই দেখ ভক্তিমার্গের সাধনা সম্পূর্ণ করিতে হইলে "আমি তোমার" 'তুমি আমার" করিলেই সব হইল না। "আমি তুমি" এক ইহার সাধনা করিলে তবে ভক্তিমার্গের শেষ সাধনা করা হইল। এই জ্ঞানসাধনা যদি না কর তবে ভক্তি ভক্তি করিয়া

সহস্রবার চিৎকার করিলেও তুমি পৌত্তলিকতায় আটকাইয়া যাইবে। সেই জন্য বলা হইতেছে যে ভক্তিতে জ্ঞানে অভক্তি আনে সে ভক্তি ভক্তিই নহে—পৌত্তলিকতা মাত্র। আবার যে জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা করে না সে জ্ঞান জ্ঞান নহে বাগাড়ম্বর মাত্র। এই দুই বিপদ এই কলিযুগে বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—আরও প্রবল হইবে। শেষে শ্রীভগবান্ আসিয়া ইহার নিবারণ করিবেন।

কেহ জ্ঞান জ্ঞান করিয়া চিৎকার করিতেছে কেহ ভক্তি ভক্তি প্রেম প্রেম করিয়া চিৎকার করিতেছে। জ্ঞানের সাধক "বিদ্যার অভ্যাস" করুন আর ভক্তির সাধক "আমি তোমার" "তুমি আমারের" সাধনা করুন। তবে ভক্তি-মহারাণীকে হৃদয়ে পাইবেন। ভক্তি সাধক কবিরের কথাগুলি একবার দেখিবেন।

কবির কামী ক্রোধী লালচী ইন্ হতে ভক্তি না হোয়ে॥

কবির বলিতেছেন কামী ক্রোধী ও লোভী যাঁহাদের ভক্তি হয় না। হে আধুনিক ভক্ত। এই তিনটি নরকের দ্বার ছাড়াইয়া ভক্তিমার্গে চলিতেছ ত? আবার বলিতেছেন—

কবির জ্ঞান ন বেধিয়া হীর্দয়া নহিঁ জুড়ায়ে।
দেখাদেখি ভক্তি করে রঙ্গ নঁহি ঠাহরায়ে॥

কবির বলিতেছেন জ্ঞানকে ভেদ করিতে না পারিলে হৃদয় জুড়ায় না। যিনি দেখাদেখি ভক্তি করেন, তিনি প্রকৃত শান্তি পান না। ইহাই শাস্ত্রের কথা। জ্ঞানে অভক্তি করা ইহা ভক্তিমার্গ নহে, পৌত্তলিকতা মাত্র।

প্রেম প্রেম মুখে করিলে কি হইবে? যতদিন ভাব আইসে যায়,—ভাব আদ্যন্তবন্ত, ভাব আগমাপায়ী—ততদিন প্রেম হয় নাই।

কবির প্রেম না বারি উপজে, প্রেম না হাট বিকায়।

কবির বলিতেছেন প্রেম, জল হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রেম হাটেও বিকায় না। একভক্তি না হইলে—এককে সর্ব্বত্র দেখিতে না পারিলে—এককে সর্ব্বদা লইয়া না থাকিলে প্রেম হয় না।

কবির ছিন্ পড়ে ছিন্ উতরে সো তো প্রেম ন হোয়।
আট পহর লাগা রহে প্রেম কহাওয়ে সোয়॥

কবির বলিতেছেন একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে, সেও প্রেম হইতেছে না। অষ্টপ্রহরই যাহা লাগিয়া রহে তাহাকেই প্রেম বলে।

কবির আয়া প্রেম কাঁহা গেয়া, দেখায়া সব্ কোয়।
পল্ রোয়ে পল্ মো হাঁসে সো তৌ প্রেম না হোয়॥

কবির বলিতেছেন প্রেম ত আসিয়াছিল আবার কোথায় গেল? সকলেই কিন্তু দেখিয়াছিলেন এক মুহূর্ত্তে হাঁসিতেছে, এক মুহূর্ত্তে কাঁদিতেছে সেও প্রেম হইল না।

প্রেম্ প্রেম্ সব্ হি কহে প্রেম না চিন্হে কোয়।
যোঁহি ঘট্ প্রেম পিঞ্জর বসে, প্রেম্ কহাওয়ে সোয়॥

প্রেম্ প্রেম ত সবাই বলে কিন্তু প্রেমকে কেহই চিনে না। যাঁহার দেহরূপ পিঞ্জরে প্রেম বসিয়াছে সেই প্রেমের কথা কহিবে।

প্রেম কার হয়? উত্তরে বলিতেছেন—

কবির এই তন্ জ্বারোঁ মসি করো লিখো রামকো নাম।
লিখ্নি করো' করক্ কি লিখি লিখি পঠাও রাম॥

কবির বলিতেছেন এই শরীরকে জ্বারিয়া কালী কর আর সেই কালীতে রাম নাম লিখ। করক্ বলে মনের কষ্টকে। মনের জ্বালামালাকে—কষ্টকে কলম করিয়া পুনঃ পুনঃ রামকে চিঠি লিখিয়া পাঠাও। বৃথা লেখা লেখিলে প্রেম মিলে না।

বলা হইল আদ্যন্তবন্ত যাহা, তাহা মিথ্যা। স্বপ্নদৃশ্যের মত জাগ্রৎ-দৃশ্য সমূহও আদ্যন্তবন্ত বলিয়া মিথ্যা। কাম, ক্রোধ, লোভ ইহারাও আদ্যন্তবন্ত, সেই জন্য যাহা বর্ত্তমান তাহাকে মিথ্যা বলিতে অভ্যাস কর। ক্রমে দেহ মিথ্যা বোধ হইয়া যাইবে।

অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথা স্বর্গনিবাসিনাম্।
তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ॥৮॥

স্থানিধর্ম্ম—স্বপ্নস্থানগত জীবধর্ম্ম নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে গিয়া জীব যাহা স্বপ্নে দেখে, তাহা বস্তুর বাস্তবস্বরূপ নহে। যেমন স্বর্গবাসী ইন্দ্রের সহস্রলোচনত্ব স্থানিধর্ম্ম রীতিমত অপূর্ব্ব, সেইরূপ। যেমন যজ্ঞকালে ইন্দ্রাদির দৃঢ় ভাবনা দ্বারা সুশিক্ষিত যজমান স্বর্গে গিয়া সহস্রাক্ষত্বাদি দর্শন করে, সেইরূপ এই জীব জাগ্রৎকালে দৃষ্ট শ্রুত, বাসনা দ্বারা স্বপ্নস্থানে গিয়া সেই সমস্ত মনোময় চতুর্ভুজাদি অপূর্ব্ব পদার্থ দর্শন করে।

যদপূর্ব্বং চতুর্ভুজত্বাদি ন তদ্বাস্তবং স্বরূপং কিন্তু হি নিশ্চয়ে স্থানিধর্ম্মঃ স্বপ্নস্থানগত জীবধর্ম্মঃ। যথা স্বর্গনিবাসিনাম্ স্বর্গস্থানাং স্বর্গস্থতনাং সহস্রনেত্রত্বাদি অপূর্ব্বং তথা। যথা ইহ জাগরিতে সুশিক্ষিতঃ যাগাদৌ ইন্দ্রাদি ভাবনয়া শিক্ষিতঃ যজমানঃ স্বর্গং গত্বা সহস্রাক্ষত্বাদি প্রেক্ষতে পশ্যতি তথা অয়ং স্বপ্নদর্শীজীবঃ জাগ্রদ্দৃষ্টশ্রুতবাসনয়া স্বপ্নস্থানং গত্বা তান্ মনোময়ানেব চতুর্ভুজাদি পদার্থান্ প্রেক্ষতে পশ্যতি। যথা স্থানিধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং তথা স্বপ্নদৃশ্যানাম পূর্ব্বাণাং স্থানিধর্ম্মত্বমেবেত্যসত্ত্বং। অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্যাসিদ্ধত্যম্ ॥

শিষ্য। স্বপ্নপদার্থ ও জাগ্রৎ পদার্থ সমান—ইহা দেখাইয়া যে বলা হইতেছে স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় জাগ্রৎ পদার্থও অসৎ, ইহা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ এই দৃষ্টান্তটিই ঠিক নহে।

আচার্য্য। কিরূপে ?

শিষ্য। জাগ্রৎপদার্থই যে স্বপ্নে দেখা যায় তাহা ত নহে, কিন্তু স্বপ্নে অপূর্ব্ব পদার্থ দেখা যায়। স্বপ্নে দেখা যায় আমি ত্রিনেত্র, অষ্টভুজ পুরুষ—চতুর্দ্দন্ত গজে আরোহণ করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে যাইতেছি। এই প্রকার অপূর্ব্ব অবস্থা স্বপ্নে দেখা যায়। এই স্বপ্ন কিন্তু অপূর্ব্ব। তবে জাগ্রৎকে অসত্য দেখাইবার জন্য যে স্বপ্নদৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্ত কিরূপে ?

আচার্য্য। তোমার এই বিচার ঠিক নহে। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থকে যে তুমি অপূর্ব্ব বলিতেছ তাহা স্বপ্নের দ্রষ্টা যে স্বপ্নস্থানী অর্থাৎ